INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Tuesday, the 11th July, 1972 at 3 P. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker 3 Dy. Ministers & 47 Members.

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker :— Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Nishi Kanta Sarker.

Shri Nisikanta Sarker :—Question No. 102.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker Sir, Question No. 102.

প্রশ্ন	উত্তর
১) উদয়পুর মহকুমার সাইদাবাড়ী (মায়াপুরী) শরণার্থী শিবিরে টিউবওয়েল বসাইবার যে Contract দেওয়া হইয়াছিল তথায় টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে কি না ? হইয়া থাকিলে কয়টি বসানো হইয়াছে এবং ঐ বাবত কত টাকার বিল পেমেন্ট করা হইয়াছে ?	১) উদয়পুর মহকুমার সাইদাবাড়ী (মায়াপুরী) শরণার্থী শিবিরে কোন টিউবওয়েল বসানো হয় নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—তাহলে এই যে ৩৭টি টিউব ওয়েলের বিল ড্র করেছে বলে বলা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যেখানে টিউব ওয়েল বসানো হয় নাই বলা হচ্ছে, সেখানে বিল পেমেন্টের কথা জানার দরকার নেই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য সন্দেহ করছেন, পসিটিভলী বলেছেন যে বিল ড্রু করা হয়েছে কাজেই আমি মনে করি এর উত্তর প্রাসংগিক। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এটা তদন্ত করে দেখবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে টিউব ওয়েল বসানো হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—না বসিয়েও টাকা নিতে পারে, এতো হামেশাই হচ্ছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় সদস্য যখন এই ঘটনা ঘটেছে বলে সন্দেহ করেন, মাননীয় সদস্যকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২২।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২২ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ফৌজদারী কোর্টের ভারপ্রাপ্ত সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রশাসনিক কাজে প্রায়ই তাহার কার্য্যস্থল হইতে বাহিরে থাকিতে হয়;

২। যদি তাই হয় তবে সরকার উক্ত পরিস্থিতির উন্নতি ও বিচারাধীন ফৌজদারী মোকদ্দমা গুলি নিষ্পত্তির জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে মনস্থ করিয়াছেন?

৩। ইহা কি সত্য যে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সদর কার্য্যালয় হইতে বাহিরে অবস্থান কালে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মোকদ্দমা তাহার দ্বারা নিষ্পত্তির জন্য মুলতুবী রাখা হয়?

উত্তর

১। তাহাকে প্রশাসনিক কাজে মাঝে মাঝে বাহিরে থাকিতে হয়।

২। জরুরী আইন ও শৃঙ্খলা মোকাবিলার জন্য সদরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে মাঝে মাঝে বাহিরে থাকিতে হয়। অবশ্য তাহার অনুপস্থিতির জন্য তাহার কোর্টের কোন বিচারের কাজ ব্যাহত হয় না।

মুলতুবী ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য বর্ত্তমানে সদর মহকুমায় ৬ জন প্রথম শ্রেণীর এবং ৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। ইহা ছাড়া ৩ জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আংশিক ভাবে সদর মহকুমার ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।

৩। না। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বাহিরে থাকেন তখন অপর একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার বিভাগীয় কার্য্যাবলী চালনা করেন এবং তিনি স্বাধীন ভাবে আইন মোতাবেক এই কার্য্য করেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মিঃ স্পীকার স্যার,এই প্রশ্নে আমার অনেক ক্লারিফিকেশন থাকবে আমাকে টাইম দিতে হবে।

আমার এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, আমার প্রশ্ন ছিল তিনি প্রায়ই বাইরে থাকেন কি না ? তার উত্তর দেন নাই। তিনি বলেছেন যে মধ্যে মধ্যে থাকেন।

মিঃ স্পীকার :—প্রায় এবং মধ্যে মধ্যে একই কথা।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি বলেছি যে মধ্যে মধ্যে অফিসের কাজে তিনি বাইরে থাকেন।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—সপ্তাহে কতদিন তিনি বাইরে থাকেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমার কাছে গত তিন মাসের হিসাব আছে, তার থেকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি মাসে সাত আট দিন বাইরে থাকেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি জানতে চাইছি গত এক বছরে তিনি কত দিন কোর্টে বসেছিলেন। আমি যতটুকু জানি গত এক বছরে তিনি ৬৫।৭০ দিনের বেশী কোর্টে বসেন নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমার কাছে তিন মাসের হিসাব আছে, তাতে দেখা যায় তিন মাসে তিনি ২৪ দিন বাইরে ছিলেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—গত এক বছরে কতদিন তিনি কোর্টে বসেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই তথ্য দিতে পারেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—সেপারেট কোয়েশ্চান করলে বলতে পারব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি এটা রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ৩ মাসের চাইবেন না, এক বছরের চাইবেন আমি বলতে পারি না। আমি তিন মাসের একটা দিয়েছি।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—যদি তিন মাস বাইরে থাকেন তা হলে কি কোর্টের কাজ ব্যাহত হয় না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটাই বলতে চান ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে তিনি যখন বাইরে থাকেন তখন অন্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আছে, তিনি এই কাজগুলি দেখান।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—তাঁর ফাইলের কেস্ কি অন্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেট করতে পারেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যদি তাঁকে ট্রান্সফার করে তাহলে তিনি করতে পারেন।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি সমস্ত কাজ ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন এবং তিনি নিজে কোন বিচার করছেন না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—সমস্ত কেস্ তিনি ট্রান্সফার করেন না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—তাহলে কি বুঝতে হবে তিনি প্রায়ই বাইরে থাকেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—তিনি মাঝে মাঝে বাইরে থাকেন বলেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—সদরে কয়জন ম্যাজিষ্ট্রেট আছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—সাবডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট সদরে একজন থাকেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তাঁর নাম জানেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এস. এম. চক্রবর্ত্তী বোধ হয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—একটা অর্ডার সীট আমার কাছে আছে স্যার হুয়িচ ইজ এ পাবলিক ডকুমেন্ট। তাতে লেখা আছে ডি, আর, চক্রবর্ত্তী। উনি কি জানাবেন কয়জন সদরে এস, ডি, এম, আছেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সাব,ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আইনের বিধানে সদরে একজনই থাকেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ : –ডি, আর চক্রবর্তী সাবডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্টেট কিনা ? আমার কাছে কাগজ আছে স্যার, হুয়িচ ইজ এ পাবলিক ডকুমেন্ট। সেখানে ডি, আর, চক্রবর্ত্তী -র সই করা আছে সাবডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্টেট হিসাবে সদরের। আমি এই সম্পর্কে ক্ল্যারিফিকেশান চাইছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হাউস কে মিস-লীড করেছেন বাই মেকিং এ মিস-ষ্টেটমেন্ট। এই সম্পর্কে আমি জানতে চাই তিনি কেন হাউসকে মিস্‌লীড করছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জবাব দিয়েছেন তাতে তিনি যেটা জানেন সেটাই দিয়েছেন। এর মধ্যে এটা প্রিন্টিংমিষ্টেক কিনা কিংবা কোন কিছু রয়েছে কিনা উনি সেটা কনফার্ম করতে পারবেন পরে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় আইন মন্ত্রী কি জানা উচিন নয় আইন মন্ত্রী হিসাবে যে সাবডিভিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কয়জন থাকবেন সদরে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি আগেই বলেছি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট থাকে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—আমি যদি বলি সদরে ৫ জন ম্যাজিষ্টেট আছেন তা হলে তিনি কি অস্বীকার করতে পারেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ .—অ্যাকর্ডিং টু ল, পাঁচজন থাকতে পারে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—তা হলে আইন মন্ত্রী কি বলবেন যে ৫ জন সাব-ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কি করে এক সংগে ফাংশান করছেন সদরে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—৫ জন সাব-ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কাজ করেন বলে সদরে আমার জানা নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—যদি এইরকম কোন থার্ড ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট ফাস্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করে তাহলে ওদের বিরুদ্ধে কনটেম্‌পট অব কোর্টের জন্য প্রসিডিংস ড্র আপ করবেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে প্রসিডিংস ড্র করা যায় না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় আইন মন্ত্রী কি ওদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিবেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এইরকম যদি এর মধ্যে কোন ইরিগুলারিটি হয়ে থাকে তা হলে হায়ার কোর্টে তিনি মুভ করতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—আইন মন্ত্রী হিসাবে উনার এই ব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত মনে করেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যদি এইরকম হয়, আমি অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে এইভাবে বাইরে যদি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকে, বিশেষ করে এস. ডি, ও, তাহলে গ্রামাঞ্চলের যে সমস্ত গরীব মানুষ মামলা করতে আসে তাদের অত্যন্ত হয়রান হতে হয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই সমস্ত মামলা যাতে সহজে নিষ্পত্তি হয় এই জন্য সদর কোর্টে ১০ জন ম্যাজিষ্ট্রেট আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে যার কোর্টে মামলা থাকে তিনি অনুপস্থিত থাকলে সেই মামলা অন্য ম্যাজিষ্ট্রেট চালাতে পারেন না, ট্রেন্সফার না হওয়া পর্যন্ত ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যদি ১৯২ ধারাতে পাওয়ার ট্র্যানস্ফার না করে তা লে মোকদ্দমা অ্যাডজোর্ণ করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী .—একটা মামলা চালু হওয়া অবস্থায় যদি ট্র্যান্সফার না হয় তা হলে একমাত্র ডেইট দিতে পারেন, এর বেশী তিনি কিছু করতে পারেন না এটা স্বীকার করবেন কি এবং ডেট দেওয়া মানেই হচ্ছে হয়রানি করা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— হ্যাঁ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যবস্থা করবেন কি যে বাইরে যদি থাকতে হয় বেশী সময় তাহলে তারা মামলা নেবেন না, অন্য ম্যাজিষ্ট্রেটরা মামলা নেবেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাতে কেস নিষ্পত্তি হয় তাড়াতাড়ি তার চেষ্টা করা হবে এবং কগ্নিজেন্স পাওয়ার দেওয়া আছে এবং ট্র্যান্সফারের পাওয়ার যাতে দেওয়া হয় এই জন্য আমি ইনষ্ট্রাকশন দেব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় আইন মন্ত্রী কি বলতে পারেন যে এস, ডি, এম, যদি বাইরে থাকেন তাহলে আদার ম্যাজিষ্ট্রেট উনার ফাইল কগ্নিজেন্স কি করে নেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১১০ এ যদি পাওয়ার দেওয়া হয় তাহলে অন্য ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাওয়ার দেওয়া যেতে পারে। এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এস, ডি, এম, এর অ্যাবসেন্‌ সে ডি, আর, চক্রবর্তীকে ২০শে আগষ্ট, ১৯৭১ ডি, এম, তাকে কণ্টিজেন্স পাওয়ার দিয়েছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—আমার কথা হল সদরে ৫ জন ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি নাম বলছি। দুইজনের নাম আমি জানি। মাননীয় আইন মন্ত্রী কি বলতে পারেন সেক্‌শান ১০টা কি? সি, আর, পি, সি, এর সেক্‌শান ১৩টা কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আইন পরীক্ষা দিতে আসি নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে থার্ড ক্লাশ পাওয়ার এর ম্যাজিষ্ট্রেটরা সাব-ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ফাংশান করতে পারেন না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, থার্ড ক্লাশ পাওয়ারের যে সমস্ত কেস সেগুলি থার্ড ক্লাশ পাওয়ারের ম্যাজিষ্ট্রেটরাই করে থাকেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, আমার প্রশ্ন হল সেক্‌শান থার্টিন অনুযায়ী থার্ড ক্লাশ পাওয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটেরা সাব-ডিভিশান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ফাঙ্কশান করতে পারেন কিনা, এ্যাক্‌সেপ্‌ট ফার্ষ্ট ক্লাশ এ্যাণ্ড সেকেণ্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট। গেজেট নটিফিকেশন দিয়ে তাদেরকে চার্জ দিতে হয়, তাছাড়া থার্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটেরা যেমন জি, এল, সিং এবং হরিপদ সীল, আমার এখানে সার্টিফাইড কপি আছে যে তারা সাব-ডিভিশান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ফাঙ্কশান করছে। এটার কারণ কি, আমি জানতে চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি থার্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটেরা সাব-ডিভিশান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কাজ করে থাকেন, তাহলে কেস করলে সেটার ফল পাবেন— এ্যাপিল করলে বা বা মোশান করলে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি যেটা বলছেন, এ্যাপিল এবং মোশানের প্রশ্ন যেখানে আসছে, সেটা কোন সেক্‌শানে লাইব্যল আমাকে বলতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যেসব সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, তাতে আমার মনে হচ্ছে যে এটা অনেকটা পরীক্ষা দেওয়ার মত হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, তাই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—স্যার, এটা কেমন কথা? আইন তো উনি এনেছেন। এখানে যেটা আসল কথা, সেটা হচ্ছে মেম্বারেরা প্রশ্ন করবেন আর মন্ত্রীরা উত্তর দিবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—স্যার, এখানে বলা আছে যে একটা লোককে যদি পুলিশ এরেষ্ট করে, তাহলে এর জন্য যে কেস হবে আণ্ডার সেক্‌শান ৩০২ সেখানে ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কগ্নিজেন্স ছাড়া অন্য কেউ এমন কি সেকেণ্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটও নিতে পারে, অথচ সেখানে আমরা দেখছি, যে থার্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট কগ্নিজেন্স নিয়ে বছর এর পর বছর সেটাকে রিমাইণ্ড দিয়ে যাচ্ছে। ছি ইজ নট গেটিং চিজ বেল। এটা কি স্যার, আইনের পরীক্ষা হল নাকি? স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কন্‌সার্নিং ফাণ্ডামেন্টাল রাইট অব দি সিটিজেন। আমি অন্ততঃ এই ধরণের ৫০০ আসামী দেখতে পারি, স্যার···

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—স্যার, আমার মনে হয়, এটার জন্য যদি উনি একটা সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান করতেন, তাহলে উনি ক্লারিফিকেশানটা ভাল পেতেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—স্যার, এটা আবার কেমন কথা? আমরা যে প্রশ্নটা দিচ্ছি এটা অত্যান্ত ক্লিয়ার প্রশ্ন, হয়তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা ভেগ রিপ্লাই দিচ্ছেন, সেজন্য আমাদের ফার্দার কোয়েশ্চান করে বের করতে হচ্ছে। আমরা যদি এই ক্ষেত্রে উত্তরটা ঠিক মত পেয়ে যেতাম, তাহলে তক্ষুনি বসে পড়তাম।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, একটা কোয়েশ্চানের উপর ৩টার বেশী সাপ্লিমেন্টারী হতে পাতে পারেনা। যেহেতু প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট সেহেতু আমি আপনাকে অনেকগুলি সাপ্লিমেন্টারী এ্যালাউ করেছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না যে উত্তরটা আসছে না···

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—স্যার, আমরা যে মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে উত্তর পাচ্ছি, তাহলে আমরা কি করব? স্যার, আমি উনাকে জিজ্ঞাস করছি থার্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট সাব-ডিভিশানাল ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ফাঙ্কশান করেন কিনা এবং এর ফলে নাগরিকদের ফাণ্ডামেন্টাল রাইট যেটা গ্যারান্টেড বাই দি ইণ্ডিয়ান কন্‌ষ্টিটিউশান, সেটা কার্টেইল হয় কিনা, এটার উত্তর আমি জানতে চাই?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন থার্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট সাব-ডিভিশান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারেন কিনা, আমি বলতে চাই যে থার্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট সাব-ডিভিশান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারেন না কিন্তু সেকেণ্ড এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট সাব-ডিভিশান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের চার্জে থাকতে পারেন এবং তিনি বলেছেন যে লিবার্টি কার্টেইল করা হচ্ছে, জামীন দেওয়া হয় না। জামীন দেওয়ার জন্য এখানে কথা আছে যে জায়গাতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট আছে সেই জায়গাতে পুলিশ সেটাকে প্রডিউস করবে, এটা আইনের বিধান আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—স্যার, আইনের বিধান আছে, এটা আমাদের জানা আছে যে ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিতে হবে। কিন্তু আমার কথা হল সেই ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটেরা কোর্টে থাকেন না, তারা এ্যাক্‌জিকিউটিভ ফাঙ্কশানে ব্যস্ত থাকেন ··

মিঃ স্পীকার :—উনি তো বলছেন যে ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট আরও আছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—স্যার, উনাদেরকে আমরা পাই না। আমি মাসের মধ্যে ৬/৭ দিন সদর কোর্টে গিয়েছি এবং সেখানে থার্ড ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেটেরা সাব-ডিভিশানাল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ফাংশান করছেন, এবং সেখানে পুলিশ কোর্ট থেকে কাগজ নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে কোন লইয়ার নেয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, উনার কথায় বুঝা যাচ্ছে একজন ফাষ্ট ক্লাশ মেজিস্ট্রেট আর সবাই থার্ড ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু আমি বলতে চাই ফাষ্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোর্টে যারা আছেন যেমন—এস, এল, দাশগুপ্ত, ডি, আর, চৌধুরী, বি, কে, ভট্টাচার্য্য, বি, কে, বানার্জি, জে, কে, ভট্টাচার্য্য, এস, আর, চৌধুরী, এস, কে, গাঙ্গুলী, আর, কে, ঘোষ রায় এবং আর, ডিগল।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন—আর, ডিগল এবং এস, কে, গাঙ্গুলী সদর কোর্টে আছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এস, ডি, এম, কোর্টে এটাচড আছেন এবং তাদের আংশিকভাবে কাজ করার অর্ডার হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন—স্যার, উনি যে বি, কে, বানার্জি এবং বি, কে, ভট্টাচার্য্যের কথা বলবেন তারা হচ্ছে মুনসেফ ম্যাজিস্ট্রেট, সে আর নট ফাষ্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাদের ঐখানে কোন কাগজপত্র পাঠানো হয় না এবং সেগুলি থার্ড ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট...

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যা, মুনসেফ ম্যাজিস্ট্রেট আর অলসো ফাষ্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন—ওদের ঐখানে কাগজ দেওয়া হয় না পুলিশ কোর্ট থেকে কাগজ নিয়ে যাওয়া হয় থার্ড ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। মুনসেফ ম্যাজিস্ট্রেট যারা আছেন, তাদের কাছে কাগজ দেওয়া হয় না। আর বাকী যে ২।৩ জন আছেন, তারা কোন দিনই কোর্টে যান না, এটা আমি এই হাউসের একজন মেম্বার হিসাবেই এখানে বলছি, আমরা তাদেরকে পাই না। এই সমস্যায় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কাগজ নিয়ে যাওয়া হবে। যদি থার্ড ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কাগজ নিয়ে যাওয়া হয় এবং যদি তিনি মাসের পর মাস পুট আপ টু এস, ডি, এম করে রাখেন, তাহলে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট সিটিজেনদের কার্টেইল হয় কিনা? স্যার, আমার প্রশ্নের রিপ্লাই হল না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার—ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট আরও যারা আছেন, তারা করছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন—স্যার, এজ এ মেম্বার অব দীস হাউস, আই এম ডিনায়িং দীস। আমি এখানে বলছি স্যার, সেগুলি থার্ড ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট করে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ভবিষ্যতে যাতে সুবিধা হয়, সেটা তিনি দেখবেন বলে বলছেন তো স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮৮।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮৮, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সদর কমলাসাগর এলাকার মধ্যবর্ত্তী স্থান মধুপুরে একটি ডিস্‌পেনসারী খোলার প্রয়োজনীয়তা সরকার মনে করেন কিনা ?	বর্ত্তমানে নেই।
২) যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে মধুপুরে ডিস্‌পেনসারী খোলা হবে কিনা ?	প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে (২) ও (৩) নং প্রশ্ন উঠে না।
৩) যদি খোলা হয়, তবে কবে পর্যন্ত হবে ?	

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে মধুপুর এলাকায় কোন ডিস্‌পেনসারী না থাকায় সেই এলাকার প্রায় ১০ হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মধুপুর থেকে মাত্র ২ মাইলের মধ্যে দেবীপুর ও কোনাবনে দুইটি ডিস্‌পেনসারী রয়েছে।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে মধুপুর এলাকার জনসাধারণের দাবীর ফলে ঐ এলাকায় একটি মবাইল ডিস্‌পেনসারী প্রতিদিন সেখানকার ২ শত থেকে ৩ শত রোগীর মধ্যে ঔষধ বিতরণ করত ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এই বিষয় আমার জানা নেই।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে মধুপুর এলাকায় একটি ডিস্‌পেনসারী খোলার জন্য সেখানকার জনসাধারণ সরকারকে একটি ঘর তৈরী করে দিয়েছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এই বিষয় আমার জানা নেই। তবে পীস রেটে কোন কিছু করতে গেলে সেটা চিন্তা করে দেখা হবে।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে মোবাইল ডিস্‌পেনসারী এবং ডিস্‌পেনসারী করার জন্য জনসাধারণ যে ঘর তৈরী করে দিয়েছিল পরবর্ত্তী সময়ে সেটা কেন বন্ধ হয়ে গেল, অনুসন্ধান করে জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, আমার যেটা মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রিলিফের কাজের সময় হয়তো এই রকম কিছু করা হয়ে থাকবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মধুপুরে যাতে একটি ডিস্‌পেনসারী চালু হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এটা এখন কি অবস্থায় আছে না আছে সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে তারপরেই এটা দেখা হবে।

শ্রীমংচাবাই মগ—প্রশ্ন নং ৬০২।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—প্রশ্ন নং ৬০২।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী আছে ;

২) এবং তাহদের প্রত্যেকের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারের তথ্য নিবার প্রয়োজন আছে কি ;

৩) তাহাদের বেতন, ভাতা বাড়াইয়া দিবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) ৮,২৬২ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছে।

২) এ পর্য্যন্ত এরূপ তথ্য নেওয়ার প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

৩) একটি বেতন কমিশন গঠন করার বিষয় বিবেচনাধীনে আছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী-দের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

শ্রীমংচাবাই মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আমাদের এই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা সকলের চেয়ে অবহেলিত কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—অবহেলার কোন প্রশ্ন আসে না সমস্ত কর্ম্মচারীই আমা-দের নিকট সম্মানিত।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন একটা পে কমিশন বসানো হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন পূর্ণ রাজ্য হওয়ার আগে অবধি ত্রিপুরার তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা পশ্চিমবংগের যে বেতনের হার সেই হারে বেতন পেয়ে আসছেন কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি যে কে কি বেতন পেয়েছেন তার পূর্ণ তথ্য এখন আমার কাছে নাই কিন্তু তাদের সম্পর্কে বিবেচনা করবার জন্যই আমাদের বেতন কমিশন গঠন করা হচ্ছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গের হারে বেতন পাচ্ছিল কি না পূর্ণ রাজ্য হওয়ার আগ অবধি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি সেই কথার উত্তরেও বলছি যে সেই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীমংচাবাই মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা মাসের অর্দ্ধেকের পর থেকে তাদের অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকতে হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—শুধু চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীই নয় আমাদের দেশের অনেক লোকেরই অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে হয়।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যেহেতু পে-কমিশান এখনও গঠন করা হয় নাই শুধু চিন্তা করা হচ্ছে তাতে অনেক সময় লাগবে এবং যেহেতু এর মধ্যে জিনিষপত্রের মূল্য মান অনেক বেড়ে গিয়েছে এর ফলে কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থার মধ্যে আছে সেজন্য এদের ইনটেরিম রিলিফ দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না বা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করবেন কি না—পে-কমিশান হওয়া সাপেক্ষ।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই কথা চিন্তা করতে গেলে এক শ্রেণীর কথাই চিন্তা করা যায় না সবার কথাই চিন্তা করতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা বর্ত্তমানে যে হারে বেতন পাচ্ছেন সেটি কোন বছরে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : —আর একটা প্রশ্ন করবেন আমি জানিয়ে দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে বেতন নির্দ্ধারিত হওয়ার পরে জিনিষপত্রের মূল্যসূচী কত হারে বর্দ্ধিত হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ;—কত হারে বর্দ্ধিত হয়েছে সেটি ক্যালকুলেশান করতে গেলে আর একটি প্রশ্ন করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—জিনিষপত্রের মূল্যমান এবং জীবন ধারনের যে মান সেটি বৃদ্ধির সংগে সংগে তার ক্ষতি পূরণের জন্যই বেতন বৃদ্ধির দাবি উঠে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সেই জন্য আমাদের সরকার পে-কমিশান করে সবকিছু এডজাষ্ট করার কথা চিন্তা করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এটা সরকারের স্বীকৃত নীতি যে মূল্যমান বাড়ার সংগে সংগে তাদের বেতন এবং ভাতা বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—তার জন্য ডিক্লেয়ার করেছি আমরা বেতন কমিশন করছি এবং বেতন যাদের বাড়বে তাদের বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সময়ের মধ্যে তারা কি করে সংসার প্রতিপালন করবে ? বেতন কমিশান গঠন এবং তাদের সুপারিশ কার্য্যকরী করতে আরও কত বছর লাগবে সেই সময়ের, তারা কোন গ্যারান্টি দিতে পারবেন কি যে ৬ মাস ২ মাস বা ৩ মাসের মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা সব সময়েই বলে আসছি যে যত শীঘ্র সম্ভব সেই জিনিষটা আমরা করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— একটা পে-কমিশান গঠন করা হচ্ছে তাতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী-দের ব্যাপারেও দেখা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পূর্ণ রাজ্য হওয়ার আগে অবধি ত্রিপুরার কর্মচারীরা চতুর্থ শ্রেণী সহ পশ্চিমবংগের হারে তারা বেতন পেয়ে আসছিল কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এই কথা আমি আগেই বলেছি এই সব তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে পশ্চিমবংগে ১৯৭০ ইং সাল থেকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের নূতন একটি পে-স্কেল হয়েছে এবং তার বেসিক টাঃ ১৩০.০০।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথাটা এই প্রশ্নে আসে কি না (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা রিলিভেন্ট, ওখানে বেতন বেড়েছে এটা আইনত পেতে পারে কিন্তু তারা দিতে চান না বলেই পে-কমিশান বসিয়ে বঞ্চিত করতে চান। এটা রিলিভেন্ট (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে পশ্চিমবংগের হারে বেতন দেওয়ার কথা এই গভর্ণমেন্ট কমিটেড এবং এটা থাকা সত্ত্বেও তারা সেটা চালু করছেন না (গণ্ডগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— যদি প্রয়োজন হয় আমরা পশ্চিমবংগ থেকেও বেশী দেব (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আইনে আছে পশ্চিমবংগের হারে বেতন অবশ্যই ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের দিতে হবে। পুর্ণ রাজ্য হওয়ার আগ অবধি ত্রিপুরার চতুর্থ এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সেটি পাইয়ে পে-কমিশান বসানো হবে, না এটা না দিয়েই পে-কমিশান বসানো হবে। এ্যানোমেলি যেটি ১৯৭০ সাল থেকে চলে আসছে সেটি দিয়ে পে-কমিশান বসানো হবে, না ওটা থেকে ওদের বঞ্চিত করে পে-কমিশান বসানো হবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কেউ যাতে বঞ্চিত না হয় সেই দিকটা দেখার দায়িত্ব সরকার আমাদের দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— প্রশ্ন নং ৬৭৯

শ্রীহরিচরন চৌধুরী :— প্রশ্ন নং ৬৭৯

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর দেবীপুর (নূতন কলোনী) তপশিলী ভূমিহীনদের কত পরিবারের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২) উক্ত পরিবারের জন্য ১,৯১০ হারের অনুমোদিত কিস্তির মোট কত কিস্তি এবং কত টাকা 'করে' এ যাবৎ দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। কৈলাসহরের জগন্নাথপুর মৌজায় ওরফে দেবীপুরে ২৯টি পরিবার ভূমিহীন তপশীল ভুক্ত জাতিয় পরিবারকে ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২। উক্ত ২৯টি পরিবারকে মোট ১৮,৮৫০ টাকা প্রথম কিস্তি বাবং প্রত্যেককে ৬৫০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি প্রথম কিস্তিতে যে টাঃ ৬৫০ করে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কারচুপী আছে ?

শ্রীহরিচরন চৌধুরী :— আমার জানা নাই।

শ্রীমংচাবাই মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই টাকা নেবার জন্য কতজন জামিনে এসেছিল কৈলাসহর টাউনে।

শ্রীহরিচরন চৌধুরী :— এটাও আমার জানা নাই।

শ্রীমংচাবাই মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য নেবেন কি না ?

শ্রীহরিচরন চৌধুরী :— অসুবিধা হয় কি না খোঁজ খবর নেব।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস : – উক্ত ২৯টি পরিবারগুলির মধ্যে কেউ কেউ নাকি কলোনীতে না থেকেও টাকা গ্রহণ করেছে।

শ্রীহরিচরন চৌধুরী :- আমার জানা নাই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি উক্ত ২৯টি পরিবারের মধ্যে জগন্নাথপুর চা বাগানের আওতায় জায়গা আছে বলে কারও কারও ৬৫০ টাকা করে যে গ্র্যান্ট আছে তা বন্ধ আছে।

শ্রীহরিচরন চৌধুরী :— নূতন করে আবার প্রশ্ন করুন উত্তর দেব।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি উক্ত প্রথম কিস্তির যে টাকা দেওয়ার কথা সেই টাকা দেওয়ার জন্য উক্ত কলোনীতে যে জমি এলট করা হয়েছে তার কিছু কিছু জায়গা জগন্নাথপুর চা বাগানের মধ্যে পড়েছে এবং এই জন্য কিস্তির টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীহরিচরন চৌধুরী :— এই রকম কোন খবর সরকারের কাছে আসে নাই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমি আপনার সাপ্লিমেন্টারী এ্যালাউ করিনি। শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২১।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর, পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর নামে নিউট্রিশান সেন্টারটি পূর্ব্ব কৃষ্ণপুরে না চলিয়া অন্যত্র চলিতেছে ?	উক্ত সেন্টার পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর গ্রামের অতি সন্নিকটে টুপির বন্দে চলিতেছে।

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে পূর্ব কৃষ্ণপুর বাসীরা দরখাস্ত মারফত উক্ত বিষয়টি সরকারকে অবগত করাইয়াছেন কি ?	২১। এই সম্পর্কে বি,ডি,ও পানিসাগর ১০।৪।৭২ ইং তারিখে পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর গ্রামবাসীর নিকট হইতে একটি দরখাস্ত পাইয়াছিলেন।
৩) যদি অবগত করাইয়া থাকেন, তবে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন,	৩১। উক্ত দরখাস্ত তদন্ত করে জানা যায় যে পূর্ব কৃষ্ণপুর এ ফিডিং সেণ্টারের জন্য কোন সুবিধাজনক স্থান না পাওয়ায় উহা চুপির বন্দে খোলা হইয়াছে এবং পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর, চুপির বন্দ এবং উপ্তাখালী (কতকাংশ) গ্রামের শিশুদিগকে এই সেণ্টারে গ্রহণ করা হইয়াছে।
৪) উক্ত সেণ্টারটির দায় দায়িত্ব বর্ত্তমানে কাহার উপরে দেওয়া হইয়াছে,	৪১। শ্রীমতী নিলীমা ভট্টাচার্য উক্ত সেণ্টারের অর্গেনাইজার হিসাবে কাজ করিতেছেন।
৫) উক্ত সেণ্টারটি কবে চালু করা হইয়াছে ?	৫১। উক্ত সেণ্টার ১৯৭১ ইং সন হইতে খোলা হইয়াছে।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শ্রীমতী নিলীমা ভট্টাচার্য, যার হাতে এই দায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যদিও কৃষ্ণপুরে এই সেণ্টার খোলার সুবিধা ছিল, তা না করে তিনি নিজের বাড়ী উপ্তাখালিতে এই সেণ্টার চালাচ্ছেন, কৃষ্ণপুরের লোকদের বঞ্চিত করে, একথা কি সত্য ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এখানকার বি, ডি, ও স্থান ঠিক করে দিয়েছেন এবং সেখানে সেণ্টার চালানো হচ্ছে, কারও বাড়ীতে চালান হচ্ছে, এইরকম খবর সরকারের জানা নেই।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কৃষ্ণপুরে বাদোয়ারী সেণ্টার আছে, সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে, কাজেই উপযুক্ত স্থান নেই তিনি কি করে বল্লেন ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এটা স্পেশাল নিউট্রিশান প্রগ্রাম না নিউট্রিশান প্রগ্রাম ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—নিউর্ট্রিশান প্রগ্রাম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি, এই নিউ ট্রিশান প্রগ্রামের টাকা কোন হেড থেকে আসে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এটাতো সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্পেশাল নিউট্রিশান প্রগ্রাম বা নিউর্ট্রিশান প্রগ্রাম তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি ছাত্রদের জন্য কি না, তা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—সেটা ঠিক নয়।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—নিউর্ট্রিশান প্রগ্রাম কি সিড্যুল কাষ্টের জন্য ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—সকল জাতীর জন্য দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—এডুকেশানে আমরা দেখছি নিউর্ট্রিশান প্রগ্রামের জন্য কোন হেড নেই, কাজেই কোন্ হেড থেকে টাকা আসছে, সেটা আমরা জানতে চাইছি। স্পেশাল নিউর্ট্রিশান আছে।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে সেন্টার হয়েছে কৃষ্ণপুরের পরিবর্ত্তে উপ্তাখালি ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে যদি অনুসন্ধানে দেখা যায় যে কৃষ্ণপুরে ঐ সেন্টার করার মত স্থান আছে, তাহলে ঐ সেন্টার তুলে নিয়ে সেখানে সেন্টার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নির্দ্দেশ দেবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এখানে মন্ত্রী বলেছেন যে ওখানকার বি, ডি, ও'র রিকম্যাণ্ডেশান অনুযায়ী সেটা করা হয়েছে। সাধারণতঃ সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা, তাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ করে শিশুদের খাওয়াবার জন্য এই প্রগ্রাম হয়েছে। যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সম্ভবতঃ যেটা পূর্ব কৃষ্ণপুরে হওয়ার কথা ছিল, সেটা পূর্ব্ব কৃষ্ণপুরে জায়গা না পাওয়ার জন্য ধুবি বন্দে করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা আছে। ধুবি বন্দ কেন্দ্রস্থলে আছে কাজেই কৃষ্ণপুরে যেটা হওয়ার কথা ছিল, সেটা ধুবি বন্দে করা হয়েছে, ধুবি বন্দেও সেখানকার অধিবাসীরা সেটা করতে চেয়েছে। এখন যদি প্রশ্ন হয়ে থাকে যে উপ্তাখালিতে কারও বাড়ীতে নিয়ে গেছে—কিন্তু রিপোর্টে আছে ধুবি বন্দে রয়েছে, আর যদি কারও বাড়ীতে উপ্তাখালিতে হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা হবে এবং যা করার করা হবে।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে উপ্তাখালীতে শ্রীমতী নিলিমা ভট্টাচার্য 'এর বাড়ীতে ঐ সেন্টার খোলা হয়েছে এবং উনার বাড়ীর ছেলে মেয়েদের খিচুরী পাক করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে এখন পর্যন্ত রিপোর্ট আছে সেটা ধুবি বন্দে আছে যেহেতু কৃষ্ণপুরে জায়গা পাওয়া যায়নি, সেহেতু

ধুবিবন্দে করা হয়েছে। এখন ধুবিবন্দে না হয়ে যদি উল্টাখালি যেয়ে থাকে, তাহলে আমাদের দেখতে হবে উল্টাখালী কারও বাড়ীতে আছে না ধুপি বন্দে আছে তা দেখে যা করার করা হবে।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধুবি বন্দ কার বাড়ীতে সেই সেন্টার চলছে বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা ক্লীয়ার উত্তর চাই। দি মেম্বার হ্যাজ মেড এ ষ্টেটমেন্ট। তাঁর স্টেটমেন্ট কারেক্ট যদি হয়ে থাকে, এনকোয়েরী করে দেখা যায়, তাহলে উপযুক্ত জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হবে কি না আমরা জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মানীয় স্পীকার, স্যার, যেহেতু মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন তুলেছেন, সেইজন্য তদন্তের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে এইভাবে যেসব নিয়মকানুন আছে সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবের জন্য নিউট্রেশন প্রগ্রামের জন্য যেসব নিয়ম কানুন আছে তা সরকার নিয়মিত অগ্রাহ্য করে চলেছেন, তার আর একটা দৃষ্টান্ত আছে সোনামুড়াতে দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর বাড়ীতে—(নয়েজ)।

Mr. Speaker :— Honble Member, it is not related. Shri Ajoy Biswas and Sushil Ranjan Saha.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— Question No. 622.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 622.

QUESTION	REPLY
১) ইহা কি সত্য যে গত ১৯৭১এর জুলাই মাসে আগরতলার সরকারী প্রেস থেকে বে-আইনী ভাবে ১ (এক) ট্রাক টাইপ পাচার কালে ধরা পড়ে এবং মালগুলি সিজ হয়?	১) গত জুলাই মাসে কিছু পরিমাণ অব্যবহার্য্য মিশ্রিত পুরান টাইপ বিক্রয় করা কালীন পুলিশ সিজ করে।
২) যদি হয়ে থাকে তার সিজ করা টাইপের বাজারের দাম কত?	২) বর্ত্তমানে বাজার দর জানা নাই।
৩) এই ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিগণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, না হলে কারণ কি?	৩) তদন্তকার্য্য শেষ হয় নাই, অতএব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলতে পারেন কি গত মে মাসে টাইপের ব্যাপারে কোন ভেরিফিকেশন হয়েছিল কিনা এবং সেই ভেরিফিকেশনে কত টাইপ তার ষ্টকে আছে এটা দেখা হয়েছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান হতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্টকের মাল চলে যাচ্ছে। সেজন্য বলা হয়েছে। এটা রিলেভেন্ট প্রশ্ন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি এই ব্যাপারে পুলিশ প্রেসের কাউকে গ্রেপ্তার করেছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—পার্টিকুলার এই ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তবে ভিজিলেন্সে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেটা তদন্ত চলছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি যে অফিসারের বিরুদ্ধে এইরকম একটা চার্জ রয়েছে তাকে অফিসে রেখে এনকোয়ারী হলে পরে সেখানে এই সমস্ত ফাইল পত্র, টাইপ ইত্যাদি এদিক ওদিক করা হতে পারে, সেজন্য তাকে সাসপেণ্ড করা বা এই ধরণের কোন অ্যাকশান নিবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : – এটা এখন তদন্ত চলছে। আমরা কোন অসুবিধা টের পেলেই যথাসময়ে ব্যবস্থা নেব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, কেসটা হল ১৯৭১ সনের জুলাই মাসে। আর এটা চলছে ১৯৭২ সালের জুলাই মাস। এক বৎসরের মধ্যে এইরকম কেস যেটা বললেন মাল বিক্রি করার সময় ধরা হয়েছিল, তাহলে নিশ্চয় কোন ব্যক্তি মালগুলি বিক্রি করেছিলেন। তাহলে সেই লোককে অ্যারেষ্ট করা হয় নাই দেখা যাচ্ছে ; তারপর আমরা জানলাম যে এটা ভিজিলেন্সে গেছে। তাহলে এইভাবে কেসটা কতদিন ঘুরবে ? গভর্ণমেন্টের পলিসি কি কেসটাকে ঘুরানো না ডিসপোজ করা ? যদি ডিসপোজ করা হয় তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসকে এই আশ্বাস দিতে পারেন যে যেহেতু এই কেসটা এক বৎসর যাবত ঘুরছে, এর একটা ফাইন্যাল রিপোর্ট আগামী অ্যাসেম্বলীতে প্রথম দিনে দিতে পারবেন যে এই কেসটা উইথড্র করা হয়েছে না সাজা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এই মন্ত্রীসভায় আসার পরে যে মাসে আমি ভিজিলেন্সকে তাগিদ দিয়েছি তাড়াতাড়ি কেসটা শেষ করবার জন্য এবং তারপরেও আবার ইতিমধ্যে তাগিদ দেওয়া হযেছে সুতরাং আমরা চাই এটা যত তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— এটা থানাতে কেস করা হল না কেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— তাহলে আমি পুরনো মন্ত্রীসভার কাছ থেকে জেনে নেব। আমি বলেছি ভিজিলেন্সকে দেওয়া হয়েছে (নয়েজ)। তারপরে এই প্রশ্ন কেন করা হয় ?

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— স্যার, আমি বলছি থানাতে দেওয়া হল না কেন? চুরীর কেস যখন পুলিশে দেওয়া হল না কেন? তিনি বলছেন পুরনো মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করে নেবেন। সেটা তিনি ফাইল থেকে জেনে নিয়ে দিবেন। পুরনো মন্ত্রীদের কেন জিজ্ঞাসা করবেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কেন দিল না, সেটা আমি কি করে বলব?

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— আমি আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটাতে হস্তক্ষেপ করবেন। এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলে হাউসের অবমাননা করা হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলছেন যে এটা ভিজিলেন্সে দেওয়া হয়েছে। হয়ত উদ্দেশ্য ছিল এই সম্পর্কে ডাল পালা কোথায় কি আছে না আছে সেটা সম্পর্কে খোঁজ করে একসঙ্গে দেওয়া যায় কিনা। কেন পুলিশে দেওয়া হয়নি এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা যদি জানতে চান তাহলে উনি বলেছেন যে এটা নিষ্পত্তি হলে জানতে পারবেন।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— উনি বলেছেন পুরানো মন্ত্রীসভাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, গভর্ণমেন্ট ইজ এ কন্টিনিউয়াস থিং। এটা পেপারে আছে, পেপার দেখে তিনি বলতে পারেন। কিন্তু যে মন্ত্রী নাই তাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি এটা বলতে পারেন না। তিনি নিজে রেকর্ড দেখে বলতে পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আমরা এই কথা বলতে পারি এই বিষয়ে খোঁজ করে দেখব। রেকর্ড পত্র পরীক্ষা করে দেখব যে কোন পরিস্থিতিতে পুলিশকে দেওয়া হয়নি। তবে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছেন, উদ্দেশ্য ছিল যে এটা ভিজিলেন্সে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ ভাবে খোঁজ খবর করে তিনি বলবেন এবং কেন সেটা পুলিশে দেওয়া হয়নি তাও হয়ত আসতেপারে। এটা জানতে হলে এই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানানো হবে।

মিঃ স্পীকার —শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

Shri Amarendra Sarma :—Question No. 648.

Shri Manoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 648.

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ১২-৬-৬৫ ইং তারিখে দামছড়া চিকিৎসালয়ে আগরতলা ডি, এইচ, এস, অফিস থেকে যে সব জিনিষপত্র এসেছিল সেগুলি ষ্টক অনুযায়ী হাসপাতালের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি;	না।
২) ঐ তারিখের কিছুদিন পরে আগরতলা ডি, এইচ, এস, অফিস থেকে আরো কিছু জিনিষপত্র হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছিল কি? যদি থাকে, তবে সেগুলি হাসপাতালের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি;	২) হ্যাঁ। ৫-৮-৬২ ইং তারিখে ঔষধপত্রের রেজিষ্টার্ড পার্সেল পাঠানো হয়েছিল। উহা ডিস্পেনসারীর কাজে ব্যবহার হয়েছে।

৩) পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে কোনরূপ এনকোয়ারী হয়েছিল কি? হয়ে থাকলে সে এনকোয়ারীর রিপোর্ট কি ছিল?

৩) হ্যাঁ। ২২-১২-৭০ ইং তারিখে বিভাগীয় এনকোয়ারীতে ষ্টক লেজার অনুযায়ী জিনিষ পত্র না পাওয়া যাওয়ায় ১লা এপ্রিল, ১৯৭১ সন পুলিশকে তদন্তের জন্য ভার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—স্যার, আমার তো আর একটা প্রশ্ন আছে?

মিঃ স্পীকার :—একটা প্রশ্ন তো আপনার এবং অজয় বিশ্বাসের ব্রেকেটেড হয়ে গেছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—এছাড়া সেপারেট একটা রয়েছে, স্যার।

Mr. Speaker :—Question hour is over, There are 7 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশান আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি আপনার এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশান বাতিল করে দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য যে গতকাল রামঠাকুর স্কুলের ছাত্ররা যখন মিছিল করে তাদের দাবী দাওয়া জানাতে এসেছিল, তখন তাদের উপর পুলিশ লাঠি চালিয়ে নির্যাতন করছে শুধু ছাত্রদের উপর নির্যাতন করা হয়নি চা বাগানের মধ্যেও পুলিশ চা মজদুরদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা বিবৃতি চাইছি।

Mr. Speaker :—Next Business of the House, the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972) is to be introduced in the House. I shall request Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972.)

শ্রীজীতেন্দ্রলাল দাস :—স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল, গতকাল রামঠাকুর স্কুলের ছাত্রদের উপর পুলিশ যে লাটি চার্জ করেছে সেই সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার কলিং এটেনশান পরে হবে।

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister for leave to introduce the Contingency Fund of Tripura

Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972) be granted, was put to voice vote and carried.

The leave to introduce the Bill is granted.

Mr. Secretary :—A Bill to provide for the establishment and maintenance of Contingency Fund.

Mr. Speaker :—Now, I shall call on Hon'ble Finance Minister to move his motion to introduce the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972).

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to introduce the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill, No. 5 of 1972).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972) be introduced, was put to voice vote and carried.

The Bill is introduced

Mr. Speaker :—Next, the Tripura State Legislature Members (Removal of disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) is to be introduced in the House. I shall request Shri S. Sengupta, Chief Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister for leave to introduce the Tripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) be granted, was put to voice vote and carried.

The leave to introduce the Bill is granted.

Mr. Secretary :—A BILL to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as, and for being, a member of the Tripura Legislative Assembly.

Mr. Speaker :—Now, I shall call on Hon'ble Chief Minister to move his motion to introduce the Tripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Biil No. 6 of 1972).

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker Sir, I beg to introduce the Tripura State Legislature Members (Removal of disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972).

Mr. Speaker ;—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that the Tripura State Legislature Members (Removal of disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) be introduced, was put to voice vote and carried.

The Bill is introduced

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Government Resolution. I shall request Shri S. Sen Gupta. Chief Minister to move his Resolution that.

"Whereas this Assembly considers that there should be a ceiling on urban immovable property ;

And whereas the imposition of such a ceiling and acquisition or holding of urban immovable property in excess of that ceiling are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the State except as provided in Articles 249 and 250 thereof ;

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law .

Now, therefore, in pursuance of clause (1) of Article 252 of the Constitution, this Assembly hereby resolves that the imposition of a ceiling on urban immovable property and acquisition and holding of such property in excess of the ceilling and all matters connected there with or ancillary and incidental there to should be regulated in the State of Tripura by Parliament by Law.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্বান প্রপার্টির সীলিং সম্পর্কে যাতে সমস্ত ভারতবর্ষে একই রকম ভাবে একই ধারায় চলতে পারে, এটাই হচ্ছে এই রিজলিউশানটা আনার উদ্দেশ্য। এর কারণ হচ্ছে আগে যেখানে ল্যাণ্ডের প্রশ্ন এসেছে, আমরা তখন সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে দেখতে চেষ্টা করেছি। সেখানে আমরা পৃথকভাবে এই ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে বসে ঠিক করতে পারি না যেটা নাকি কেন্দ্রীয় প্ল্যানিংকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। আমাদের সেটা করতে গেলে দেখতে হবে, আমরা যেটা নাকি ইতিহাসের পাতায় দেখেছি যে কোন প্ল্যানিং পাট বাই পার্ট হয় না। যখন প্ল্যানিং করতে হয় তার একটা সুষ্ঠু কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং থাকা দরকার যে প্ল্যানিংয়ের উপর সমগ্র দেশের একটা ছবি তুলে ধরতে হবে। সেই দৃষ্টি নিয়ে সেই আশা নিয়ে আমরা এই প্রস্তাব উপস্থিত করছি। ভারতবর্ষের প্ল্যানিং আগেও হয়েছে কিন্তু সেই প্ল্যানিং যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে বিভিন্ন ষ্টেটে বিভিন্নভাবে তার চেষ্টা হয়েছিল যার জন্য বিভিন্ন লেজিসলেশানের

মধ্যেও দেখা গিয়েছে বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সমস্যা শুধু একটি জায়গায় একটা ষ্টেটকে নিয়েই থাকেনি সেই সমস্যার ভারে সমস্ত ভারতবর্ষ জড়িত হয়ে পরেছে। কাজেই সেই দিক থেকে আমরা যদি মনে করি ভারতবর্ষকে একটা ইউনিট হিসাবে, আমরা যদি মনে করি ভারতবর্ষ একই রকম ভাবে অগ্রসর হবে, ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া কিম্বা প্রগ্রেসিভ এরিয়া কিংবা মোর এডভান্স এরিয়া এই রকম কোন কিছু থাকবে না তাহলে সেটি একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যানিংয়ের অধীনে আসা উচিত। কাজেই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্ল্যানিং মুখী করা সমগ্র চিন্তা ধারাকে। কাজেই প্ল্যানিং পর্য্যায়ে নিয়ে আসা যার ফলে আমরা একই প্ল্যানিংয়ের মধ্যে অগ্রসর হতে পারি এবং আমরা আমাদের দেশটাকে সেইভাবে গড়ে তুলতে পারি। এটা শুধু ত্রিপুরার চিন্তার কথা নয়। পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের যারা অতি তাড়াতাড়ি এডভান্স করে যাচ্ছে প্রগ্রেস করে যাচ্ছে তাঁদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় প্ল্যানিংয়ের মধ্য দিয়েই এসেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্ল্যানিংয়ের আর একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। যেহেতু এই প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্য হল একটা গাইড লাইন একটা ডিরেকশান এবং যাতে কোন এরিয়া ন্যাগলেকটেড না থাকে সে জন্য একটা কেন্দ্রীয় প্ল্যানিংয়ের মধ্যে আসুক এই উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। আমি আশা করি এই মাননীয় সদস্যরা যে ইন্টান্যাশান নিয়ে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই ইন্টান্যাশানের সংগে একমত হয়ে প্ল্যানিং পর্য্যায়ে ত্রিপুরাকে নিয়ে আসার জন্য এই রিজোলিশানকে সমর্থন করবেন। (একটু পরে)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত। আমি মনে করেছিলাম এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করলেই সেটি হাউসে রাখা হল। কাজেই আমি এই প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুভ করছি এবং আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি। এই প্রস্তাবটি আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে আবার পড়ছি।

"WHEREAS this Assembly considers that there should be a ceiling on urban immovable property.

AND WHEREAS the imposition of such a ceiling and acquisition or holding of urban immovable property in excess of that ceiling are matter with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 thereof,

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament law;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution, this Assembly hereby resolves that the imposition of a ceiling on urban immovable property and acquisition and holding of such property in excess of the ceiling and all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law".

এই আমাদের প্রস্তাব এবং আমি আশা করি হাউস এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে আনা হয়েছে তার সংগে আপনারাও একমত হবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটি এসেছে সেই প্রস্তাবটির একটি ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। সেই ব্যাকগ্রাউণ্ডটি আমি হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই। ভারতের যে সংবিধান সেই সংবিধানে বলা হয়েছে যে দেশের অর্থ যাতে সমান ভাবে বন্টন হয় বড়লোক এবং গরীবের মধ্যে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু গত ২৫ বছর যাদের হাতে এই দেশের শাসন ক্ষমতা ছিল তারা এই সংবিধানটিকে এবং এই সংবিধানের এই যে লক্ষ্য এটাকে বারবার বিরোধীতা করে এসেছে। ঠিক এর বিরুদ্ধে তারা কাজ করে এসেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে তারা শুধ মুখে সমাজবাদের কথা বলছেন, আর একচেটিয়া পুঁজি যাতে আরও বড় হতে পারে, যাতে অল্প লোকের হাতে জমি চলে যেতে পারে এবং দেশের সম্পদ বলুন কল কারখানাই বলুন ব্যাংক বলুন ব্যবসা বানিজ্য বলুন সমস্ত কিছুই যাতে অল্প লোকের হাতে যেতে পারে সেই ধরণের রাজত্ব—যাকে আমরা বলি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি, এই শাসক গোষ্ঠি সেই ব্যবস্থাই চালিয়ে যাচ্ছে। এবং যে তথ্য আমাদের সামনে ভারত সরকারের বিভিন্ন কমিশান বিভিন্ন রিপোর্ট উপস্থিত করেছেন সেই সব তথ্য থেকে আমি এই হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। সব চেয়ে এই সম্পর্কে প্রমাণ্য তথ্য দিয়েছেন মহলানবিশ কমিশান, আমি শ্রদ্ধার সংগে তাঁকে আজকে স্মরণ করছি। তিনি আমাদের ভারতের মান পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। তথ্য বা সংখ্যা বৈজ্ঞানিক হিসাবে। সেই মহলানবিশ কমিশান দেখিয়েছেন যে দেশে যত ধনসম্পদ আছে তার ৫৩ পার্সেন্ট হচ্ছে এই শতকরা ১·৬ পার্সেন্ট লোকের হাতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি ঘটনাগুলির দিকে তাকান যায় তাহলে এক কোটি বা তার উপরে যাদের মূলধন সে সমস্ত কোং তাদের হাতে যায় অংশ হচ্ছে ·১ পার্সেন্ট এবং যে সমস্ত কোং তাদের হাতে আছে তা সমস্ত ব্যবসায়ী মূলধনের ৮০ পার্সেন্ট। আমরা দেখছি যে তাঁরা তাদের এই সমস্ত ব্যবসাকে একচেটিয়া ব্যবসা করে দিয়েছে এবং আমরা জানি যে আমেরিকা বা পশ্চিমী যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ আছে, তার তুলনায় এই সমস্ত বড় বড় পুঁজিপতি কিছুই নয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এই সরকার কিভাবে পুঁজিকে একত্রিত হতে দিয়েছে। আজকে যে সমস্ত ব্যাংক জাতীয়করণের কথা বলছেন, সেই সমস্ত ব্যাংকের পুঁজি এই সমস্ত পুঁজিপতিদের হাতে গিয়েছে, যে সমস্ত লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, বিদেশী—বৈদেশিক কোম্পানীর সংগে কলাবরেশান করার জন্য তাদের সহযোগিতা করছেন, বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করার জন্য যেমন টাটা, মারকুলিস বিরলা, অন্য দেশের মোটর কারখানার সংগে একত্রিত হয়ে টাটা চালাচ্ছেন ট্রাক, তেমনি বিভিন্ন ঔষধের কারখানা বিভিন্ন জায়গাতে বিদেশী কলাবরেশানে তারা করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত শিল্প ব্যবস্থা আছে, তাঁকে মূলধন যোগাবার জন্য সেখানে যে সমস্ত ছোট ছোট শিল্প আছে, মাঝারী শিল্প আছে তারা মূলধন পায় না অথচ এই যে টাটা, বিরলা তারা মূলধন পায়। মাননীয় সদস্যরা জানেন ১০ কোটি টাকা এই টাটা তারা…

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি রিজলুশানের উপর বলুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রিজলুশানে পার্লামেন্টকে অথারাইজ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কেন আমরা পার্লামেন্টকে অথারাইজ করব, তার প্রয়োজন আছে কি না, সেটা বুঝাবার জন্য আমাকে একথা বলতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমরা জানি যে ইনকাম ট্যাক্স শতকরা ১০ জন তারা আমাদের ৫৫ পারসেন্ট ইনকাম আমরা শতকরা ১০ জনের থেকে আসছে। অথচ আমরা দেখছি তিন হাজার কোটি টাকা ব্ল্যাক মানী যার কেন ইনকাম ট্যাক্স তারা দিচ্ছেন না। তা সত্ত্বেও ১০ জন থেকে ৫৫ পারসেন্ট ইনকাম ট্যাক্স আসে। নীচের তলার দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখব শতকরা ৩০ জন তাদের দৈনিক আয় হচ্ছে তিন আনা থেকে চার আনা। জমিতে আমরা কি দেখি, নীচের তলায় আমরা দেখি শতকরা ৪০ জন ভূমিহীন এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং আমাদের ত্রিপুরায়ও বাড়ছে এবং উপরতলাতে অল্প লোকের হাতে সমস্ত জমি চলে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার এই ধরণের যে বৈষম্য তার বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের মানুষ যখন ক্ষেপে উঠল, ১৯৬৭ সালের ভোটে যখন কংগ্রেসকে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল, তখন কংগ্রেস নেতারা চিন্তা করতে আরম্ভ করল কি করে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যায়। সেদিন থেকে কংগ্রেস সরকার একথা বলতে আরম্ভ করেছেন যে আমরা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য আইন করছি, এই দেখ ব্যাংক জাতীয়করণ করলাম, এই দেখ রাজন্যভাতা বন্ধ করলাম, এই দেখ জমির উচ্চ সীমা বেধে দিচ্ছি, শেষ পর্যন্ত বললেন যে আমরা সহরের সম্পত্তির সীমাও বেধে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে তাঁদের সমগ্র দেশে যে গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ধাপ্পা দেওয়া। মাননীয় স্পীকার, স্যার তাদের প্রথম নাম্বারের ধাপ্পা, সেটা ছিল রাজন্যভাতা বন্ধ সম্পর্কে, কিন্তু সেটা আজও বন্ধ হয়নি। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে কিন্তু সেই ব্যাংক আমাদের দেশের গরীব কৃষক, মাঝারী শিল্প, ছোট শিল্প যারা করে তাদের টাকা দেয় না। তৃতীয় নাম্বারের ধাপ্পা হচ্ছে যেটা জমির সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কে, সেটা আমরা দেখছি আজকে পর্যন্ত ১৯৬০ সনে যে আইন পাশ হয়েছে, জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা, ত্রিপুরাতে আজকে পর্যন্ত এই সরকার বলতে গেলে বলতে পারবেন না যে এক কানি জমি, একসেস ল্যাণ্ড ১০ বছরের মধ্যে, ১২ বছরের মধ্যে এক কানি জমি তাঁরা নিয়েছেন। কাজেই কৃষকের কাছে এই ধাপ্পা ধরা পড়েছে। ওরা যে আইন পাশ করেছে সেই আইনে বড়লোকের সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারবেনা, যাদের জমি নেই বা অল্প জমি আছে, তারা কোনরকমেই সেই জমি পেতে পারেনা সেটা আমরা দেখেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঢাক ঢোল পেটানোর জন্য যে তাঁরা সংবাদপত্র তৈরী করেছে, সেই সমস্ত সংবাদপত্র কমিউনিষ্টের শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছুই করেনা, সেখানকার অবস্থা কি? সেখানে ১৭টি চেইন আছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে—টাটা, বিরলা, ডালমিয়া প্রভৃতির হাতে চেইন অব নিউজ পেপার আছে আমরা সেখানে কি দেখছি, ৪৬ লক্ষ ১০ হাজার কাগজের মধ্যে তারা কনট্রোল করে ১ লক্ষ টাকার। কেন তারা বলবেন না, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কথা, কেন তারা প্রশস্তি গাইবেনা ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে সমস্ত সংবাদপত্রকে এই ১৭টি চেইন দখল করে নিয়েছে, তারা

পুঁজিপতিদের পক্ষে, ধনতন্ত্রের পক্ষে, একচেটিয়া পুঁজিপতিকে কায়েম রাখার পক্ষে সমস্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পাচ্ছে এবং কংগ্রেস সরকার তাদের সেই সুযোগ করে দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হল্লা কবে থেকে শুরু হয়েছে, জমিতে সর্ব্বোচ্চ সীমা বেধে দেওয়ার কথা হচ্ছে তখন সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া গেল জমি ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাতেও জমি ছিল, কিন্তু সেই জমি অনেক আগে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেছে কাজেই সেই জমি পাওয়া গেল না। চীৎকার শুরু হয়ে গেছে যে যার যত আরবান প্রপার্টি আছে, তোমরা তা ভাই, কাকা, মামা এমন কি গরু বাছুর যেখানে খুশী বিলি বন্টন করে রাখ কেননা আমাদের আইন আসছে, আইনকে ফাঁকি দিয়ে রিয়েল প্রপার্টি রাখতে হবে যদি তা না হত তারা ট্রান্সফার অব ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারত কিন্তু তা করেননি। গ্রামেও করেননি সহরেও করেননি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই কালই এই সম্পর্কে অর্ডিন্যান্স জারী করা হবে কিনা যে শহরে যে সম্পত্তি আছে তা ট্রান্সফার করা যাবে না। ওরা হয়তো বলবেন রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং'এ সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা ক্ষেপে গেলেন যে এক দুই বছর আগে থেকে নয়, আগামী ১৫ই আগষ্ট থেকে কারণ আরও কিছু সময় তাদের দেওয়া হউক যাতে জমিগুলি ভাগ বাটোয়ারা করে তারা রাখতে পারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই যে এই যে বিল আসবে পার্লামেন্টে, তার আগে আমাদের মতামত নেবার সুযোগ দেওয়া হবে, আমি দাবী রাখছি যে সেই বিলটি সার্কুলেট করা হবে, আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে নতুবা আমাদের যে অধিকার আছে, সেই অধিকার ছেড়ে দিতে আমি রাজী নই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইমুভএ্যাবল প্রপার্টি মানে কি, শুধু কি জমি? তা তো নয়। কেন বড় বড় বাড়ী নয়? কিন্তু এই বড় বড় বাড়ী সম্পর্কে যে কংগ্রেস'এর যিনি নেতৃত্ব করছেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনার মধ্যে রিয়েল প্রপার্টি বলা হয়েছে যার অর্থ সেখানে বাড়ী বাদ দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। আপনারা মাননীয়া মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করুন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানতে চাই শহর মানে কি, শুধু কি আগরতলা শহর? যারা সেন্সাস রিপোর্ট পড়েছেন ১৯৭০-৭১ ইং সনের, তারা জানেন সেনসাস রিপোর্টে শুধু আগরতলা শহর নয়, আরও কয়েকটিকে শহর এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন এবং এইগুলি এই আইনের আওতায় আসা দরকার। আমরা জানতে চাই একসেস ল্যাণ্ড কি হবে? বাড়তি সম্পত্তি যেটা পাওয়া যাবে সেই সম্পত্তিটা বিলি বন্টন সম্পর্কে, এ্যালটমেন্ট রুল কিভাবে তৈরী হবে আমরা জানতে চাই। কারণ আমরা দেখেছি এর আগে একজন প্রাক্তন মন্ত্রী তিনি আগরতলা শহরে খাস জমির বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থনা করে বসে আছেন—আমি ভূমিহীন কারণ আমি উকালতি করি আমাকে জমি দিতে হবে, সেই রকম হতে আমরা দেব না। কারণ আগরতলা শহরে এমন বহু লোক আছে, যাদের মাথা গুঁজার জায়গা নেই, সেই সমস্ত লোককে—তারা যাতে মাথা গুঁজবার মত শহরতলিতে জায়গা করে নিতে পারে, বাড়ীঘর করতে পারেন, সেইরকম ব্যবস্থা আমাদের বিলে রাখতে হবে। সেইরকম আমরা হতে দেব না। শহরের মধ্যে বহু লোক আছে যাদের মাথা গুঁজবার জায়গা নাই।

সেই সমস্ত লোক যাতে মাথা গুঁজবার জায়গা পেতে পারে শহরের মধ্যে, শহরতলীর বিভিন্ন জায়গাতে এবং তাদের বাড়ীঘর যাতে আমরা করে দিতে পারি সেই ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখতে হবে। আমরা এই হাউসে জানিয়ে দিতে চাই যে এটা হচ্ছে চতুর্থ নম্বরের ধাপ্পাবাজী যেটা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচার করা হচ্ছে যে আমরা শহরের সম্পত্তি নিচ্ছি। কিন্তু আমরা জানি আসল যারা রাঘব বোয়াল তাদের সম্পত্তিতে হাত দিবেন না। হয়ত যারা টাকা পয়সা খরচ করতে পারেন না, সেটেল্‌মেন্টে ঘুষ দিয়ে, বড় বড় অফিসারকে ঘুষ দিয়ে জমি বেনামীতে রাখতে পারেন না সেই সমস্ত ছোট ছোট অফিসার বা অন্যান্য লোক তারা হয়ত এই যাঁতা কলের মধ্যে পড়ে যাবে। আবার সেই সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে গরীব বেচারারা যেন মারা না যায়। যারা রাঘব বোয়াল তারা যাতে দুই একটা এর মধ্যে পড়ে। এই ব্যবস্থা যাতে আইনের মধ্যে থাকে সেটাই আমরা দেখতে চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখনও বলছি যে আমি মনে করি না যে এই ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেওয়া দরকার. আমি মনে করি এই ক্ষমতা আমাদের বিধান সভার থাকা দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন প্ল্যানিং এর কথা। আজকে প্ল্যানিং কেন্দ্র থেকেই হচ্ছে। রাজ্যগুলির হাতে ক্ষমতা তো নাই বললেই চলে। কারণ টাকা যারা দেয় তারাই প্ল্যানিং করে। যে মুহূর্ত্তে কেন্দ্রের সঙ্গে অমিল হবে সেই মুহূর্ত্তে টাকা বন্ধ করে দিবে। ঐ সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীম যে কথাটা বলা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে সেই সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীম তো অধিকাংশ। টাকাও সেইভাবেই আসে। কিছুই কাজ হচ্ছে না কেন? যেমন একটা এলাকা মহারাষ্ট্র, সেখানে সমস্ত শিল্প সম্পদ হচ্ছে। সাড়ে চার কোটি টাকা সেখানে প্ল্যান দেখা যাচ্ছে। আর একটা এলাকা আসাম, সেখানে কিছুই পাচ্ছে না। সামান্য পাচ্ছে। একটা এলাকাতে প্রচুর সম্পদ চলে যাচ্ছে, আর একটা এলাকা ষ্টার্ভ করছে। তার কাছে কি এটা ডিস্‌ক্রেডিট হতে পারে না যে ভারতবর্ষের একটা অংশ রাজ্য শুকিয়ে মারা যাচ্ছে আর একটা অংশ সেখানে ফুলে উঠছে? তারা কি দেখছে না যে প্ল্যানিং কি ভাবে হয়। বাস্তবিক পক্ষে রাজ্যগুলির প্ল্যানিং এর কোন ক্ষমতা নাই বললেই হয়। কেন্দ্র এত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন যে, যে কেন্দ্র অত্যাচারী, যার কাছে আমরা ক্ষমতা দিতে চাই না, যে কেন্দ্র বিচার করে না, যেসমস্ত অংশগুলি অনগ্রসর আমাদের ত্রিপুরার মত যেখানে একটা রেল লাইন করে না সেই কেন্দ্রকে আমরা ক্ষমতা দিতে রাজী নই। আমরা চাই আমাদের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে এই আইনটা গড়ে উঠুক। আর তা যদি না হয় তাহলে আমি বলছি যে পার্লামেন্টে যে বিল হবে সেই বিল অন্ততপক্ষে যাতে সার্কুলেট করা হয় এবং বিধানসভার মতামত দেবার সুযোগ যাতে পায়, এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভার সামনে শহরের সম্পত্তির উপর সিলিং প্রয়োগ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে যে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সেটা আমি সমর্থন করি। এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে আমাদের এই বিধানসভার মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দলের নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার কোন সম্ভাবনা নাই এবং

এটা চতুর্থ নম্বর ধাপ্পাবাজী ইত্যাদি বলে যেভাবে সমর্থন করলেন আমি সেইভাবে সমর্থন করি না। আমি সমর্থন করলাম এইভাবে যে এই প্রস্তাব এবং এই ধরণের প্রস্তাব কার্য্যকরী করতে ভারতবর্ষের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হতে হবে। কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে এমন কতগুলি প্রগতিশীল শক্তির বিকাশ লাভ করছে যারা একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তির চাপে যে সমস্ত বড় বড় সম্পত্তির মালিক শহরে এবং গ্রামে ভূস্বামী গোষ্ঠি এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠি তাদের সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার মত একটা রাস্তা বর্তমান ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছে। সেই রাস্তায় চলা সম্পর্কে যদি বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে অবস্থায় জন্মলাভ করতে পারে সেই অবস্থায় সম্পত্তি যদি একটা বৃহৎ ভূস্বামীর হাতে গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়, যে অবস্থায় ধনতান্ত্রিক পুঁজি বিকাশের একটা সুযোগ থাকে সেই অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পালটিয়ে একটা গণতান্ত্রিক পথে আমাদের এই দেশকে চালু করার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি, সমস্ত বামপন্থী শক্তি, সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি, সেই গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের মধ্যে বর্তমান নব-কংগ্রেসের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক শক্তির উদ্ভব ঘটছে তারা সহ যদি ঐক্যবদ্ধ হন এবং সেই ঐক্যের জোরে একচেটিয়া বিলোপের জন্য একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী সংগ্রাম এই ভারতবর্ষে প্রচলন করে বর্তমান ধন-তান্ত্রিক কাঠামোকে পরিবর্তণ করার জন্য গণতান্ত্রিক কাঠামোর পথে ভারতবর্ষকে সমাজ তন্ত্রে নিয়ে যাবার জন্য একটা যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করার মত একটা পরিস্থিতি ভারতবর্ষের সামনে উপস্থিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ভারতবর্ষে গত ২৫ বছরে যে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলেছে তার ফলে আমাদের দেশে একচেটিয়া পুঁজি জন্মলাভ করেছে এবং ভারতবর্ষের শিল্প প্রায় ৬০ ভাগ ৭৫টি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে এবং বৃহৎ ভূস্বামী গোষ্ঠি শহরে এবং গ্রামে বড় বড় সম্পত্তির মালিক আছে। তাদের হাতেও একচেটিয়া পুঁজি জন্মলাভ করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিষ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই জিনিষগুলিকে কার্যকরী করার জন্য আমি সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে আহ্বান করি, ঐক্যবদ্ধ না হলে এই সমস্ত জিনিষকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর নয় এবং কোনরকম সংকীর্ণতাবাদ, যে সংকীর্ণতাবাদ সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে সেই সমস্ত সংকীর্ণতাবাদকেও প্রতিহত করে আজকে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যের মারফতে এই আরবান সম্পত্তি, গ্রামের বৃহত ভূস্বামীদের সম্পত্তি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজি-বাদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব এবং আমার মনে হয় অবিলম্বে এমন একটা অর্ডিন্যাস করা দরকার যে অর্ডিন্যাসের ফলে আজকে এই আইন পাশ হওয়ার আগে শহরের বৃহত সম্পত্তির মালিকেরা তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলতে না পারে, সেই জন্য অর্ডিন্যাস পাশ করা দরকার। কাজেই আমি আবার আহ্বান করি সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে যে সমাজ কাঠামোর মধ্যে প্রি-ক্যাপিটালিজমের কাঠামো সম্ভবপর সেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে

সীমাবদ্ধ করার পথে না নিলে গণতান্ত্রিক পথে না চললে এই সমস্ত প্রস্তাবকে কার্যকরী করা সম্ভপর হয় না। কাজেই আজকে যে প্রগতিশীল শক্তির অভ্যুদয় ঘটছে সেই সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি সমস্ত ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং সমস্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আইনকে কার্যকরী করার দাবী জানিয়ে এই রিজলিউশনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী নগরের উর্দ্ধ জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার যে প্রস্তাবটা পার্লামেন্টকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য এখানে এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি এবং এই প্রস্তাবটা বা এই যে সিদ্ধান্ত, এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আজকে শাসক দল, কংগ্রেস দল ভারতের জন্য যে কনষ্টিটিউশান গঠন করেছে তার মূলতম লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং সমাজবাদের লক্ষ্যে পৌছাতে হলে গণতান্ত্রিক যে ধারা, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখতে হবে। কাজেই এই কনষ্টিটিউশানকে যদি আমরা দেখি, তাহলে তার সঙ্গে দেখব, আমাদের এই যে সিদ্ধান্ত, এটা সঙ্গতিপূর্ণ। সঙ্গতিপূর্ণ এই জন্য আজকে যারা ব্যাঙ্গ করছেন যে ২০ বছরের মধ্যে এই কি অবস্থায় এসে পৌছাচ্ছে, তারা মূল দৃষ্টিটাকে লক্ষ্য করছেন না। কারণ ভারত আজ যেখানে দাড়িয়ে আছে, আমরা সমাজতন্ত্র বললেও জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিষকে রাষ্ট্রয়াত্ব করবার আমরা বিরোধী। যেখানে বড় বড় শিল্প আছে, সেগুলি রাস্ট্রয়াত্ব হবে এবং অন্য যে সমস্ত অংশ আছে সেগুলি মিত্র শক্তির দ্বারা পরিচালিত এবং সেটা আছে বলে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় উৎপাদনের যন্ত্র যেখানে আছে, সেখানে সমাজবাদ অর্থাত সেটা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ করায়াত্বের মধ্যে। আর মধ্যবিত্ত যে পর্য্যায় আছে, সেগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রধান্য দেওয়া হয়েছে, কেন দেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে এই জন্য আজকে এই যে উদীয়মান দেশগুলি হচ্ছে, সেগুলি নিজেদের লক্ষ্যে নিজেদের সমাজবাদ বা তাদের যে আত্মবিকাশের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্টার ধারা, সেই ধারার মধ্যে অন্য যে সমস্ত বিশ্বের প্রগতিশীল দেশ আছে তাদের সংগে সমতালে পৌছাতে হবে এবং সমতালে পৌছাবার জন্য তাদের যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, সেটাকে তাদের দেখতে হবে। কাজেই দেশের মধ্যে মূল ধন কিছু তৈরী হওয়ার দরকার। কাজেই কংগ্রেস সেখানে সজ্ঞানে দেশের মধ্যে উৎপাদনকে বাড়িয়ে যদি দেশের মধ্যে আরও বেশী মূলধন সৃষ্টি হতে পারে সেজন্য কংগ্রেস সরকার সেটা করছে। কারণ কংগ্রেস আজকে জানে যে আজকে যদি দেশের মধ্যে মূলধন হয় তাহলে সেই মুলধনকে ট্যাক্সের মাধ্যমে, আইনের মাধ্যমে, সমাজ-তন্ত্রের জন্য ব্যয়িত করা হবে। কারণ কংগ্রেস যেদিন রাজন্যদের ভাতা দিয়েছে সেদিন সজ্ঞানেই তারা দিয়েছে যাতে এই রাজন্যরা দেশের মধ্যে একটা বিপ্লব না করে সহজ ভাবে সমস্ত ভারতের অঙ্গীভূত হয় সেজন্য এই সম্পর্কে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পণ করেছেন এবং তাদের চলার জন্য যে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়েছে, তা দিয়ে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজেদের প্রতিষ্টিত করবে এবং সেই সংগে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় হবে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কংগ্রেস মনে করেছে এখন সময় এসেছে, যেটা

উদ্বৃত্ত দেওয়া হত সেটা বন্ধ করতে হবে আর তক্ষুনি কংগ্রেস থেকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কাজেই অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত. সেটাও বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আজকে যখন জমির সর্বোচ্চ সীমার কথা বলা হচ্ছে, যখন জমিদারী প্রথা বিলুপ করা হল, ল্যাণ্ড রিফর্মস আইনের মধ্যে সর্বোচ্চ যে সীমা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের এই হাউসে গ্রামাঞ্চলে পূর্ব্বে জমির যে অতিরিক্ত সীমা ছিল, সেটাকে কমিয়ে আনা হয়েছে। এটা কেন করা হয়েছে? করা হয়েছে এই জন্য যে আজকে শাসক দল জনতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেহেতু ভারতবর্ষের অর্থনীতির মধ্যে যে পরিবর্ত্তন এসেছে সেই পরিবর্ত্তনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যেহেতু ক্রমবর্দ্ধমান কৃষকদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কিছু কিছু ভূমিহীন কৃষক এর উৎপত্তি হওয়ার জন্য গ্রামাঞ্চলে জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা আগে যেটা ছিল, সেটাকে আরও নিম্ন কমিয়ে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজেই ভারতবর্ষের যে ধারা, সেটা ধীরে হলেও অত্যন্ত প্রগতিশীল ভাবে এগিয়ে যাবে এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখে আজকে শহর অঞ্চলের সম্পত্তির [illegible] সীমা সেই সীমা নির্দ্ধারণের জন্য এই যে প্রস্তাব আমরা পার্লামেন্টের কাছে দিচ্ছ, তার পিছনে একটা বড় আকাঙ্খা আছে। এটা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে এবং তার সঙ্গে ত্রিপুরাতে যেটা হবে, তার একটা সঙ্গতি হতে হবে। কিন্তু তাহলেও আমাদের নিজেদের কতগুলি বক্তব্য রাখতে চাই সেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট যখন এই জিনিষটা করবে তখন তারা যেন ত্রিপুরার বিশেষ অবস্থাটা বিচার করেন। তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন শহরের সর্বোচ্চ সীমার কথা বলি, তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার রূপ হচ্ছে বিভিন্নমত, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ এই ধরণের বড় বড় শহর যেখানে আছে, সেখানে যে সমস্ত দালান কোঠা আছে, তাতে তার মূল্যমান অনেক বেশী। কিন্তু এছাড়াও এমন শহর আছে, যেমন ইউ, পি,র মধ্যে কিছু শহর আছে, যেগুলিতে তাদের আলাদা ধরণের সমস্যা আছে। যদিও ভারতবর্ষ এক, তবুও শহরের কথা যখন আমরা বলি তখন ঐ সব শহরগুলির জন সংখ্যা এবং মূল্যমান প্রভৃতির এক একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই হিসাবে ত্রিপুরাতে দেখতে গেলে এখানকার শহরগুলি অত্যন্ত ছোট শহর, এখনও কলকাতার মতো বড় বড় মূলধন এখানে গড়ে উঠেনি, সম্ভবতঃ আগরতলায় দুই একটা ছাড়া। কাজেই ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে সর্ব্বোচ্চ সীমা হবে, সেটা অত্যন্ত নিম্ন মানের হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি অর্থাৎ কলকাতার মতো জায়গা বা কোন মেট্রোপলিটান শহরের সর্বোচ্চ সীলিং যদি ৫ লক্ষ টাকার হয়, তাহলে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ সীলিং ১ বা ২ লক্ষ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ ত্রিপুরাতে এখনও ঐ ধরণের শহর গড়ে উঠে নি। একবার যেটা গড়ে উঠেছে, সেটাকে আবার নিয়ে নেওয়াটা উচিত হবে না। কাজেই ত্রিপুরার যে সীলিং হবে, সেটা নীচের দিকে হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং তাহলে মানুষ এর কাছে যখন অর্থ হয় তখন সেই সেটা বিনিয়োগ করতে চায়। যদি কোন লোক মনে করে যে আমি শহরে বাড়ী করে লাভবান হব, তাহলে সে তার অর্থ অন্য কোন শিল্পে বা ইনডাষ্ট্রিতে বেশীর ভাগ ব্যবহার করবে না। যার জন্য বড় বড় শহরে অধিক অর্থ ব্যয় না করে অন্য ভাবে

সে এটা ব্যয় করতে চাইবে। কাজেই ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেখানে এখনও খুব বেশী একটা কিছু গড়ে উঠেনি যেটা নাকি অন্যান্য মেট্রোপলিটান টাউনে হয়েছে, সেখানে ত্রিপুরার সর্বোচ্চ সীলিং থাকবে ত্রিপুরার অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে বলব। কারণ ত্রিপুরার এদিকে দিয়ে একটা বিশেষ সমস্যা আছে শহরাঞ্চল বলে সমস্ত শহরকে ঠিক এক ক্যাটাগরীতে ফেলা যায় না, বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে শহরের একটা মান থাকবে এবং সেই মান অনুযায়ী তার সীলিংএর পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে। তাই ত্রিপুরাতে যে সব শহর আছে, সেগুলিকে সিটি বলতে যা বুঝায়, যেখানে লোক সংখ্যা ১ লক্ষ বা তারও অধিক সেই রকম লোক সংখ্যা এখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন শহরে নাই। কারণ অন্যান্য শহরে যেমন কলকাতায় যে হার হবে, বর্দ্ধমান বা দিনাজপুরে সেটা এক্ ভাবে হবে না, যদিও সেগুলি শহর। কাজেই এই যে ত্রিপুরার একটা বিশেষ সমস্যা আছে যেটা প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আমাদের এই হাউসের যে ইচ্ছা, সেটা যাতে আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারি এবং সেই রকম সুযোগ যাতে আমাদের থাকে, আমরা যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে এটাকে পার্লামেন্টের কাছে দিতাম, আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সেই উদ্দেশ্যকে পার্লামেন্টের দৃষ্টিতে আনতে পারে এবং ত্রিপুরার যে ইচ্ছা, সেটা যাতে পার্লামেন্টে প্রতিফলিত হয় সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে। তাই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে একটা মহিলা প্রতিনিধি দল, তারা বাইরে অপেক্ষা করছেন, তাদের দাবী বেকার মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, শিশুদের অল্প মূল্যে দুধ সরবরাহ করার ব্যবস্থা, তারা এই ব্যাপারে মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আমি আশা করব, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তাদের সংগে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাদের দাবীদাওয়ার কথাগুলি শুনবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—স্পীকার স্যার, আমি আগেও তাদেরকে খবর পাঠিয়েছিলাম আমার অফিসে যাওয়ার জন্য আমি এখানে ব্যস্ত থাকর জন্য যেতে পারছি না। আমি পরে ওদের সংগে দেখা করতে পারি।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন সহরের সম্পত্তি সিলিং করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করবেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ৩২৫ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন করেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। কারণ আমরা কংগ্রেস দল হিসাবে ভারতের মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের একটি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করব এবং সেখানে যে সমস্যা আছে বড় বড় বৈষম্য আছে সেগুলি আইনের মাধ্যমে সংবিধানকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাব। আমরা দেখেছি এই হাউসে এই বিগত অধিবেশনে আমরা সংবিধানের ২৫তম সংশোধনে তাকে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করছি। সেটা আমরা করছি এই জন্য যে আমরা দেখেছি বিগত ব্যাংক ন্যাশানালাইজ করার সময় এই সংবিধানের যে ধারা ছিল যার ফলে সেখানে মালিকদের বিরাট একটা ক্ষতি পূরণ দেওয়া হতো। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ব করার যে মুল উদ্দেশ্য

সেই উদ্দেশ্য সেখানে ব্যাহত হতো। কাজেই সেই ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রতিশ্রুত ছিল যে পার্লামেন্টারী নির্বাচনের পর সংবিধানের সংশোধন করা হবে এবং আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে এবং প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে আমরা সেই দিনে সমাজবাদের দিকে এগিয়ে চলেছি। আজকে সহরের সম্পত্তির যে সর্বোচ্চ সীমা এই ব্যাপারটা এটা যদিও ষ্টেট লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য বিধান সভা এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করতে পারে তথাপি মুখ্য মন্ত্রীই এই প্রস্তাবের দ্বারা আমরা কেন্দ্রের হাতে এই ক্ষমতা তুলে দিচ্ছি কারণ আমরা চাই যে ভারতের একটা অংশ ত্রিপুরা কাজেই ত্রিপুরার জন্য আলাদা সমাজবাদ আমরা কল্পনাও করি না আমরা চাই ভারতের সাথে অন্যান্য প্রদেশের মানুষের সাথে সমানভাবে সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে আমরা বেচে থাকতে। কাজেই আজকে আমরা জানি জমির অবস্থান ভেবে বিভিন্ন অঞ্চলের জমির মধ্যে কতগুলি তফাত আছে বিশেষ করে কৃষি জমির এবং তার জন্য রাজ্যে রাজ্যে যে আইন হবে রুরেল প্রপার্টির যে সিলিং হবে সেই সম্পর্কে আমি আশা করব এই হাউসের মধ্যে বিল আসবে এবং সেখানে হয়তো একটা তারতম্য থাকতে পারে কিন্তু সহরের সম্পত্তির বেলাতে একটা কাঠামো যেটা সমগ্র ভারত পর্য্যায়ে হতে পারে আমি তা মনে করি এবং মনে করি বলেই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি। আমরা জানি ইতিমধ্যে আরও প্রায় ৮টি রাজ্য বিধান সভায় এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করেছে যাতে সহরাঞ্চলের সিলিংয়ের ব্যাপারে কেন্দ্র প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করেন এবং এই যে সমাজবাদ তাতে এই যে বৈষম্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টা সেটাকে সমর্থন করি। যারা মুখে সমাজবাদ সমাজবাদ বলে চীৎকার করে মাঠে ঘাটে আমি দেখেছি, আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেই দলের লোকদের দেখেছি, একটি রাজ্যে সেখানে সমাজবাদের নামে, সেখানে গরীবি দূর করার নামে, বৈষম্য দূর করার নামে একটা লুটতরাজ একটা হত্যার রাজত্ব একটা হিংসার রাজত্ব সেখানে তারা কায়েম করা হয়েছিল। আমরা সমাজবাদ চাই কিন্তু সেটি হিংসার মাধ্যমে নয় সেটা গণতান্ত্রিক উপায়ে আইনের মারফত শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সেটি আসতে হয়তো সময় বেশী লাগতে পারে কিন্তু একটা জাতির উন্নতির জন্য শান্তি শৃঙ্খলা যদি দেশে না থাকে সেখানে উন্নতির করাতো দূরের কথা উন্নতির চিন্তাও করা যায় না। কাজেই আমরা সেই সংবিধানকে আইনকে সংশোধন করে সেই আইনকে যদি গরীব মানুষের কাজে লাগাতে পারি সেই ভাবে আমরা এই বৈষম্য দূর করতে চাই। গরীব ধনীর মধ্যে যে ফরাক আছে তা আমরা দূর করতে চাই, এই সহরাঞ্চলের সম্পত্তির যে সিলিং সেই ক্ষেত্রে আর একটি ব্যাপার আমরা জানি। এটি সত্যি কথা যে ভারতবর্ষে আজকে ব্ল্যাক মানি অর্থাৎ কালো টাকার একটা মস্ত বড় কালো বাজার আছে এবং যে টাকার একটা বিরাট অংক আজকে সেই ল্যাণ্ড-ওনাররা জমিদাররা ভোগ করছে। এবং আমরা যদি হিসাব নিই ষ্ট্যাটিসটিক্স নিই তাহলে আমরা দেখব যে এই বিগত ২০ বছরে সহরাঞ্চলের জমির দাম হু হু করে বেড়ে গিয়েছে। কাজেই এইগুলি যাতে এই ক্ষেত্রে কালোবাজারীরা ব্যবহার করতে না পারে এই রাস্তা বন্ধ করার জন্য আজকে আমার মনে হয় সহরাঞ্চলের সম্পত্তির উর্দ্ধসীমা বেধে দিলে এটা আমরা বন্ধ করতে পারব। কাজেই আজকে দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে একটা গতিশীলতা আনার জন্য যেমন সহরে ঠিক তেমনই গ্রামেও সম্পত্তির

উর্দ্ধসীমা স্বীকৃত হওয়া দরকার। আমরা বলি যে আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার স্বপক্ষে আমরা চাই, যারা ভূমিহীন আছে যাদের জমি নাই যাদের বাড়ী নাই আমরা চাই আগামী ১৯৭৪ ইং সালের ২৫শে আগষ্টের মধ্যে যারা গৃহহীন তাদের প্রত্যেকের বাড়ীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি অবাক হই যারা ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাস করেন না তাদের যখন আমি দেখি জমি কিনতে তখন এটা আমার কাছে বেখাপ্পা লাগে। আমি একজন কমরেডকে দেখেছি প্রায় ২৫/৩০ হাজার টাকা খরচ করে খুব সুন্দর একটা বাড়ী করেছে বেশ সুন্দর একটা দালান করেছেন। কিন্তু তাদের যে বক্তৃতা এবং কাজ এর মধ্যে আমি সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না। যাহা হউক এটা উনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এখানে এই প্রস্তাব এসেছে আমি এটাকে সমর্থন করছি। এতে আমাদের অবাক হওয়ার কিছুই নাই আমাদের ক্ষমতা খর্ব্ব হওয়ার কিছুই নাই কারণ আমরা সংবিধানকে যদি ভাল করে দেখি তাহলে আমরা দেখব এই সংবিধানে আরও কতগুলি ধারা আছে ৩৫২র আগে ২৫০ ধারা সেই ধারায় আমরা দেখি ভারতে যদি কখনও ইমার্জ্জেন্সী হয় সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জন্য ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করতে পারবেন। আরও একটু যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব—২৪৯ ধারায় সেখানে ষ্টেট যদি প্রস্তাব করেন ম্যাজরিটি নিয়ে তাহলে ভারতের জন্য সেখানে আইন তৈরী করা যেতে পারে। কেন না আজকে ভারতবর্ষকে একটা বড় পরিবার হিসাবে মনে করি। সেই বৃহৎ পরিবারের একটি ছোট অংশ হিসাবে এই ত্রিপুরা সেজন্য তার সাথে আমরা তাল মিলিয়ে যেতে চাই এবং সেই উদ্দেশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ভারতের সমগ্র অবস্থা পর্য্যালোচনা করে এত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন তারা তৈরী করতে পারবেন বলে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন জানাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার সহরাঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তির উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া সম্পর্কে পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটা প্রস্তাব এখানে এসেছে। এটা ত্রিপুরা বিধান সভার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল যে সহরাঞ্চলের সম্পত্তির সীমা এই বিধানসভাতে করতে পারতো। আমরা দেখেছি যে প্ল্যান যে প্রগ্রাম ত্রিপুরার জন্য হচ্ছে সেটা এই ত্রিপুরা বিধানসভা চিন্তা করছে। কিন্তু আমরা দেখছি পার্লামেণ্টে আইন পাশের জন্য প্রেরন করা হচ্ছে। ফলে অন্ততঃ এ কথা আমরা এই হাউসের মধ্যে শুনেছি বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে যে পার্লামেণ্টে যখন যাবে তখন আমরা যাতে কিছু আলোচনা করতে পারি এই ব্যাপারে তার জন্য কিছু ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়। সম্পত্তির উর্দ্ধসীমা নির্ণয় করার জন্য যে প্রস্তাব এসেছে তার কথা আমরা বহুদিন ধরে শুনে আসছি। কেবল শুনে আসছি নয় এটার একটা ইম্প্যাক্ট আজ একটা বিশেষ মহলে পরে গেছে সে জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সহরাঞ্চলে সম্পত্তি হস্তান্তর শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখছি যে যখন তার কথাবার্ত্তা চলছে তখন থেকেই এই হস্তান্তর শুরু হয়ে গিয়েছে। তাহলে এই যে একটা গ্যাপ যখন থেকে কথাবার্ত্তা সুরু হয়ে গিয়েছে এবং আইন পাশের জন্য

যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হবে তাকে ধরার কোন উপায় আছে কি না। যদি রেট্রোসপেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে সেই আগের জমিটাও ধরা যায় তাহলে মংগল হবে বলে আমরা মনে করি। আমরা দেখছি যে আজকে ভারতবর্ষে আনইউটিলাইজড এবং আণ্ডার ইউটিলাইজড লেবারসদের প্রবলেম দাঁড়িয়ে গেছে, সেটা গ্রামাঞ্চলে যেমন সত্য তেমনি সহরাঞ্চলের ক্ষেত্রেও সত্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সরকার পক্ষ যে সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি এই লেবারদের ক্ষেত্রে আজকে মহলানবিশের যে রিপোর্ট তাতে অনেক আগে আর্থিক অসাম্যবাদের যে ট্রেণ্ড তার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেটা আজও দূরীভূত হয়নি। ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান কয়েকটি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এই প্ল্যানের যে মহৎ লক্ষ্য ছিল, সেখানে একটা গড়মিল রয়ে গেছে, গড়মিল রয়ে গেছে সে। কার্য্যকরী করার ব্যবস্থার মধ্যে। যে সমাজবাদ লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছিল, সেটা পূরণ করা হয়নি। মাননীয় জহরলাল নেহেরুর বক্তৃতায় আমরা রেডিক্যাল চেঞ্জের কথা অনেকবার শুনেছি, শ্রদ্ধেয় জহরলাল নেহেরু তাঁর বক্তৃতায় সমাজের অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের কথা অনেকবার বলেছেন, কিন্তু তা ইমপ্লিমেণ্টেড হয়নি ভারতবর্ষে। নেহেরু নন্দিনী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী অনেক ধাপ এগিয়ে গেছেন, বিভিন্ন আইন পাশ করে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন, যদিও সেইসব আইনের ইনটেনশান এবং স্পিরিট ভাল থাকলেও সেটা ইন প্রেকটিস আমরা দেখছি নালিফাই করার একটা টেণ্ডেন্সী দেশে আছে যার ফলে গরীব জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে না। ব্যাঙ্ক নেশানেলাইজেশানই বলুন বা অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধা জনসাধারণের উপকারার্থে করা হয়েছে, তার ফলে জনসাধারণ কিভাবে উপকৃত হয়েছে সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারি বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের সহর ও গ্রামাঞ্চলে আমরা সেটা ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারছি। আমরা দেখছি দরিদ্র বেড়ে যাওয়ার ট্রেণ্ড আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনা করলে এই জিনিষটা ভেসে উঠে। আমরা দেখছি একটা শ্রেণীর উন্নতি হচ্ছে —ধনী আরও ধনী হচ্ছে, ধনী গোষ্ঠি এবং মহাজন যেমন চলছিল ভারতবর্ষে আগে, আজও সেখানেই দেখছি। সমাজবাদের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু সমাজতন্ত্রের রথ তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন না, তাঁরা সামন্ততন্ত্রের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার এই প্রসঙ্গে একটা ছবির কথা মনে পড়ে গেল আমাদের প্রাক্তন রাজ্যপাল যখন এখান থেকে বিদায় নিয়ে যান, তখন আমরা দেখেছি তাঁর শিষ্য এবং আমলারা সেই রথের রজ্জু টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি আমাদের সরকার পক্ষও সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ রথের রজ্জু ধ্বজা ধরে রয়েছেন—এইসব অবস্থাটা চলছে। ইমুভএ্যাবল প্রপারটির সিলিং বেঁধে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটা সবাই সমর্থন করবে, আমি মনে করি সেটা প্রয়োজন, কিন্তু সেটা খুবই তাড়াতাড়ি হওয়া প্রয়োজন। আমাদের এই বিধান সভা পার্লামেণ্টকে সাজেষ্ট করুক, পরামর্শ দিন কি হবে, কেবল পার্লামেণ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে হবেনা, বিধানসভার সাজেশন এর মধ্যে থাকতে হবে, কেবল জমি নয়, জমি এবং বিল্ডিং এই দুইই সেই সীমার মধ্যে পড়া প্রয়োজন। এই সঙ্গে রেট্রসপেক্টিভ এফেক্টের কথা বলা হচ্ছে সেটা দুই বছর আগে থেকে এফেক্ট দেওয়া প্রয়োজন। আমরা

দেখছি প্ল্যান হয়, জাষ্টিস, ইকোয়েলিটি এবং প্রডাকটিভিটি বিচার করে প্ল্যান প্রগ্রাম করতে হয়, জমির উর্দ্ধ সীমা বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই জিনিষটার প্রয়োজন। আমাদের মন্ত্রীমহোদয়গণ এবং সরকার পক্ষ এদিকে দৃষ্টি দিন, জনসাধারণের সত্যি উপকার যদি করতে চান, ভূমিহীনদের হাতে যদি জমি এনে দিতে চান, জাষ্টিস, ইকোয়েলিটি এবং প্রডাকটিভিটির কথা ভাবুন এবং তার কথা বলুন এবং সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের কথা বলুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আরবান প্রপারটির সিলিং'এর জন্য লেজিসলেশান বিল আনার জন্য, পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব এনেছেন, আমি তা সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে এখানে আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এবং তাঁদের নেতা নৃপেন বাবু যে এই বিল তৈরী করার অধিকার কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিতে আপত্তি জানিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই বক্তৃতা পঁচিশ বছর আগেও তাদের মুখ থেকে যে বক্তব্য শুনেছি, আজকে পঁচিশ বছর পরেও একই বক্তৃতা শুনতে পাচ্ছি, একটুকুও বদলায় নি। ২৫ বছর আগে যে কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল, সেই পার্টি আজকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তার একটা অংশ আজকে শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর প্রগ্রেসিভ মুভমেন্টকে সহায়তা করছেন, কিন্তু তাদের পার্টির বদল হলে, তাঁদের বক্তৃতার ধরণ একই আছে, তাদের বক্তৃতার যে ধরণ, তা তারা ত্যাগ করতে পারেন নি। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই তিনি সেই পঁচিশ বছরের গোঁড়া থেকে আরম্ভ করে আজকে ১৯৭২ সালে রাজ্যের একই চেহারা দেখছেন। এক শ্রেণী ধনী থেকে ধনী হচ্ছেন, আরেকটা শ্রেণী তাদের হাতে শোষিত হচ্ছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এখানে যে রিজলুশানটী এসেছে সেটা কি মনোপলিকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব, না ইকনমিক ডিসপ্যারিটী দূর করার জন্য এই প্রস্তাব? আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এই জন্য, আমরা দেখেছি ১৯৬৭ইং সনে যখন উনারা যুক্তফ্রন্ট সরকার পেলেন ওয়েষ্ট বেঙ্গলে, এর আগে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে কংগ্রেসের আমলে যে ল্যাণ্ড রিফরমস বিল পাশ হয়েছিল ১৯৬১-৬২ সালে, তখন আমরা দেখেছিলাম সেই এ্যাক্টে কংগ্রেস যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন, হতে পারে সামান্য, সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য ভূমিহীন মুভমেন্ট তাঁরা করেননি, কোন কৃষক আন্দোলন তারা করেন নি, ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬৭ইং সনে যে ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট চালু হল, কমিউনিষ্ট পার্টি ঐ ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সেইগুলি অনেক প্রগ্রেসিভ, অন্তত পশ্চিম বঙ্গ থেকে মোর প্রগ্রেসিভ সেটা গৌরব করে আমি বলতে পারি। সেখানে বর্গাদারের রাইটস'এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আণ্ডার রায়ত রাইট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি, যারা বর্গাদার ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬০ সালে ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট চালু হওয়ার পর কোথাও কি কোন ভূমিহীন মুভমেন্ট করেছেন। এক বছর যদি কোন বর্গাদার কোন জোতদারের জমি করে তাহলে সেই বর্গাদার জমির রাইট পাবে এবং সেই জমি করতে পারবে কিন্তু আমি জানি কোন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য এখানে বর্গাদার মুভমেন্ট

করেন নি। বর্গাদাররা যাতে তাদের রাইট রেকর্ড করতে পারে তার জন্য তারা কোন মুভমেণ্ট করেননি। বরং তারা ১৯৬০ইংতে ল্যাণ্ড রিফরমস অ্যাক্ট চালু হওয়ার পরে জোতদারদের স্বার্থ তারা দেখেছে। আমি কনক্রিট এ্যাকজামপল দেব খোয়াইয়ে। এখানে একজন কম্যুনিষ্ট মেম্বার আছেন যিনি জোতদারের ছেলে, তালুকদারের ছেলে। উনার জমি থেকে বর্গাদারের উচ্ছেদ করেছেন। আমি দেখেছি প্রসন্ন তালুকদার, বেহালা বাড়ীর......

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্য। নামটা বলতে বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসেই কলকলিয়া চা বাগানের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি জনৈক সদস্য বলেছিলাম। কোন সদস্যের নাম বলিনি। সেটা আমাকে উইড্র করতে বলা হয়েছিল। আমি আশা করি এ বিষয়ে একটা রুলিং পাব আপনার কাছে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— যদি হাউস আমার কাছ থেকে নাম জানতে চায় নাম আমি বলব। তার নাম চাণ্ডালিয়া তালুকদার, তার ছেলে বিশ্বা দেববর্ম্মা। তাদের বর্গাদার ছিল কপিলা তাঁতী। তাকে জোর করে তার জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একজন প্রসন্ন তালুকদার, বেহালা বাড়ার যার বাড়ীতে এই নৃপেন বাবু যখন কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজ করতে যান, যার বাড়ীতে তিনি খাওয়া দাওয়া করেন। সেই তালুকদারের বর্গাদারদের নাম আজ পর্যন্ত রেকর্ড হয়নি। (নয়েজ)।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সভায় যার নাম উল্লেখ করে বলা হচ্ছে তিনি এই সভায় উপস্থিত। অল্প সময়ের জন্য তিনি বাইরে গেছেন। উনি উপস্থিত হলে তার সামনে যেন এটা বলা হয়, এটাই আমি অনুরোধ জানাই।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই নীতি শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও তাদের সেম্ নীতি। ১৯৬৭ সালে তারা যুক্তফ্রণ্ট সরকার পেয়ে শাসন ক্ষমতায় গেলে তখন দেখলাম ডেমোক্রেটিক লেজিসলেশানকে নস্যাৎ করে দিয়ে তারা বাইফোর্স ঢাল তলোয়ার, পাইপগান দিয়ে সমস্ত কৃষককে হিংসার পথ যোগাতে লাগলেন যাতে তারা জোর করে জমি দখল করতে পারে। আমরা দেখেছি আমরা যখন '৬০ ইংরেজীতে ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্টের মধ্য দিয়ে টিলারসদের ল্যাণ্ড দিতে চেয়েছি তখন তারা সহযোগিতা করেননি বরং টিলারসরা যাতে ল্যাণ্ড না পায় তার জন্য তারা বার বার চেষ্টা করেছেন। তারা চান না যে পীসফুললী এবং ডেমোক্রেটিক ওয়েতে টিলারসদের রাইট দেওয়া হোক। তারা চান বিপ্লবের পথ এবং সেই বিপ্লব তারা ১৯৬৭ সনে এনেছেন ওয়েষ্ট বেঙ্গলে। সি, পি, এম এর নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার হল তখন আমরা দেখলাম পীসফুললী বাই লেজিসলেশান তারা অধিকার দিতে পারত যদি কংগ্রেস তাদের অধিকার না দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা ডেমোক্রেটিক লেজিসলেশনের মাধ্যমে পীসফুললী এটা করল না। তারা গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে হিংসার পথ ছড়িয়ে দিল। তার পেছনে সরকার মদত দিয়েছেন। আজকে তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। আমি বলব এই তিন দিন অপোজিশন পার্টির নেতা নৃপেন বাবুর সুর

থেকে এটা অনুধাবন করেছি। তিনি পলিটব্যুরের মেম্বার হয়েছেন ৯ বৎসর। তিনি এখানকার সেসনে ছিলেন না। তিনি যেদিন থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি তিন দিন সেসানে উপস্থিত হলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি দেখেছি যে সুর প্রকাশ পেয়েছে—

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের বিরোধী দলের নেতা পলিটব্যুরোর মেম্বার হয়েছেন। এই কথা সত্য নয়। তাঁকে আমি এটা উইথড্র করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীযন্তুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :— সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার হয়েছেন। আমি ওটা উইথড্র করলাম। তিনি বলেছেন এই গণতান্ত্রিক সিষ্টেমের মধ্য দিয়ে বড় লোকদের আরও বড় হওয়ার সুযোগ আছে। কাজেই গণতান্ত্রিক সিষ্টেমের প্রতি পূর্ণ অবিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। আজকের বক্তৃতায় আমি শুনেছি যে গণতন্ত্রই ক্যাপিটালিজমের সৃষ্টি করছে এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে তা দূর হবে না। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে গণতান্ত্রিক সিষ্টেমে তিনি এই বিধানসভায় এসেছেন, যে গণতান্ত্রিক সিষ্টেমের মহরা এখানে তিনি দিচ্ছেন তার সেই গণতান্ত্রিক সিষ্টেমের উপরেই বিশ্বাস নাই। কাজেই আমরা তার কাছ থেকে গণতান্ত্রিক কিছু আশা করতে পারি না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বিরোধী দলের নেতা নাকি বলেছেন যে গণতন্ত্রকে তিনি বিশ্বাস করেন না। (নয়েজ)

শ্রীযন্তুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :— তিনি গণতান্ত্রিক সিষ্টেমে বিশ্বাস করেন না। গণতান্ত্রিক সিষ্টেমে মনোপলি দূর হবে না বলেছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। বিরোধী দলের নেতা গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস নাই এই কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন কংগ্রেস যে গণতন্ত্রের কথা বলছে সেটা গণতন্ত্রের নামে ধাপ্পাবাজি।

শ্রীযন্তুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :— উনি যা বলেছেন যদি রেকর্ড দেখেন তাহলে আমার কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। এটা রেকর্ডে আছে, আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার বলে আমি বলছি। তিনি বসছেন না কেন? মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যা বলেন নি সেই সমস্ত কথাকে অসত্যভাবে তিনি পরিবেশন করছেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা কি বলেছেন তা উপস্থিত করা হোক। আর না হলে এক্সপাঞ্জ করা হোক। (নয়েজ)

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি কেউ কারো বক্তব্যকে অসত্যভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করে, সেজন্য আমি বলছি যে বিরোধী দল নেতা কি বলছেন, সেটা আমরা শুনতে চাই। কারণ বিরোধী দল নেতা যেটা বলেছেন, সেটাকে বিকৃত করে বলার অধিকার কোন সদস্য-এর নাই, তাই বলছি বিরোধী দল নেতা কি বলেছেন, সেটা আমাদেরকে শুনান এবং তিনি যদি সেটা না বলে থাকেন, তাহলে তাকে সেটা উইথড্র করতে হবে, এই ব্যাপারে আমরা আপনার রুলিং চাই?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না, কাজেই আপনি বলুন।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, এই যদি হয় তাহলে কোন সদস্য-এর বক্তব্যকে বিকৃত করে বলার অধিকার অন্য কোন সদস্যের নাই।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা যে এখানে ৩/৪ জন এক সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, তাতে হাউসের কাজে বিঘ্ন হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটাও কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— কেন পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না, এটা আপনি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন? (গোলমাল)

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা যে কথা বলেছেন মিয়ার লেজিস্লেশান অব এ্যানি বিল ইজ নট সাফিসিয়েন্ট,তার ইমপ্লিমেন্টে-শানের ব্যবস্থা করা দরকার। আমিও তার সঙ্গে এখানে একমত এবং ইমপ্লিমেন্টেশানের ব্যাপারে জনগণ এবং জন উদ্যোগই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। তাই বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে দাবী রাখব তারা বিগত দিনে যে সব সাবটেজ করেছেন, সেটা যেন তারা আর না করেন তাহলে আমরা জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেটা আমরা রক্ষা করতে পারব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্পীকার স্যার, আমরা বার বার করে আপনার কাছে আমাদের বক্তব্য রাখছি যে বিরোধী দল নেতা যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন, সেটাকে বিকৃত করে বলা হচ্ছে এবং তাতে করে হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য :— আমিও চেলেঞ্জ করছি, রেকর্ড দেখা হউক এবং রেকর্ডে যদি প্রমাণিত হয় যে আমি মিথ্যা কথা বলছি, তাহলে আমি সেটা উইথড্র করব। আমি জানি, তিনি এই কথা বলেছেন এবং আমি সেটা মাইনটলা মনে রেখেছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানতে চাই এর উপর আমরা স্ট্রৌন রুলিং পাব কিনা? (গোলমাল)

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় স্পীকার স্যার, যেভাবে আমাদের কাজ ব্যহত হচ্ছে, এখন প্রশ্ন হল বিরোধী দলের নেতা যা বলেছেন আর যা বলেন নি, আমাদের মাননীয় সদস্য যদুবাবু যেটা বলছেন, বিরোধী দলের নেতা কি বলেছেন, সেটা রেকর্ডে আছে। এখন কোন মাননীয় সদস্য সেই বক্তব্যের উপর তার নিজস্ব ওপিনিয়ন রাখতে পারেন, কাজেই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কোন বাধা আসা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। তাই মাননীয় সদস্য যাতে তার বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মানীয় স্পীকার স্যার, আমিও এটা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি বলছেন যে নৃপেন বাবু বলেছেন এই সম্পর্কে, তাই আমি জানতে চাই, আপনি পয়েন্ট অব অর্ডারের উপর যে রুলিং দিয়েছেন, সেটা কেন পয়েন্ট অব অর্ডার হবে না।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন আমরা এই বিল পার্লামেন্টের কাছে পাঠাচ্ছি, সেই সম্পর্কে আমি এখানে দুই একটা কথা বলব। আমরা জানি যে ইকনমিক ডেসপারিটি একটা নেশান্যাল প্রবলেম। আমাদের ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে ভার্ডিকট ভারতবর্ষের জনতা আমাদেরকে দিয়েছে এবং যে প্রতিশ্রুতি ইন্দিরা ভারতবাসীকে দিয়েছেন গরীব জনসাধারণের গরীবিকে হঠাবার আজকে আমরা সেই দায়িত্বই পালন করতে যাচ্ছি। আমরা দেখেছি বিগত দিনের ল্যাণ্ড রিফর্মস কেন সাস্‌পেণ্ড হল ? বিগত দিনের ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্‌ট আমরা দেখছি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশান অনুসারে কতগুলি সাবজেক্ট আছে, যেগুলি ষ্টেট লেভেলের, সেটা হচ্ছে ষ্টেট ইজ অটোনমাস টু মেক লেজিস্‌লেশান, আর কতগুলি আছে ফেডারেল সাবজেক্ট, যেগুলি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ইজ এণ্টাইটেল্‌ড টু মেক লেজিস্‌লেশান। কিন্তু এই অটোনমাসের সুযোগ নিয়ে কতগুলি স্টেট লেজিস্‌লেচার এই ল্যাণ্ড রিফর্মসের এ্যাক্টের যে স্পীরিট- সেটাকে রক্ষা করতে পারেনি। সেখানে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ষ্টেট এট ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্‌ট যেটা ইম্‌প্লিমেণ্টেড হয়েছে, কাজেই তারা যে বলছেন ইম্‌প্লিমেণ্টেড হয় নি, একথা ঠিক নয়। কাজেই নেশান এজ এ হোল, একটা সময়কালের সমদৃষ্টিতে এই ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্‌ট কার্য্যকরী করা হয় নি। কাজেই নেশান্যাল বেসিসে যদি ইকোনমিক ডিসপারিটি দূর করতে হয়, তাহলে ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্‌টের মধ্য দিয়ে আমাদের গরীবিকে হঠাবার যে মূল ভিত্তি রচনা করতে চাইছি এবং সেটাকে কার্য্যকরীভাবে রূপ দিতে চাইছি, সেটার মধ্যে একটা ইউনিফর্মিটি আসার দরকার। এবং ইউনিফর্মিটি আনার জন্য যদি প্রত্যেকটি স্টেট একই প্রিনসিপাল, একই ধারায় তাদের সীলিং কি হবে, তাদের আর্বান সীলিং কি হবে, রুরাল সীলিং কি হবে এবং তার কম্‌পেনশেশান রেট কি হবে, সেটা যদি ইউনিফর্ম রেটে ফর দি হোল নেশানে তাহলে সমস্ত নেশানে একই ওয়েতে প্রগ্রেসটা আসবে সারা দেশের মধ্যে। কাজেই আমরা যেটা দিতে চাইছি, সেটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে ডিক্‌টেটারসীপ চালাবার জন্য দিচ্ছি না বা আমাদের কোন অধিকারকে আত্মবিসর্জ্জন করবার জন্য দিচ্ছি না।

আমাদেরকে এ্যাসেষ্ট করবার জন্য আমরা দিচ্ছি। সমস্ত জাতির জন্য রক্ষা কবজের যে প্রতিশ্রুতি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট দিয়েছে যে সমস্ত জাতির জন্য একটা ইউনিফর্ম বিল আসুক এবং সেটা একই ওয়েতে সারা ভারতের মধ্যে কার্যকরী হউক, তার জন্য আমরাও এই বিলের দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি, যেমন আরও ৮টি রাজ্য দিয়েছে, তাছাড়া আমরা আগেও এর জন্য একটা লেজিস্‌লেশান করেছি। স্যার, আমি শেষ করবার আগে আর একটা কথা বলতে চাই যে মিয়ার লেজিস্‌লেশান ইজ নট ম্যাচ লেজিস্‌লেশান, তার সংগে সংগে আসে ইম্‌প্লিমেণ্টেশানের কথা। আজকে যদি আমরা সেই ইম্‌প্লিমেণ্টেশানের ভার বুরোক্রেসীর হাতে ছেড়ে দেই, তাহলে বিগত দিনে যারা ভেষটেড ইণ্টারেষ্টেড গ্রুপ, আগে যে বুরোক্রেসীর বাধার ফলে এই ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্‌ট কার্যকরী হতে পারে নি। আজকে যদি আমরা সেই বুরোক্রেসীর হাতে দায়িত্ব না দেই এবং সেটা ঠিকভাবে ইম্‌প্লিমেণ্টেশান হল কিনা, তারজন্য প্রত্যেক ষ্টেট লেভেলে একটা করে পাওয়ারফুল বডি থাকে, সে বডি যাতে আমাদের এ্যাসেম্বলীর মধ্য থেকে গঠিত হয়, সেজন্য আমাদের তরফ থেকে ডিমাণ্ড থাকবে। যে কথা আজকে অপজিশান বেঞ্চ

থেকে বলেছেন অমরেন্দ্র শর্মা। আর শুধু একটা হাই পাওয়ার কমিটি থাকলেই চলবে না, সেন্ট্রাল এবং ষ্টেট লেভেলে সব চেয়ে বড় কথা হল, পিপলস ইনিসিয়েটিভ বা গন উদ্যোগ যদি এর মধ্যে না থাকে, যারা বিভিন্ন জনতার নেতৃত্ব করছেন, বিভিন্ন পার্টির নেতৃত্ব করছেন, যারা বলেন যে আমরা গণতান্ত্রিক পার্টির প্রতিনিধি, দেশের মধ্যে যে সমস্ত প্রগ্রেসিভ মুভমেন্ট হবে গরীব জনতার জন্য যারা মনে করে যে ডেমক্রেটিক ওয়েতে পিসফুল ডেমক্রেটিক মেথডে আমরা সোস্যাল চেঞ্জ আনব, এই নীতিতে যদি তারা বিশ্বাস করেন তাহলে যতগুলি প্রগ্রেসিভ লেজিসলেশান নেওয়া হবে আমি দাবি করব যদি সত্যিকারের পিসফুল ডেমক্রেটিক মেথডের মধ্যে দিয়ে তারা সোস্যাল চেঞ্জ চান তাহলে তারা আমাদের সংগে সহযোগীতা করবেন। এবং গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করবেন যাতে এই লেজিসলেশানগুলি ইম্‌প্লিমেন্টেড হয় তারা গণ উদ্যোগ এবং গন সংগঠন করুক এবং জনতাকে সঠিক নেতৃত্ব দিক্ তাদের কাছে আমার এই অ্যাপিল রাখব। এবং গরীবি হটাবার জন্য তাদেরকে সামিল হওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বলে আমি এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার, (গণ্ডগোল) (একটু পরে) অর্ডার প্লিজ। আপনারা এই ভাবে যদি গোলমাল করেন তাহলে প্রসিডিংস রেকর্ড করা যাবে না। (গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, ভারতের বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠির শাসনের ২৫ বছর পরে সমাজ কল্যাণ, সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজবাদ এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদ অর্থাত গরীবি হঠাবার ব্যাপারে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার তিনটি কৌশলকে দেশে চতুর্থ পরিকল্পনার যখন শেষ হতে চলেছে পঞ্চম পরিকল্পনার তোরজোর চলছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ যেন এই শাসক-গোষ্ঠির মনে পড়েছে যে সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে জীবন ধারনের বৈষম্য বেড়ে গিয়াছে। অর্থাৎ সম্পত্তির একটা সিলিং হওয়া দরকার এবং সহরের স্থাবর সম্পত্তির একটা সিলিং হয়েছে। মাননীয় স্পীকার যে পরিস্থিতিতে আজকে তারা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন (গণ্ডগোল) পরি-স্থিতি হল মহলানবিশ কমিশান। সেই কমিশান বলেছেন ভারতবর্ষের সম্পত্তির মধ্যে শতকরা মানুষের প্রথম ১০ জন ভোগ করে ২৬.৫। আর শেষ ১০ জন ভোগ করে মাত্র ৩ পার্সেন্ট এবং গ্রামের প্রথম ১০ জন ভোগ করে ৩৭ পার্সেন্ট এর দ্বারা মানুষের মধ্যে একটি বৈষম্য হয়েছে এটা পরিস্কার। কিছুদিন আগে—ফেবরুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণীয়াম বলেছেন ভারতের ২০ কোটি মানুষের মাসে ২৫ টাকা খরচ করার সক্ষমতা নাই এবং ভারতের ১১ কোটি লোক যাদের মাসিক আয় মাত্র ১১ টাকা এবং পরিসংখ্যান বেড়িয়েছে ১৯৪৭ সালের পোভার্টি লাইনের নিচে যে ন্যুনতম খাদ্য না হলে মানুষ বাচতে পারে না তার নীচের লাইনে শতকরা ৫০ জন। ১৯৭২ সালে শতকরা ৭০ জন মানুষ এই পোভার্টি লাইনের নিচে বাস করছে। ২৫ বছর গনতান্ত্রিক শ্লোগান দেওয়ার পর গরীবি হটাবার আয়োজন করার পর দেশের এই অবস্থা। বিড়লাদের স্বাধীনতার আগে ছিল ২০ কোটি টাকা, আজ ৬০০ কোটি টাকা। আজ মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান তা সাততলা আর গাছতলা—এক দলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নাই তাঁরা নিঃস্ব এবং অন্যদিকে তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। এমন পরিবার আছে ভারতে যে পরিবারে একজন লোক তার গিন্নীর জন্য বছরে এক লক্ষ টাকার

সোনাদানা কিনেন। এই হচ্ছে বৈষম্য। আজ সারা ভারতের মানুষ নিঃস্ব যে ভারতের মানুষের কথা বলা হয়েছিল যদি একটি কুকুরও উপোষ করে তাহলে স্টেপ নিতে হবে—গান্ধিজী বলেছিলেন এই কথা। আজকে ভারতের জনগনের ২৫ বছর পরে একদিকে কোটি কোটি নিচের তলার মানুষের দাবি উঠেছে আমরা কি পেলাম। সহরের একদল লোক গাড়ী করছে বাড়ী করছে তারা ভোগ বিলাসের মধ্যে বাস করছে আর একদল লোক ডাষ্টবিনের নিচে বাস করছে। আজ ভারতের শতকরা ১৮ জন লোকের দৈনিক রোজগার মাত্র ·৯৩ পয়সা সহরের ৫৩ জনের ·৯৩ পয়সা এবং এই যদি দরিদ্রের অবস্থা হয় তাহলে এই কি সমাজতন্ত্র এবং এই পরি-প্রেক্ষিতে ভারতের শাসক গোষ্টি তার একচেটিয়া পুঁজিকে রক্ষার জন্য এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যার ফলে জনগন বুঝতে পেরেছে কংগ্রেসের এই সমাজতন্ত্রের বুলি ভুল তখন এই কংগ্রেস সরকার নূতন করে কোরামিন দিচ্ছে, না আমরা সহরের বেশী সম্পত্তি তা কার্টেল করে দিচ্ছি। জানিনা এখানে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে আমি সেনট্রালকে বলছি সেই কার্টেলমেণ্ট কতদূর কি হবে। কাজেই এই বিধান সভায় যারা আছেন তারাই এই রাজ্যের প্রতিনিধি। এই রাজ্যের কোথায় কি আছে তারাই ভাল বুঝেন। এখানে কি করা দরকার এটা তারাই ভাল বুঝেন। কাজেই আমি আশা করি যে এই বিধান সভাকেই ক্ষমতা দেওয়া হোক যে সিলিং এখানে কত হবে তা স্থির করবার। সহরের স্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারেও যেন দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার, আমি দেখেছি যে ল্যাণ্ড···

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার আমি আর ৫ মিনিট বলব। আমি ল্যাণ্ড সিলিংয়ে দেখেছি গত ২।১ বছরের মধ্যে ল্যাণ্ড সিলিংকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবে ৭ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। জানিনা এখানে যদি এই শিলিং হয় আমার এই ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের কতজনের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। কিন্তু হচ্ছে কি ওখানে একই ঘরে বাস করেন, একই রান্নায় খান অথচ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। কি ব্যাপার সিলিংয়ের ব্যাপারে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। অথচ একই উনুনে খাচ্ছেন আমরা দেখেছি, সেই পশ্চিমবংগে সেখানে দেখা গিয়েছে যে ৭৫ বিঘার মত হাইয়েষ্ট সিলিং। কিন্তু সেখানে কুকুরের নামে বিড়ালের নামে পর্যন্ত জমি রাখা হয়েছে। ত্রিপুরার জনৈক সুশীল তার মেয়ে এখন বাংলা-দেশে সেই মেয়ের নামে জমি রেখে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সিলিং করে, আইন করে যদি কার্যকরী না করা হয় তাহলে এটা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানার আইন না করা হয় যতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়া জমিদারদের মালিকানা ভেংগে না যায় এবং শ্রমিকের রাজত্ব কায়েম করা না যায় ততদিন কিছু হবে না। পশ্চিমবংগে ১০ লক্ষ বিঘা জমি জোর করে নিয়েছে কে-পশ্চিমবংগের সংগ্রামী জনতা। সরকারী খবরাদি নিয়ে তারা জমিদার-দের জমি বের করে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরায় দেখছি যে ল্যাণ্ড সিলিং হওয়ার পরেও সব জমি বে-নামি হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা দেখেছি যে এখানে সিলিং হওয়ার পরেও এই শাসক গোষ্ঠী কিছুই করতে পারছে না এবং পারবেও না। কারণ তাদের আসল কথা হল, কোরা-মিন দেওয়া তাদের সমাজতন্ত্র, তাদের গরিবি হটাও, এই ধাপ পাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। আমার

পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন চতুর্থ নম্বর ধাপা। এটাকে চতুর্থ নম্বর ধাপা হিসাবে ব্যবহার করছে। আমরা দেখেছি গত ২৫ বছর রাজত্বে যেটি হল না আগামী ২৫ বছরেও হবে কি না বিশ্বাস নাই।

মিঃ স্পীকারঃ—শ্রীনির্শিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকারঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্য মন্ত্রী এই হাউসে সহরের সম্পত্তির উর্দ্ধসীমা ব্যাপারে যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে সমর্থন করি। এই সমর্থনের যুক্তির বিরুদ্ধে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন এটাকে আমি আর ব্যাখ্যা করলাম না। তবে এই নীতি সমর্থন করতে গিয়ে বিরোধীদলের সদস্যরা যে ২৫ বছরের সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ধাপ্পাবাজী মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই সম্পর্কে ২।১ কথা বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনারা সরকারের দিল্লী থেকে আরম্ভ করে সারা ভারত পৃথিবীর সমস্ত তথ্য সমস্ত কমিশানের তথ্য থেকে সুরু করে সবটাই তারা জানেন। আর এই ২৫ বছর এই কংগ্রেস সরকার যে ধাপ্পা দিয়েছেন সেটিও তারা দেখেছেন আর কিছুই তাদের মনে পড়ল না। জমির উর্দ্ধসীমা ত্রিপুরার জমিদার এবং তালুকদারদের সম্পর্কে সরকার কিছুই করেন নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে ভূমি সংস্কার আইন যখন পাশ হয়েছে এই সরকার বাকি কাজটুকু নিশ্চয়ই করবেন। এটা ধাপ্পাজীর কথা নয়।

পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লাঠালাঠি করে, হত্যা করে, খুনাখুনি করে হস্তগত করা হয়েছে। ত্রিপুরায় সেই দৃষ্টান্ত নেই। এই হাউসের মধ্যে উনারা বলেছেন যে কংগ্রেস সমাজবাদের ধাপ্পা দিয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে এল, আই, সি, অফিস থেকে কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে না। বলেছেন ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়েছে, এল, আই, সি জাতীয়করণ করা, এয়ারলাইন জাতীয়করণ করা, তারা হাউসে এই রকম বলেছেন, যে কংগ্রেস ধাপ্পাবাজী দিয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস ধাপ্পা দেন নাই, তার নজীর এই ২৫ বছরে কংগ্রেস রেখেছে। ব্যাংক টাকা দেন। কিন্তু গরীব হচ্ছে বলেই টাকা কি ব্যাংক দিয়ে দেবে? গরীবকে যেয়ে তাঁরা বলেছেন যে ব্যাংক জাতীয়করণ করেছে, টাকা দিচ্ছে পুঁজিপতিদের, আর তোমাদের দিচ্ছেনা। কিন্তু আমরা জানি কৃষকেরা টাকা পাচ্ছে, তাদের মেশিন কেনার জন্য, তাদের ট্রাক্টার কেনার জন্য যদি ব্যাংকে যায়, তাহলে তাদের টাকা ব্যাংক দিচ্ছে। ড্রাইভারদের ব্যাংক টাকা দিচ্ছে, মালীকদের টাকা দিচ্ছে না।

(গণ্ডগোল)

কংগ্রেস ধাপ্পা দিচ্ছে না, কংগ্রেস যা করে তা সত্যি সত্যি করে। আরেকটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে যে অমুক কমিশন একথা বলেছে সেটা স্বীকার উনারা করেছেন। কংগ্রেস গরীব স্বীকার করেছেন ধনী স্বীকার করেছে। তাই কি করতে হবে, তার জন্য কমিশন বসিয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেস সমাজবাদ করতে গিয়ে ক্রটি বিচ্যুতি হচ্ছে বলেই কমিশন বসাচ্ছে, কংগ্রেসই কমিশন বসাচ্ছে কংগ্রেসই প্ল্যান প্রগ্রাম ইত্যাদি করছে। তাই ধাপ্পা কংগ্রেস দেয়নি, তারাই ধাপ্পা দিচ্ছে। এই যে রাজত্ব করেছিল কেরলে সেখানে তারই বিড়লাকে বলেছে শিল্প কর, তাই ধাপ্পা তারাই দিচ্ছে, এটা অসত্য কথা নয়, এটা আইনের কথা। একদিকে বলছেন

যে কল কারখানা কিছুই করা হচ্ছে না, অন্যদিকে আমরা দেখছি যে পশ্চিম বঙ্গে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন, শ্রমিক মালীকের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। কমিউনিষ্ট সরকারের কয়েকদিনের রাজত্বে কজনকে জমি দিয়েছেন। কিন্তু আজকে কংগ্রেস সরকারের ভূমি আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করেছে তা কাগজে দেখেছেন, বিধানসভায় যখন এসেছেন, তখন সরকারের নীতি দেখবেন। এই হাউসে বলা হয়েছে যে কলোনীতে বিলি বন্টনের অব্যবস্থা হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই ল্যাণ্ডলেসদের জমি দেওয়া হচ্ছে, আবার বলছেন ধাপ্পা, ধাপ্পা কারা দিচ্ছেন, বিরোধী একদল আছে, যারা ধাপ্পা দিচ্ছে। আরেকটি কথা বলা হয়েছে রাজন্যবর্গের ভাতা বন্ধ করেছে কংগ্রেস বলেছে, কংগ্রেস রাজ্যবর্গের ভাতা বন্ধ করে নাই। উনারা জানেন যে রাজাদের বিশেষ সুবিধা বন্ধ করার জন্য ইন্দিরাজী কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জেনে-শুনে যদি অস্বীকার করেন তাহলে কি করা যায়। তাই আজকে রাজাদের বিশেষ সুবিধা, তার যে মাথাভারী বাজেট হচ্ছে, সেটা বন্ধ করা হয়েছে সেটা অস্বীকার করার কথা নয়। এটা যুক্ত ফ্রন্টের রাজত্ব নয়, যে লাঠি নিয়ে যেয়েই হউক, আর খুনাখুনিই হউক, মারামারি করেই হউক, মানুষের জমি দখল করে নাও। আইন না করে কি করে মানুষের জায়গা নেবেন স্যার ? তার কি গণতন্ত্র নেই, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই ? তাই ওরা বলেছেন ঢাকঢোল পিটিয়ে কংগ্রেস ধাপ্পাবাজী দিচ্ছে, কিন্তু এটা কংগ্রেস—শাসক গোষ্ঠীর ধাপ্পাবাজী নয়, তারা গরীবি হটানোর জন্য আইন করছে, জোর করে নয়, সমাজবাদের নীতিতে, সমবায়ের নীতিতে তা করছে। বাড়ী ঘর ভেঙ্গে দিয়ে নয়, জোর জবরদস্তি করে নয়, সেটা কংগ্রেসের দ্বারা সম্ভব নয়, এটা কমিউনিষ্টের দ্বারাই সম্ভব। (রেড লাইট)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

ভয়েস (অপজিশন) নিশিবাবুকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হউক।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—তাই আজকে যেটা ভূমি সিলিং সম্বন্ধে, জমির উর্দ্ধ সীমা সম্বন্ধে বিরোধী সদস্যরা যা বলেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন যে জয়েন্ট পরিবার অর্থাৎ এক পরিবারে কতজন লোক থাকলে কতটুক জমি রাখতে পারবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে জমির তারতম্য করতে গেলে একটা চিন্তা করে করতে হবে। কারণ ত্রিপুরাতে এখনও সেচ ব্যবস্থার সুযোগ সব জায়গাতে হয় নাই। ত্রিপুরায় টিলা ল্যাণ্ড বহু আছে। (এ ভয়েস—শহরের কথা হচ্ছে) শহর সম্বন্ধে বলতে গেলে স্যার, ত্রিপুরাতে আগরতলা ছাড়া আর কোন শহর নাই। কিন্তু সাব্রুমকে শহর বলা চলে না, বিলোনীয়াকে বা উদয়পুর-কেও শহর বলা চলে না। কেন বলা চলে না ? কিছু লোক হয়ত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ইচ্ছা থাকলে একটা বাড়া হয়ত করতে পারে। আগরতলায় কর্ম্মচারী আইনটা চালু হয়েছে ভাল কথা। এখানে অনেক বড় বড় দোকান আছে। কিন্তু মফঃস্বলে বা মফঃস্বলের বাজারে উদয়পুরের বাজারে, জামজুরি বাজারে দেখুন কর্ম্মচারী যারা আছে, এইরকম আছে যে একটা দোকান তার নিজেরই আছে, ছোট দোকান। সে কর্ম্মচারী রাখবে কি ? সেটাও তাকে বন্ধ রাখতে হয় অনেক দিনই। তাহলে তার চলে কি করে ? যারা কর্ম্মচারী রাখে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা কর্ম্মচারী রাখে না তার যদি একদিন দোকান বন্ধ থাকে তাহলে

তার চলে কি করে? কাজেই আমি বলছি এইগুলিকে শহর বোঝায় না। কাজেই ত্রিপুরার অবস্থা বুঝেই যেন এটা করা হয়। আমি আর কিছু বলছি না। বিরোধী দলের সদস্যরা সমাজবাদে বিশ্বাস করেন। না করলে তারা এটা আলোচনা করতেন না। তবুও তারা এই-গুলিকে ধাপ্পাবাজী বলেন আর কি। কাজেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে। আপনি বলেছিলেন যে টেপ রেকর্ডটা বাজিয়ে শোনান হবে। সেটা আমরা আগে শুনতে চাই।

মিঃ স্পীকার—টেপ রেকর্ড তো হাউসে বাজানো যাবে না। আমি আপনাদের পরে শোনাব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে রিজলিউশন এই হাউসে এসেছে, সেই রিজলিউশন অবশ্য ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ষ্টেটে হয়ত সেটা আছে। তবে আমাদের এখানে হয়ত আরও আগে এলেই পারত। আমাদের ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বৈষম্য আগেও ছিল। তবে অনেক কম ছিল। কিন্তু এই ২৫ বছরে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেক বেড়ে গেছে। এখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী সংবিধানের ১৪৯, ২৫০ এবং ২৫২ ধারা মতে যে প্রস্তাব এনেছেন পূর্ণ রাজ্য হিসাবে এর উপর বক্তব্য রাখার একটা অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যকে দিয়েছেন। এই পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার জন্য ত্রিপুরার মধ্যে আমাদের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অনেক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি এই সরকার এই হাউসের বাইরে এবং ভিতরে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। যাই হোক কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পূর্ণ রাজ্য পাওয়ার আগে যে মত ও পথ নিহিত ছিল আজ আমরা তা নিচ্ছি না। অবস্থা বিবেচনা করে আমরা এই হাউসে আমাদের বক্তব্য রাখতে পারছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে প্রস্তাব এসেছে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে ভারতবর্ষের মাথা পিছু আয়ের গড় অনেক বেড়েছে। সেটা যদি ধরি ১৯৪৮-৪৯ সালে ১০০ টাকা আয় ছিল মাথা পিছু। দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে সেই আয়ের গড় ১৩১·৯০ পয়সা এবং আরও পরে অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে আমি দেখি ১৯২·০১ পয়সা। সুতরাং বলতে পারি আরও ২০ বছর পরে সারা ভারতবর্ষে মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ বেড়েছে গত ২০ বছরে। এর অর্থ কি সারা ভারতবর্ষের অগ্রগতি? এটা আমরা স্বীকার করি না। কারণ এটা বেড়েছে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি হিসাব করে দেখি তাহলে দেখব যে মানুষের গড় পড়তা আয় কমে গিয়েছে, জনসাধারণের আয় কমেছে এবং তারা যে সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে, সেগুলির দাম আগে যা ছিল, তার থেকে এখন অনেক বেশী বেড়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বলতে চাই মাথাপিছু গড় আয় কি ভাবে বাড়লো, তার একটা হিসাব আমি এখানে দিতে চাই। আমি জানি যে ভারতবর্ষের মধ্যে খুব পয়সাওয়ালা ২০টি পরিবার আছে ২০টি পরিবারের আয় বা মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১৯৬৩-৬৪ সালে, যেমন তাদের

একজনের কথাই উল্লেখ করছি, সেটা হচ্ছে টাটা, তার আয় ১৯৬৩-৬৪ সনে ছিল ৪১৮ কোটি টাকা আর সেটা ১৯৬৭-৬৮ সালে বেড়ে হয়েছে ৫৮৫ কোটি টাকা। এভাবে বিড়লা তার আয় ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ২৯৩ কোটি টাকা, সেটা ১৯৬৭-৬৮ সালে বেড়ে হয়েছে ৫৭৬ কোটি টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরূপ ভারতবর্ষের মধ্যে যে সব বৃহৎ পুঁজিপতি আছে, তাদের আয় বেড়েছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে এই কংগ্রেস সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার জন্য। তাই আজকে সারা ভারতবর্ষে এই প্রশ্নে ৪ দিক থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকের যে সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তার একটা সীলিং করার প্রশ্ন উঠেছে এবং সংগে কৃষি ক্ষেত্রে যে জমি আছে, সেটারও একটা সীলিং অনেকগুলি রাজ্য সরকার করেছে, অবশ্য সেটা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয়েছে, আমি সেটাকে ওয়েলকাম করি। আজকে কেন সম্পত্তির সীলিং করতে হচ্ছে, অবশ্য এর উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু এই সীলিং করার নামে ত্রিপুরার শহরগুলির সম্পত্তির সীলিং করার উচ্চ সীমা যদি ২ কোটি বা ৪/৫ কোটি টাকার হয়, তাহলে আমি সেটাকে নিশ্চয় সমর্থন করব না। কারণ ত্রিপুরার সীলিং লিমিট হওয়া উচিত ত্রিপুরার শহরগুলির সম্পত্তির মূল্য কত, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরাতে ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালের যে সেন্সাস তাতে আমরা দেখছি ত্রিপুরার ১০ মহকুমা শহরের মধ্যে মাত্র ৬টিকে আর্বান এরিয়া বলে ধরা হয়েছে, আর সেগুলি হচ্ছে দক্ষিণ ডিষ্ট্রিক্টের বিলোনীয়া, উদয়পুর, পশ্চিম ডিষ্ট্রিক্টের সদর মহকুমা আর খোয়াই এবং নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের কৈলাসহর এবং ধর্মনগর। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরার শহরগুলিকে যদি সম্পত্তির সীলিং লিমিটের মধ্যে নিতে হয়, তাহলে এই ৬টিকে নিলেই চলবে না, বাকী যে আরও ৪টি রয়েছে, সেগুলির মধ্যেও খুঁজলে হয়তো আরও কয়েকটি পরিবার পাওয়া যেতে পারে, যাদের সম্পত্তি সীলিং লিমিটের অনেক অনেক বেশী রয়েছে। তাই আমি এই রিজলিউশানের কার্য্যকারীতা যাতে উপযুক্ত-ভাবে হয়, সেজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করব অন্তত: তাদের প্রপার্টি রেজিষ্টার্ড করা হউক এবং সমস্ত সম্পত্তির মূল্য হিসাব করে দেখা হউক যাতে করে ত্রিপুরার অন্যান্য শহরের যেমন সাব্রুম, সোনামুড়া, অমরপুর, কমলপুর প্রভৃতি শহরেরও কয়েকটা পাওয়া যেতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমি আমার আর একটা বক্তব্য রাখতে চাই, সেটা হল গ্রামে যারা আছেন, অর্থাৎ গ্রামে যারা জমির মালিক যেখানে নাকি ১৯৬০ সনের ভূমি সংস্কার আইনে ২৫ ষ্টেণ্ডার্ড একর করে বেধে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও একটা জিনিষ দেখতে হবে যে সব জমির মালিক সীলিং এর মধ্যে পড়েছে, তাদের যেন শহরের মধ্যে কোন সম্পত্তি না থাকে। কারণ এমনও হতে পারে একজন হয়তো গ্রামের সীলিং এর মধ্যে রইল, আবার শহরের সীলিং এর মধ্যেও রইল এবং এর ফলে সেই সমস্ত মালিক একটা ডাবল বিনিফিট পাবে এবং সরকার এদিক দিয়ে চিন্তা করে যাতে এই সুযোগ কেউ না পেতে পারে, সেজন্য ব্যবস্থা নিবেন, এই জন্য আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সরকার পক্ষের একজন সদস্য, তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলে-ছেন যে ১৯৬১ সনের ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে বর্গাদারদের জমি রেকর্ড করানোর যে কথা,

সেটা নাকি আমাদের ব্লকের একজন মাননীয় সদস্য করেন নাই এবং তিনি এই আইনকে রক্ষা করেন নাই। কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই, আমাদের মাননীয় সদস্য যদি না করে থাকেন, তাহলে সেটা সরকারই করেন নাই। কেন করেন নাই. তার পিছনে বেশ একটা উদ্দেশ্য সরকারের ছিল ? কারণ সরকারী পক্ষের অনেক যারা বর্গাদার আছেন তাদেরও যে এই আইনকে ফাঁকি দিতে হবে, এবং ফাকি দিয়ে তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে। তাই তাদের সেই ফাকিকে ঢাকবার জন্য তারা এখানে আমাদের বদনাম করছেন এবং তাদের ফাকি দেওয়ার যে কলংক, সেটাকে বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করছেন। (এট দীস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আরও কয়েক মিনিট সময় দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে কেন এই সীলিং করার জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ? তার কারণ হচ্ছে ১৯৬০-৬১ সাল যে দ্রব্যমূল্য এর সূচক, সেটাকে যদি আমরা ১০০ টাকা ধরি, আজকে ১৯৭১ সালের সেন্সাসের যে রিপোর্ট আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে সেই খাদ্যদ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি ঐ ১০০ টাকা থেকে ২০৪ টাকা হয়েছে, আর শিল্প দ্রব্যের যেটা, সেটা ১০২ টাকা থেকে ১৬৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে। আর সমস্ত ভারতবর্ষে মূল্যের গড় যেটা বৃদ্ধি হল ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে. ৫ বছরে মূল্য বাড়লো শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা। তাই আমি এই হাউসে অনু-রোধ রাখব যে এই সীলিং করে যাতে এক চেটিয়া সম্পত্তির মালিকানা কমে, সেদিকে যেন সরকার দৃষ্টি দেন। আর সেই সীলিং এর উদ্বৃত্ত জমি যাদের পাওয়ার দরকার, তারা যাতে পায় সেজন্যও আমি সরকারকে অনুরোধ করব। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব।

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাবটা এনেছেন, সেটা কেন্দ্রে আর্বান এরিয়ার সীলিং সম্বন্ধে এখানকার যে আইন সেই আইন প্রনয়ণ করবার অধিকার দিয়ে, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। শহরাঞ্চলের যে সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক পদক্ষেপেরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে যেমন রুরাল ল্যাণ্ড এর সীলিং করার জন্য যে আইন করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ল্যাণ্ডলেসকে জমি দেওয়ার, যারা প্রকৃত কালটিভেটারস্, তারা যাতে জমি পায়, তারা যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা এবং যখন কৃষি জাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো তখন থেকে সম্পদবান লোক, সেই ল্যাণ্ডের উপর ইনভেষ্ট করতে আরম্ভ করলো এবং সেটাকে রোধ করবার জন্য যারা এ্যাক্চুয়েল কালটিভেটারস্, তারা যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্যই রুরাল ল্যাণ্ড সীলিং করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে আরও কমাবার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এখানেও তার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আগে শহরাঞ্চলের সম্পত্তির যে সীলিং ছিল, সেটাকে নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ আজকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শহরে জমির দর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটাকে বন্ধ করবার জন্য এই সম্পত্তির উর্ধসীমা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত সম্পত্তি যাদের হাতে থাকবে, সেটা যাতে নায্যমূল্যের সরকার একোয়ার করে নিতে পারেন, তারজন্য আইন প্রনয়ন করা হয়েছে এবং নায্যমূল্যের যে কথাটা, এর একটা বাণ্ডিং করবার জন্য

কনষ্টিটিশানকে যথাযথ সংশোধন করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারই জন্য প্রয়োজন সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ইউনিফর্মিটি রক্ষা করে এই সীমা নির্ধারণ করা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তার প্রয়োজন আছে সমস্ত ভারতে একটা ইউনিফর্মিটি রক্ষা করে এই সীমা নির্দ্ধারণ করা এখন আমাদের যে সহর ধরুন আগরতলা সহর, এখানে সম্পত্তির কি সীমা নির্দ্ধারণ হবে সেটি অনেক তথ্য অনুসন্ধান করে বের করতে হবে। ভারতে যে অন্যান্য স্থান রয়েছে সেখানে যদি আগরতলার মত সহর থাকে তাহলে সেখানে এক রকম আর আমাদের এখানে আর এক রকম এই রকম যাতে না হয় সমস্ত ভারতে যাতে একটা ইউনিফর্মিটি রক্ষা করা হয় তার জন্য এখন পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ৮টি রাজ্য কেন্দ্রকে ক্ষমতা দিয়েছেন। কেন্দ্র যাতে সমস্ত সহরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্যালোচনা করে পরিসংখ্যান নিয়ে একটি ইউনিফর্মিটি রক্ষা করে আইন প্রণয়ন করতে পারেন। সে জন্য কেন্দ্রকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আজকে একটা প্রশ্ন উঠেছে আমাদের বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাচারী সরকার, এটা আমি স্বীকার করি না। কারণ এখানে করলেই এটা খুব একটা সমাজতান্ত্রিক এ্যাক্ট হবে আর কেন্দ্র থেকে করলে সেটি হবে না আমি সেটি স্বীকার করি না। সুতরাং আমাদের পার্লামেন্টের প্রধান নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী নেতৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তিনি কম সোস্যালিষ্ট আমাদের চেয়ে সেটি আমি স্বীকার করতে পারি না। আমাদের বিরোধী পক্ষের একটা ভীতি আছে সেই ভীতি থেকে তারা অনেক কিছু বলতে পারেন। তারাই বলেছেন ধাপ্পা চারটি ধাপ পা : প্রথম ধাপ্পা—প্রধান মন্ত্রীর ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজেশান দ্বিতীয় ধাপ্পা রাজন্য ভাতা বিলোপ তৃতীয় রুরেল ল্যাণ্ড সিলিং চতুর্থ ধাপ্পা এই আরবান সিলিং। এই চারটি ধাপ্পার কথা তারা বলছেন। তারা এই সব বলে জনগণকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাদের সেই সব চেষ্টা আজকে ভুল প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। আজকে পশ্চমবঙ্গে তাদের ৩২ দফার ধাপ্পা মানুষ জানতে পেরেছে তাই আজকে শ্রীমতি ইন্দিরাজীর সোস্যালিজমের যে স্টেপ সেগুলি জনসাধারণ গ্রহণ করে আজকে মানুষ শ্রীমতী গান্ধীকে অফুরন্ত ক্ষমতা দিয়েছেন আসনে বসিয়েছেন এবং যার ফলে তাদের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত। আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন আমাদের ২৫ বছর আগে কি ছিল অবস্থা। আর ওরা বলছেন ২৫ বছর কিছুই করা হয় নি। সমাজতন্ত্রের বুলি আওরানো হয়েছে কাজ কিছুই করা হয় নি। কিন্তু তাদের কথার উত্তর প্রধান মন্ত্রী দিয়েছেন পার্লামেন্টে—হ্যাঁ, গনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র আনতে হলে এই রকম অপেক্ষা করতে হবে। ২৫ বছর আগে সমাজতন্ত্র ছিল আমাদের ডিস্টেন্ট গোল কিন্তু আজকে সেই সমাজতন্ত্র আমাদের দিগন্তে দেখা যাচ্ছে আমাদের হরাইজনের মধ্যে এসে গেছে। আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এবং যতই এগিয়ে যাচ্ছেন, ইমপ্লিমেন্টেড করছেন সোস্যালিষ্টিক প্রোগ্রাম ততই বিরোধী দলের চীৎকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা দেখছেন যতই ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছেন ততই তাদের অস্তিত্ব বিলোপ্ত হচ্ছে। তিনি বলেছেন এটা স্বাভাবিক কারণ আমাদের সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক উপায়ে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু এই পথটা অত্যন্ত কঠিন। কারণ হল যে আমাদের ভিতর এবং বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তাদের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হবে। আজকে কংগ্রেসের দল

ইন্টারনেল এবং এক্সটারনেল যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল রি-একৃসনারী ফোস রয়েছে তাদের সঙ্গে ফাইট করে আজকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের গলা কেটে নয় গণমতের দ্বারা তাদের দাবিয়ে রেখে জনতার দরবারে তাদের হেয় করে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই যে রি-এক্সনারী ফোর্স এর সঙ্গে ফাইট এই যে গণতান্ত্রিক উপায়ে এগিয়ে যাওয়া এটা এত সহজে হয় না তার জন্য অনেক সময় লাগে। তাই প্রধান মন্ত্রী বলেছেন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আগে যেটি অনেক দূর ছিল সেটি আজকে দেখা যাচ্ছে। সেটি আজকে দিগন্তে দেখা যাচ্ছে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যা বলছেন তা তিনি করছেন। ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজ করবেন বলেছিলেন করেছেন হয়তো তার মধ্যে গলদ রয়ে গিয়েছে মেসিনারী সেই রকম হয় নি কিন্তু সেটিও হবে। তিনি যেটি বলেন তিনি সেটি করেন। রাজন্য ভাতা বিলোপ সেটিও হবে। কিন্তু এখনও বহু রি-এক্শ-নারী ফোস' রয়েছে দেশে যাদের সংগে যুদ্ধ করে বিভিন্ন ভাবে পলিটিক্যালী এবং নানাভাবে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। তারপর ল্যাণ্ড সিলিং এই বছরের মধ্যেই রুরেল ল্যাণ্ড সিলিং এবং আরবান প্রোপার্টি সিলিং হবে। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই যে এই কারেন্ট ইয়ারেই সেটি হবে। তাই তাঁর নামে এত ভয়। তাঁকে ইয়াহিয়াও এত ভয় করে নি যে ভয় আজকে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা করছেন। সুতরাং তাদের সঙ্গে ভয় আরও হবে কারণ যে ভাবে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন যে ভাবে কথায় এবং কাজে মিল তিনি দেখিয়ে-ছেন আর আগে দেখি নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সুতরাং ধাপ্পা বাজী ধাপ্পা বাজী বলে চীৎকার করলেই তাদের অস্বস্তি আনা যাবে না কারণ তাদের যে ৩২ দফার ধাপ্পা কোন দিনই মানুষ ভুলবে না। সেই যুক্ত ফ্রন্টের সময় যে ৩২ দফার ধাপ্পা তারা দিয়া-ছিলেন গণ্ডগোল) আজকে শ্রীমতী গান্ধীর নামে তাদের এই যে ভীতি তাদের সেই আতঙ্কের ফলেই আজকে পার্লামেণ্টকে অথরাইজ করার নামে এই আইনটাকে শ্রীমতি গান্ধীর হাতে তুলে দিতে তাদের এত ভয় (গণ্ডগোল) এই জন্যই তারা সেটি পার্লামেণ্টের হাতে তুলে দিতে রাজী নন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে রিলিফের যে কর্মী তারা গত তিন মাস ধরে তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে এবং তাদের যে ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে আসছেন। আমাকে এখানে অত্যন্ত: দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তাদের সেই সব চেষ্টা বিফল হওয়ার পর, তারা আজকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মিছিল করে আসতে হল। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনু-রোধ করব, তিনি যেন তাদের সঙ্গে দেখা করেন, অথবা কখন তিনি তাদের সঙ্গে দেখা কর-বেন, সেই সময়টা আমাকে জানিয়ে দিলে ভাল হয়, কেন না, তারা দেখা করার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাদের পক্ষে এটা বুঝা সম্ভব নয়। তাই আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যেন একটা সময় দেন, কখন তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করবে এবং সেই অনুসারে আমরা তাদেরকে বলতে পারি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আগেও দেখা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে নূতনভাবে যখন চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরী করা হচ্ছে, তখন সেখানে তাদেরকে কিভাবে এবজর্ব করা যায় সেই বিষয়ে আমরা চিন্তা করে দেখছি। কাজেই এই সম্পর্কে আজকে আবার তাদের এখানে আসার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তবে তেমন যদি বিষয় হয়ে থাকে তাহলে তারা অন্য সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার, তাহলে উনার সঙ্গে ডাইরেক্টলী তারা যে কোন সময়ে দেখা করবেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শহর এবং আর্বান এরিয়ার সম্পত্তির সীমা নির্ধারন করবার জন্য আইন প্রনয়নের ক্ষমতা দিয়ে যে প্রস্তাব পার্লামেন্টকে দিতে চাওয়া হচ্ছে, তাতে ত্রিপুরা বিধান সভায় যারা জনসাধারনের প্রতিনিধি তাদের সকলের মতামত ও দাবী রক্ষার জন্য আমি এখানে আরও রাখতে চাই যে এই আইনের আওতার ভিতরে সমবায়ের যে সম্পত্তি, কোম্পানীগুলির যে সম্পত্তি, যেগুলিতে কারচুপি করার অনেক সুবিধা রয়েছে, সেগুলির উর্ধ সীমা নির্দ্ধারনের ব্যাপারটা যেন এই আইনের অঙ্গিভূত হয়। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও রাখতে চাই যে চা বাগানের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সীমার বাইরে যে জমি আছে, সেগুলিও যাতে এই উর্ধ সীমা নির্দ্ধারণের আইনের আওতাভুক্ত হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, চা বাগানগুলির সম্পত্তির সম্পর্কে যেভাবে ভূমি সংস্কার আইন করা হয়েছে তাতে মালীক পক্ষকে অনেক বেশী জমি রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে শহরের সম্পত্তির উচ্চ সীমা নির্দ্ধারনের জন্য আইন প্রনয়ন করা হচ্ছে, এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেটা সেটা তো পরিচালনা করছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর নেতৃত্বের কি চিত্র, সেটা আমরা জানি। আসল প্রশ্ন যেটা, সেটা অন্য কথা। একটা আইন প্রনয়ণ করাই শেষ কথা নয় সেটাকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেশান করা যায়, সেটাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। আমরা এখানে দেখি যে ১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কার আইনে বর্গাদারদের অধিকার রক্ষার জন্য আইন প্রনয়ন করা হয়েছে এবং জমির সীলিং ও নির্দ্ধারন করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে ? করা হয়েছে এই জন্য যে রাজ্যের মধ্যে যে গরীব সাধারণ আছে, তারা যাতে উদ্বৃত্ত জমি পায়। বাস্তবিক পক্ষে ঐ সব গরীব সাধারণ কি কোন জমি পেয়েছিল ? পায় নি, অথচ এই কংগ্রেসী মাতব্বরেরা গ্রামের মধ্যে গিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছিল যে তোমাদের জমি দেওয়া হবে। তাদের এই প্রচারের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে তাদের নিজেদের পরিবারের মধ্যে সেগুলি ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়ার যাতে সেই সীলিং এর মধ্যে পড়তে না হয়। তারপরে দেখেছি যে সরকার একটা ডিষ্টিক্ট ঘোষণা করেছেন এবং তার মধ্যে ৬৫ জন জোতদার ঐ সীলিং এর মধ্যে পড়ে গিয়েছে, আর এই ইদানিং কালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে মাত্র ১৩ জন জোতদার আছে। কাজেই এটা কি ভাবে হল। সরকার এই যে আইনগুলি তৈরী করল, সেগুলিকে ফাঁকি দেওয়ার জনাই করা হল কিনা, এটা আমি বুঝতে পারছি না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ শতের উপর, যখন না কি সরকারী ষ্টেটিষ্টিকসে ঘোষণা করা হয় বড় জোতদার সাড়ে পাঁচশতেরও বেশী রয়ে গেছে।

তারপর ঐ সংখ্যা ১৩জনে নাকি এসেছে। কিভাবে সরকার আইনগুলি সমাজতান্ত্রিক কায়দায়, গণতান্ত্রিক কায়দায় এই কংগ্রেস কৌশলে সমস্ত জনগণকে বঞ্চিত করে, সমস্ত ধন সম্পত্তি, ধনীদের ধন সম্পত্তি আরও বাড়িয়ে দেওয়ার কৌশল হচ্ছে, কিভাবে কারচুপি হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার তারপর আরও আমরা তাদের চরিত্রে দেখতে পেয়েছি তাঁদের গণতন্ত্রের নমুনা আমরা দেখেছি যে বিশেষ একটা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই, মেহনতি মানুষের জন্য যে আইন তৈরী করা হচ্ছে, সেগুলি ধনীদের রক্ষার জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি। কিন্তু সেই ভূমি আইন ইত্যাদিতে যে উল্লেখ আছে উদ্বৃত্ত খাসের জমিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে, আজ পর্যান্ত একটি ক্ষেত্রেও তা হয় নি।...

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলিভেণ্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী:—আমি এখানে জমির সিলিং সম্পর্কে বলছি এবং গভর্ণমেণ্টের পলিসী সম্পর্কে বলছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার কি ধরণের অবস্থা আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে সরকার—এর যদি নির্দিষ্ট চরিত্র না থাকে, যে আইন প্রণয়নই করুন না কেন, সেই আইন গরীব মানুষের স্বার্থে আসবে না, সমস্ত ধনী আরও ধনী হবে। তাঁদের ধন সম্পত্তি আরও বেড়েই চলবে, সেই আইন নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করা যদি না হয়, তাহলে মেহনতি মানুষের কোন কাজে আসবেনা, সেই আইন গোপন করে, প্রশাসন যন্ত্রকে কারচুপি করে যদি সেই আইন প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আমরা সমাজবাদের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারব না। একজন বিশিষ্ট সদস্য এই বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে এখানে সরকারী চরিত্রকে প্রশংসা করে যে বক্তৃতা রেখেছেন, তার দ্বারা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে না, নিঃস্বকে আরও নিঃস্বতম করবে।

(গণ্ডগোল)

উনাদের জিজ্ঞাসা করুন শংকর দয়াল শর্ম্মা, কংগ্রেস সেক্রেটারী... (গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার:—নাম মেনশান করবেন না।...

শ্রীসমর চৌধুরী :—কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শংকর দয়াল শর্ম্মা তিনি বলেছেন—উনি কি বলেছেন দুই বৎসরের মধ্যে প্রতিশ্রুতিমত কাজ না করলে দেশের জনগণ বিদ্রোহ করবে, কি আতংক...

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মানুষ এই অবস্থায় এল কি করে? এসেছে দিনের পর দিন তাদের নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করা হচ্ছে আর ধনীদের আরও ধনী করা হচ্ছে, ধনীদের সম্পত্তি আরও বাড়ানো হচ্ছে, সেই করে মানুষ আজকে বিদ্রোহ করেছে। তাই আজকে তাঁরা সমাজতন্ত্রের মুখোস পড়ে, গণতন্ত্রের মুখোস পড়ে আস্তে আস্তে এই কংগ্রেস জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। (রেড লাইট)।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আইন প্রণয়ন করে অবিলম্বে কার্য্যকর করার জন্য বর্ত্তমান সরকারের যেন সজাগ দৃষ্টি থাকে এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে রিজল্যুশানটা মুভ করেছেন পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য সেটাকে আমি সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। এই বিষয়ে অনেক সদস্য আলোচনা করেছেন আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাইনা। তবে কথা হচ্ছে আজকের সহর এলাকায় সম্পত্তির সীমা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে বাস্তব কথা যেটা সেটা হচ্ছে আজকে দেখতে হবে, সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করতে হবে পার্লামেন্টের হাতে এই ক্ষমতা যে দিচ্ছি, সেই ক্ষমতা অন্যায়ভাবে দিচ্ছি না, বা এটা দেওয়ার জন্য আমাদের পূর্ব রাজ্যের বিধান সভার মর্যাদার কোনরকম অমর্যাদা হচ্ছে সেটা আমি মনে করিনা। এর ইনিশিয়েটার হচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী, এই যে ল্যাণ্ড সিলিং—আরবান এলাকার ল্যাণ্ড সিলিং বেঁধে দেওয়া, তার ইনিশিয়েটার হচ্ছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, কাজেই তার হাতে বা তিনি যে পার্লামেন্টের নেতৃ,সেই পার্লামেন্টকে সেই ক্ষমতা দিতে গেলে আমাদের রাজ্যের কোন অমর্যদা হবে বলে আমাদের মনে করার বা উনাদের মনে করার কোন কারণ নেই। বিশেষ করে আমরা এই যে রিজল্যুশান এনেছি, পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা দেওয়া সম্পর্কে, এই সম্পর্কে বিরোধী দলের অনেক সদস্য আপত্তি করেছেন কিন্তু বিস্তারিত ভাবে কোন কথা বলেন নি, শুধু আপনারা আমাদের কংগ্রেস সরকারকে দোষী করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে নানাবিধ কথা বলেছেন। আজকে প্রশ্ন উঠছে যে, এখানে একজন বিরোধী দলের সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয় বলেছেন যে আমাদের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শংকর দয়াল শর্মা বলেছেন ঠিকই দুই বছরের মধ্যে মেহনতি মানুষকে, গরীব মানুষকে যদি সুযোগ সুবিধা না দেওয়া হয়, তাড়াতাড়ি যদি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা না করা যায়, এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া না হয়, তাহলে মানুষ অপেক্ষা করবেনা। তিনি কে? একথা তাঁর মুখেই শোভা পায় যিনি একটা বিরাট দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, কাজেই তাঁদের মুখে এই যে স্বীকৃতি, আমাদের কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে যে স্বীকৃতি দিলেন, তার জন্য সমরবাবুকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তবে এই কথাটা ঠিক নয় যেটা মাননীয় কংগ্রেস সভাপতির শংকর দয়াল'এর কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আতংক প্রকাশ করেছেন সেখানে আতংক হওয়ার কিছু নেই। মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী সভা সমিতিতে বলেছেন এবং পার্লামেন্টে বলেছেন ভারতবর্ষ সমাজবাদের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের মানুষ আর পিছিয়ে নেই। এটা সত্য, বাস্তবকে অস্বীকার করিনা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্লামেন্টে বিল আসার আগে, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের কেবিনেট এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়েতে কি আমাদের লোকাল পরিবেশ, এই স্থানীয় যে পরিবেশ, স্থানীয় অবস্থাটা সেটা চিন্তা করার জন্য সেটা লক্ষ্য রাখার জন্য আশা করি এই হাউসে বিলটি আসবে। আমি অধিক না বলে, বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমধুসুদন দাশ।

শ্রীমধু সুদন দাশ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ল্যাণ্ড সিলিংএর যে প্রস্তাব এখানে এসেছে এটা আমি সমর্থন করছি এবং সিলিংটা চালু করার ব্যাপারে দায়িত্বটা যদি কেন্দ্রের হাতে দিই সমস্ত ভারতবর্ষে এইভাবে সম্পত্তি রক্ষা সংক্রান্ত আইনটা চালু হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিলের সমর্থনে বলতে গিয়ে আমাকে দুই একটি কথা বলতে হবে। কেউ কেউ হয়ত আপত্তি

তুলছেন যে ঐ সিলিংএর ব্যাপারটা কেন্দ্রের হাতে না দিয়ে আমাদের হাতে কিছু কিছু ক্ষমতা রাখা হোক অথবা কেন্দ্র যখন বিল আনবে সেই বিলের কপিটা যেন আমাদের দেওয়া হয়। যখনি নাকি সিলিংএর প্রস্তাব এসেছে এবং সেটাও আরবান অ্যারিয়াতে তখনি তাদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়ে গেছে যে আমাদের তো বাড়ী গাড়ী অনেক কিছু আছে, এই সিলিংএ যদি আমাদের পেয়ে বসে এবং আমরা যে বলি যাদের বাড়ী নাই, জমি নাই, তাদের জমি দিতে হবে সেই অনুযায়ী আমার দালানের অংশ যদি কেউ দাবী করে যে আমাকে একটু দাও, তুমি তো বিধান সভায় বা পার্লামেন্টে সমর্থন করেছিলে তাহলে তো আপত্তি করা যাবে না। কাজেই এটা যদি আমাদের এখানে পাশ হয় তাহলে মন্ত্রীদের ধরে মেয়ের নামে, ছেলের নামে, বৌয়ের নামে বেনামী করার একটা সুযোগ থাকবে। কিন্তু পার্লামেন্টে পাশ হলে এই সুযোগটা থাকবে না। এই জন্য আমি বিলের সমর্থনে এই কথাই বলতে চাই যে এটাকে কেন্দ্রের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক। আমি মনে করি এটাকে যদি পার্লামেন্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে মংগলের হবে, ক্ষতির কোন কারণ নাই। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এই রিজিলুস্যানের পক্ষে রেখেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Chief Minister.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই আরবান প্রপার্টি সিলিংএর পক্ষে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, হাউসের আলোচনার ধারা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে এটা সবাই সমর্থন করে চলেছেন। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে কথা বলেছেন তাতেও এই রিজলিউশনের পক্ষে তাদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছে যদিও কতগুলি আশংকার কথা তারা ব্যক্ত করেছেন এই সংগে সংগে। সেই আশঙ্কাগুলি কতটুকু বাস্তব ভিত্তির উপর অথবা এই আশংকাগুলি অনেক আগে থেকেই তারা করে আসছিলেন ঠিক সেই একই বক্তৃতা, একই কথা তাদের মুখে আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমি কোথায় পড়েছিলাম ঠিক খেয়াল নেই যে ভদ্রলোকের এক কথা। সেটাই যদি আমরা ধরে নিই, এক কথাই যখন তারা বার বার রিপিট করে যান তখন তারা ভদ্রলোক। আমরা প্রতিটি কথায় দেখেছি, ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজেশানের ক্ষেত্রে অথবা রাজন্য বর্গের ভাতার প্রশ্নে, বিভিন্ন দলের সদস্যরা এবং এখন যে দলের সদস্য হিসাবে মাননীয় সদস্যরা গর্ববোধ করছেন তারাও সেটা সমর্থন করেছেন পার্লামেন্টে। কাজেই পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে আমার মনে হয় না যে আশঙ্কা থাকতে পারে। একটা ক্ষমতা কে আমরা নিজের ইচ্ছায় দিতে যাচ্ছি, সেটাকে শর্ত সাপেক্ষ দেওয়া যায় না। অন্তত পার্লামেন্টকে আমরা বলতে পারি না যে এই শর্ত তোমাদের মানতে হবে। কাজেই তোমরা পার্লামেন্টে এইভাবে বিল আন। আশঙ্কার কথা যেটা আগে বলা হয়েছে সেই সম্বন্ধে একটা ছোট কথা আমাকে বলতে হয়। সেটা হল যে এটা ইম্প্লিমেন্টেড হবে কিনা। ত্রিপুরা রাজ্যে কি অবস্থা, এখানে আরবান এ্যারিয়া যে সকল আছে, ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় এই আইন প্রয়োগের জন্য আমরা এই প্রশ্ন এনেছি। যারা আইন প্রণয়ন করবেন পার্লামেন্টে তারা এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন। সেখানে ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় প্রতিনিধি রয়েছে, আমদের ত্রিপুরার প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছে পার্লামেন্টে।

কাজেই পার্লামেন্টের হাতে আমাদের ক্ষমতা দিতে আমরা কোন রকম আশঙ্কার কথা ভাবতে পারি না। যদি এটাই আশঙ্কার কারণ হয়ে থাকে যে আইন হয় সেটা ঠিকমত ইমপ্লিমেন্টেড হয় না তাহলে আমি বলব এই কথা যে অনেক আগেও যে আইন হয় নি সেটা আজকে হয়েছে। ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজেশন, রাজন্য বর্গের ভাতা বিলোপ এই আইনগুলি আগে ছিল না। কিন্তু এখন আইন হয়েছে। আগেও আইন করার কথা ছিল। কিন্তু আইন ছিল না, এখন হয়েছে। ঠিকমত ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে। এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব যে এটা ঠিকমত ইমপ্লিমেন্টে হয়েছে কিনা। একটা কথা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চলবে কিনা। সে সম্পর্কে যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু এটা সমাজবাদের একটা রাস্তা। সেটা যে নামে হোক, ডিক্টেটরশিপের মধ্য দিয়েই হোক বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই হোক। আমরা এমনও দেখেছি যে আইন আছে কিন্তু সেই আইন কেউ মানছে না। কেন মানছে না, কারণ মানুষ প্রিপেয়ার্ড নয়। মানুষের চাহিদা নাই। আমার খেয়াল খুশিমত আইন করতে পারি কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্টেড করতে যে জনসাধারণের প্রয়োজন হয় সেটা আমরা ভুলে যাই। এটা প্রয়োগ করতে সমগ্র মানুষের প্রয়োজনটা দেখতে হবে। কাজেই সমগ্র মানুষের প্রয়োজনের স্বার্থেই আইনটাকে প্রয়োগ করতে হবে। আমরা যদি পার্টি ডিক্টেটরশিপ করি তাহলে খুন করে, শক্তিতে কৌশলে যে ভাবেই হোক আমরা আইনগুলি চালু করে দিতে পারি। কিন্তু আমরা গণতান্ত্রিক পথে যদি তা করতে চাই তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা বলি দিতে পারি না। কিন্তু আমরা পথটা বেছে নিয়েছি যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মধ্য দিয়ে যাব। যে পথটার মধ্যে আছে হিংসা আমরা সে পথে যেতে চাই না। আমরা জানি মানুষ ওটা চায় না। আজকে মানুষের যে ক্রাই উঠেছে আজকে মানুষ চায় যে এই ধরণের আইন হউক। আজকের মানুষ চায় যে সহরের সম্পত্তি সীমা বেঁধে দেওয়া হউক তাকে কন্ট্রোল করার জন্য মানুষের যে চীৎকার এটা মানুষের দাবি তাই সেটাকে কার্যকরী করার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। আজকে যদি কারও মানুষের উপর বিশ্বাস থাকে যদি কারও নিজেদের পার্টির উপর বিশ্বাস থাকে তাহলেই আমি বলব আমরা কেন ভুলে যাচ্ছি সেখানে আমাদেরও প্রতিনিধিরাও আছে। সেখানে শুধু কলিকাতার লোক নয় সেখানে শুধু বোম্বাইয়ের লোক নয় সেখানে আগরতলার লোকও থাকতে পারে। সেখানে আরও ছোট জায়গার আরও ছোট শহরের লোকও রয়েছে তাদের প্রোবলেমটাও পার্লামেন্টের সবাইর সামনে আসছে। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা সেই পার্লামেন্টে ডিস্কাশান হবে। আমরা এখানে বলে বলে ডিস্কাশন করছি এবং আশংকা প্রমাণ করছি এটা হবে না ওটা হবে। খালি আমাদের আশংকা কারণ আমরা আমাদের নেতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। যে যে পথে আমাদের গাইডেন্স আছে পার্লামেন্ট ঠিক জায়গায় চলবে। কাজেই সেইদিক থেকে আমার মনে হয় যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এই সম্পর্কে যে আশংকা প্রকাশ করেছেন সেই আশংকা মনে না রেখে একটু সুস্থভাবে এটা গ্রহণ করতে পারেন এবং আমি জানি এবং বিশ্বাস করি তাঁরা এটাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এই প্রস্তাবকে পাশ করবেন। কাজেই এ কথা বলা যায় যে কথা আগে তাঁরা বলেছেন কিংবা মাননীয় বিরোধী

পক্ষের সদস্যদের মুখে যা আগে শুনেছি, আজকে কি তাঁরা বলতে পারেন ১৯৭২ সালের আগে যেভাবে চিন্তা করেছেন আজকে তারা ঠিক সেই কথাই বলতে পারেন। এই তো সেদিন মাদুরাইতে কনফারেন্স হল সেখানে ঠিক একই কথা কি বলা হয়েছে যেটি ১৯৪৭ সালে গৃহীত হয়েছে। আজকে আমরা জানি যে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে, মানুষ এগিয়ে চলেছে সেই এগুলোর ক্ষেত্রে মিলতে হয় একটা জায়গায় ধরে থাকা যায় না। মানুষের সংগে কিছু কিছু মিলে যেতে হয়। সেজন্য তাদেরও পরিবর্তনের কথা বলতে হচ্ছে সেজন্য আমি বলছি এই কথা যে এটা ধাপ্পাবাজীর কথা নয়। এক নম্বর দুই নম্বর ধাপ্পাবাজীর কথা নয়। ধাপ্পাবাজী চলে মাঠে, ধাপ্পাবাজী এসেম্বলীর ভিতরে চলে না। ধাপ্পাবাজীর প্রশ্ন নয় এটা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীর ধাপ্পাবাজী নয়। জনতা আজকে বুঝতে পেরেছে ভারতবর্ষের মানুষ তারা জানে যে এটা ধাপ্পাবাজী নয় এবং শ্রীমতি গান্ধী কথা বলার সংগে সংগে কার্য্যকরী করছে। কার্যকর করছে বলেই তিনি বিশ্বাস অর্জন করেছেন জনতার। সারা জীবন চীৎকার করেও খুব বড় বড় লড়াই করেও মানুষের কনফিডান্স ফিরিয়ে আসে না (গণ্ডগোল), কাজেই কংগ্রেসকে তারা ক্ষমতায় পাঠিয়ে সেই কংগ্রেসের উপর যদি জনসাধারণের বিশ্বাস থাকে তাহলে কি আমি বলব মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কথায় বলব এই ধাপ্পাবাজীতে ভুলে জনসাধারণ এই কাজ করেছে। তাহলে জনসাধারণ কি কিছুই জানে না কিছুই বুঝে না। তাহলে তাদের বলতে হয় তাইসব আপনারাও কি এসেছেন এই ধাপ্পাবাজীর ফলে (গণ্ডগোল) কাজেই সাধারণ মানুষকে ঐ ষ্টাণ্ডার্ডে নিয়ে ফেলবেন না। ভারতের মানুষ জানে বলেই আজকে ভারতবর্ষের মানুষ কংগ্রেসের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার, স্যার. আজকে সমগ্র দেশের প্রয়োজনে যে প্ল্যানিং সেটিকে যাতে ঠিক মত কেন্দ্রীয় ভাবে একটি সুষ্ঠু প্ল্যানিংয়ে নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায় সেজন্য এই প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে পার্লামেন্টে, সেখানে ক্ষমতা বিসর্জন দেওয়ার প্রশ্ন নয় এটা ক্ষমতা আরও বেশী শক্তিশালী হওয়ার জন্য এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া হচ্ছে, কারণ পার্লামেন্ট সমগ্র দেশের কথাটা ভাবতে পারবেন। কত জমি আছে, কত টাকা আছে, কত অর্থ আছে, কত ক্যাপিটাল এটা তারা বুঝতে পারবেন যেহেতু আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে আছেন। কাজেই কেন্দ্রীয় ভাবে এটা যদি হয় তাহলে ডিষ্ট্রীবিউশানের ক্ষেত্রেও সেই সমতা আসবে। উদ্দেশ্য হয়েছে তাই এবং আমার মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যও তাই জানেন এবং ঐ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—Debate on resolution is over. Now I am putting the Resolution to vote.

Now question before the House is that "Whereas this Assembly considers that there should be a ceiling on urban immoval property ;

And whereas the imposition of such a ceiling and acquisition or holding of urban immovable property in excess of that ceiling are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 240 and 254 thereof;

AND WHERESS it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution. this Assembly hereby resolves that the imposition of a ceiling on urban immovable property and acquisition and holding of such property in excess of the ceiling and all matters connected therewith or anceillary and incidental thereto should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law.

Then it was put to voice vote and passed.

বিগত ৪-৭-৭২ ইং অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিকান্ত সরকারের উক্তির উপর একটি পয়েন্ট অব অর্ডার এনেছিলেন আমি সেই পয়েন্ট অব অর্ডারের রুলিং আজকে দিচ্ছি। "৪-৭-৭২ ইং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বাজেটের উপর বক্তৃতাকালে মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস এই মর্মে এক পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপন করিয়াছিলেন যে কোন বিরোধী পক্ষের সদস্য সমস্ত আমলা, সমস্ত পুলিশ কর্মচারী চোর এ কথা বলেন নাই, যদিও মাননীয় সদস্য শ্রী নিশিকান্ত সরকার তাঁর বক্তৃতায় এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে সব পুলিশ কর্মচারী, একটা পুলিশ কর্মচারীও সৎ নাই, সবাই চোর।

অজয়বাবুর উক্তির উত্তরে শ্রী সরকার বলিয়াছিলেন—'সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ বলেছেন আপনারা, পুলিশ কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ করেছেন'… ..

মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস, নিশিবাবুর উপরোক্ত উক্তিকে প্রত্যাহার করাইবার জন্য আমার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আমি তদুত্তরে জানাইয়াছিলাম যে আমি টেপ রেকর্ড'এর সহিত মিলিয়ে আমার অভিমত হাউসকে জানাইব। টেপ রেকর্ডে ঐ দিনকার সভার কার্য্যাবলী মিলিয়ে দেখা গিয়াছে যে শ্রীবাজুবন রিয়াং পুলিশ বাজেটের উপর বক্তব্য রাখিতে গিয়া নিম্নলিখিত উক্তি করিয়াছিলেন—'আমি দেখেছি পুলিশের কারসাজিতে আমাদের এখান থেকে জিনিষপত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং পাচারের কাজে পুলিশ সহযোগিতা করছে'…… 'ঐ দিকের পুলিশ তা কেড়ে রেখে দেয়, কিন্তু আমাদের দিক থেকে অবাধে জিনিষ বাংলাদেশে যাচ্ছে'… ..

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে পাচারের ঘটনার জন্য শ্রী রিয়াং পুলিশ ডিপার্টমেন্টকেই দায়ী করিয়াছেন। যদি বাজুবন রিয়াংয়ের এই উক্তিকে শ্রীনিশিকান্ত সরকার তাঁর নিজের ভাষায় বলিয়া থাকেন যে বিরোধীপক্ষ সমস্ত পুলিশ কর্মচারীই দুর্নীতিপরায়ণ বলেছেন, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের প্রশ্ন কেমন করিয়া আসিবে? কারণ বাজুবন রিয়াং কোন নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র না করিয়া পাচারের ব্যাপারে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে দায়ী করিয়াছেন যে তথ্য হইতে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে পুলিশ কর্মচারী অসাধু? (গণ্ডগোল)

যাহা হউক, আমি শ্রীনিশিকান্ত সরকার মহাশয়ের বক্তৃতার অংশ ঐদিনকার কার্য্য বিবরণী হইতে বাদ দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করিতেছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়···

মিঃ স্পীকার :—আমার রুলিংয়ের উপর কোন ক্লারিফিকেশান হতে পারে না। (গণ্ডগোল) সম্পূর্ণ বক্তব্য আমার কাছে টেপ করা। ওখানে আমার অফিসে আপনারা এসে শুনতে পারেন (গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীবাজুবন রিয়াংএর যে বক্তব্য আপনি উল্লেখ করেছেন তাতে কি ইমপ্লাই করা যায় যে সমস্ত পুলিশ এই কাজ করছে পাচার করছে ? (গণ্ডগোল)

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, রুলিং কি আবার কোন মাননীয় সদস্য চেলেঞ্জ করতে পারেন। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— He is not challenging my ruling. (interruption) My ruling stands.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমাদের যেটা কনক্লুশান হয়েছে, সেই কনক্লুশানকে টেনে আমরা দীর্ঘ করতে পারি······(গণ্ডগোল)······
সেই পুলিশ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। ······(গণ্ডগোল)······

শ্রীনরেশ রায় :—স্পীকারের রুলিংএর উপর আলোচনা, সমালোচনা হতে পারে কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমার রুলিংএর উপর সমালোচনা করা যাবে না। হি ইজ নট চ্যালেঞ্জিং মাই রুলিং। মাই রুলিং স্টাণ্ডস্।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—আজকের বিজনেস শেষ হয়েছে কি ?

···(গণ্ডগোল)···

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আপনার কাছে ক্ল্যারিফিকেশন'এর জন্য বলছি·····

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—নো······ (গণ্ডগোল)······

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার— আমরা জানতে চাই হাউসে বিজনেস আছে কিনা, না শেষ হয়েছে। এই যে ডিক্লাশন, ক্ল্যারিফিকেশন এটা কিসের উপর হচ্ছে ?

মিঃ স্পীকার :—আপনারা আমার চেম্বারে দেখা করতে পারেন।

Now to-day's business is over. The House stands adjourned till 3 P.M. on Wednesday the 12th July, 1972.

STARRED QUESTION No. 237

By—Shri Nishi Kanta Sarkar

QUESTIONS

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা রিলিফ গোদামের কোন মহকুমায় কোন গোদামে কত আটা আছে এবং সে গুলি খাদ্যোপযোগী কি না ?

চাউল থাকিলে কোন মহকুমায় কোন গোদামে কি পরিমাণ আছে।

ANSWERS

১। দক্ষিণ ত্রিপুরার সমস্ত রিলিফ গোদামের আটা ও চাউল বর্ত্তমানে উদয়পুর রিলিফ গোদামে রাখা হইয়াছে, উহার পরিমামাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আটা ৫৯,০৬৬—১৯৫ কে. জি. ৬৫৮ বস্তা, চাউল ২৭,৯৫৩—০০০ কে. জি, ৩১২ বস্তা। ঐ সমস্ত খাদ্য খাদ্যোপযোগী কিনা তাহা টেকনিক্যাল এসিসটেন্টের পরীক্ষাধীনে আছে।

STARRED QUESTION No. 239

By Shri Nishi Kanta Sarkar,

প্রশ্ন

১। জেল কয়েদীদের দৈনিক খোরাকীর জন্য বরাদ্দ কত ?

২। কয়েদীদের কাপড় ধোলাই এবং ক্ষৌর কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে কি না ?

উত্তর

		সাধারণ কয়েদী		উচ্চশ্রেণীর কয়েদী	
১।	চাউল	২৯৫	গ্রাম	৪৬৭	গ্রাম
২।	ডাইল	১১৫	,,	১১৭	,,
৩।	লবন	২৫	,,	২৯	,,
৪।	তৈল	২০	,,	২৯	,,
৫।	গুড়	১৫	,,	১৪	,,
৬।	তরকারী	৪১০	,,	২৩১	,,
৭।	তেতুল	৩	,,	৪	,,
৮।	মশল্লা	৭	,,	১০	,,
৯।	মাংস (সপ্তাহে দুই বার)	৭৫	,,	১১৭	,,
	অথবা মাছ	৬০	,,	১১৭	,,
	অথবা ডিম			২ টী	
	অথবা দুধ			৩৫০ গ্রাম	

১। জেলে কয়েদীদের দৈনিক খোরাকীর জন্য বরাদ্দ কত ?	সাধারণ কয়েদী	উচ্চ শ্রেণীর কয়েদী
১০। লাকড়ী	৯০০ গ্রাম	৯৩৩ গ্রাম
১১। পিয়াজ	৭ ,,	—
১২। আলু	—	১১৭ ,,
১৩। পাউরুটি	—	১১৭ ,,
১৪। দুধ	—	৫৮ ,,
১৫। মাখন	—	২১ ,,
১৬। চা পাতা	—	১৪ ,,
১৭। চিনি	—	৫৮ ,,
১৮। দধি অথবা ফল	—	১১৭ ..
১৯। আটা	৩২০ ,,	—
২০। ঘি	—	৪২ ,

২। হাঁ।

STARRED QUESTION NO. 584
By Shri Samir Ranjan Barman.

QUESTION

1. Whether there is any proposal to increase at least 10 number of beds in the Bishalgarh Primary Health Centre ;
2, If so, when and within how many days ?

ANSWER

1. No.
2. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 585
By Shri Bichitra Mohan Saha.

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক এলাকায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি T. D. Block করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে, তবে কবে পর্যান্ত সেখানে T. D. Block চালু হচ্ছে ;

৩। না করা হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত কমলাসাগর চড়িলাম এবং টাকারজলার তহশীলের অংশ লইয়া একটা T. D. Block গঠন করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ভারত সরকার তা মেনে নেন নাই। উক্ত বিষয়ে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে নূতন আর কোন T. D. Block না খুলে বর্ত্তমানে চালু T. D. Block গুলির Stage—III রূপান্তরিত করতে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। উপরোক্ত প্রস্তাবটি ভারত সরকার মেনে নেন নাই।

STARRED QUESTION NO. 614.

By Shri Subal Ch. Biswas, M.L.A.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কৈলাসহর মহকুমায় আমিন এবং Asst. Tribal Welfare Officer না থাকার জন্য তপশীলি ও উপজাতিদের ভূমি পুনর্ব্বাসনের কাজ বন্ধ রয়েছে ?

২) যদি তাহা সত্য হয় তাহলে সরকার ইহার প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে। কৈলাসহর মহকুমায় আমিন এবং Asst. Tribal Welfare Officer ছিলেন। ১৯৭১ ইং আগষ্ট মাসে হঠাৎ আমিন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং Asst. Tribal Welfare Officer প্রমোশন পাইয়া কৈলাসহরেই ছিলেন এবং যথারীতি Tribal Welfare এর কাজ দেখিতেন; তাহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য আগরতলা হেড অফিস হইতে একজন Investigatorকে সেখানে দেওয়া হইয়াছে। মৃত আমিনের স্থলে অন্য একজন আমিনকে সেখানে গত জুন মাসে পাঠানো হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে অন্য আমিন দ্বারা তপশীলি ও উপজাতিদের ভূমিতে পুনর্ব্বাসনের কাজ যথারীতি চালান হইয়াছে। ইহাতে পুনর্ব্বাসনের কাজে কোন প্রতিবন্ধক হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 623.

By Shri Ajoy Biswas, M. L. A.

প্রশ্ন

১) আগরতলা সরকারী প্রেসে গত ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে আজ অবধি ত্রিপুরার বাইরের কত জনকে নিয়োগ করা হয়েছে;

২) এটা কি ঠিক যে, বর্ত্তমান প্রেস সুপারিন্টেডেন্ট এর নিকট আত্মীয় সরকারী প্রেসে চাকুরী পেয়েছেন;

৩) চাকুরী পেয়ে থাকলে কি পোষ্ট ?

উত্তর

১) ৭ (সাত) জন বহিরাগতকে নিয়োগ করা হয়েছে।

২) হ্যাঁ, বিভাগীয় নিযুক্তিকরণ আইন অনুসারে এবং উপযুক্ত দক্ষতার পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।

৩) লাইনো এটেন্ডেন্ট (বারম্যান)

STARRED QUESTION NO. 624

By Shri Ajoy Biswas, M.L.A.

QUESTION

1. How many civil cases are pending in different courts in Tripura ?
2. How many civil cases are pending for more than 2 years, more than 3 years, more than 4 years and more than 5 years ;
3. What steps the Government proposes to adopt for early disposal of old pending cases ;

ANSWERS

1. 2,342 cases

1) High Court— 297
2) Other Courts— 2045

Total— 2342

2.	For more than 2 years.	For more than 3 years.	For more than 4 years.	For more than 5 years.
	487	278	158	272
High Court—	38	28	23	21
Other Courts—	449	250	135	251
Total	487	278	158	272

3. Cases are generally pending for appeals, remand, for substitution matters, filing awards, estate duty certificates etc. The High Court looks after the disposal of cases and suggests for strengthening the Judicial staff whenever necessary. The Government has, however, already appointed four new Munsiffs and in considering the appointment of more Munsiffs and one Addl. District Judge in consultation with the High Court when the relevant recruitment rules are framed.

STARRED QUESTION NO. 629.

By Shri Susil Ranjan Saha

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে সরকারী প্রেস 2nd shift বলতে একটি প্রয়োজনায় shift চালু আছে এবং কোন দিনই উক্ত shift এর অর্দ্ধেকের কম সময়ের বেশী কাজ হয় না এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট থাকে ? অথচ উক্ত 2nd shiftএর দেখাশুনার বিনিময়ে প্রেস সুপার ফ্রি কোয়াটার ভোগ করে আসছেন। তিনি কোন দিনই ৭টার বেশী প্রেসে থাকেন না এবং পরেও আসেন না , এবং…

খ) সরকার ঐ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহসা কোন ব্যবস্থা নিবেন কি ?

উত্তর

ক) ইহা সত্য যে সরকারী প্রেসে 2nd shift চালু আছে এবং প্রায়ই বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। 2nd shift এ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দরুন বর্ত্তমানে ওই shift এ কমলোক রাখা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে যে প্রেস সুপার 2nd shift তত্ত্বাবধানের পরিপ্রেক্ষিতেই বিনা ভাড়ায় আবাসিক গৃহ ভোগ করিতেছেন।

খ) প্রশ্ন আসে না

STARRED QUESTION NO. 649.

By Shri Amrendra Sarma

প্রশ্ন

১) দাম ছড়ায় সরকারী চিকিৎসালয় কে ৬ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রূপায়ীত করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছিলেন-কি ?

২) করে থাকলে সে জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

উত্তর

১) এরূপ কোনও পরিকল্পনা ছিল না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 656.

By Shri Jadu Prasanna Bhattacbarjee

প্রশ্ন

৪) ইহা কি সত্য যে খোয়াই আশারাম বাড়ী তহশীল এলাকার খোয়াই নদীর পূব ও পশ্চিম উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় সম পরিমান অধিবাসী অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও খোয়াই নদীর পূর্ব্ব উপত্যকায় তিনটি out-door dispensary রহিয়াছে অথচ পশ্চিম উপত্যকার অংশে একটিও out door dispensary নাই ;

২) যদি তাহা সত্য হয় তবে পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পুনঃ পুনঃ আবেদনের উপর সরকারের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, আজ পর্য্যন্ত কেন উক্ত অঞ্চলে একটি ও out-door dispensary খোলা হইল না ;

৩। বর্ষায় নদী পারাপার করিয়া চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার দুরূহ অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করিয়া সরকার এই আর্থিক বৎসরে খোয়াই নদীর পশ্চিম উপত্যকায় একটি out-door dispensary খুলিবেন কি ;

উত্তর

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 660

By Shri Chandra Sekhar Dutta

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া NMEPএর Surveillance worker আছে কি ?

২) যদি থাকে গত এক বৎসরে তারা কতজন রোগী হইতে রক্ত পরীক্ষা করার জন্য সংগ্রহ করিয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। বিলোনীয়া মহকুমায় Surveillance workers আছে।

২। ১৯৭১ সনে ১০,৩৩৯ জন হইতে রক্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে॥

STARRED QUESTION NO—661

By Sri Chandra Sekhar Dutta.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে NMEP Department এ কতটি Unit আছে ?

২) প্রত্যেক Unit এ Surveillance Workers আছে কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে NMEPতে একটি Unit বর্ত্তমান।

২) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION No.666

By Shri Gopinath Tripura.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ছামনু টি, ডি, ব্লকের ক্ষেত্রীছড়া জুমিয়া কলোনীর অনেক পরিবার তাহাদের Allotted ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে এবং সেই পরিত্যক্ত ভূমিতে বাহিরের লোক আসিয়া চাষাবাদ করিতেছে ?

২) যদি সত্য হয় সরকার তার বিরুদ্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ?

উত্তর

১) ছামনু T.D. Block এর অন্তর্গত ক্ষেত্রীছড়া জুমিয়া কলোনিতে মোট ৯৯ জন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ১৪ পরিবার allottee কৃত ভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। উক্ত ১৪টি পরিবারের পরিত্যক্ত ভূমি বর্ত্তমানে ১৪টি ভূমিহীন আদিবাসী পরিবারের দখলে আছে।

২) ঐ ১৪টি পরিবারের Allottee কৃত ভূমি খাস করিয়া যদি তদন্তক্রমে উপযুক্ত বিবেচিত হয় তবে দখলকারী ১৪টি ভূমিহীন আদিবাসী পরিবারকে পুনর্বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 673.
By Shri Abdul Wazid.

প্রশ্ন

১) উপ্তাখালি Dispensaryতে বর্তমানে ডাক্তার আছে কি ,

২) না থাকিলে কখন দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) না ।

২) ডাক্তারের বর্ত্তমান অভাব দূর হইলে ডাক্তার দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 676.
By Shri Achaichi Mog.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জুলাইবাড়ী হোমিও প্যাথিক ডিসপেনসারী বেসরকারী বাড়ী ভাড়া করে চলিতেছে ;

২) উক্ত হোমিও প্যাথিক ডিসপেনসারীর জন্য সরকারীভাবে ঘর করার পরিকল্পনা আর্থিক বৎসরে আছে কি ?

১) হ্যাঁ ।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এমন কোন প্রস্তাব নাই ।

STARRED QUESTION NO. 678.
By Shri Achaichi Mog.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, জুলাইবাড়ী Primary Health Centre এ অত্যধিক রোগীর ভীড় থাকায় সেখানে রোগীদের seat পাওয়ার অসুবিধা হইতেছে ;

উত্তর

১) হ্যাঁ ।

ANNEXURE 'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 83.
By Shri Nishi Kanta Sarker.

প্রশ্ন

১। বাংলা দেশাগত শরণার্থীদের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার কোন মহকুমার কোন কোন স্থানে টীউব ওয়েল ও রিংওয়েল করা হইয়াছিল এবং মহকুমা ভিত্তিক ঐ বাবত কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, শরণার্থীরা চলে যাওয়ার পর টীউবওয়েল গুলি কোথায় কি অবস্থাতে আছে ?

উত্তর

১) দক্ষিণ ত্রিপুরায় মহকুমা ভিত্তিক কোন ক্যাম্পে কত টীউবওয়েল এবং রিংওয়েল স্থাপন করা হয় এবং তৎ সম্পর্কে ব্যয়ের পরিমাণ সহ বিষদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

২। উদয়পুর

ক) চন্দ্রপুর ৬০টি টীউবওয়েল
খ) ধ্বজনগর ১৩৪টি ,,
গ) ফুলকুমারী ৬টি ,,
ঘ) জামজুরী ৩৪টী ,,

মোট ২৩৪টী ,,

মোট খরচ হইয়াছে মং ৩,০৬,১১৯ টাকা

২। সাবরুম

ক) হরিনা ২২টি টিউবওয়েল
খ) কালাছড়া ২২টি ,,

মোট সংখ্যা ৪৪টি ,,

মোট খরচ হইয়াছে ৫৬,৬৭৮-০০

৩। বিলোনীয়া

ক) ঋষ্যমুখ ৮০টি টিউবওয়েল
খ) মাইছড়া ৬টি ,,
গ) জুলাইবাড়ী ৯টি ,,
ঘ) বলাকা ২২টি ,,
ঙ) বগাফা ২৫টি ,,

মোট ১৪২টি ,,

মোট খরচ হইয়াছে ২,০২,৮৭১·০০

৪। অমরপুর

ক) কাওয়ামারা-- ২৫টি টিউবওয়েল

মোট খরচ হইয়াছে ৩৪,৬৩০·০০

দক্ষিণ ত্রিপুরায় উক্ত বিষয়ে সর্বমোট টিউবওয়েল সংখ্যা ৪৪৫টি এবং সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬,০০,২৯৮·০০

রিংওয়েল

১। উদয়পুর

ক) ধ্বজনগর ২টি রিংওয়েল
খ) পালা টানা ২টি

মোট ৪টি

মোট ব্যয় হইয়াছে ১১,০৭৫·০০ টাকা

২। বিলোনীয়া

ক) বগাফা ৩টি রিংওয়েল

খ) বল্লামুখা ৩টি ,,

মোট ৬টি ,,

মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৭,২৫০.০০ টাকা।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় সর্ব্বমোট ১০টি রিংওয়েল স্থাপন করা হইয়াছে এবং এতৎ সম্পর্কে মোট ব্যয়ের পরিমাণ মং ২৮,৩২৫.০০ টাকা।

UNSTARRED QUESTION NO. 203.
By Shri Anil Sarkar

প্রশ্ন

১) জি, বি, ও ভি, এম, হাসপাতালে কতটি এম্বুলেন্স আছে? তন্মধ্যে কতটি এম্বুলেন্স সচল আছে?

২) ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে সচল ও অচল এম্বুলেন্সের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব;

৩) UNICEF প্রদত্ত কতটি গাড়ী ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য অধিকারের নিয়ন্ত্রণে আছে? এইগুলি কয়টি কয়টি কিভাবে কি কাজে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর

১) বর্তমানে ১১টি। তন্মধ্যে ৩টি সচল ও ৩টি সারাই হইতেছে। ৫টি সারাই যোগ্য নহে।

২) মহকুমা ভিত্তিক সচল ও অচল এম্বুলেন্সের হিসাব :—

ত্রিপুরার ৯টি মহকুমার মধ্যে খোয়াই মহকুমা ব্যতীত বাকী ৮টি মহকুমাতে ১ একটি করিয়া এম্বুলেন্স সচল অবস্থায় আছে। অচল ১টি ও নাই।

৩) ১৩টি। তন্মধ্যে জিপগাড়ী PHCর জন্য ৭টি। নার্সিং এডুকেশন এণ্ড ট্রেনিংএর জন্য জি, বি, তে ১টি পাব্লিক হেলথের কাজে উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ২টী, টীবির কাজে ২টী ও প্রশাসনের কাজে ১টী।

STARRED QUESTION NO. 229.
By Shri Anil Sarkar.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার ১৯৭২ মার্চ পর্য্যন্ত কোন কোন GAZETTED OFFICERকে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে;

২) এই অর্থে তাঁরা গৃহ নির্মাণ করেছেন কি না, যারা করেন নি তাদের নাম;

৩) যদি না করে থাকেন, তাঁদের কাছ থেকে অর্থ ফেরৎ নেবার জন্য সরকার কি করেছেন;

উত্তর

১) ১৯৭২ এর মার্চ পর্যন্ত যেসব গেজেটেড অফিসারকে গৃহ নির্মাণ বাবত ঋণ দেওয়া হয়েছে তাদের নাম, ঠিকানা ও প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টে প্রদর্শিত হল

২) মাত্র দুইজন অফিসার ব্যতীত সকলেই করেছেন। তাঁদের নাম :—

১) শ্রীসত্যব্রতনাথ সরকার, এসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ, বর্তমানে সাব-ডিভিশানাল অফিসার, সাবরুম।

২) শ্রীহরলাল ভৌমিক, ডেপুটি রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, বর্তমানে ডেপুটি ডাইরেক্টার, কৃষি মন্ত্রণালয়, নয়া দিল্লী।

৩) ঋণের টাকা আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিবেচনাধীন।

STATEMENT

Name of the Gazetted Officer with designation & Address.	Total sanctioned amount for House Building Advances	Amount so far paid.	Remarks.
Shri P. N. Varma, Principal, Music College, Agartala, (New Assistant Station Director, F. S. D., A. I. R. New Delhi.	Rs. 20,000	Rs. 20,000	—
Shrimati Prativa Dutta Gupta Headmistress, M. T. B. Girls School.	Rs. 27,000	Rs. 27,000	—
Shri Bimal Krishna Nandy, Accounts Officer, Education Directorate, Agartala.	Rs. 41,580	Rs. 8,316	He has taken 1(one) instalment for purchase of Land. Next instalment will be given according to Rules.
Shri Satya Brata Sarker, Asstt. Registrar, Co-operative Societies (New Sub-Divisional Officer, Sabroom, Tripura.	Rs. 20,160	Rs. 6,048	Ist instalment has been paid.

Shri Haralal Nath Bhomick, Deputy Registrar, Co-operative Societies. (Now Deputy Director, Ministry of Agriculture, (Deptt. of Co-operation) New Delhi.	Rs. 24,800	Rs. 7,740	Ist instalment has been paid.
Shri Gangadhar Chakraborty, Asstt. Tribal Welfare Officer, Sadar.	Rs. 9,235	Rs. 9,235	—
Shri Nani Gopal Majumder, Asstt. Settlement Officer & Circle Officer (Now Deputy Collector, South Tripura).	Rs 17,500	Rs. 17,500	—
Shri Tapash Ranjan Choudhury, Officer-in-charge, Map Printing, Settlement Office.	Rs. 13,920	Rs. 9,744	Ist instalment has been paid. Next will be paid as per Rules.
Shri Chittesh Das Gupta, S. P. South.	Rs. 35,000	Rs. 24,500	Two instalments have been paid. Next instalment will be paid as per Rules.
Shri Aparna Bhattacharjee, Inspector of Police.	Rs. 20,000	Rs. 14,000	—do—
Shri Bijoy Behari Bardhan, Inspector of Police.	Rs. 23,000	Rs. 15,100	Two instalments have been paid. Next instalment will be paid as per Rules.

Shri Bimalendu Bhattacharjee, Inspector of Police.	Rs. 27,00.	Rs. 8,100	1st instalment has been paid. Next instalments will be paid as per Rules.
Shri D. R. Chakraborty, Sub-Deputy Collector, Sadar.	Rs. 14,000	Rs. 14,000	—
Shri B. N. Bhattacharjee, Sub-Deputy Collector, Sadar.	Rs. 21,000	Rs. 4,200	Ist instalment has been paid for purchase of land. Next instalments will be paid as per Rules.
Shri B. K. Bhattacharjee, Accounts Officer, Industries, Department.	Rs. 35,000	Rs. 28,000	Two instalments have been paid. Next instalment will be paid as per Rules.

UNSTARRED QUESTION NO. 274.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের কোথায় প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে ;

২) ঐ হেল্থ সেণ্টারগুলি কবে পর্য্যন্ত খোলা হইবে ?

উত্তর

১) আপাততঃ খোয়াই মহকুমায় আর কোথায়ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 613.

By Shri Subal Chandra Biswas.

প্রশ্ন

১) ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭১-৭২ইং সনে সমগ্র ত্রিপুরায় তপশিলী জাতির কত ভূমিহীন পরিবারকে ভূমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে ;

২) কৈলাশহর মহকুমায় কত পরিবার ঐ সময়ে ভূমিতে পুনর্ব্বাসন পেয়েছে ?

উত্তর

১) সমগ্র ত্রিপুরায় ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭১-৭২ইং সনে যথাক্রমে ১৯৫,৪৮২ তপশিলীভুক্ত ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২) ১৯৭১-৭২ আর্থিক সনে কৈলাসহর মহকুমায় ৫২ জন তপশিলীভুক্ত ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 618.

By Shri Abdul Wazid.

প্রশ্ন

১) রামনগর তপশিলী সম্প্রদায়ের ভূমিহীন কলোনী লোকদের ভূমি allotment করে দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

২) কলোনী Demarcation allotment এর জন্য বার বার দরখাস্ত করা সত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ কি ?

উত্তর

২) হ্যাঁ, তপশিলীভুক্ত ৩১টি ভূমিহীন পরিবারকে গত ১৯৬৭-৬৮ আর্থিক সালে রেওয়া ও রামনগর মৌজার ভূমিহীন প্রকল্পে জমি ও নগদ ৩০০ শত টাকা গ্র্যান্ট দিয়ে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছিল।

২) পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত পরিবাররা তাদের পুনর্ব্বাসনকৃত ভূমি আবাদ ও সংস্কার না করায় তাহাদের ভূমি Demarcation করা সম্ভব হয় নাই। স্থানীয় সেটেলমেন্ট অফিসারের প্রেরিত তথ্য অনুসারে উক্ত পুনর্ব্বাসনকৃত ভূমি খাস বলিয়া পরিচালিত হইয়াছিল এবং তাহার উপর ভিত্তি করে সেই ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে Final Record অনুসারে দেখা যায় যে পুনর্ব্বাসনকৃত ভূমি বিগত জরীপে Forest Department এর নামে সংরক্ষিত (Protected) বন হিসাবে ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং allotment কৃত ভূমি পুনর্বাসনকৃত পরিবারের নামে Demarcation করিলে Forest Deptt. এর অনুমোদনের প্রয়োজন। উক্ত বিষয়ে Forest Deptt. এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং রিজার্ভমুক্ত করিবার জন্য বন বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 654

By Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee.

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমায় সরকারী উদ্যোগে উপজাতি জুমিয়া তপশিলী জাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভূমিহীনদের কতগুলি কলোনী স্থাপিত হইয়াছে ?

২। এবং এই কলোনীগুলিতে উক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কতটি পরিবারকে কলোনী ভিত্তিক সরকার হইতে খাস ভূমি এলট্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কতটি পরিবারকে দেওয়া হয় নাই ?

৩। এলট প্রাপ্ত জুমিয়া ও অন্যান্য ভূমিহীনদের কত পরিবারকে (কলোনী ভিত্তিক) পুনর্বাসনের জন্য কি পরিমাণ আর্থিক সাহায্য (পরিবার ভিত্তিক) দেওয়া হইয়াছে ?

৪। এলটিদের মধ্যে যাহারা অদ্য পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসনের কোনরূপ আর্থিক সাহায্য পায় নাই তাহাদিগকে কবে নাগাদ সেই সাহায্য দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত কলোনীগুলি উপজাতি জুমিয়াদের জন্য স্থাপন করা হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিহীন সম্প্রদায়ের জন্য কোন কলোনা করা হয় নাই কারণ জুমিয়া ছাড়া অন্যান্যদের জন্য কলোনা স্থাপন করার কোন আদেশ নাই।

(ক) মহারাণীপুর মডেল ট্রাইবেল কলোনী।
(খ) রামকৃষ্ণপুর ,, ,, ,,
(গ) গঙ্গানগর ,, ,, ,,
(ঘ) টক্ছাইয়া ,, ,, ,,

২। ৬৯০টি জুমিয়া পরিবারকে নিম্নলিখিত মডেল ট্রাইবেল কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। কলোনী ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) মহারাণীপুর মডেল ট্রাইবেল কলোনী—২৫১ পরিবার
(খ) রামকৃষ্ণপুর ,, ,, ,, —১৬০ ,,
(গ) গঙ্গানগর ,, ,, ,, — ৯৮ ,,
(ঘ) টক্ছাইয়া ,, ,, ,, —১৮১ ,,

মোঃ ৬৯০ পরিবার

৬৯০ পরিবারের প্রত্যেককে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

৩। কেবল মাত্র জুমিয়া পরিবারকে উপরোক্ত কলোনীতে পুনর্ব্বাসনের জন্য পরিবার পিছু ৫০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৪। যে সমস্ত জুমিয়া পরিবারকে কলোনীতে জমি এলটমেন্ট দেওয়া হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককেই ৫০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। কাজেই আর আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, July 12, 1972.

The Assembly met in the Legislative Assembly Chamber, Agartala on Wednesday, the 12th July, 1972 at 3 P. M.

PRESENT.

Mr. Speaker, Shri M. L. Bhowmik, 4 Ministers, Deputy Speaker, 3 Deputy Ministers and 47 Members.

OBITUARY REFERENCE.

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি দামোদরণ সঞ্জীবায়া ও কমরেড ভবানী সেনের মৃত্যুতে স্মৃতি তর্পন করিব।

দামোদরণ সঞ্জীবায়া ১৯২১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনন্তপুর আর্ট কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন এবং পরে মাদ্রাজ আইন কলেজ হইতে বি. এল, পাশ করেন এবং ১৯৫০ সালে এডভোকেট হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং মাদ্রাজ লেজিসলেচার হইতে কংগ্রেস নমিনি হিসাবে পার্লামেন্টের সদস্য হন। এর পরে তিনি কার্ণল রিজার্ভ কনষ্টিটিউয়েনসী হইতে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং মাদ্রাজ সরকারের সমবায় ও গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত দপ্তরের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫২-৫৪ সাল হইতে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত তিনি অন্ধ্র প্রদেশের সাধারণ প্রশাসন ও শ্রম মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৭০ হইতে ১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সরকারের কেবিনেট মন্ত্রী হিসাবে এবং তৎপরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে ব্রতী ছিলেন।

এই সভা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।

১৯০৯ সালে খুলনা জেলার এক দরিদ্র বৈশ্য পরিবারে কমরেড ভবানী সেন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি দেওলী ক্যাম্প থেকে বন্দী অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে অর্থ নীতিতে এম, এ, পাশ করেন।

কমরেড সেন ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন এবং ১৯৩১ সালে তিনি বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল এক্টে বন্দী হন। প্রথমে তাঁহাকে হিজলী বন্দী শিবিরে এবং পরে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়। দীর্ঘ তিন বছর বন্দী অবস্থায় থাকা কালে তিনি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৩৭ সালে বন্দী শিবির থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই সময়ে তিনি ই, বি, রেলওয়ে ইউনিয়নের সংগঠক সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষাণ আন্দোলনের সংগে জড়িত ছিলেন এবং সেই সংগে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি'র একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৪০ সাল থেকে প্রথম পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত তিনি তৎকালীন পার্টি'র প্রাদেশিক কমিটির কার্যতঃ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৬ সালের সারা বাংলা ব্যাপী তেভাগা আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে তাঁহার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালে কমরেড সেন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এবং পলিট ব্যুরোর সদস্য নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৪ সালে তিনি সারা ভারত কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং পার্টির মাদুরাই কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পর তিনি পার্টির পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য শাখার সম্পাদক হিসাবে নতুন করে এই পার্টিকে গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি পার্টির পাটনা কংগ্রেসে জাতীয় পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সেই পদে আসীন ছিলেন।

এই সভা কমরেড সেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

(After the obituaries were read out, the Members stood and observed two minutes silence).

Mr. Speaker :— To-day, in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question.

Shri Kalipada Banerjee.

Shri Kalipada Banerjee :— Starred question No. 431.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Starred Questton No. 431. Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতলা সাবরুম রাস্তায় চলতি আর্থিক বৎসরে টি, আর, টি, সির বাস চালু করার পরিকল্পনা আছে কি না ?	চলতি আর্থিক বৎসরে টি, আর, টি, সির বাস এই রাস্তায় চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই আর্থিক বছরে না হলে, আগামী আর্থিক বছরে এই রাস্তায় বাস চালু করার পরিকল্পনা করা হবে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ফিফথ প্লেনে এটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— এই ফিফথ প্লেন কবে থেকে শুরু হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ১৯৭৪-৭৫ সন থেকে শুরু হবে এবং তখন থেকে এটা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখন তাহলে চতুর্থ পরিকল্পনার কোন বছর চলছে ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, দীস কোয়েশ্চান ইজ সীমস টু বি ইরিভেলেন্ট।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার, সাবরুম আগরতলা রাস্তাটা একটা দূরবর্তী রাস্তা কাজেই এই রাস্তায় সরকার বাস চালাবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে এখন কোন পরিকল্পনা নেই। তাহলে আমরা কি বুঝব না যে সরকার এই অঞ্চলের প্রতি অবহেলা করছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিই তো এতদিন অবহেলা করা হয়েছিল। এখন নতুন করে আমরা আবার সেই সম্ভাবনায় ফিরে আসছি বলে যদি মাননীয় সদস্য মনে করেন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আগরতলা থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত যেতে হলে একটা বাসের কয় ঘন্টা লাগে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটাতে আমি আপত্তি করব। কোন প্রশ্ন রিলিভেন্ট আর কোন প্রশ্ন রিলিভেন্ট নয়, এটা কে ঠিক করবেন, এটা তো স্পীকার ঠিক করবেন। মন্ত্রী মহাশয় এটা কখনও ঠিক করতে পারেন না। তিনি হয়তো বলতে পারেন যে মনে হয় স্যার, এটা রিলিভেন্ট নয় ইত্যাদি, এর বেশী কিছু তিনি বলতে পারেন না। স্যার, আমি মনে করছি যে এটা রিলিভেন্ট। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে এই রাস্তায় যাত্রীদের খুব অসুবিধা হয় বর্তমানে প্রাইভেট বাস চালু থাকায় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, আমি যাত্রী হিসাবে এটা দেখেছি যে কিছু কিছু অসুবিধা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কি কি অসুবিধার জন্য বাস চালু করতে পারছেন না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এই সব রাস্তায় বাস চালু করতে হলে টি, আর, টি, সির যে বাসের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই পরিমাণ বাস তারা সংগ্রহ করতে পারছে না বলেই অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— বর্তমানে যে বাস চালু আছে, সেগুলি কাদের বাস জানাতে পারেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এগুলি বাস সিণ্ডিকেটের বাস, তারাই এগুলি চালিয়ে থাকেন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগরতলা থেকে যে বাস রওনা হয়, সেই বাস সাবরুম পর্য্যন্ত পৌঁছায় কি না, জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—রাস্তায় খারাপ হলে, কিছু করার নেই।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত—স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে বর্তমান আর্থিক বছরে ঐ রাস্তায় বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই এবং সরকার সেটা ১৯৭৪-৭৫ সনে করবেন বলে বলছেন। কিন্তু এই যে মধ্যবর্ত্তী সময় যাত্রীদের যাতায়তের উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা করবেন কিনা বা যদি না করেন তাহলে তাদের যাতায়তের এই দুরাবস্থার কথা চিন্তা করে কোন সুযোগ সুবিধা দিতে পারেন কিনা, সেটা আমরা এখন জানতে চাইছি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বাস সিণ্ডিকেট থেকে যদি কেউ পার্মিট চান, তাহলে পরে আমরা সেটার ব্যবস্থা করতে পারি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—বাস সেণ্ডিকেট যদি পার্মিট চান, তাহলে করবেন। কিন্তু এটা তো প্রাইভেট হয়ে গেল এবং এটাতো হাউসের বিবেচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না। আমরা জানতে চাইছি আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তা খারাপ আছে কি না সেটা বলতে হবে। এখানে বাস সেণ্ডিকেটের সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—প্রাভেট বাস এবং বাস সেণ্ডিকেটের উপর আমাদের এখন নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, যেহেতু টি, আর, টি, সি, এই সব রাস্তায় বাস চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় বাস পাচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্যার, মন্ত্রী মশাই তো আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না ? আমার প্রশ্ন ছিল কি কি অসুবিধার জন্য সরকার বাস চালু করতে পারছেন না—সেটা কি টাকার অভাব, না অন্য কোন কিছুর অভাব।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমার যেটা জানা আছে, সেটা হল টি, আর, টি, সি, থেকে বাসের জন্য ইণ্ডেন্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু যারা এই সব বাস সাপ্লাই দেওয়ার কথা তাদের ওয়ার্কাসদের গো-স্লোর জন্য তারা সময় মত সেই সব বাস সাপ্লাই দিতে পারছে না।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত—এটা কি সত্য যে বাস সেণ্ডিকেট কোন নুতন বাসের জন্য আবেদন করছে না, যেহেতু সরকার, তারা যেসব রুটে বাস চালায় সেই সব রুটে টি, আর, টি, সি,র মাধ্যমে বাস চালাতে চায় এবং সেইজন্যই বর্ত্তমানে যাত্রীদের আরও বেশী পরিমাণে অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই সরকার যাত্রীদের অসুবিধা দূর করবার জন্য নূতন নূতন বাসের পার্মিট দেওয়ার কথা পত্রিকাতে ঘোষণা করবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বাস কেনার জন্য কে কি চিন্তা করছে, সেটা সরকারের জানা নেই।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত—পাবলিক যাতে নূতন নূতন বাস কিনতে পারে, সরকার সেজন্য প্রয়োজনীয় পার্মিট দিতে রাজি আছেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আজকে সরকারের যখন প্রয়োজনীয় বাস নেই, তখন প্রাইভেট কোম্পানি বা অন্য কেউ যদি বাস কিনে ব্যবসা করতে চান, তাহলে আমরা তাদেরকে পার্মিট দেব।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত—যারা বাস ওনার, তাদেরকে বাস রোডের পার্মিট দিতে রাজি আছেন কিনা এবং সেটা পত্রিকাতে এ্যাডভার্টাইজ করবেন কিনা, এটা আমরা জানতে চাই?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি টি, আর, টি, সি ত্রিপুরা রাজ্যে আদৌ কোন বাস চালু করবে কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্যার, এটা তো মনে হচ্ছে রিলেটেড নয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—স্যার, এটা রিলেটেড। কেন না, আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত বাস চালু করবার জন্য টি, আর, টি, সি পত্রপত্রিকাতে নোটিশ দিয়েছেন এবং গেজেট প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমাদের সন্দেহ অস্বাভাবিক কিছু নয় যে টি, আর, টি, সি ত্রিপুরায় বাস চালু করতে পারবে না। সেজন্য আমি এই প্রশ্নটা করেছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্যার, উনি তো আগরতলা ধর্মনগরের কথা জানতে চান নি, তা যদি চাইতেন তাহলে আমার উত্তর অন্য রকম হত। উনি যেটা চেয়েছেন সেটা হল আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত বাস চালু করার পরিকল্পনা আছে কিনা?

মিঃ স্পীকার:—আপনার প্রশ্নটা আবার সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজকে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে টি, আর, টি, সি, আদৌ ত্রিপুরার রাস্তাগুলিতে বাস চালু করবে কি না?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:—এই সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কারণ আমি বলেছি পঞ্চম পরিকল্পনায় আগরতলা থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত করার কথা আছে। এবং আমাদের প্ল্যানে আছে আগরতলা থেকে ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর, খোয়াই এবং ধর্মনগরে থেকে কৈলাসহর পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করার কথা আছে। জুলাই মাসের মাঝভাগে চালু করার কথা ছিল কিন্তু পেট্রোল, ডিজেল, চেসিস ইত্যাদি সাপ্লাই আসছে না বলে দেরী হয়ে যাচ্ছে। সেগুলি যথারীতি আসলেই চালু করা যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—সাবরুম প্রভৃতি দূরবর্তী রাস্তায় প্রাইভেট বাসগুলি চলছে, সেই সব দূরবর্তি স্থানে মানুষের যাতায়াতের যে কষ্ট হচ্ছে সেই ব্যাপারটা সরকারের কনসিডারেশানে আসলো না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:—আমরা যখন কোন প্ল্যান করি সেটির একটি টার্গেট থাকে এই টার্গেট শেষ করে আর একটি টার্গেট নেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—চতুর্থ পরিকল্পনা এখনও শেষ হয় নি পঞ্চম পরিকল্পনায় মন্ত্রী মহোদয় সেটি বিবেচনা করবেন এটা কি দীর্ঘসুত্রতা নয়? এই দীর্ঘসুত্রতা দূর হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস আমাদের দিতে পারেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা দীর্ঘসুত্রতার কথা নয় কারণ আমরা যে টার্গেট নিয়েছি সেটি শেষ করে আর একটি টার্গেট নেব বলেছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—যেহেতু উত্তরাঞ্চলের প্রত্যেকটি জায়গার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে এবং দক্ষিণাঞ্চলের একটি অংশেও হয়নি সেজন্য সরকার পুনর্বিবেচনা করবেন কি না যে উত্তরের কোন একটা রাস্তাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আনছেন কেন রেখেই বলুন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আগরতলা থেকে সাবরুম পর্যন্ত বাস চালাবার ব্যবস্থা করবেন কি না?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আগরতলা থেকে সাবরুম পর্যন্ত যে ডিসটেন্স এতটা ডিসটেন্সে কোথা থেকে বাস দেওয়া যাবে সেটা মাননীয় সদস্য যদি সাজেষ্ট করেন তাহলে চেষ্টা করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—প্রশ্ন নং ৫৫৮।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—প্রশ্ন নং ৫৫৮।

প্রশ্ন

ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে চালু পঞ্চায়েত আইন সংশোধন ও নতুন পঞ্চায়েত আইন গ্রহণ সম্বন্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না?

উত্তর

বর্ত্তমান আইন সংশোধন করার কোন অভিপ্রায় সরকারের নাই। তবে নতুন আইন চালু করার উদ্দেশ্যে একটি খসরা বিল প্রণয়ন করা হইয়াছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করা হয় নাই কেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—নতুন একটা খসড়া বিল তৈরী করা হচ্ছে সেজন্য সংশোধনের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—কখন এই খসড়া প্রকাশ করা হবে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—তাড়াতাড়িই করা হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—তাড়াতাড়ির সীমাটা কি। নেক্‌ষ্ট সেসানে না আরও দুটো সেসান পরে, এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম :—টাইম সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না। খসড়া তৈরী করা হচ্ছে এবং তার জন্য যে সময় সেটি হয়ে গেলে সেটি আসতে পারে। এরজন্য ন্যূনতম যে সময়ের দরকার তাই লাগবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি বর্ত্তমানে যে হাত তুলে ভোট দেওয়ার আইন সেই আইনের জন্য যারা বেশী সংখ্যায় ভোট পায় তারা অনেক ক্ষেত্রে বাতিল বলে ঘোষিত হয় এবং তাতে দুর্নীতির সুযোগ থাকে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আইন সংশোধনের ব্যাপারে এটা ঠিক রিলেটেড কি না মাননীয় স্পীকার মহোদয় বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—আইন সংশোধনের ব্যাপারে বলছেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এটা তাড়াতাড়ি সংশোধন করা দরকার কারণ গত নির্বাচনে বহু ক্ষেত্রে যারা অধিকাংশ ভোট পেয়েছিলেন তারা বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে এবং এর মধ্যে অত্যন্ত দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে, এই হাত তুলে ভোট দেওযার ব্যাপারটায়। কাজেই এই আইনটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। এই সম্পর্কে আমি প্রতিশ্রুতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—না কোন ডেট দিতে পারছেন না উনি এক বছর বা ছয় মাস।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—নির্দিষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব নয় তবে আমি বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা করা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আগামীতে যে ইলেকশান হবে তার আগেই এই সংশোধনটা আসবে।

মিঃ স্পীকার :—কোন ইলেকশান. জেনারেল ইলেকাশান?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—না না স্যার, পঞ্চায়েত ইলেকশান যেটি নকিং এ্যাট দি ডোর।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—উনি নিজেই বলেছেন নকিং এ্যাট দি ডোর কাজেই এই সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পঞ্চাযেত ইলেকশান আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে হবে কাজেই এই নেক্সট ইলেকশানের আগে এই বিলটি আসবে কিনা এই হাউসে যাতে ভোটদাতারা ভোট দেওয়ার সময় নতুন সংশোধিত আইন অনুসারে ভোট দিতে পারেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমি পূর্ব্বেই বলেছি ন্যূনতম সময়ের মধ্যে দেওয়া হবে। তবে আগামী ইলেকশানের পূর্বে হবে কি না সেকথা বলতে পারি না।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এখানে যে ইলেকশানটা হবে তার সঙ্গে ইউ, পি,র নির্ব্বাচনের কিছু কিছু মিল আছে, না সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—কিছু কিছু মিল আছে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় নাই।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন কোন জায়গায় ইউ, পি,র সঙ্গে মিল আছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—এখন বলা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬৪।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। আগরতলা উদয়পুর রাস্তা সমূহে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন সংস্থা কর্তৃক যাত্রীবাহী বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না। থাকিলে তা কবে হতে কোন রাস্তায় কার্যকরী হচ্ছে।

উত্তর

১। আগরতলা উদয়পুর রাস্তা সমূহে টি, আর, টি, সি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাত্রীবাহী বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত নাই।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— আগরতলা থেকে সাব্রুম যে বাস সিণ্ডিকেটের ডিরেক্ট বাস চালু আছে, তাতে উদয়পুর যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা হয় কি?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— আগরতলা থেকে সাব্রুম যেতে মাঝখানে উদয়পুর থামে বলিয়া অসুবিধা হয় না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— উদয়পুর হইতে সাবরুম ট্যাক্সীর সরকারী নির্ধারিত ভাড়া কত আছে?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী : – ট্যাক্সীর সরকারী নির্দ্ধারিত ভাড়া নেই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী রেট হচ্ছে প্রতি মাইল ৬২ পয়সা, ৩২/৩৩ মাইল যেতে ২০ টাকা থেকে ২১ টাকা পড়ে। সেখানে সাতজন যদি বসে আসেন মিনিমাম তাদের থেকে ৩৫ টাকা এবং পাঁচ জন যদি আসে তাহলে পঁচিশ টাকা নেওয়া হয়। মিনিমাম এক টাকা করে জন প্রতি বেশী ভাড়া মালীক নেয়, এর জন্য সরকার থেকে কোন এ্যাকশান নেওয়া হবে কি না এবং এনকোয়েরী করা হবে কি না যে এই ট্যাক্সীর মালীক অন্যায় করছে?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— মাননীয় সদস্য যদি এই সম্পর্কে সাজেশন রাখেন, তখন সরকার সেটা বিবেচনা করবে।

শ্রীতাপশ দে :— সাজেশন রাখার প্রশ্ন নেই স্যার। গভর্ণমেন্টের ফিক্সড রেট আছে, ট্যাক্সী ভাড়া তার চেয়ে বেশী নেওয়া হচ্ছে, তার কোন এ্যাকশান গভর্ণমেন্ট নেবেন কি না?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— ভাড়া যদি সরকারের নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে বেশী নেয়, তাহলে সেটার ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না দেখা যাবে।

শ্রীতাপস দে :— এই সম্পর্কে হাউসে আশ্বাস দিতে পারেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :— ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেছেন।

শ্রীতাপস দে :— আমরা এ্যাস্যুরেন্স চাই স্যার।

শ্রী ডি. কে. চৌধুরী :— এই রকম কোন এ্যাস্যুরেন্স দিতে পারিনা। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যা জনসাধারণের ভাল হয়, তাই করা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— যেহেতু উদয়পুরের সংগে আগরতলার যোগাযোগ বৃদ্ধি হয়েছে এবং লোক চলাচলের সুযোগ নিয়ে ট্যাক্সী ড্রাইভার অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে বাস চালু নেই বলে যাত্রীদের অযথা হয়রানি করা হচ্ছে, ছাদের উপর বসে যাত্রীদের যেতে হচ্ছে. এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে অবিলম্বে আগরতলা হইতে উদয়পুর বাস সার্ভিস চালু করবার ব্যবস্থা করা হবে কি না, যদি আসু না করা হয়. তারজন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি না, যদি কোন প্রাইভেট ইনডিভিজুয়েল বাস চালু করতে চায়, সেই ব্যক্তিকে বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রী ডি. কে. চৌধুরী :— আমি আগেই এর উত্তর দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা যে প্ল্যান প্রগ্রাম নিয়েছি, প্রথমে আগরতলা থেকে ধর্মনগর টি, আর টি, সি'র বাস চালু করব। এর মধ্যে বাস সিণ্ডিকেট বা প্রাইভেট ওনারসের বাস যদি এভেইলএবল হয়, তারা এগিয়ে আসে, তাহলে সরকার তার বন্দোবস্ত করতে রাজী আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি মালীকদের স্বার্থ দেখছেন বলেই সরকার এই রাস্তায় বাস চালু করছেন না। এবং মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি যে সরকারী রেট যেটা আছে, সেটা চালু করতে বাস মালীকদের বাধ্য করতে পারবেন কি না ?

শ্রী ডি. কে. চৌধুরী :— সরকারী যে রেট আছে, তা চালু করতে বাধ্য করা যাবে সরকার যখন আছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, উদয়পুর—আগরতলা লাইনে নিম্নমানের বাস চালু আছে ?

শ্রী ডি. কে. চৌধুরী :— নিম্নমানের বাস চালু থাকলে সরকার থেকে লাইসেন্স দেওয়া হয় না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি কিছু সংখ্যক মালীক আছে, যারা এই সমস্ত গাড়ীর লাইসেন্স আদায় করতে পারে যে সমস্ত গাড়ী এখান থেকে উদয়পুর যেতে তিন দিন সময় লাগে ?

শ্রী ডি. কে. চৌধুরী :— মেকানিক দিয়ে টেষ্ট করে লাইসেনস দেওয়া হয়। যান্ত্রিক যোগাযোগ যেকোন গাড়ী, যে কোন সময়ে বিকল হতে পারে।

শ্রী অজিত ঘোষ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন বেসরকারী গাড়ীর মালিক লাইসেনস চেয়েছিল কি না ?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— আমি সঠিক বলতে পারছিনা, অনুসন্ধান করে বলতে পারব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যদি কেন প্রাইভেট ইনডিভিজুয়েল বাস চালাতে চায়, পারমিট চায়, তাহলে দেবেন কি না ?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— এখন আগরতলা—উদয়পুর রাস্তায় দৈনিক ৯ঠি বাস চলাচল করছে। যদি প্রাইভেট কোম্পানী চায়, তাহলে আমরা দেখব।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ৯টি বাস চলছে, উদয়পুর—আগরতলার জন্য সাফিশ্যান্ট কি না ?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— যখন সরকার থেকে ৯টি বাস দেওয়া হয়েছিল, তখন সাফিশ্যান্ট ছিল, আস্তে আস্তে লোকজন বেড়ে গেছে, আরও বাস প্রয়োজন আছে, সেইজন্যই বাস দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমংছাবই মগ।

শ্রীমঙছবই মগ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯৭।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯৭ স্যার।

STARRED QUESTON NO. 597.

By Shri Mongchabai Mog

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমায় এতদিন ডলুবাড়ী হইতে কমলপুর পর্যন্ত টাউনবাস চলাচল ছিল, এখন তাহা কেন বন্ধ হইয়াছে ;

২) যাত্রী জনগণের স্বার্থে ডলুবাড়ী—কমলপুর ষ্টেশন বাস চালু করায় সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট ডলুবাড়ী ও কমলপুরের মধ্যে শাটল বাস সার্ভিস চালাইতেন ভাড়া নিয়া ছাত্রেরা গোলযোগ সৃষ্টি করায় ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট কমলপুর ও ডলুবাড়ী রাস্তায় বাস চলাচল বন্ধ রহিয়াছে।

২) আগরতলা ডলুবাড়ী কমলপুর রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশান কর্তৃক গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস চালু হইলে ডলুবাড়ী কমলপুর রাস্তায় পৃথকভাবে তাহাদের বাস সার্ভিস চালু বাবারে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

শ্রীমঙছাবাই মগ :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি, এই যে কতিপয় লোকের সঙ্গে গোলযোগ হয়েছে, সেটা বাস সিণ্ডিকেট সরকারের গোচরে এনেছেন কি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কি কার সঙ্গে গোলযোগ হয়েছে ভাড়া নিয়ে ?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— ভাড়া নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে গোলযোগ হয়েছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন্ সময়ে এই গোলমাল হয়েছিল ?

শ্রীভি, কে, চৌধুরী :— ঠিক টাইমটা আমার কাছে নেই।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত:—ছাত্রদের সঙ্গে বাস সিণ্ডিকেটের এই ঘটনা হওয়ার জন্য এতবড় একটা রাস্তার বাস বন্ধ হয়ে আছে। কত সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে আছে অ শু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারছেন না। দীর্ঘ দুই বছরের উপর সময় যাবত এই বাস বন্ধ হয়ে আছে। এই ঘটনার জন্য যে বাস সিণ্ডিকেট কাজ করছে, তাদের প্রতি সরকার পক্ষ থেকে কি এ্যাকশান নেওয়া হয়েছে, যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কি এ্যাকশান নেওয়া হবে, এর মধ্যে বাস চালাতে সরকার সিণ্ডিকেটকে বাধ্য করবেন কি না, এটা একটা অজুহাত কি না, এই বাস সার্ভিস চালু না থাকায়, ট্যাক্সির মালিকরা বেশী মুনাফার সুযোগ নিচ্ছে কিনা? এটা দেখে অবিলম্বে বাস চালু করার জন্য ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীভি, কে, চৌধুরী :— ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট ডলুবাড়ী ও কমলপুরের মধ্যে ৭টি সার্ভিস বাস চালাইতেছে। ভাড়া দিয়ে ছাত্ররা গোলযোগ সৃষ্টি করায় ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট কমলপুর ডলুবাড়ী রাস্তায় বাস চলাচল বন্ধ রাখিয়াছ। বিষয়টি কমলপুরের এস, ডি, ও, কে জানিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ফল পাওয়া যায় নাই। ত্রিপুরার বাস সিণ্ডিকেট ঐ রাস্তায় বাস সার্ভিস বন্ধ করার পর অন্য কোন বাস মালিক ঐ রাস্তায় বাস চালু করলে তাকে পারমিট দেওয়া হবে ঠিক হয়। কিন্তু কোন বাস মালিক ঐ রাস্তায় বাস চালাইতে রাজী হন নাই। প্রয়োজনীয় বাস পাওয়া গেলে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন কর্তৃক আগরতলা ডলুবাড়ী রাস্তায় বাস চালু করা হবে এবং এর মধ্যে কেউ যদি সেই বন্দোবস্ত করতে পারেন সরকার সেটা আনন্দে গ্রহণ করবেন।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— আগরতলা থেকে কমলপুর কোন বাস সার্ভিস সিণ্ডিকেটের তরফ থেকে যায় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ? ডলুবাড়া টু কমলপুর যেহেতু বন্ধ আছে তবে তারা ডাইরেক্ট কমলপুর কেন যায় ?

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ নট রিলেটেড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চানটা খুবই রিলেটেড। তারা যদি আগরতলা থেকে কমলপুর যেতে পারেন এবং সেটা ডলুবাড়া হয়ে যেতে হয়। সিণ্ডিকেটের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন সেই সিণ্ডিকেটই বাস রাণ করছে। তারা যদি আগরতলা থেকে কমলপুর যেতে পারে তাহলে ডলুবাড়ী থেকে কমলপুর যেতে তাদের আপত্তি কেন। এটা সিণ্ডিকেটের নিছক জিদ ছাড়া আর কিছু নয়। এই বাস বন্ধ হওয়ার ফলে বহু ছাত্র পড়া শুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কিনা বহু ছাত্রছাত্রা ৪।৫ মাইল হেঁটে স্কুলে আসতে পারে না। তাদের পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হয়েছে এই বাসের জন্য।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যদি একটা বাস চালু থাকে সেটা বন্ধ হয়েয় যায় সেজন্য জনসাধারণের খুব ক্ষতি হয়। সরকার সেই বিষয়ে অবগত আছেন। তার জন্য সরকার নানারকম ভাবে চেষ্টা করছেন এই অসুবিধা দূর করতে। তবে যদি মাননীয় সদস্যরা অন্যভাবে সাহায্য করতে পারেন তার জন্য আমি আবেদন জানিয়েছি।

শ্রীমঙছাবাই মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ছাত্রদের জন্য বাস বন্ধ হয়েছে। তাহলে কি সরকার ঐ ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য সাবসিডি দিয়ে বাস সিণ্ডিকেটের সঙ্গে চুক্তি করা প্রয়োজন মনে করেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেই বিষয়ে মাননীয় সদস্য যদি শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে

শ্রীমংছাবাই মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানিনা বাস সার্ভিস কেন বন্ধ হল। ছাত্রদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে যদি জানতাম তাহলে আমরা যোগাযোগ করতাম। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেখানে জানেন সেখানে সেই ব্যবস্থা তারা করতে পারেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যখন সরকারের নিজস্ব কোন বাস সার্ভিস নাই তখন বাস সিণ্ডিকেটের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হবে কিংবা প্রাইভেট বাসের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু আমরা সেজন্য চুপ করে বসে নেই। সরকার চেষ্টা করেছেন এবং তারাও যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা সানন্দে তা গ্রহণ করব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— যে বাস সার্ভিসগুলি বন্ধ করেছে ভেহিকেলস অ্যাক্ট অনুযায়ী যদি যে রুটে তাদেয় পারমিট দেওয়া হয় সেই রুটে যদি তারা কাজ না করে তাহলে অন্য জায়গায় তাদের পানিশমেন্ট দেওয়া হয়। কাজেই এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে কোন পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা, যদি পানিশমেন্ট না দেওয়া হয় তাহলে আমি যদি প্রিজিউম করি ডেলিবারেটলী তাদের সাথে সরকারের একটা কনাইভেনস্ আছে তাহলে কি ভুল সিদ্ধান্ত করা হবে, আর যদি এই সিদ্ধান্ত হয় যে তাদের পানিশমেন্ট হয় না, তাহলে সরকার যারা এই রুট থেকে উঠে এসেছে তাদের লাইসেন্স আইন অনুযায়ী ক্যান্সেল করবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আজকে আমরা পারমিট দিয়েছি। কেউ যদি পারমিট চায় আমরা পারমিট দিই। জোর করে কাউকে যদি কাজে লাগাতে যাই আমরা তাহলে সেই কাজ কোন দিনই হবে না সুশৃঙ্খলভাবে। তাই আমরা বল প্রয়োগ না করে তাদের সমঝোতায় এনে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে পারি কিনা আবার সুন্দরভাবে চালু করতে পারি কিনা এটাই আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত : — তাহলে কি আমরা বুঝব যে কমলপুরে বাস সার্ভিস আবার চালু হচ্ছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমি বলেছি সরকার চেষ্টা চালিয়েছেন। আজও হতে পারে কিংবা কালও হতে পারে। কিংবা কিছুদিন দেরী হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৮৩।

প্রশ্ন

১) সরকারের অধীনে কোন কোন অফিসার সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিতে পারেন সেই সেই পদের নাম ;

২) ইহা কি সত্য যে অনেক অফিসার সরকারী গাড়ী ব্যবহারের entilled নয় তবুও তারা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন ;

৩) ইহা কি সত্য যে অনেক অফিসার সরকারী কাজ ব্যাতিরেকেও সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন ?

উত্তর

১) যে কোন সরকারী অফিসার সরকারী কাজের প্রয়োজনে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিতে পারেন ;

২) উপরে বর্ণিত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

৩) "ষ্টাফ কার রুলস" এর বিধান অনুযায়ী বেসরকারী কাজে সরকারী গাড়ী সর্ত্ত সাপেক্ষে ব্যবহার করা যায়।

শ্রীতাপস দে :—সেই সর্ত্তগুলি কি ষ্টাফকার রুলসের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যদি নিজের প্রয়োজনে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে তাহলে পার মাইল ৫০ পয়সা এবং ডিটেনশান চার্জ পার আওয়ার ৬০ পয়সা দিতে হয়।

শ্রীতাপস দে :—কত টাকা সরকারের হাতে এই বাবদে এসেছে জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীতাপস দে :—আমার প্রশ্ন করার ইনটেনশানটাই তাই। আমি যদি এটাই না জানতে পারি তাহলে আমার প্রশ্ন করার কোন অর্থই হয় না। আমার কথা হল কি পরিমাণ রেভিনিউ এসেছে বা নষ্ট হয়েছে, এটা আমার জানা দরকার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি এই পয়েন্টে তিনি আর একটা প্রশ্ন করেন তাহলে আমি উত্তর দিতে পারি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ৫০ পয়সা পার মাইল এবং ৬০ পয়সা ডিটেনশান চার্জ। এটাতে আমি জানতে পারি সদস্য হিসাবে যে কি পরিমাণ পয়সা এসেছে এই বাবতে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—উনার জানার অধিকার আছে সেটা আমি মানছি। কিন্তু ষ্টাফ কার রুলস রেফার করাতে রেটটা কি সেটা মাননীয় সদস্যকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন কে কত জমা দিয়েছে, মোট কত জমা হয়েছে সেটা আর একটা প্রশ্ন করলে জানিয়ে দেবো

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে উনি নোটীশ ডিমাণ্ড করেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ইংরেজীতে বললে ডিমাণ্ড নোটীশ আর বাংলায় আর একটা প্রশ্ন করার কথা বলা হয়।

শ্রীতাপস দে :—স্টাফ কার রুলসে ব্যক্তিগত কার্যে ব্যবহার করলে পার মাইল ৫০ পয়সা এবং ডিটেনশনে ৬০ পয়সা চার্জ। কিন্তু কোন্ কোন্ কাজে গাড়ী ব্যবহার করলে, এমন কোন নিয়ম আছে কিনা যেখানে পয়সা লাগে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারী কাজে ব্যবহার হলে পয়সালাগে না।

শ্রীতাপস দে :—যদি আজকে কোন অফিসার কোন অ্যামুজমেণ্ট বা কোন পার্টিতে বা বিয়েতে যায় সেখানে কি রুল অনুসারে হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারী কাজ না হলে ষ্টাফকার রুল অনুযায়ী হয়।

শ্রীতাপস দে :—এটা সরকারী বা বে-সরকারী কাজ কিভাবে বুঝা যাবে যেহেতু অফিসারের সরকারী গাড়ী করে বাজার করে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি বুঝিয়ে দেন, তাহলে ভাল হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—অফিসার যদি বলেন যে আমি বে-সরকারী বাবদে খরচ করেছি, তাহলে তাকে জমা দিতে হবে কিম্বা আমি সরকারী কাজে গিয়েছি, আমাকে জমা দিতে হবে না।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমি বুঝতে পারলাম না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারী গাড়ী যারা ব্যবহার করে তাদের একটা লগ বুক মেনটেইন করতে হয়, কোন কাজে কোথায় যাওয়া হয়, সেটা ঐ লগ বুকে লেখা থাকে, আর যদি লেখা না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে গাড়ী বে-সরকারী কাজে ব্যবহার করা হয় নি।

শ্রীতাপস দে :—এই লগ বুক কে মেনটেইন করে থাকেন—অফিসার না ড্রাইভার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—অফিসার মেনটেইন করে থাকেন।

শ্রীতাপস দে :—যে অফিসার তার ব্যক্তিগত কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে থাকেন, সেই অফিসার লগ বুক ঠিকমত মেনটেইন করেন কিনা এবং এমন কোন অভিযোগ এখানে আছে কিনা যেটা ড্রাইভার অভিযোগ করেছেন যে লগ বুক ঠিকমত মেনটেইন করা হয় নি এবং এই কারনে কোন ড্রাইভারের চাকুরীর উপর কোপ পড়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী ;—না, সেই রকম কিছু আমার জানা নেই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আজ পর্য্যন্ত কয়জন অফিসার ডিটেন্‌শান কি এবং মাইলেজ দিয়েছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা আমি আগেই বলেছি যে এটা আমার কাছে এখন নেই। নূতন করে প্রশ্ন করলে পর আমি জানাব।

শ্রীতাপস দে :—সরকারের অধিনে কোন কোন অফিসার সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন, না যে কোন সরকারী অফিসারই সরকারী কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন এবং সেইসব সরকারী কাজগুলি কি, জানতে পারি কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারের যা যা কাজ আছে, সবই সরকারী কাজ।

শ্রীতাপস দে :—সরকারী কাজ বলতে আমরা কি মিন করতে পারি ? যদি কোন অফিসার তাঁর কোন পার্টিতে গিয়ে থাকে, তাহলে সেটা কি সরকারী কাজ অথবা তার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকেন, সেটাও কি সরকারী কাজ হবে কিনা ? আমি স্যার, স্পেসিফিক চাই যে সরকারী কাজ বলতে কি কি কাজ বুঝানো হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারী কাজ কি কি, সেটা স্পেসিফিক করে এক্ষুনি বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি বলতে হয়, তাহলে সেজন্য আমাকে প্রিপিয়ার্ড হয়ে আসতে হবে।

শ্রীতাপস দে :—সরকারী অফিসারদের মধ্যে সেক্রেটারী রেঙ্কের কেউ সরকারী কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারী কর্ম্মচারীরা সরকারী কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমি যতটুকু জানি সেক্রেটারী জয়েন্ট সেক্রেটারীর কেডারের কোন লোক সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন না, ষ্টাফ কার ছাড়া, এইটুকু উনি ক্লারিফাই করবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা আমার কাছে নেই, স্যার। তবে নতুন করে প্রশ্ন করলে আমি পরে জানাব।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, উনি এখানে নূতন করে আবার নোটিশ চাইতে পারেন না ?

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, তিনি নোটিশ চাইতে পারেন।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমি জানতে চাই যে চীফ সেক্রেটারী কোন সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে থাকেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সরকার প্রয়োজনে চীফ সেক্রেটারী কেন, সমস্ত সরকারী কর্মচারীই সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন ?

শ্রীতাপস দে —স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল, যতটুকু আমার জানা আছে, যে সেক্রেটারীরা বা অন্য কেউই সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন না, এ্যাক্সেপশান্যাল কেস ছাড়া। এখানে সচরাচর দেখা যায় যে চীফ সেক্রেটারী তার বাড়ী থেকে অফিস এবং অফিস থেকে বাড়ী যাওয়ার জন্য একটা সরকারী গাড়ী সব সময়ে ব্যবহার করে থাকে। ইট ইজ অনলী মিন্ট ফর চীফ সেক্রেটারী, তাতে অন্য কোন ষ্টাফ থাকে না, এইটুকু আপনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— আমি যখন প্রথমে মন্ত্রী হয়ে এসেছিলাম, তখন আমাকে এই গাড়ীটা কয়েকদিন ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। তবে উনি যেটা জানতে চেয়েছেন যে এটা ষ্টাফ কার বা অন্য কোন সরকারী কমচারী ব্যবহার করতে পারেন না, সেটা আমি জেনে উনাকে জানাব।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা— কোন কোন সরকারী অফিসার সরকারীভাবে সরকারী গাড়ী এন্টাইটেল্‌ড বা কোন সরকারী কর্মচারীকে সরকারীভাবে গাড়ী এলট্‌মেন্ট করা হয় কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এই বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই, আমি জেনে পরে বলব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে ফিল্‌ড ওয়ার্ক যারা করে—যেমন ধরুন বি, ডি, ও, এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ওদের প্রায় সবারই সরকারী গাড়ী আছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সম্ভব মত তারা সকলেই গাড়ী ব্যবহার করতে পারে।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে দক্ষিণ জেলার এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, আর, ডব্লিও, এস এর কোন গাড়ী নেই এবং এই গাড়ীর অভাবে আর, ডব্লিও, এসের কোন কাজ সেখানে চলছে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সরকারীভাবে সেটার সঙ্কুলান করা যায় না, তাই দিতে পারা যায় না।

শ্রীতাপস দে—আর, ডবিলিউ, এসটা একটা ইম্পোর্টেন্ট, কাজেই তার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা হবে কিনা, জানতে পারি কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বলা যেতে পারে, সংকুলান করতে পারলে প্রত্যেককে দেওয়া যাবে।

শ্রীতাপস দে—স্যার, আমার যতটুকু জানা আছে, দক্ষিণ জেলা শাসকের ঐখানে বেশ কয়েকটি গাড়ী আছে, কিন্তু এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে তার কাজের জন্য কোন গাড়ীই দেওয়া হয় না। বারবার আবেদন নিবেদন করা সত্বেও, এই ব্যাপারে আপনি তদন্ত করে জানাবেন কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—যাদের কাছে গাড়ী দেওয়া হয়, তাদের কাজ শেষ করে হয়তো অন্য খানে দেওয়া সম্ভব হয় না, সেজন্যই এটা হচ্ছে, তবে উনি যখন বলছেন, এটার মধ্যে কি আছে?

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ—স্যার, আমি যতদূর জানি, দক্ষিণ জেলা শাসকের ৩টি গাড়ী আছে এবং সেগুলির মধ্যে একটি ডি, এম, নিজেই ব্যবহার করেন, আর একটি সিনিয়র ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যবহার করেন আর বাকীটা অফিসের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে, এটা সত্য কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ডি, এম এর গাড়ীর প্রয়োজন আছে, আবার সিনিয়র ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটেরও গাড়ীর প্রয়োজন আছে, সেজন্যই তো এগুলি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে—সিনিয়র ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রয়োজন আছে এবং ডি, এমের প্রয়োজন আছে, এই যে প্রয়োজন, সেটা কিভাবে জাষ্টিফাই করা হয় ?

Mr. Speaker—Question hour is over. To day there is no Unstarred Question. So we are passing on to the next item of the business.

Shri Tapash Dey—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কথা ছিল। আমতলি সিনিয়ার বেসিক স্কুলের একটা ইন্সট্যান্স সম্পর্কে আমার একটা কলিং এটেনশান নোটীশ ছিল। জানি না সেটি কেন হাউসে আসে নাই কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার যুবকরা তার প্রাপ্ত শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে ডেপুটেশানে এসেছিল। শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—আমি সময় করে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করব এই সম্পর্কে।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনারা ডেপুটেশান নিয়ে এখানে এসেছেন যদি মন্ত্রী মহোদয় দেখা করার সুযোগ দেন তাহলে তাদের বিশেষ উপকার হয় এবং আমাদেরও হয়রানি হতে হয় না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—আমি যাচ্ছি আমার চেম্বারে তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

মিঃ স্পীকার—উনি যাচ্ছেন দেখা করতে।

Next item in the List of Business is laying of a copy of the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) (Grant of Motor Car Advance) Rules, 1972.

Now, I shall request Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to lay on the Table of the House a copy of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Grant of Motor Car Advance) Rules 1972.

Shri Debendra Kishore Chondhury—Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House a copy of the Salaries & Allowance of Ministers (Tripura) (Grant of Motor Car Advance) Rules, 1972.

Mr. Speaker :—The copy of the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) (Grant of Motor Car Advance) Rules, 1972 be laid on the Table of the House under Section 12(3) of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Act, 1972 (Tripura Act No. 1 of 1972).

Members are requested to collect their copies from the Notice Office.

I have received a Notice from Shri Tapas Dey, Member desiring to raise discussion on—

গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন তৈলের অনিয়মিত সরবরাহ এবং নির্দ্ধারিত মুল্য হইতে উচ্চ মুল্য সম্পর্কে"।

I have admitted the Notice. Dicussion will be raised on the 13th July, 1972.

Next item in the List of Business, the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972) is to be introduced in the House. I shall request Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhoury—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Motor Vehicle Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972).

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে বিল উপস্থিত করতে চান আমি এর বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি একটি ব্রিফ এক্সপ্লানটেরী নোট এই সম্পর্কে দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার আমি এই ষ্টেজে ডিস্কাশন করতে চাই না নেক্সট ষ্টেজে আলোচনা করব। (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু ফরমেলী অপজিশান জানাচ্ছি পরের ষ্টেজে আমি ডিসকাশন করব।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা।

Now, the question before the House is the moton moved by the Hon'ble Finance Minister for leave to introduce the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972) be granted.

Then it was put to voice vote and granted.

(Secretary read out the long title of the Bill at this stage).

Mr. Speaker :— I shall call on Hon'ble Minister to move his motion to introduce the Tripura Motor Vehicle Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972).

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker Sir, I beg to introduce the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972).

Mr. Speaker :— The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972) be introduced.

Then it was put to voice vote and introduced.

Next item in the List of Business is Government Resolution. I shall request Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to move his Resolution".

"That this House ratifies the amemdment to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twenty eight Amendment) Bill, 1972, as passed by the two Houses of Parliament".

Shri Devendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker Sir, I beg to move the Resolution—"That this House ratifies the amendments to the Constitutian of India falling within the purview of proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twenty eighth Amendment) Bill, 1972, as passed by the two Houses of Parliament".

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই মাস আগে এই হাউসে যখন আমরা ২৫-তম এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনেছিলাম, সদস্যদের সামনে বক্তব্য রেখেছিলাম যে আজকে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে, ভারতবর্ষের অগ্রগতির পথে যে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের রাজতন্ত্র, স্বৈরাতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্র, সেগুলিকে আস্তে আস্তে দুর করে, সমাজতন্ত্রের বাধাগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার সুচনা আমরা এর আগেও দেখতে পেয়েছি, ব্যাঙ্ক নেশানালাইজেশান আমরা দেখতে পাব প্রিভি পারসের বিলোপ সাধনে যাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেইগুলি দুর করার জন্যই আমরা এগিয়ে চলেছি, এরপর প্রয়োজন হলে, কনষ্টিটিউশন এ্যামেণ্ড করার যদি দরকার হয়, তাও করতে হবে। বর্তমানে যে বিল এখানে এসেছে, তা দিয়ে আমরা দেখতে পাব যে বৃটিশ আমলে যারা বড় বড় আমলা ছিলেন. তারা কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন, যাতে সেগুলি দুর করে ভারতবর্ষের জনসাধারণের এবং অন্যান্য যারা আমাদের ভারতবর্ষের জন্য শ্রম করে. কাজকর্ম করে, শ্রম দিয়ে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা কর, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারি এবং ভারতবর্ষ যাতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য এই বাধাগুলি দুর করার জন্য এই অনুরোধ জানিয়েছি। আপনারা জানেন যে এই আইনকে সংশোধন করতে হলে পরে, ভারতবর্ষে যতগুলি ষ্টেট আছে, তার আধে কেরও বেশ্রী ষ্টেটের অনুমোদন দরকার হয়, সেইজন্যই এটাকে এখানে রেখেছি, আশা করি মাননীয় সদস্যরা অনুমোদন দিয়ে, যাতে আমরা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে পারি, তার জন্য সহযোগিতা করবেন। আপনাদের অনুমোদন নিয়ে পার্লামেন্ট এবং রাজ্যসভা যে অনুমোদন করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সমগ্র ভারতবর্ষের সর্মভিত্তি স্থাপন করে, সমচিন্তা স্থাপন করে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন, এর জন্যই এই আলোচনা আমি হাউসে উপস্থিত করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে এনেছেন, আমি তা সমর্থন করি। এটা আমরা জানি আমাদের দুঃখ, রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বৃটিশ আমাদের দেশ ভোগ করার জন্য, আমাদের পরাধীন রাখার জন্য, ঐ একশ্রেণীর আমলা বাহিনী তৈরী করেছিলেন—তাদের টপে, সবচেয়ে উঁচু স্তরে ছিলেন ঐ সমস্ত আই, সি, এস অফিসার, যাকে ষ্টীল প্লেট বলা হত সেই আই, সি, এস, অফিসারদের ট্রেইণ্ড করা হত, সেই বৃটিশ শাসনের যাঁতাকলকে রক্ষা করার জন্য, তারা বৃটিশ চলে যাওয়ার পরও আমাদের এখানে থেকে গেলেন, শুধু থাকলেন তা নয়, আমাদের সংবিধানের মধ্যে এমন ব্যবস্থার সংযোজন করা হয়, যাতে তারা বিলেতে রিটায়ার করে চলে

গেছেন, তারাও সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারবেন। শুধু বেতন নয়, অনেক প্রিভিলেজ, সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করতে পারবেন। বৃটিশ চলে যাওয়ার পরও তারা সমানভাবে সেগুলি ভোগ করছেন, যেমন আমাদের দেশের রাজাদের ভাতা যেভাবে রাখা হয় ঠিক তেমনি তাদের সমস্ত ব্যবস্থা অটুট করে রাখা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সকলেরই জানা আছে, এই যে আই, সি, এস অফিসার, ওরা হচ্ছে পেইড বা যাদের স্থির মস্তিষ্ক বলা যায়, আমাদের নেতা কাল মারকস বলেছেন যে ধনীক গোষ্ঠী তাদের যে শাসন পরিচালনা করেন, দেশের মগজগুলিকে কিনে নেয় পয়সা দিয়ে এবং সেই মগজ ধনীক শাসক গোষ্ঠি ব্যবহৃত করেন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে নেওয়ার জন্য। আশ্চর্য ব্যাপার স্যার, আজকে পঁচিশ বছর পর আমাদের শাসক গোষ্টির ঘুম ভাঙল যে আর এটাকে রাখা যায় না, তাঁদের ২৫ বছর ল্যাগল সংবিধানের এই কলংকটাকে মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন এই যে আই, সি, এস, অফিসাররা এমনিতেই উঠে গিয়েছিল। আর পাঁচ ছয় বছর পরে আর কেউই থাকতনা। এখন মাত্র ১২/১৩ জন আই, সি, এস, অফিসার আছেন যেখানে শত শত আই, সি, এস অফিসার ছিলেন। কাজেই এটার মূল্য কিছুই নেই। আমরা বলতে চাই যে কেন ২৫ বছর ওদের রাখা হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের স্বর্গত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল, তিনি উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন, যখন কনষ্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীর মিটিং হয় তখন এটা রাখবার জন্য ওকালতি করেছেন যে এদের ছাড়া আমরা চলতে পারিনা। যেন অন্যান্য শাসন যন্ত্রগুলিকে রাখা হয়েছে ঠীক তেমনি আই, সি, এস, অফিসারদের রাখা হয়েছিল আমাদের ধনী জমিদারদের শাসনের জুলুম যাতে চালিয়ে যেতে পারে। তার জন্য এদের তুলে দেওয়া হয় নি। এই সঙ্গে আর একটা কেডার তৈরী করা হয়েছে এদের রিপলেস্ করার জন্য। শুধু নামটা পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে একই ধরণের রাজত্ব, একই ধরনের দুর্নীতি যাতে চালিয়ে যেতে পারে। তারপর এটা সংবিধান থেকে সম্পুর্ণ তুলে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি দেখতে পারেন এই আই. সি, এসরা কত দুর্নীতিবাজ। যেমন ভূতলিঙ্গম আছে, লাল আছে, যাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পার্লামেণ্টে এসেছে এবং অনেক অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে প্রমানিত হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত আই, সি, এস, অফিসাররা চলে যাচ্ছেন বটে। কিন্তু তারা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে না। টাটা বিড়লারা তাদের কিনে রাখছেন। তারা গভর্ণমেণ্ট থেকে যে বেতন পেত তার চেয়ে বেশী বেতন দিয়ে টাটা বিড়লা হাউসে তাদের নিযুক্ত করেছেন। পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠেছিল যে আমরা কেন এই সমস্ত আই, সি, এস, কে টাটা বিড়লাদের দ্বারা নিযুক্ত হতে দেব। কারণ তারা জানে কি করে লাইসেন্স বার করা যেতে পারে, কি করে বড় বড় মন্ত্রীদের সংগে লিংক রাখতে পারেন। সেজন্য এদের রাখা হয়। ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের সংগে টাটা বিড়লাদের রাজত্বের সংযোগ রেখে কোটি কোটি টাকা লুঠ

করার সুবিধা হয়ে যাবে, তারা বাইরে থেকেও এই কাজটা চালিয়ে যাবেন। কাজেই জনসাধারণের কাছে এর কোন মূল্য নাই। কারণ সরকারী গোষ্ঠি সেই শোষক গোষ্ঠির সেবা করেন। তারা চলে গেলে দেশের জনসাধারণের উপর অত্যাচার করার শক্তিটা একটু কমে যাবে সেটা আমরা আশা করেছিলাম। এটা একটা কলঙ্ক। ইংরেজ রাজত্বের কলঙ্ককে মাথায় বহন করে যে কলঙ্ক চলে আসছে ২৫ বছর পরে সেটা দূর হবে, এই জন্য এটাকে সমর্থন করতে হয়। কিন্তু এটাও একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু না আগে একটা এক নম্বর ধাপ্পার কথা আমি বলেছিলাম রাজন্য ভাতা বন্ধ, দুই নম্বর ধাপ্পার কথা বলেছিলাম ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, তিন নম্বর ধাপ্পার কথা বলেছিলাম জমি সিলিং করার গ্রামাঞ্চলে আর ৪র্থ নম্বর ধাপ্পার কথা বলেছিলাম শহরের জমি সিলিং করা। আর এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর ধাপ্পা। তারা এটা করে দেখাচ্ছেন যে আমরা কত বড় একটা কাজ করে ফেললাম, আই, সি, এস, দের বিদায় করে দিলাম। কিন্তু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা এত সহজ নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, দেখা গেছে যে তারা বলেছেন এইগুলি ধাপ্পা নয়, সত্য সত্যই জনসাধারণ মুগ্ধ হয়ে তাদের ভোট দিয়েছেন। তাদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীতে শাসন চালাচ্ছেন ৩৫১ জন সদস্য নিয়ে। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সদস্য সংখ্যা এর চেয়ে কম ছিল না এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা পণ্ডিত নেহেরুর কম ছিল না। পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা নামটা তিনি এনেছেন রাশিয়া থেকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র এনেছেন। সমাজতন্ত্রের নামে মানুষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মুগ্ধ। কাজেই নামটা এনে যদি মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় ভাল কথা। আর আজকে আমরা কি দেখছি, মাননীয় স্পীকার, স্যার? এই বিলের উপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা নিউ ক্লাস তৈরী করতে পেরেছি, টাকা ওয়ালা লোক যাদের পেটে বোমা মারলে পয়সা আসে না, সেরকম লোক আমরা তৈরী করেছি পঞ্চবার্ষিক পরীকল্পনায়। কেন, পণ্ডিত নেহেরুর তো কম ক্ষমতা ছিল না জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার। তাহলে সেই কংগ্রেস ১৯৬৭ সালে তাসের ঘরের মত ভেংগে পড়ল কেন? যদি কংগ্রেসের ঐক্য দেখে আজ বিভ্রান্ত হতে হয়, সেই ঐক্য আমরা দেখছি। গোলেলকার আপীল করছেন, আর, এস, এস, কে কংগ্রেস ঢুকবার জন্য, গুজরাটে কংগ্রেস সংগঠন বলছেন যে আমাদের সমস্ত লোক গুজরাটে নব কংগ্রেস খতম করে ফেলবে। আজকে আমরা দেখছি টাটা, বিড়লার আশীর্ব্বাদ করছে যে এমন কখনও আমরা রাজত্ব দেখি নি। আজকে দেখছি আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে নয়া শোধনবাদী সোভিয়েট ইউনিয়ন পর্যন্ত এই ইন্দিরা গভর্ণমেণ্টের প্রচারে নেমে গেছে। একমাত্র প্রচারে যারা বিভ্রান্ত হচ্ছে না, যারা দেখতে পাচ্ছে প্রতিদিন জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, জীবন ধারণ কষ্ট হচ্ছে, গ্রামে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছে তারা। কাজেই ঐ যে জনসাধাণকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষমতা সেই ক্ষমতা বেশী দিন টিঁকে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা হচ্ছে পঞ্চম ধাপ্পা বাজী। তা সত্বেও আমরা বলেছি সমর্থন করব, কারণ আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে এটা ছিল কলঙ্ক। সেই কলঙ্ক ২৫ বছর পরে ঘুচলেও ভাল জিনিষ।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আর একটা কথা বলব। সেটা হচ্ছে সংবিধানের কথা আমাদের পার্টি, প্রথম পার্টিতে বলেছিলেন যে সংবিধান তৈরী হচ্ছে তাতে বৃটিশ তার প্রত্যক্ষ

শাসন ছেড়ে চলে গেলেও তার পরোক্ষ শাসন ছেড়ে যায় নি। যার জন্য আমরা প্রথম দিকে দেখেছি যে বৃটিশের অনেক জিনিষ আমাদের এখানে রয়ে গেছে যার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি। আজও আমরা দেখছি যে কমনওয়েল্থে আমাদের ভারত সরকার রয়ে গেছেন এবং সেই কমনওয়েল্থে থাকার ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। আমরা জানি যে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব আজও রয়ে গেছে এবং সংবিধান এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে সেই সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব থাকে। সেজন্য আমরা বলছি যে সংবিধানকে তার খোল নলচে পালটিয়ে ফেলতে হবে, জনসাধারণের সংবিধানে পরিণত করতে হবে। সংবিধানে শ্রমিক জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমাদের দুজন নেতা যখন সংবিধান সংশোধনের কথা বলে-ছিলেন তখন সমস্ত ষ্টেটে চীৎকার শুরু হয়েছিল যে ওরা সংবিধান সংশোধন করতে চায়। মারাত্মক কথা। এ হচ্ছে পবিত্র সংবিধান। এমন কি কোন কোন দক্ষিণ পন্থী কম্যুনিষ্ট নেতারাও পর্যন্ত চীৎকার করে বলেছিলেন যে এটা হতে পারে না। কিন্তু ২৮টা ছুরি চলাতে হয়েছে এই সংবিধানের উপর। আরও ছুরি চালাতে হবে কিনা আমরা জানি না এবং এই সংবিধানের একটা লাইনও থাকবে কিনা সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য জানি না। একদিকে তারা চেয়েছিল আমাদের দেশের কিছু কিছু জমিদার, রাজা, মহারাজা, তাদের স্বার্থকে এখানে কায়েম করার জন্য। সেইভাবে সংবিধানকে তৈরী করা হয়েছে। তারই একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিচ্ছি যে আরও আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে ভারতের মধ্যে জরুরী অবস্থা টিকিয়ে রাখা হবে। এই সংবিধান তুলে দেওয়ার ক্ষমতাও একজন লোকের হাতে দেওয়া হয়েছে, আর তিনি হচ্ছেন আমাদের রাস্ট্রপতি, তিনি ইচ্ছা করলেই সমস্ত সংবিধানটাকে তাঁর পকেটের মধ্যে নিতে পারেন। আর যখনই ভারতের ধনিক গোষ্টি বুঝতে পারছে, তাদের বিপদ হচ্ছে তখনই এই সংবিধানকে পকেটে রেখে যাতে বন্ধুত্বের রাজত্ব কায়েম করা যায়, জরুরী অবস্থা কায়েম করা যায়, তার পুরাপুরি ব্যবস্থাই এই সংবিধানের মধ্যে আছে, যদিও সেই কথা তারা বলেন না এবং অন্য কথা তারা বলেন। কিন্তু আজকে আমি জানতে চাই, কোথায় জরুরী অবস্থা রয়েছে? কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সংবিধানকে ব্যবহার করা হচ্ছে কায়েমী স্বার্থে, অল্প কিছু লোকের স্বার্থে, দেশের মাত্র ১০ জন লোকের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেই ভাবেই এটাকে তৈরী করা হয়েছিল। আজকে জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে, মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে বিলটা পাশ হয়ে যেতে পারত আরও দুই বছর আগেই, স্বর্গতঃ মধু লিমাইয়ে এই বিলটা এনেছিলেন, কৈ তখন তো ইন্দিরা গান্ধী এটাকে সমর্থন করেন নি, তখন তো বলেন নি যে এটা একটা কলঙ্ক, এটাকে মুচে দেওয়া দরকার। তখন সাম্রাজ্যবাদের চাপ ছিল। আজকে সমাজতান্ত্রিক শিবির যখন শক্তিশালী, যখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারছে যে আমরা নড়াচড়া করতে পারি, ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পারছে যে আমেরিকার কাছে এবং বৃটিশের কাছে আমাদের আর হাত না পাতলেও চলতে পারে, এখানে সমাজতান্ত্রিক শিবির আমাদেরকে সাহায্য করে, সেজন্যই আজকে সম্ভব হচ্ছে এই সংবিধানকে সংশোধন করার। এটা ইন্দিরা গান্ধীর কৃতিত্ব নয়। জনসাধারণের আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকার ফলে আমাদের দেশের মানুষ জাগ্রত হচ্ছে। সেই অগ্রসর হওয়ার পথে তাই বাধ্য

হচ্ছে ঐ ইন্দিরা গান্ধী আর তার অন্যান্য সাকরেদরা এই সমস্ত ছোটখাটো পদক্ষেপ করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে এইটুকু বলতে চাই যে শুধু এইটুকু করলেই চলবে না সামন্ততন্ত্রের সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শোষনের সেই সমস্ত জের এখনও আছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে জনসাধারণ যে সংগ্রাম চালাচ্ছে আমরাও সেই সংগ্রামকে চালিয়ে যাব এবং বিধানসভার মধ্যে সেদিক থেকে যে কোন পদক্ষেপ সরকার পক্ষ থেকে আসবে, তা আমরা সমর্থন করব।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ২৮তম সংবিধান সংশোধনের যে প্রস্তাব এই বিধান সভায় উপস্থিত হয়েছে, আমি সেটাকে সমর্থন করি। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এই জন্য যে ইদানিংকালে ভারতের পার্লামেণ্টে যে সমস্ত প্রগতিশীল ব্যবস্থার ভিতরে এবং সংবিধানের ক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, এটা সেগুলির মধ্যে একটা অন্যতম ব্যবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনের অবসানের পর থেকে গত ২৫ বছরের মধ্যে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন এবং আইনের ক্ষেত্রে বা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন দিক থেকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন বাধাপ্রাপ্ত ছিল, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনগুলি অনিবার্য্য গতিতে এগিয়ে আসার একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে, সেটার পরিস্থিতিটা হল এই যে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শক্তি সমূহ ভারতবর্ষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে, সেটার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহ কারা? তারা হল ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজি, ভারতবর্ষে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক, ভারতবর্ষের সামন্তকালের ভূমি ব্যবস্থার জের, ভারতবর্ষের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার জের। এই চারটি শক্তি হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে অর্থ নৈতিক অগ্রগতির এবং গণতান্ত্রিক অগ্রগতির শত্রু। এই চারটি শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে একচেটিয়া পুঁজির আর অন্যান্য সমস্ত শক্তি, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ আর অন্যান্য সমস্ত শক্তি, ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার প্রতিভূ যারা আছে, তার বিরুদ্ধবাদী সমস্ত শক্তি আর ভারতবর্ষে আমলাতান্ত্রিক জড় যেটা আছে, সেটাকে ভেঙ্গে দিতে চায় এই সমস্ত শক্তি। এই সমস্ত শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কোন পক্ষের পক্ষেই এককভাবে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাকে চুরমার করে একটা গণতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হবে না। এই কারণে কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া বিভিন্ন মতাবলম্বী, বিভিন্ন শ্রেণীর এই সমস্ত এক চেটিয় পুঁজি, বৃহত ভূস্বামী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, সামন্ততান্ত্রিক জের এবং আমলান্ত্রিক জের, এই চারটি শক্তির বিরুদ্ধে অন্যান্য সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, সমস্ত বাম পন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে গণতান্ত্রিক শক্তি বিকাশ লাভ করছে, মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সেই সমস্ত মতানৈক্যকে হঠানোর জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া সেই সমস্ত কংগ্রেসের মধ্যে গণতান্ত্রিক শক্তিকে এবং বাইরের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য এই বিধান সভার ভিতরে এব বাইরে সংগ্রাম করবে, সমস্ত রকম ব্যবস্থার মধ্যে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবের সমর্থন করতে গিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দলের নেতা নৃপেন বাবু আমাদের দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট

দল সম্পর্কে একটা কটাক্ষ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই তিনি যে ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং এবং ৫নং ধাপ্‌পার সমর্থনে কথা বলেছেন, আর কতদিন তিনি ঐ ধাপ্‌পার পিছনে ঘুরবেন, নাকি সারাজীবন ধরে ঐ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পিছনে ঘুড়ে বেড়াবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই ধাপ্‌পা জেনেও ধাপ পাকে কেন সমর্থন করেন, পার্লামেণ্টে বা বিধান সভায় ধাপ্‌পাকে সমর্থন করেন না, সেই ধাপ্‌পার পিছনে যদি কোন কিছু সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে সেটাকে সমর্থন করবার কোন যুক্তি আমি খুজে পাই না। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি পরিপূর্ণভাবে বলতে চাই আজকের ভারতবর্ষের অগ্রগতির পক্ষে প্রতি বিপ্লবীয়ানার আড়ালে যদি কোন শক্তি ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে ঐ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। কারণ তারা ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে এমন একটা বিপ্লবী স্বরে, এমন একটা অবস্থার উত্থাপন করেছে তাতে ঐ সমস্ত শক্তিগুলির মধ্যে একটা বাধার সৃষ্টি হয়েছে। লেনিন এক সময় বলেছিলেন বড় বড় বিপ্লবের আওয়াজ অনেক বিপ্‌লবের পিছনে ছুরিকাঘাত করে, আর শোধনবাদী সম্পর্কে বলেছিলেন যে শোধনবাদ, সঙ্কীর্ণতাবাদেরই একটা সংমিশ্রন। আজকে বলেছেন চীনের রাজনীতি, আজকে বলছে রাশিয়ার কথা, এই দুইটিই ভারতবর্ষের রাজনীতির পক্ষে খারাপ। তাই আমি ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির বন্ধুদের পরিস্কার ভাবে বলব, তাদের ঐ মাদুরাই সম্মেলন, তাদের ঐ কলকাতার পার্টি কংগ্রেস ইত্যাদিতে তারা যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রস্তাব এবং রাজনৈতিক কর্ম্মসূচী নিয়েছেন, সেগুলি থেকে তাদের একটু একটু করে অপসারণ ঘটছে, তারা মাদুরাই সম্মেলনে এক রকম প্রস্তাব নিলেন, আর বিভিন্ন বিধানসভার মধ্যে এসে অন্য রকম বলছেন—মাদুরাইতে সুন্দারায়া তার বক্তৃতায় বললেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে কোন রাজ্যকে দিল্লীর কলোনী বলা অন্যায় হবে, এর পরেও আমরা এই বিধান সভায় শুনছি যে ত্রিপুরাকে কলোনীর মত শোষণ করা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ইন্দিরা গান্ধীর লেজ না অন্য কোন পার্টির লেজ, সেটা ভারতবর্ষের পার্টিগত ইতিহাস বিচার করলেই বুঝা যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার পার্টি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে যে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্র নব কংগ্রেসের প্রগতিশীল শক্তির সাথে এবং বাইরের প্রগতিশীল শক্তির সাথে প্রত্যেক্‌ক্ষেত্রে সর্ব্বশক্তি দিয়ে আমরা সংগ্রাম করে যায়। কাজেই কেউ কারো লেজ হয়না, হতে পারে না, তাই আমি বলছি কেউ কারও লেজুর হয় না আপনারাও আর, এস, পি'র সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে প্যাক্ট করেছিলেন। আপনারা কি আর, এস, পি'র লেজুর না আর, এস, পি, আপনাদের লেজুর (গণ্ডগোল) কাজেই লেজ আর মাথা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না দুনিয়াতে এই ধারণা আপনাদের কবে থেকে হল আমি তা বুঝতে পারি না। কাজেই আমার পার্টি সর্ব্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করার জন্য সেখানে লেজ মাথার কোন সম্পর্ক নাই। এটা লেজের কথা নয় মাথার কথাও নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অবস্থায় ভারতবর্ষের বর্তমান সংবিধানের ২৮তম সংশোধন এটা প্রগতিশীল সংশোধন এবং আমি বিশ্বাস করি ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট

করে একটা জাতীয় অর্থনৈতিক বিবর্ত্তন সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক ধারায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দেশকে। কাজেই সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করব একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনার জন্য সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে হবে যাতে সেই সংগ্রামে ভারতবর্ষের চারটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে—সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি, সামন্ততন্ত্র এবং আমলা তন্ত্র যাতে ধায়েল হয় তার জন্য আহ্বান জানিয়ে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কনৃষ্টি-টিউশান সংশোধন করার জন্য এবং তাকে সমর্থন করার জন্য যে বিলটি রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। এই বিলের উপর খুব বেশী বলার কিছুই নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বক্তব্য অত্যন্ত পরিস্কার যে আজকে যারা চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিল এবং যেটি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সংবিধান রচিত হয় তখনকার ঐতিহাসিক কারণে এবং প্রয়োজনে তাদের যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং আজকে জাতির জনমত এবং জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আজকে তা করা হল। আজকে ভারতের যে বক্তব্য জনতার যে আশা আকাঙ্খা তা ধাপে ধাপে রূপ নিচ্ছে আর তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। আজকে কংগ্রেসের যে ইচ্ছা এবং সমগ্র জাতির ইচ্ছার সঙ্গে একাঙ্গিভূত হয়ে আজকে যে রূপ আনা হয়েছে এখানেই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মহত্ব। সেজন্য বিগত পার্লা-মেন্টের নির্বাচনের মধ্যে শ্রীমতি গান্ধী যে কার্যক্রম নিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা রেখেছিলেন তাকে তারা সমর্থন করেছে। আর যারা প্রগতির নামে বিপ্লবের নামে দেশের মধ্যে অরাজকতা অতি বিপ্লবের নামে নিজের দেশকে অন্য দেশের লেজুর করার চেষ্টা করছে, তাদের ভারতের জনসাধারণ সেই সুযোগ দেয়নি। এবং সেই সুযোগ দেয়নি বলেই তারা জ্বলছে এবং তাদের অতি প্রগতিবাদী বিপ্লবের জ্বালা কিভাবে কোভাবে তার আর পথ পাচ্ছে না, তাই এখানে সেখানে চীৎকার করে বিভিন্ন ভাবে তাদের বক্তব্য রেখে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ তথা ত্রিপুরার জনসাধারণ কংগ্রেসের যে পদক্ষেপ, আজকের দিনে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রের পদক্ষেপের যে নীতি তা সমর্থন করেছে। কাজেই আই, সি, এস, দের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা সেটি তুলে দিয়ে আজকে সংবিধানকে সংশোধন করা হয়েছে আইন করে বিশেষ ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুযোগ আছে সেগুলি তুলে দিয়ে সমস্ত আমলাদের মধ্যে সমতা এবং সঙ্গতি রাখার যে মহত প্রয়াস তাতে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, লোকসভা এবং রাজ্য সভায় ২৮তম সংশো-ধনী বিল পাশ হচ্ছে তার সমর্থনে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার বুঝি না যে এই ২৫ বছর পরে এই বিল কেন আনা হচ্ছে কংগ্রেসের যে পথ সমাজতন্ত্রের পদক্ষেপ হিসাবে যে পদক্ষেপগুলি তারা তুলে ধরছে এর

মধ্যে তারা বলতে চায় এটাও একটা পদক্ষেপ। সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে সংবিধানে আই, সি, এস, দের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেটা ২৫ বছর পরে আনার কি স্বার্থ থাকতে পারে। স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তে আই, সি, এস, দের সংখ্যা ছিল ১০৮৪ জন পরে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫১ এবং এখন যেটি জানা গিয়েছে ১৯৭৬ সালের মধ্যে অধিকাংশ আই, সি, এসই রিটায়ার করছেন। এর থেকে এটা স্পস্ট হয় তারা শেষ মার দিয়ে একটা ইলিউশান, মানুষের মনের মধ্যে একটা মোহ সৃষ্টি কবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কারণ ১৯৭০ সালের পরতো আর কোন আই, সি, এসই পাওয়া যাবে না কারণ তারা রিটায়ার করছেন। আই, সি, এসদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে তখন থেকেই তাদের বিশেষ প্রিভিলেজ দেওয়া হতো। কেন ১৯৭৬ সাল তো এসে গেছে, ১৯৭৬ সালের পর আর একজন আই, সি, এস অফিসার পাবেন না, সব রিটায়ার করছে, এত তাড়াতাড়ি করে আনার কারণ কি? দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ এই আই সি, এস কেডারের সৃষ্টি করেছিল তাদের বিশেষ কতকগুলি প্রিভিলেজ দেওয়ার জন্য আইন পাশ করেছিল, সেই প্রিভিলেজগুলি তারা দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে, এই ২৫ বছর ধরে কোন আইন আনা হয়নি। আমরা দেখছি কংগ্রেস গত ২৫ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ'এর কলংককে অপসারনের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রচেষ্টা না করলেও সেখানে আমরা দেখছি ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস ..

Mr. Speaker :— ব্রুট মেজরিটি ইজ আনপার্লামেন্টারী। সেটা এক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সেখানে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশান এ্যাক্ট মেন্টেনান্স অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এই যে অগণতান্ত্রিক আইন, সেইগুলি আনার সময় পেয়েছেন, কিন্তু ২৫ বছরের মধ্যে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের যে কলংক সেটা অপসারণ করার সুযোগ পাননি সেটা আমি বিশ্বাস করিনা। তাঁরা এই ২৫ বছর ধরে এটা আনেন নি, শেষ সময়ে এনেছেন অধিকাংশ আই, সি, এস অফিসার যখন রিটায়ার করছেন, সেটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাঁরা মানুষের মধ্যে নূতন নূতন ইলিউশান, নূতন নূতন মোহের সৃষ্টি করছেন, এবং এই নূতন নূতন মোহের সৃষ্টি করার জন্যই এটা করতে যাচ্ছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে পদ্ধতিতে এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান তৈরী করেছিলেন, আই, সি, এস কেডার তৈরী করেছিলেন, ব্রিটিশ চলে গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর আই, সি, এস চলে যাবে, কিন্তু তা হয়নি। ব্রিটিশ জনগণকে সাপ্রেশান করার জন্য, ঠেঙানোর জন্য, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করার জন্য এই আই, সি, এস কেডার সৃষ্টি করেছিল, সেই একই ধাঁচে সেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এখনও চলছে, আই, সি, এস'এর পাশাপাশি আই, এ, এস কেডার তৈরী হয়েছে, তাঁরা একটা সাবসিটিউট তৈরী করে ফেলেছেন, তাই আজকে আই, সি, এস'এর প্রশ্ন এসেছে। সংবিধানে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেটাই শুধু এই আই, সি, এস, অফিসাররা ভোগ করেন নি। আজকে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটে গেছে, সেটা সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার। আজকে সাংবিধানিক অধিকার ভোট করার নামে যে কাণ্ড করেছে, আপনাদের সমাজতন্ত্রে খাপ খায় কিনা আমি জানিনা, অন্ততঃ মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের একজন লেফটানেন্ট গভর্ণর, তিনি যখন এখান থেকে বিদায় নিলেন, তিনি যাওয়ার সময়...

Shri Monoranjan Nath :— Point of order মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধি দলের সদস্য'এর বক্তব্য ডায়াস সাহেবের সম্পর্কে। ডায়াস সাহেব এখন পশ্চিম বংগের গভর্ণর. সেই ডায়াস সম্পর্কে কোন রিমার্ক তিনি করতে পারেন না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমি পশ্চিম বংগের গভর্ণর সম্পর্কে কিছু বলিনি, আমি এখানে এক্স লেফটানেণ্ট গভর্ণর অব ত্রিপুরা সম্পর্কে বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখলাম কি, আমাদের মা বোনেদের জন্য...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যে ব্যক্তি এখানে নেই তাঁর সম্পর্কে আলোচনা চলেনা।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পয়েণ্ট অব অর্ডার। আমাদের রুল ২৫৯, রুল সিক্স-এ আছে— 'reflect upon the conduct of the President or any Governor or the conduct of any Court of Justice sitting as such,—কোন রিমার্ক পাশ করতে পারেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোন রিপোর্ট যদি পত্রিকায় থাকে, সেই লেখা কি তুলে দেওয়া হবে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি এই হাউসে তাঁর সমালোচনা করতে পারেন না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমি একজন উপরাজ্যপাল, তাঁর কন্যা সেখানে এলেন আমরা মা বোন যাঁরা আছেন তাঁরা মেটারনিটি যে হাসপাতাল, সেখানে সীট পাননা, কিন্তু আমরা দেখলাম তাড়াতাড়ি করে সেই ওয়ার্ড বানান হল ৪০ হাজার টাকা খরচ করে...

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি আগেই বলেছি. রুল কোট করেছি ডায়াস সাহেব সম্পর্কে তিনি কোন কিছু বলতে পারেন না। যা বলেছেন তা এক্সপাঞ্জড হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ডায়াস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেটা এক্সপাঞ্জড হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— ... ...

শ্রী ডি. কে. চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, হেড অব দি স্টেট সম্পর্কে কোন রিমার্ক এই হাউসে কেউ করতে পারেন না। তার উপর কোন ডিসকাশন চলতে পারে না। তিনি যে বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখছেন, তার দ্বারা তিনি তাঁর অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছেন। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — মাননীয় সদস্য আপনি আই, সি, এস সম্পর্কে বলুন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমারা দেখছি আই, সি, এস'রা তাঁদের সংবিধানে যে সমস্ত প্রিভিলেজ দেওয়া হয়েছিল, তার বাইরেও অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন এবং রাজা মহারাজার মত চলেছেন। কাজেই

আজকে আমরা এটাকে ধাপ্পা বললেও কেন সমর্থন করি, সমর্থন করি এই জন্যে যে এটা একটা গণ পদক্ষেপ, জনগণের স্বার্থ এর সংগে যুক্ত আছে, এবং যে সমস্ত প্রস্তাবের সংগে জনস্বার্থ জড়িত, সেগুলি আমরা বরাবরই সমর্থন করব। সমর্থন করেও আমরা যদি দেখি এর মধ্য দিয়ে মানুষের মনে একটা ইলিউশান-এর মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়, সমাজতন্ত্রের কথা না হলেও সমাজতন্ত্রের কথা বলে সমাজতন্ত্রের গান গাওয়া হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের যে পদক্ষেপ সেই দিকে যাওয়া হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মনে হচ্ছে একটা গল্প। তারা বলছেন যে সমাজতন্ত্রের দিকে চলেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল, তার অবশেষ এখনও রয়েছে। এখনও আমেরিকার কোটি কোটি টাকা নিয়ে তারা সমাজতন্ত্র করছেন। আমি বলছি একটা গল্প। গ্রামে এক চোর ছিল। সেই চোরের যন্ত্রনায় গ্রামের মানুষ অস্থির। তারা মনে করেছিল যে চোরটা মরে গেলেই ভাল হয়। কারণ সকাল বেলা উঠে দেখা যায় যে ক্ষেতে বেগুনটা নাই, ডাবটা নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, চোরটা সত্যি সত্যি একদিন মরল। গ্রামের মানুষ হাঁফ ছেড়ে বলল যে বাঁচা গেল। কিন্তু সেই চোরের এক উপযুক্ত ছেলে শুধু বেগুনটা নিয়েই ক্ষান্ত হত না, বগুনের গাছটা শুদ্ধু উপড়ে নিয়ে যেত। ঠিক তেমনি আমাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চলে গেছে। কিন্তু তার উপযুক্ত ছেলে কংগ্রেসকে রেখে গেছে। তারা গণতন্ত্রের অধিকার খর্ব করছে, মানুষের টুটি চেপে ধরছে। সেই উপযুক্ত চোরের ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আই, সি, এস, শুধু নয়। আই, সি, এস, যে ক্ষমতা ব্যবহার করত তার পরবর্তী কালে যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে তার অবসানের জন্য আজকে সংবিধানকে পুরোপুরি পাল্টিয়ে দিতে হবে, এই দাবী রেখে আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যে প্রস্তাব এসেছে সংবিধান সংশোধন, ২৮তম সংশোধনকে রেটিফাই করার জন্য আমি তাকে সমর্থন করছি। আমরা জানি যে এই সংবিধান যখন রচিত হয় তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতি অর্থনীতি এবং সামাজিক যে অবস্থা ছিল সেটা আমাদের জানা দরকার। বুঝা দরকার। আমরা বলছি না যে এই সংবিধান চিরদিন এই ভাবেই থাকবে, প্রয়োজনে এর পরিবর্তন করা হবে না। কোন প্রগতিশীল মানুষ এটা ভাবতে পারে না, কল্পনা করতে পারে না। আজকে যে আলোচনার বিষয়, এই যে বিশেষ অধিকার এটা সত্যি কথা আরও অনেক আগেই উঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি যে বিগত কয়েক বছরে, ৩ বছর আগে থেকে ভারতবর্ষের একটা

রাজনৈতিক পরিবর্তন চিন্তাধারার ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে একটা বিপ্লব আজকে চলছে। আমরা জানি এই হাউসে কিছুদিন আগে আমরা এই জাতীয় আর একটা সংবিধান ২৫তম সংশোধনকে সমর্থন করে আমরা তাকে রেটিফাই করেছি। কাজেই আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যেতে যে সমস্ত সাংবিধানিক অসুবিধা আছে সেগুলি পরিবর্তন করা হবে, সংশোধন করা হবে। আমি এই কথা বলতে চাই যে বিগত লোকসভার নির্বাচনে আমাদের নেতৃ ইন্দিরা গান্ধী কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ভারতবর্ষের মানুষের সামনে রেখেছেন। ভারতবর্ষের মানুষ সেই ইতিহাসকে, সেই প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করেছে, আস্থা স্থাপন করেছে এবং সেইগুলিকে রূপায়িত করার দায়িত্ব কংগ্রেস দলের হাতে দিয়েছে। আমরা দেখছি যে এই নির্বাচনের পরে লোকসভা নির্বাচনের পরে কতগুলি মৌলিক পরিবর্তন আজকে সংবিধানে ঘটেছে যার জন্য আমরা ভারতবর্ষের অগণিত কোটি কোটি মানুষের মঙ্গলের জন্য যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, সংবিধান যাতে সেখানে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আজকে চলছে। আরও হয়ত আগামী দিনে প্রয়োজন হবে এবং কংগ্রেস সেটা করে যাবে। আজকে বিরোধী দলের কোন কোন বক্তা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাস জানেন তারা স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সাথে সাথে সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের নেতৃত্বে স্বর্গতঃ প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আওয়াজ তুলেছিলেন, আমরা দেখেছি অনেক সংগ্রামে ভারতবর্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের নৈতিক সমর্থন দিয়েছে। আজকেও আমরা দেখছি সেই ইন্দোচীনে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তৎপর তাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ আজকে সোচ্চার কংগ্রেস নেতৃত্ব সোচ্চার এটা সত্যি কথা যে আজকে ভারতবর্ষের সমাজবাদ এবং অগ্রগতির পথ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা যেমন দাবিয়ে রাখতে চায় ঠিক তেমনি দাবিয়ে রাখতে চায় লেফটিস্টরা। কাজেই এই ভারতবর্ষকে তারা সত্যি সত্যি চিনেন না, চিনেন না ভারতবর্ষের সমাজকে, ভারতবর্ষের চাহিদা, তারা শুধু সমাজবাদের গাল ভরা চীৎকার দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা কোথায়, তার কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে, ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ, তার সমস্যা কতটুকুই বা তারা জানেন। আমরা জানি এখানে যারা গালি দিচ্ছেন, চীৎকার করছেন ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গাতে তাদের কোন অস্তিত্ব নাই শুধু ছোট কয়েকটা জায়গায় তারা টিকে আছেন। সুতরাং আমি তাদের বলব শুধু সমাজতন্ত্র বললেই সমাজতন্ত্র আসবে না। সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সম্পর্কে ভারতবর্ষের নীতি আজকে পরিস্কার। আমাদের প্রধান মন্ত্রী এবং নেতারা এবং এর আগেও সেই সম্পর্কে ভারতবাসীর বক্তব্য বিশ্ব বাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। কিছুদিন আগে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সাম্রাজ্যবাদী এবং তথা কথিত সমাজবাদী চীনের ভ্রুকুটি-কে উপেক্ষা করে সেই ভারতবর্ষ সেই মুক্তিকামী বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং

শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছে। আজকে আমরা দেখছি পৃথিবীর যে কোন যায়গায় মানুষের উপর নিপীড়ন চলছে সেখানে আজকে ভারতবর্ষ তাদের পাশে তাদের সাহায্য এগিয়ে যাচ্ছে, নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে। সুতরাং আমি বলব, এই যে সংবিধান সংশোধন যেটা, এই সংশোধন সম্বন্ধে আমি বলব এটা আজকে রেটিফাই হচ্ছে এবং আমরা আশা করব যে এই জাতীয় যে সমস্ত বাঁধা আছে আমাদের সমাজবাদকে এবং গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেগুলির অতি দ্রুত সেইদিকে যাবে এবং ভারতবর্ষে আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারব এই আশা রেখেই আমি শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই হাউসে আজকে যে প্রস্তাবটি এসেছে, সেটি হচ্ছে সংবিধানের ২৮তম সংশোধনী বিল, যেটা আগেই পার্লামেন্টের দুইটি হাউসে পাশ হয়ে গিয়েছে। আমি এটাকে সমর্থণ করি এবং সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটি কথা এখানে বলতে চাই এই জন্য যে আমরা বিরোধী দলের নেতার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কথা শুনেছি আবার এমন কতকগুলি অনাহুত কথা তিনি বলেছেন, সেগুলি সম্পর্কে আমরা পরিস্কার করে দিতে চাই। কারণ বিরোধী দলের নেতাই হউন আর রুলিং পার্টির নেতাই হউন, তাদের কথা' তাদের বাণী এবং তাদের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে এবং সদস্যদের কাছে গ্রহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা যদি বিরোধী দলের নেতার কাছ থেকে এই রকম কথা শুনতে পাই, তাহলে সেটার থেকে কি গ্রহণ করতে পারি এবং কি আদর্শ আমরা নিতে পারি। যা হউক তিনি বলেছেন আই, সি, এস অফিসারদের সম্পর্কে, যারা আই, সি, এস অফিসার তারা বৃটিশ আমলের বলে বৃটিশের পরামর্শে তাদের ট্রেইনে ভারতের জনতাকে ঠকাবার জন্য নানা রকমের চেষ্টা ছিল এবং তাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি একটা আই, সি, এস অফিসারকেও কোন দাম দেন নি, তার বক্তব্যের মধ্যে। কিন্তু আমি উদাহরণ স্বরূপ বলব ভারতবর্ষের আই, সি, এস যে দুই একজন ছিলেন, তারা বৃটিশ আমলের হলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি এটা জেনেও এখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা একবারের জন্য উল্লেখ করতে পারেন নি, কেন পারেন নি, সেটা আমরা জানি না। কিন্তু উনার মুখ থেকে শুনার আশা আমরা করেছিলাম। তারপরে আর একটা হচ্ছে তিনি বলেছেন আমাদের যে বর্ত্তমান সংবিধান আছে, এটা জনসাধারণের সংবিধান হয় নি অর্থাৎ এটাকে জনসাধারণের উপযোগী করা হয় নি। কিন্তু জনসাধারণ কেন? এটাকে পবিত্র থেকে পবিত্রতর করে তোলার জন্য আজকে এখানে সময় এসেছে, তাই তো আজকে এখানে ২৮তন সংবিধান সংশোধনী বিলটি এসেছে এবং এটা ২৮টি ক্ষেত্রে সংশোধিত হয়েছে, এরপরে আরও দরকার হল এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণ চাইলে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রয়োজনে এবং ভারতবর্ষের জনসাধারনকে সমাজবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, সেটা করতে ভারতবর্ষের মানুষ তথা পার্লামেন্ট এবং আমাদের ইন্দিরা গান্ধী রাজী আছে বলে আজকে এটা হচ্ছে। কাজেই এখানে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে আমাদের সেই সংবিধানকে নাকি রাষ্টপতির পকেটে নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি এত শিক্ষিত হয়ে, এই কথাটা বলতে পারলেন যে রাষ্টপতি ভারতের সংবিধানকে তার

পকেটের মধ্যে নিয়ে গিয়েছেন। আমরা জানি ভারতের সংবিধানকে যদি ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর পকেটে নিয়ে যেতে পারত, তাহলে রাজন্য ভাতার বিল সম্পর্কে যে অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছিল, সেটাকে চেলেঞ্জ করে কোন কেস সুপ্রিম কোর্টে আসত না এবং রাষ্ট্রপতির অর্ডিনান্স ঠিক হয়নি, এটাও সুপ্রিম কোর্ট রায় দিতে পারত না। কাজেই এর থেকে প্রমানিত হতে পারে যে রাষ্ট্রপতি কোন সংবিধানকেই তার পকেটে নিয়ে নিতে পারেন না। তারপরে আর একটা কথা, সেটা অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য করে নয়, আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে দক্ষিণ পন্থি কমিউনিষ্ট পার্টিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন এবং সেই সংগে আমাদেরকেও জড়ানো যায় কিনা, সেটা চেষ্টাও কিছু না কিছু করছেন। তিনি এখানে এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিলেন যেমন একটা হচ্ছে দক্ষিণ পন্থী কমিউনিস্ট পার্টি যেটা নাকি তাদের মাদার অর্গানিজেশান, সেটাকে মারতে চেয়ে ছিলেন, আবার অন্যদিকে আমাদের জহরলাল নেহেরুকে সেটা কি ভাবে, তিনি বলেছেন যে ৫ম বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি নাকি রাশিয়া থেকে আনা হয়েছে। তাহলে আমরা কি বলব যে রাশিয়া বা চীন যে কোন সমাজবাদী রাষ্ট্রই হউক, তার কোন ভাল জিনিষ যেটা অন্য দেশের উন্নতিতে সহায়ক হবে, সেটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কেন পারি না? নিশ্চয় পারি, তবে তিনি খুসী হতে পারতেন যদি আমরা সেটা চীন থেকে আনতে পারতাম। কিন্তু চীন থেকে আমরা সেটা আনব না, চীনে ডিকটেটারসীপ চলছে, সেখানে সমাজবাদের কোন পদক্ষেপ নেই, তাই আমরা তাদের থেকে কিছু আনতে পারি না। বিশেষ করে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তাদের যে চরিত্র দেখা গিয়েছে তাদের যে কার্য্যকলাপ দেখা গিয়েছে, তাতে করে চীনের কোন কিছুর অনুসরণই আমরা করতে পারি না। অবশ্য দক্ষিণ পন্থী কমিউনিস্ট পার্টির মাননীয় সদস্য অনেকগুলি স্পষ্ট কথা বলেছেন তাদের সম্পর্কে কাজেই আমি আর সেদিকে যেতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই আমাদের এই হাউসে এই সমস্ত ব্যাপারে যেখানে আমাদের নেতাদের কাছ থেকে যে কোন বক্তব্য শুনব, সেখানে তাদের কাছ থেকে যেন শিক্ষনীয় কিছু পাই, তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের নেতাদের বক্তব্য রাখা উচিত বলে আমি মনে করি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে ২৮তম সংবিধান সংশোধনী বিল যেটা এসেছে, সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। এই সংশোধনী বিলটি হচ্ছে আই, সি, এস অফিসারদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা যেটা ছিল, সেটাকে লোপ করে দিয়ে ভারতীয় কংগ্রেস একটা প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত এই কংগ্রেস আমাদের দেশকে দৃঢ়ভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রমান আমরা এই সব কার্য্যকলাপের মধ্যে পাচ্ছি। গত কয়েক বছর ধরে ভারতের মানুষ এই কংগ্রেসকে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসন করবার যে রায় দিয়ে আসছে এবং কংগ্রেস দেশকে যে ভাবে চালাচ্ছে, তাতে তারা সঠিক পথেই চলছে বলে দেশের মানুষ এখনও ধারণা করে। কিন্তু এখানেও বিরোধী দলের কিছু সমালোচনা করতে হবে এবং সেই সম লোচনার খাতিরেই হয়তো তারা বলছেন যে এটা ২৫ বছর পরে কেন হল? কিন্তু এটাতো সকলেই বুঝেন যে ধান

ফেললেই আর ফসল যখন তখন হয়ে যায় না, তার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। সেই রকম কারো গায়ে যদি ফোড়া উঠে সেটা যদি যখন তখন ভেঙ্গে ফেলা হয়, তাহলে সেটা সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত মারাত্মক হয়ে উঠে। কাজেই সেই ফোড়া পাকার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপরেই সেটার চিকিৎসা হবে। তাই আমরা মনে করি যখন উপযুক্ত সময় এসেছে, তখনই সেটা করা হচ্ছে এবং সেই জন্যই এখানে সংবিধান সংশোধনের বিল এসেছে। কিন্তু আমরা আজকে তাদের মুখে কি শুনছি? তারা একবার বলছে এই সংবিধান ঝুটা হায়, এই সব নানা কথা। আবার বলেছেন কেন সংবিধান সংশোধন করতে দেরী করা হচ্ছে, আবার বলছেন এই সংবিধান এক শ্রেণীর সার্থ রক্ষার জন্যই করা হয়েছে এবং এই সংবিধান আমরা মানি না, এই সংবিধান ঝুটা হায়। আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে তারা এই সংবিধানের খুবই অনুগত থাকেন। এই তো পশ্চিম বঙ্গে যখন যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রী সভা ছিল, তখন এই মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে বলতে আমরা শুনেছি যে সংবিধান খুবই ভাল। কিন্তু যেই মাত্র জনৈক মাকর্সবাদী নেতা নির্বাচনে হেরে গেলেন, তখন বলতে শুরু করলেন যে এই সংবিধান ঝুটা হায়। অর্থাৎ তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সব কিছুই ভাল, কোন কিছুই ঝুটা হয় না, আর তারা যখন হেরে গেলেন তখন সব কিছুই খারাপ, সব কিছুই ঝুটা হায়। তাই আমার মনে তাদের এই সব উক্তি একটা পাগলের উক্তি। স্যার, আমি ছোট বেলায় একটা বই পড়ে ছিলাম সেটার দাম হচ্ছে মাত্র ২০ পয়সা আর বইর নাম হচ্ছে পাগলের লক্ষণ। ঐ বইতে লেখাতে ছিল পাগলের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে আবোল-তাবোল বলা, নানা দিকে তাকানো এবং তাকে যদি চিকিৎসা করানো হয় আর টেবলেট ইত্যাদি খাওয়ানো হয়, তাহলে তার চিকিৎসা হতে পারে। আর পাগলের দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উলঙ্গ হয়ে বেড়ানো, তাকে যদি ভাল ভাবে চিকিৎসা করানো হয়, তারও চিকিৎসা হয় এবং সে ভাল হয়ে যায়। আর তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে মাকে বলে বৌদি, আর কাকাকে বলে শালা, এই পাগলকে কিন্তু সহজে সারানো যায় না। কারণ সে বেশীর ভাগ কথাই জেনে শুনে বলছে। সেই রকম আমাদের মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা এখানে বলছে যে বাংলা দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষের একটা কলোনী। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাদের এই বক্তব্য যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন শুনতেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে অভিনন্দন জানাতেন। আজকে অবশ্য তারাও সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন সত্য, কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র তারা কতটুকু চেয়েছেন, সেটা তাদের এই সব উক্তির থেকে কিছুটা প্রমাণিত হবে। কারণ আমরা দেখেছি যে যুক্ত ফ্রন্টের আমলে তারা পশ্চিম বঙ্গে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবেন বলে ঠিক করে ফেলেছিলেন এবং সেটা ঠিক করার পর তাদের শিক্ষা মন্ত্রী বল্লেন যে অর্থ মন্ত্রী আমাকে টাকা দিচ্ছেন না, তাই আমি ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে পারছি না এই সব মাঠের বুলি চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষকে বেশী দিন বিভ্রান্ত করে রাখা যায় না। এই জন্যই গত নির্বাচনে জনতা তাদের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখানে বলা হয়েছে সি, পি, আই কংগ্রেসের লেজুর কিন্তু আমরাও দেখেছি যে আর, এস, পি, আপনাদের লেজুর ছিল। সি, পি, আই,

কংগ্রেসের লেজুর কিন্তু সি, পি, আই'তো যুক্ত ফ্রন্টের সময় আপনাদের সঙ্গে ছিল। যখন সি, পি, আই, আপনাদের কুকর্মে বাধা দিচ্ছিল তখন তারা তিক্ত হয়ে গিয়েছে। আজকে সংবিধানের ২৮তম সংশোধন করে কংগ্রেস দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে আরও নিয়ে যাবেন তাই এই প্রস্তাবকে আমি আমার সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—Now, I am putting the Resolution to vote. The question before the House is the Resolution moved by the Hon'ble Finance Minister "that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twenty-eight Amendment) Bill, 1972, as passed by the two Houses of Parliament.

Then it was put to voice vote and passed.

Next item in the List of Business is discussion on Matters of Urgent Public Importance for Short Duration on :—

"অতি মাত্রায় খরা প্রকোপ"

Notice has been given by Shri Kalipada Banerjee. I call on Shri Kalipada Banerjee to start discussion.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সারা ত্রিপুরায় যে অভূতপূর্ব খরার অবস্থা চলছে এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য আমি হাউসে এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে আলোচনার জন্য সর্ট ডিসকাশনের নোটিশ দিয়েছিলাম। আজকে আষাঢ় মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি নাই, চৈত্র মাসের মত মাঠ ফেটে যাচ্ছে। চা বাগানগুলি সর্বত্র শুকিয়ে যাচ্ছে। জুম ফসল আর মাস দুইয়েকের মধ্যে আসার কথা সেই জুম ফসলও শুকিয়ে যাচ্ছে আউস ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। (গণ্ডগোল)

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হাউসের মধ্যে মিনিষ্টার-ইন-চার্জ উপস্থিত নাই, ডিপার্টমেন্টের কোন অফিসার নাই। এই ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই যাতে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ভার প্রাপ্ত মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন (গণ্ডগোল)

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—তাই আজকে বলছিলাম মাঠে ধান কাটার সময় প্রায় হয়ে এসেছিল যদি ঠিক মত হতো। আজকে আউস ধান মাঠে হবে না ধরে নেওয়া যায়। এই ভাবে চললে আমন ফসলেরও অবস্থা খুব আশা করা যায় না। এই অবস্থায় একটু খবর শুনেছিলাম মাস খানেক আগে ত্রিপুরা সরকার খরা ব্যবস্থার মোকাবিলার জন্য ৫ লক্ষ টাকার টেস্ট রিলিফ দেওয়ার চিন্তা করছেন। আমি জানি না এই ৫ লক্ষ টাকা টেস্ট রিলিফ দিয়ে এই খরা ব্যবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে কি না। আমার মনে হয় সরকারের এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যে সব মাঠে আউস ফসল আছে সেই সব মাঠে যাতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারেন। ত্রিপুরাতে ছরার অভাব নাই নদীরও অভাব নাই। এই সব ছড়া এবং নদীগুলি হতে পাম্প মেসিন দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় বলে আমার মনে হয়। আমার

মনে হয় সরকার এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেন নাই। এই জন্যই আমি আলোচনা এনেছি যাতে হাউসের এবং কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যায় এবং ত্রিপুরার মানুষের আজকে এই যে দুর্ভাগ্য এই দুর্ভাগ্যের আমরাও সামিল হয়ে ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের সঙ্গে থেকে এই পরিস্থিতির মোকাবিলার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে গভর্ণমেন্ট এই বিষয়ে খুব একটা দৃষ্টি দেওয়ার সময় পান না, আমি এই জন্যই এই আলোচনা এনেছি যাতে হাউসে [illegible], যিনি এগ্রিকালচার মিনিষ্টার আছেন তিনি আমাকে এই বিষয়ে আমাদের জানাবেন। কারণ ত্রিপুরার মানুষের দুর্ভোগের সংগে আমরা যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছি এবং যারা বিরোধী সদস্য আছেন, উভয় তরফের সদস্যরাই কৃষকদের সামিল, সুতরাং তাদের এই দুরবস্থার সময় আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারিনা, সেই জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই আলোচনা এই হাউসে রেখেছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : –মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটা আনা হয়েছে, সেই সম্পর্কে দ্বিমত নেই। যে অভূতপূর্ব খরা, আমাদের এই অঞ্চল জুড়ে, পশ্চিমবঙ্গেও আমি দেখেছি এবং ত্রিপুরায়ও আজকে চলছে। প্রায় আট মাস এইরকম খরা আর কখনও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই যার ফলে আউস এবং আমন, জুম এই তিনটি ফসল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফসল যে শুধু ধান তা নয়, পাট, চা, শব্জী সমস্ত প্রডাকশান আজকে ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ২৫ বছর পরেও আল্লা পানি দে এই যে চিৎকার করতে হচ্ছে আকাশের দিকে তাকিয়ে, এটা সমস্ত দেশের মানুষের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। পৃথিবীর কোন দেশে এইরকম আছে কি না আমি জানিনা। তার মধ্যে আমাদের এলাকা ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশী প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং সেইজন্য আজকে আমরা এত অসহায় অনুভব করছি যে কিছু করার আছে কি না খুঁজে পাচ্ছিনা। মন্ত্রী মহাশয়রা যে কিছু করছেন না, তাঁদের দলের পক্ষ থেকে যিনি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এনেছেন, তাঁদের ভাষায়ই একথা প্রকাশ পেয়েছে। এই অবস্থাতে মাননীয় সদস্য ব্যানার্জীর সংগে একমত। টেষ্ট রিলিফ, এটাই একমাত্র সমাধান নয়, টেষ্ট রিলিফ কিছু মাত্র সমাধান এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কৃষিতে ব্যাপক অংশের মানুষ এই সময়েতে ব্যস্ত থাকে, ধান যদি মাঠে না হয়, জমি তৈরী করা না যায়, তাহলে জমিতে যারা মুনি দিতেন তারা কি করবে? এই অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে বিরাট সংখ্যক মানুষ বেকার হয়ে গেছে। গ্রামের গরীব মানুষ যারা ক্ষেত খামার করে খায়, তাদের একদিন যদি কাজ না থাকে, তাহলে তাদের একদিন উপোস থাকতে হয়, সেইদিক থেকে আমি দেখছি যে যে সমস্ত টেষ্ট রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছিল, সেইগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি গতকাল চিঠি পেয়েছি, খোয়াই যে সমস্ত টেষ্ট রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছিল, সেখানকার এস, ডি. ও বলেছেন যে আমাদের টাকা শেষ হয়ে গেছে, কাজ দিতে পারিনা। অথচ খোয়াই আসারামবাড়ী যখন ভাল বৃষ্টি হয়, তখনও ভাল ফসল হয় না, ইরিগেশন ফেসিলিটি নেই বললেই চলে। হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক বিভিন্ন কলোনীতে বাস করে, যারা মুনিগিরি করে খায়, তারা যদি টেষ্ট রিলিফের কাজ না পায়, বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তারা মরে যাবে।

শুধু খোয়াই নয়, আমি রিপোর্ট পেয়েছি মানিকপুর ষ্টারভেশন আরম্ভ হয়ে গেছে, তার রিপোর্টও আমি পেয়েছি। শ্রী ব্যানার্জী যে কনষ্টিটিউয়েন্সী থেকে এসেছেন, সাবরুম সেখান থেকেও রিপোর্ট পেয়েছি ষ্টারভেশন ডেথ হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমি জানি না কি কারণে সেটা বাতিল হয়েছে, কারণ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাকে তার কারণ জানান নি। এই ভাবে আজকে মৃত্যু হচ্ছে,এটা সরকারের অপদার্থতা,তাঁরা আজকে ভেবে কুল পাচ্ছেননা, অথচ তাঁরা এখানে বলছেন যে অনেক কিছু করবেন এবং করছেন,কিন্তু ত্রিপুরার খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা দুই চার লক্ষ টাকার টেষ্ট রিলিফের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে মোকাবিলা করতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অম্পি থেকে চিঠি পেয়েছি মাননীয় সদস্য যিনি প্রস্তাবক তিনি বলেছেন যে কি ভয়াবহ অবস্থা সেখানে, টেষ্ট রিলিফ সেন্টার সেখানে খোলা হয়নি। আমি এখানে কি কি লীগ্যাল ষ্টেপ সরকার পক্ষ থেকে এখনই নেওয়া দরকার সেগুলি একটা করে বলে যাব এক নম্বর—ব্যাপক কাজ চালু রাখা দরকার। যাতে করে অল্প জমি যাদের আছে, বা জমি নেই বা যাদের ফসল মারা গেছে, যারা জুম করেন, তাদের জন্য ব্যাপক টেষ্ট রিলিফ সেন্টার খোলা দরকার। এবং সেগুলি চালু রাখতে হবে, একথার অর্থ এই নয় যে ১৫ দিন বা মাস পরে এগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সাবসিডাইজড রেটে চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় পশ্চিম বঙ্গে এটা দেওয়া হয়, দশ টাকা দরে তারা চাউল দিয়েছে, সাবসিডাইজড রেশন থেকে চাউল দেওয়া হবে এবং সেই চাউল টেষ্ট রিলিফ সেন্টারে দেওয়া হবে কারণ আমরা জানি টেষ্ট রিলিফ মানে কি ? টেষ্ট রিলিফ মানে হচ্ছে টেষ্ট করে দেখবে যে সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ আছে কি না। ব্রিটিশ আমলে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, স্কেয়ারসিটি এরীয়া প্রমান করার জন্য টেষ্ট রিলিফ সেন্টার খোলা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার বোকারোতে টেষ্ট রিলিফের কাজে বার আনা মজুরীতে [illegible] বার আনা মজুরীতে যখন কাজ করতে আসে তখন বুঝতে হবে সেখানে কি অবস্থা। খোয়াই আমরা দেখেছি যে টেষ্ট রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছে কংগ্রেসের পেটুয়া লোক দিয়ে সেটাকে চালু রাখার চেষ্টা করছেন। হাজার হাজার লোক, ছেলে, মেয়ে সেখানে কাজ নিতে এসে কাজ পাচ্ছে না। ছোট ছোট ছেলে, মেয়ে স্কুল ছেড়ে সেই সমস্ত কাজ করতে এগিয়ে আসছেন, মেয়েরা ১ ১২ আনা পাচ্ছে আর ছেলেরা ২ টাকা করে পায়, এই টাকার জন্য হাজার হাজার মানুষ আজকে ভিড় করছে। আর এখানে কংগ্রেস সরকার ভাওতাবাজী দিচ্ছেন সমাজতন্ত্রের। এটা রাশিয়ার চেহারা নয়, এটা চীনের চেহারা নয়, এটা ত্রিপুরার চেহারা, ২৫ বছর রাজত্বের চেহারা, কথায় কথায় যারা সমাজতন্ত্রের বুলি বলেন, তাদের লজ্জা করছেনা আজকে গ্রামে গ্রামে মানুষ অনাহারে মরছে, তাদের সামনে আজকে এই চেহারা তুলে ধরছি। আজকে হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে না, কিন্তু বৃষ্টি হবেনা এমন কথা নয়, কিন্তু বৃষ্টি যখন হবে তখন সীডস কোথায় পাবে ? সীডস হয়তো তারা খেয়ে ফেলেছে বা জলে গেছে। কাজেই তাদের আবার সীডস দিতে হবে, সেই সীডস এখন থেকে জোগাড় করতে হবে, বাইরে থেকে যদি আনতে হয়, তাহলে সেটা এখনই আনতে হবে, সীডস ষ্টক করতে হবে, গ্রামে সময়মত পৌঁছে দিতে হবে,

গ্রেচুইটাস রিলিফ দরকার সেটা দিতে হবে। কিন্তু আমি জানি খরায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা এইগুলি নয়। জল দেওয়ার ব্যবস্থা কি হতে পারে? মাননীয় সদস্যরা জানেন মাটির নীচে আমাদের এত জল আছে যে অল্প পরিশ্রমে আমরা কৃষককে তা দিতে পারি। খোয়াইর ব্যপক এলাকা গ্রাউণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই দিতে পারে। আমি পি, ডবল্যু, ডি'র ইঞ্জিনীয়ারের সংগে আলোচনা করে দেখেছি যদি পাইপ আনানো যায়, তাহলে তা দিয়ে তিন চার শত একর জমিতে মাটীর নীচ থেকে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংস্থা আছে, গ্রাউণ্ড ওয়াটার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য, আমি জানতে চাই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ডাকা হয়েছিল কিনা আমি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের রিপোর্টে দেখলাম ত্রিপুরায় তারা এসেছিলেন, কিন্তু কি রিপোর্ট দিয়েছেন, কোথায় তারা গিয়েছেন, কোন জায়গায় তারা গিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন, তাহলে কোথায় কোথায় গ্রাউণ্ড ওয়াটার পাওয়া যায় রিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা আমি জানতে চাই। আমি যতটুকু জানি খোয়াই বিরাট এলাকা জুড়ে, সদরে বহু এলাকায়, চড়িলাম, কম্পি, সোনামুড়া বিরাট এলাকায়, এবং বিলোনিয়ার কোন কোন এলাকায় এই গ্রাউণ্ড ওয়াটার পাওয়া যায় যেগুলি থেকে ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা করা যায়, কাজেই সেই ব্যবস্থা করা হউক (রেড লাইট)...

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর পাচ মিনিট সময় দিতে হবে।

ডিপ টিউব ওয়েল বসিয়ে ইরিগেশনের ব্যবস্থা করা যায়। দুইশ' টাকা পাঁচ শ' টাকা হাজার টাকা তিন হাজার টাকার ছড়ার বাঁধ আমরা দিয়েছি। কিন্তু এক বছরের জন্য যদি সামান্যতম জলও তারা পায় তাহলে তার প্রয়োজন আছে। একটা হচ্ছে বাঁধ দেওয়ার সময়ে যারা কাজ করে মজুরী পান তাদের সুবিধা, আর একটা হচ্ছে তারা জল পায়। অন্ততঃ এক বছরের জন্য তারা জল পেতে পারেন। কাজেই এই বাধগুলি দুটো কাজ করে। কাজেই আমরা এই রকম ছোট ছোট বাধ দেখতে চাই এবং আমরা শুনেছি পি, ডবলিউ ডি, এর কাছে যে আমাদের মোবাইল ইউনিট আছে। মোবাইল ইউনিট কি জন্য। পাম্পিং সেট বসিয়ে তারা জল দেবে। সেগুলি কোথায় কোথায় আছে। আমি শুনেছি গোমতীতে চলছে, অমরপুরে আছে আমি জানতে চাই অমরপুরে কতটুকু জল দিয়েছে এবং সেটা অমরপুরে কেন শুধু থাকবে? উদয়পুরে কেন থাকবে না। শুধু একটা মোবাইল ইউনিট কেন? এরকম অনেকগুলি মোবাইল ইউনিট কেন করা হচ্ছে না যাতে করে গোমতীর সমস্ত এলাকায় অমরপুর, উদয়পুর, সোনামুড়া, সমস্ত গোমতীর এলাকা জুড়ে মোবাইল ইউনিট জল দিতে পারে? সেখানে তো জলের কোন অভাব নাই। কাজেই এই যে ব্যাপক আকারে সেচের ব্যবস্থা যদি এখনও যুদ্ধকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া যায়, সমগ্র ইঞ্জিনীয়ারীং ডিপার্টমেন্টকে যদি এই কাজে লাগানো যায়, খরার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ চালাচ্ছি' এই মনোভাব নিয়ে তাহলে পরে আমরা জল দিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে আমাদের কতগুলি ইউনিট আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শম্ভুছড়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ

করে একটা ইউনিট করা হয়েছে, পাম্পিং সেট করা হয়েছে। আমি গিয়ে শুনলাম যে সেই সেটটা ফাইভ হর্স পাওয়ারের। কাজেই এটা চালু করে কোন ফল হচ্ছে না। কেন ফাইভ হর্স পাওয়ার? ইরিগেশন চ্যানেল্স করতে কতক্ষণ লাগে? এটা একটা অপদার্থতা, চরম অপদার্থতা। আমার একটা ইউনিট প্রয়োজন, আমি ২৫ হাজার টাকা খরচ করে এখানে করেছি, বগাফাতে করেছি, করেছি চম্পকনগরে। আমি জানি কুলাইতে একটা করা হচ্ছে। সেখানে বিদ্যুত রয়েছে। সেই বিদ্যুত ব্যবহার করা যায় সেই ইউনিটগুলিতে। কিন্তু তা করছে না। কাজেই এই সরকার যদি শুধু জ্ঞান বিতরণ করেন তাহলে সমাজতন্ত্র সম্ভব হবে না, খরার হাত থেকে মানুষ বাঁচতে পারবে না। সমাজতান্ত্রিক জ্ঞান বিতরণ চাই না। আমরা চাই কৃষক বাঁচুক, ২৫ বছর শাসনের পর এখনো দুর্ভিক্ষ, খরায় মরে যাবে আর আমরা একবারে নিষ্ক্রীয় দর্শক হিসাবে বসে থাকব এই অবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের যেতে হবে। আমরা দেখেছি সমস্ত জায়গায় জায়গায় বি, ডি, ও, অফিস ঘেরাও করেছিল, সেচের জন্য তারা দরবার করেছে, দরখাস্ত করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব সেই সমস্ত দরখাস্তগুলি পড়ে দেখুন কোথায় কোথায় তারা কাজ চেয়েছে, কোথায় কোথায় তারা ছড়ায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা চেয়েছে, কোথায় কোথার তারা পাম্পিং সেট চেয়েছে এবং আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন সেগুলি বি, ডি, ও, অফিস থেকে দেন এবং দরখাস্তগুলির ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং সেই ব্যাপারে তাঁরা আমাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাবেন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কালীবাবু খরা পরিস্থিতির উপর যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এই প্রস্তাবটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান সময়ে এবং এলাকার খরা পরিস্থিতিকে যদি সরকার বাস্তবিকই মোকাবিলা না করেন তাহলে আমাদের আউস ফসল একবারেই মারা গেছে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং শাইলের যে সম্ভাবনা আরও কয়েক দিন যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে মানুষের জালা বা শালি বীজ বসানো সম্ভবপর হবে না। পরবর্তীকালে বসালেও কোন বিশেষ কাজে লাগবে না। কাজেই দুইটা ফসল সম্পূর্ণ মারা যাওয়ার সম্মুখীন। কাজেই এই অবস্থা যদি প্রতিরোধ করা না যায় তাহলে আগামী দিনে একটা বৃহত্তর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। কাজেই এটাকে জরুরীকালীন পরিস্থিতি হিসাবে খরার মোকাবিলা করার জন্য আমি এই সরকারকে আহ্বান করি। অবিলম্বে যাতে করা যায়, এখুনি যা করা দরকার তা হল সাড্লিং এর জন্য বীজ বসানোর জন্য জল সরবরাহ করা দরকার। সেটা ৫।৭।১০ দিনের মধ্যে যদি বিভিন্ন ব্লক ডেভলাপমেন্ট অফিসগুলিতে পাম্পিং সেট পাঠানো যায় প্রয়োজন হলে বাইরে থেকে পাম্পিং সেট আমদানী করে প্রত্যেকটা ব্লক এলাকায় পাম্পিং সেট দেওয়া দরকার যাতে অন্ততঃ পক্ষে বীজটা বসিয়ে দেওয়া যায় আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তা না হলে আমাদের আমন ফসলও বিপদের সম্মুখীন। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনুরোধ করব আজকে ষ্টেট রিলিফ বলুন আর যাই বলুন এটাকে সেচের জন্য ব্যবহার করা দরকার। ষ্টেট রিলিফের মারফতে জল সেচের ব্যবস্থা চালু করে অবিলম্বে বীজ বসানোর কাজে হস্তক্ষেপ করা দরকার এবং ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসে অবিলম্বে নির্দেশ পাঠানো দরকার। আমি গত

শনিবারে শান্তির বাজারে মিটিং করেছিলাম আমার নিজের কনষ্টিটিউয়েন্সীতে। শত শত লোক বলছে যে এক্ষুনি জলের ব্যবস্থা চাই। এই হল তাদের দাবী। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সরকার এই ব্যবস্থা জরুরীকালীন মনে করে হস্তক্ষেপ করে এবং প্রত্যেকটা ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসে পাম্পিং মেশিন যাতে থাকে সেগুলি যাতে বিভিন্ন মানুষের যারা জালা বসাতে চায় সিডলিং বসাতে চায় এবং প্রয়োজন বোধে টেস্ট রিলিফের মারফতে মজুর লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা করে যাতে অবিলম্বে সিডলিং বসানো যায় সেই ব্যবস্থা করুন। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ কয়েকদিনের মধ্যে বৃষ্টি না হয় তাহলে পরবর্তীকালে এইগুলির কোন কার্যকারিতা থাকবে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষভাবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে তারা যেন অবিলম্বে খবর দেন যে এই খরা পরিস্থিতিকে যাতে জরুরীকালীন পরিস্থিতি হিসাবে নেন এবং যারা সেচ দিতে পারছে না তাদের যাতে অবিলম্বে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় সেজন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, শ্রীযুক্ত কালীপদ ব্যানার্জী মহাশয় খরা সম্পর্কে একটা স্বল্প আলোচনা এনে যে বক্তব্য রাখার সুযোগ এনেছেন সেজন্য মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি একটা জরুরী বিষয়ের প্রতি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর। যদিও শব্দটা খরা ব্যবহার করা হয়েছে হয়ত ডিক্শনারীর অর্থে তফাৎ আছে, তবুও খরা বলতে যা বুঝা যায় একেবারে বৃষ্টি হয় নাই, ঘটনাটা তা নয়। কিছু কিছু যে বৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক। কিন্তু যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে কৃষিকার্য্যে কোন সুবিধা হয়নি। এমন কি এই বছরে সরকার যদি জায়গায় জায়গায় অনুসন্ধান করেন এবং তাদের যারা অভিজ্ঞ লোক আছেন এক্ষুনি তাদের সেটা করা উচিত এবং যদি সেইরকম ম্যাপ থাকে তাদের তাহলে সেই জিনিষটা চোখে পড়বে। যদিও বৃষ্টি কিছু হয়েছে তথাপি কৃষির পক্ষে পরিস্থিতি ইম্প্রুভ করে নি। আমি কয়েকটা জায়গায় সংবাদ জানি যে সাধারণতঃ বৃষ্টি হলে জলের লেভেল বাড়ে। কিন্তু এমন কি কুয়োর যে লেভেল সেটা পর্য্যন্ত বাড়ে নি। তাতেই বুঝা যায় যে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। কাজেই যারা আউশ ফসল করেছেন, আমি বিশেষ করে শহরের আশে পাশের অংশগুলি বলতে পারি, যোগেন্দ্রনগরে ইত্যাদি অঞ্চলের মাঠে বা ইন্দ্রনগর ইত্যাদি যে জায়গা আছে, প্রত্যেকটা জায়গার মাঝে যারা টিলার উপর আউস করেছে সেই সমস্ত আউশ বহু আগে একবার জল হওয়ায় কিছুটা আউশ তারা লাগিয়েছিল কিন্তু সেই আউশের বীজ আবার শুকিয়ে যাচ্ছে জল না হওয়ার জন্য। আর তাছাড়া আমন যারা করছেন তারাও বীজের চারা করতে পারছেন না জলের অভাবে। কাজেই সরকার এই অবস্থার মধ্যে পরিকল্পনা করে কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। এখন পর্যন্ত কি করেছেন, সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন, সেটা হচ্ছে একটা বৃহত্তর ব্যাপার, এই স্বল্প আলোচনার মধ্যে আমি আর সেই বৃহত্তরের দিকে

যেতে চাই না। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা মোকাবিলা করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অনেক অঞ্চলে বাজ ধান ফেলা হয়েছে বটে কিন্তু সেগুলি এখন বৃষ্টির অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক্ষুনি ইলেক্ট্রিক পাম্প করলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হবে না, তবুও সরকারের এটা দেখা উচিত, এই সময়ের মধ্যে পাম্প আনা যাবে না যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ টাকা বাজেটের মধ্যে নেই এবং এখন যে টাইমটা, এটা হচ্ছে বছরের শেষ। তাই প্রত্যেক ব্লকে যে কিছু কিছু পাম্প আছে, সেগুলি যদি ফিফ্‌টি পার্সেন্ট সাবসিডি বেসিসে কৃষকদের দেওয়া হয়, যারা নিতে চায়, এই ধরনের যখনই কৃষকেরা চায়, তখন সেখানে তারা কিছু কাজ করতে পারে। আমি শুনেছি যে সরকার সেগুলি ফিফ্‌টি পার্সেন্ট সাবসিডি দিয়ে কৃষকদের দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং এটা যদি এক্ষুনি করা যায়, তাহলে সেখানে একটা ষ্টেণ্ডবাই ব্যবস্থা হতে পারে। আমাদের ত্রিপুরার যে কৃষি ব্যবস্থা, এটা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এখন পর্য্যন্ত সরকার কৃষকদের জল সেচের কোন ব্যবস্থা করতে পারে নি, যদি বৃষ্টি হয় তো ভাল, আর তা নাহলে কৃষদের কৃষির ব্যাপারে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয় অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কাজেই এই সময়ের মধ্যে হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা নয়, এক্‌জিষ্টিং যেগুলি আছে সেগুলি যাতে কার্যকরী করা যায়, সেজন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার। আমি নিজে যে সব অঞ্চলে গিয়েছি, তারা আমাকে বলেছে যে এখনও যে সময় আছে, তার মধ্যে যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে তারা কৃষি কাজ করতে পারবে কিন্তু এই সময় পার হয়ে যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে তারা আর সেটা করতে পারবে না। কাজেই বিষয়টা ছোট হলেও অত্যন্ত গুরুতর। কাজেই সরকারের বাজেটে যে টাকা আছে সেটা দিয়ে পাম্প ইত্যাদি কিনে তাদের যে আশু প্রয়োজন সেটা আগেই মিটানো দরকার এবং তাতে করে কৃষকেরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবেন। তারপর ছোট ছোট কৃষকদের মধ্যে যে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এই সমস্যা সমাধানে আমরা যদি কিছু কিছু অঞ্চলে ষ্টেট রিলিফের কাজ করাই, সাধারণভাবে যে অঞ্চলে কাজ হবে তার জন্য একটা প্লেন করে এবং প্লেন মত যাতে কাজ হতে পারে, তাহলে একটা কিছু সুবিধা হতে পারে। আমি এখানে বলব এই বিষয়ে দুই দিকের কিছু কিছু দোষ বা ত্রুটি আছে কারণ অনেকে মনে করে এটা সরকারী ষ্টেট রিলিফ কাজেই আমাদের হাজিরা দিলেই হল এবং কেউ কেউ যে হাজিরা দিয়েই পাওনা পাচ্ছে না, তা নয়। এজন্য কিছু কিছু অভিযোগ আছে। কাজেই এটার মধ্যেও যাতে সীষ্টিমেটিক ওয়েতে যে কাজ করার কথা, সেটার যাতে ফিফ্‌টি পার্সেন্ট হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে তাহলে এই সব ক্ষেত্রেও আমরা কিছুটা কাজ হয়েছে বলে দেখতে পাব তাছাড়া আদিবাসী অঞ্চলে যে একটা দাদন ঋণ দেওয়া হয়, যেটা নাকি আদিবাসীদের আর ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে আমার সাজেশান হচ্ছে যে আদিবাসী উপর আর ঋণের বোঝা না চাপিয়ে সেই দাদন ঋণের পরিবর্তে গ্রেসিয়াস রিলিফ দেওয়া যায় কিনা সেটা ভেবে দেখার দরকার এবং তা করে তাদের কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যায়, সেদিকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। আজকে যে ভাবে দাদন তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, সেটা বছরের পর বছর কেবল জমছে, কিন্তু তার আর সেটা ফেরত দিতে পারছে না। কাজেই সেই সব অঞ্চলে গ্রেসিয়াস রিলিফের টাকা দিয়ে এবং

সেই টাকা যাতে কৃষিতে বায়িত হয় তার জন্য প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ভি, এল,, ডব্লিও যারা আছেন তাদের নিয়োগ করার দরকার আছে। ভবিষ্যতে কি হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের বেশ কিছু এগ্রি, বি, এস, সি আছে যারা চাকুরীর জন্য ঘোরাফেরা করছে তাদের পুরা সময়ের কাজ দিতে না পারলেও অন্ততঃ কণ্টিজেন্সী হিসাবে তাদের যে সার্ভিসটা, সেটা ব্লকের মধ্যে রাখা উচিত। কারণ এই যে খরা পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির মধ্যে কে কি রকম অংশ নিতে পারে, তারও একটা পরীক্ষা আমরা এর মধ্যে নিয়ে পেয়ে যাব অর্থাত সরকার এর সামনে এই যে যুবকেরা চাকুরীর জন্য ঘুরেছে, তাতে তাদের কাজেরও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। কাজেই এই সমস্ত যুবকেরা যদি টেম্পোরারী বেসিসে একটা এমপ্লয়মেন্ট পায়, তাহলে তাদের বেকারত্বের যে দুর্ভোগ, সেটারও একটা আশু সমাধান হবে আমার বিশ্বাস। কাজেই বর্তমান সময়ে স্বল্প বৃষ্টির জন্য যে একটা বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এই পরিস্থিতির দরুন প্রত্যেকের মনের মধ্যে যে একটা বিশেষ সাড়া দিয়েছে, ভবিষ্যতে যদি একটা কেলামিটি হয়, তার মোকাবিলা করার জন্য এখন থেকে আমাদের পুর্ণ সজাগ থাকার দরকার বলে আমি মনে করি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কালিপদ বানার্জি মহাশয় খরা সম্পর্কে এখানে যে আলোচনার সুত্রপাত করেছেন, সেজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্য, বাদ জানাই এই জন্য যে তিনি এই আলোচনার সুত্রপাত করে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের জন্য তাঁর দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ভাগ কৃষক এই যে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার কবলে প'ড় হাহাকারে পড়েছে। এই যে খরা চলছে, যেটা নাকি দীর্ঘদিন যাবত চলছে, এই ধরনের খরা আমি গত ৫০ বছরের মধ্যেও কোনদিন দেখতে পাই নি। এবারের খরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে চলছে এবং তাতে করে কৃষকের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে; জুমিয়াদের জুমের ফসল নষ্ট হয়েছে এবং সব্জি নস্ট হয়েছে। এর মোকাবিলা করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টায় কতটুকু এবং সরকারের প্রচেষ্টায় তারা কতদূর পর্য্যন্ত স্টেট রিলিফ দিতে পারবেন তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি বিগত বছরে বাংলাদেশ থেকে কত লোক এই ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং তারা প্রায় ১০ মাস যাবত এখানে ছিল। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য সরকার তার অন্যান্য সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে সমস্ত প্রসাশনকে ব্যবহার করেছিল এই সমস্যার সমাধান করবার জন্য। তাই আজকের দিনেও সেই রকম রকম জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে, যেখানে নাকি শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক এই ভয়াবহ খরার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে' তাদের সেই খরার থেকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। আজকে যদি আমাদের কৃষকেরা না বাঁচে, তাদের ফসল যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য হয়ে উঠবে। আমরা দেখেছি যে পি ডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে, তাদের হাসপাতাল করতে হয়, স্কুল, অফিস বিল্ডিং ইত্যাদি করতে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় আমি মনে করি পি, ডব্লিউ ডির, যে প্রতিটি ডিভিশান আছে, সেগুলিতে যে সব ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা যদি আজকে সবাই মিলে মাঠে নামে এবং যে সমস্ত জায়গায় জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়, নদীতে বাধ দিয়ে, ছড়াতে বাধ দিয়ে এবং লিফট ইরিগেশনের

ব্যবস্থা করে, একটু আগে আমাদের মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু যেটা উল্লেখ করেছেন যে কুলাই-তে লিফট ইরিগেশন স্কীম বন্ধ আছে, সেখানে ইলেকট্রিসিটি আছে প্রায় দুই মাইল দূরে, অথচ সেই কুলাইর কৃষকরা জল পায় না। তারপর আমার কনষ্টিটিউন্সীতে আমি দেখেছি যে সেখানে লিফট ইরিগেশনের ব্যবস্থা আছে' অথচ কৃষকেরা তাদের জমিতে জল পায় না।

কমলপুরে অনেক ছড়ার উপর বান্ধ আছে এবং সমগ্র ত্রিপুরাতে অনেক বান্ধ আছে যেগুলি মেরামত করলে জল কৃষকেরা পেতে পারে। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যাতে পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট নেহাত জরুরী কাজগুলি ছাড়া—যেমন হাসপাতাল, পুলের কাজ ছাড়া বাদ বাকী সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে সমস্ত ষ্টাফকে জলসেচের কাজে নিয়োগ করেন। আমি আরও একটি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবুও বলেছেন সরকার পাম্প মেসিন আনার চিন্তা করছেন। আমি বলব মন্ত্রীরা নিজেরা যান এবং খোঁজ করে নিয়ে আসুন পাম্প মেসিন এবং ভি, এল, ডাবলিওদের এগ্রিকালচার ডিপার্ট-মেন্টের সমস্ত ষ্টাফকে মাঠে নামতে বাধ্য করুন। কৃষকরা যাতে জল পায় অন্ততঃ আমন ফসল যাতে নষ্ট না হয় যদি আমন ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমংচাবই মগ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ তারা তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিধান সভায় আজকে এসেছেন। তারা এডুকে-শান মিনিষ্টার অথবা চিফ মিনিষ্টারের সংগে দেখা করতে চান এবং এই ব্যাপারে তারা আগেই চিঠি দিয়েছেন। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন তাদের সংগে দেখা করেন এবং তাদের যে দাবী নিয়ে আলোচনা করতে চান তাদের সংগে যেন আলোচনা করেন (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনিও এক কালে টিচার ছিলেন কাজেই টিচারদের সমস্যাটা আপনি নিশ্চয়ই ভাল বুঝতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বেড়িয়েছেন তিনি হাউসে নেই, সম্ভবত তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন।

শ্রীমংচাবই মগ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, খরা প্রকোপ সম্পর্কে আমাদের হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে আমি তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। আমি যখন এই বিধান সভায় আসছিলাম তখন ১৮ মুড়ায় জুমগুলি দেখেছিলাম এবং দেখেছিলাম সেগুলি সবুজ ছিল কিন্তু গত শনিবার যখন আমি আমার বাড়ীতে গিয়েছিলাম তখন দেখলাম সেগুলি আর সবুজ নাই সেগুলি যেন পুড়ে গেছে ঠিক এমনই অবস্থা হয়েছে সেই ফসলগুলির। তাই এই যে জুমিয়ারা তাদের যে কি অবস্থা হবে এই জুম ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি আজ ৪০ বছর ত্রিপুরাতে আছি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই রকম খরা আর দেখি নাই। তাই আজকে স্বাধীনতার পরেও জনসাধারণ এই খরার জন্য কষ্ট পাবে এটা আমি ভাবতে পারি না তাই এই ব্যাপারে সরকার সর্বদাই সচেতন আমি থাকবেন আশা রাখি। আমি আর একটি ব্যাপারে অনুরোধ রাখব যদি ত্রিপুরা সরকার এই খরা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে না পারেন

তাহলে আমি অনুরোধ করব এই ব্যাপারে যেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়া হয় এই পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হয়। আমার এলাকাতে বড বড় মাঠ আছে। সেই সব মাঠের মধ্যে যদি উপযুক্ত জল সেঁচের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে গরীব কৃষকেরা এই খরা পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতেপারে। আমি আর একটি কথা না বলে পারছি না গণ্ডাছড়া এলাকাতে ছড়ার বান্ধগুলি কেটে মাছধরা আরম্ভ হয় এবং মাছধরা বন্ধ হয়ে গেলে ঐসব বান্ধ আবার বন্ধ করেদেওয়া হয়।

কাজেই দুঃখের বিষয়, আরও বিশেষ করে একটা কথা আমি বলতে চাই নাগিছড়াতে, গণ্ডাছড়াতে যে লুঙ্গা জমিগুলি আছে, সেখানে ছোট ছোট বাঁধ আছে, আমি না বলে পারিনা, আমাদের উপজাতিরা বিরোধী দলের সমর্থক, কিছু লোকের ধান কাটার পর যখন কোন কাজ থাকেনা, তখন তাদের মধ্যে একটা মাছ ধরার হিড়িক পড়ে, যখন মাছ ধরা আরম্ভ হয়, নালা যখন বন্ধ করে দেয় সেই মাছ ধরার জন্য এবং সেখানে মাছ ধরে, সেই কারণেই সেইসব বাঁধ টিকেনা, বর্ষায় শত শত বাঁধ ভেঙ্গে যায়। নাগিছড়াতে, গণ্ডাছড়াতে সেই বাঁধগুলি নষ্ট হয়ে যায়, এবং তারা যখন তিন ফসল ফলাতে চায়, তারা তখন জলের অভাবে পারে না। কাজেই সারা ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের এখানে জাতি, ধর্ম্ম নির্বিশেষে এই রিলিফ কমিটি গঠন করে এই খরা জনিত দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য সরকার এগিয়ে আসবেন, এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে যে খরা সম্পর্কে স্বল্প-কালীন আলোচনার জন্য প্রস্তাব এসেছে, তারজন্য প্রস্তাবককে আমি ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় খরার ফলে জুমের ধান থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জমির ধান সমস্ত পুড়ে গেছে, এই ত্রিপুরা কৃষি প্রধান এলাকায় যে ধান আমরা ক্ষেতে পাব, সেই ধান ঠিক যে সময়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এমন সময় আষাঢ় মাসের খরার দরুণ যদি মারা যায়, তাহা হইলে আমরা যে ঐ ধান থেকে ভাত খেয়ে বাঁচব ত্রিপুরা রাজ্যে তেমন আশা আমি দেখিনা। ডম্বুরনগর আওতার মধ্যে এই খরা পরিস্থিতির ফলে সমস্ত নাবাবাদের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য জন্য কোন কিছু কাজ তারা পাচ্ছেনা, নিজের জমিব কাজ করা তাদের পক্ষে সুবিধা হচ্ছেনা, কারণ ধান মারা গেছে, সেইজন্য কোন কাজ পায়না, যারা দু বেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে থাকত, তারাও মাসে দুই চারটি মুনি নিয়ে কাজ করত, কিন্তু তারাও আজ মুনি কাজে নিতে পারছে না। মানুষ না খেয়ে মরছে। ডম্বুরনগরে দুইজন লোক মারা গেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু ফসল নষ্ট হয়েছে তা নয়, যে সমস্ত রিংওয়েল পাহাড়ী অঞ্চলে আছে, বাজার এরীয়ার মধ্যে, সেই রিংওয়েলের জল শুকিয়ে গেছে, পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে, টিউবওয়েল থেকেও জল পায়না। বলংবাসা বাজারে যেদিন বাজার চলে, ঐদিন মানুষ বাজারে যান, তখন দেখবেন জলের এত অভাব যে জলের জন্য হা হা করছে, তিন চার মাইল দূরে গিয়ে মানুষের বাড়ীতে ঢুকে, নিজের জিনিষ ক্রয়, বিক্রয় বন্ধ রেখে জল খেয়ে আসে, এই অবস্থা চলছে। আমাদের মানুষের জীবন রক্ষার জন্য আছে একমাত্র জল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি পানীয় জল সম্পর্কে বলছেন, আপনি খরা সম্পর্কে বলুন

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—খরার জন্য পানীয় জলের স্কেয়ারসিটিওতো হতে পারে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরার জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই জন্য আমি একটা কথা বলছি। আকাশের বৃষ্টির জল না পাওয়ায়, দেশে খরা বাড়ছে, তার কারণে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে মানুষের দুর্ভোগ ভোগতে হচ্ছে, শুধু দুর্ভোগ নয়, মানুষ না খেয়ে মরছে, সেইজন্য আমি ও কথাটা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে রাইমাশর্ম্মা শুধু নয়,সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে খরা পরিস্থিতি আমরা দেখি সেই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের সরকারী যে নীতি, এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখছি, আমার মনে হয়, তাঁরা মানুষের প্রতি নির্মম ব্যবহার করছে। আমার মনে হয়, এখানে যে সরকারের কর্ত্তব্য আছে, যে যেখানে যখন যে অবস্থার উদ্ভব হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ তা মোকাবিলা করতে হবে, তাঁদের যারা ভোট দিয়ে আইনসভায় পাঠিয়েছে, তাঁদের বাঁচানোর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে খরার ফলে ফসল নষ্ট হচ্ছে, তা যদি তাঁরা রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে তাঁরা কর্ত্তব্যচ্যুত হবেন বলে আমি মনে করি, কিন্তু সেইদিকে তাঁরা লক্ষ্য রাখছেন না। ডম্বুরনগর ফসল রক্ষা করতে যে পারেননি সেটা কি কর্ত্তব্য লংঘন করা হয় নি। ডম্বুর-নগর ব্লক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ট্রাইবেল ব্লকগুলি দেখুন, আজকে খরা কোথায় মোকাবিলা করা হচ্ছে, কোথায় টেষ্ট রিলিফ রীতিমত দেওয়া হচ্ছে, কোথায় ত্রিপুরার মানুষের এই সমস্যা তা সমাধান করার জন্য, খরা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য এক হাউসে যে কৃষি মন্ত্রী টেষ্ট রিলিফের কথা বলেছেন…

শ্রীমংচবই মগ :—খরা পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে তিনি টেষ্ট রিলিফের কথা বলছেন…

মিঃ স্পীকার—তিনি এখন খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে বলছেন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই আমাদের কৃষিমন্ত্রীকে আজকে এই খরা সম্পর্কিত যে আলোচনা, সেই আলোচনা আরও আগে আসা উচিত ছিল। আজকে অনেকদিন বাজেট অধিবেশন এখানে চলছে (রেড লাইট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও দুই মিনিট সময় দিতে হবে।

আমি একটা কথা শুনলাম কৃষি মন্ত্রীর মুখে, যে খরা মোকাবিলার জন্য কৃষি মন্ত্রী দায়ী নয়, কিন্তু আমি বলতে চাই, কৃষি মন্ত্রী নিশ্চয়ই দায়ী আছেন। সরকারী বেঞ্চে যাঁরা আছেন, সকলেই দায়ী। ভারতবর্ষ আজকে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলছে, খুব প্রগতিশীলতা হয়েছে, উনারা কথায় কথায় আজকে ২৫ বছর ধরে বলছেন, ইন্দিরা গান্ধীর গরীবি হটাও শ্লোগানকে বিশ্বাস করে…

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে বলুন। আপনি অন্য কথা বলছেন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— আমি খরা পরিস্থিতি সম্পর্কেই বলছি স্যার, এই খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে যে এই সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আমি বলছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আরও কিছু বলতে পারতাম, তবে আমার সময় অনেক নষ্ট হয়েছে, আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আরও অনেক সদস্য আছেন, যারা এই সম্পর্কে বলতে চায়। শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :— মাননীয় স্পীকার, স্যার এই হাউসে যে শর্ট ডিসকাশানের জন্য নোটিশ এসেছে, তার উপর আলোচনা হচ্ছে ত্রিপুরার খরা সম্পর্কিত, এর উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে ত্রিপুরাতে যে খরা চলছে, স্মরণীয় কালের মধ্যে এইরকম দুই ফসল এফেক্ট করে দীর্ঘস্থায়ী খরা আমি দেখেছি বলে আমার মনে পড়েনা। এই খরার ফলে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে যে কি ফিউচার ইমপেক্ট দেখা দিয়েছে এবং তার ভয়াবহতা কতখানি, এটা আমাদের হাউসে বিভিন্ন সদস্যের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ত্রিপুরার অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি বেস্, কৃষির উপর এখানকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যদি কৃষি ফেল্ পড়ে যায়, তাহলে তার সংগে জড়িয়ে পড়বে যারা ব্যবসায়ী, যারা দোকানদার, যারা উকিল, অর্থাৎ ত্রিপুরা সব শ্রেণীর লোক। ত্রিপুরার আউস এবং আমন এই দুই ফসলই খরায় এফেকটেড হয়েছে, যার ফলে ফিউচারে ত্রিপুরাতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে, তার ফলে ভবিষ্যতে ত্রিপুরা বিপদগ্রস্ত হবে। তাই আমি মনে করি এটা শুধু কৃষি সমস্যাই নয়, এটা শুধু কৃষি ডিপার্টমেন্টের একক ব্যাপার নয়। এই ব্যাপারটা সমস্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের, আর এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য আমি মনে করি শুধু এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের একক চেষ্টায় এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবেনা, সমস্তগুলি ডিপার্টমেন্টকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সকল ডিপার্টমেন্ট কো-অরডিনেটলি এই সমস্যার মোকাবিলা কি করে করা যায়, তার জন্য একটা সামগ্রিক প্ল্যান এবং প্রগ্রাম নিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি এখানে আলোচনা হয়েছে সমগ্র অঞ্চলের কৃষিই যে মারা যাবে তা নয়, আমাদের বিরাট পাহাড় অঞ্চলে যে জুম হত, জুমের উপর নির্ভরশীল যে অসংখ্য আদিবাসী পরিবার এর জুম যাদের সারা বছরের একটা ফসল এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে আমি জানি বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা থাকে, ফলে অধিকাংশ জুমিয়া পরিবার জুম চাষ করতে পারে নি যাও তারা চাষ করেছে সরকার থেকে সাহায্য নিয়ে, কিছু দাদন নিয়ে তাও খরার জন্য নষ্ট হতে চলেছে। এই অবস্থায় পাহাড় অঞ্চলে যারা জুমিয়া পরিবার, জুম নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তারা বিপদগ্রস্ত হবে বলে আমি আশঙ্কা প্রকাশ করছি এবং সমস্ত জুমিয়া পরিবার এই সরকারের গলগ্রহ হবে ভবিষ্যতের জন্য এবং এর ভয়াবহতা আমরা দেখব আশ্বিন কার্তিক মাসে। আমি জানি যে মে, জুন, জুলাই, এই তিনটি লীন সীজন ত্রিপুরায়। এই পিরিয়ডে আমাদের অসংখ্য জুমিয়াকে টেষ্ট রিলিফ, দাদন দিয়ে রক্ষা করতে হয়।

ভূমিহীন কৃষক যারা, রিফিউজী যারা কলোনীতে বসবাস করে তাদের আমাদের টেস্ট রিলিফ, খয়রাতি দাদন, এই লীন পিরিয়ডে দিতে হয়। আমরা দেখেছি জুলাই মাসের মাঝামাঝি আমরা কাজ বন্ধ করে দিই। কারণটা কি? কারণ তখন আউস ফসলটা উঠে। আমন ফসল লাগাবার সময় হয়। যাদের কাজ কর্ম ছিল না তারা তখন আউস ফসল উঠানো এবং আমন ফসল লাগানোর কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু এবার যেমন হবে না আউশ, তেমনি আমন ফসলও লাগাতে পারছে না ফলে তাদের জন্য দীর্ঘদিনের জন্য টেষ্ট রিলিফ চালিয়ে যেতে হবে। আর আমরা জানি যে সমস্ত জুমিয়াকে আমরা দাদন দিয়েছি সেই দাদনের টাকা দিয়ে বীজ পুঁতেছে। কিন্তু সেই বীজ দিয়ে জালা হয় নি। আবার সেই টাকা তাদের নষ্ট হয়ে গেছে খরার জন্য। আবার তাদের দাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি আবার বৃষ্টি হয় তাহলে বীজের অভাবে তারা যাতে ফসল করতে অসুবিধা না হয় সেজন্য ফারদার দাদন লোনের প্রয়োজন থাকবে। কাজেই আমি মনে করি শুধু কৃষির জন্য চেষ্টা করলে হবে না। কৃষি না হওয়ার ফলে যে সমস্ত লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে না তাদের বাঁচার জন্য টেস্ট রিলিফ, দাদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর কতগুলি ব্যাপার আছে আমি জানি, বিভিন্ন বাঁধের প্রপোজাল সরকারের কাছে রয়েছে। কোন কোন বাঁধ রয়েছে, পাকা বাঁধের প্রপোজাল রয়েছে সরকারের কাছে। আমি বলব ইমিডিয়েটলি এই সমস্ত বাঁধের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করা হোক। যে সমস্ত টেষ্ট রিলিফের কাজ রাস্তার জন্য করা হয়, রাস্তার কাজগুলি অন্ততঃ টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে এই সময়টাতে হোক সেটা আমি চাই। একটা সাজওয়াল বাঁধ দিয়ে ৫০০ টাকা খরচ করে যদি ১০।১৫ কাণি জায়গায় ইরিগেশন করে যদি আমন ফসলটা ফলাতে পারে তাহলে আমাদের অনেক কৃষক বাঁচবে, ফসল না হওয়ার জন্য যে ক্ষতি সেই ক্ষতি থেকে সরকারও রক্ষা পাবে। তারপর আমাদের যে সমস্ত পাকা বাঁধের প্রপোজাল আছে সেগুলি হয়ত কাজে হাত দিতে আমাদের অনেক দেরী হবে। আমি বলব সেগুলি আপাততঃ কাচা বাঁধ দিয়েও কাজগুলি চালিয়ে যাওয়া দরকার, ইরিগেশন করা দরকার যদি সমস্ত অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এইভাবে তৎপর হয় কো-অর্ডিনেটেড এফোর্ট দিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা আমরা করি তাহলে আমরা সর্বনাশে কিঞ্চিৎ রক্ষা পাব বলে আমি বিশ্বাস করি। আমরা হয়ত এই হাউসে যারা আছি বা শহরে যারা বাস করছি তারা এই খরার যে ব্যাপকতা এবং এই খরার যে ফিউচার ইমপেক্ট কি হয়ত আমরা সঠিক অনুধাবন করতে পারছি না। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের কৃষকের মধ্যে এই ব্যাপারে একটা হাহাকার এবং আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এই সম্পর্কে সরকার কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন। যতক্ষণ সরকারের তরফ থেকে বিশেষ করে কৃষককুল সেই তৎপরতার কোন আশ্বাস না পাচ্ছেন ততক্ষণ তারা এই ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারছে না। আমরা দেখেছি ওয়েষ্ট বেংগলে খরার মোকাবিলার জন্য সেণ্ট্রাল থেকে আরম্ভ করে ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট পর্যন্ত যতখানি তৎপর আমাদের এখানে এক কৃষিমন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রী যারা রয়েছেন তারাও ভাবছেন বটে, কিন্তু তার ভয়াবহতা কতখানি তার সঠিক অবস্থাটা আমার মনে হয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন থেকে তাদের গোচরে নেওয়া হচ্ছে না। আমি জানি না যে সরকারী তরফ থেকে খরার ফলে আমাদের কতখানি আউশ ফসল নষ্ট হবে,

কতখানি আমরা পাব বা আমনের ফিউচার কি এই সম্বন্ধে একটা পারফেক্ট স্ট্যাটিসটিকস নেওয়া হচ্ছে কিনা আমার মোটামুটি জানা নাই। বিভিন্ন ব্লক থেকে অ্যাসেস করার একটা ব্যবস্থা রয়েছে এবং ব্লক থেকে দেখেছি ওদের কতগুলি প্রপোজাল রয়েছে সিচুয়েশনকে তারা মোটামুটি জানাতে চেষ্টা করেছেন। আমি এখন এই বলতে চাই যে আমাদের টাইম খুব লিমিটেড। আর একদিনও নস্ট করার সময় নাই। আমি আবারও বলছি ত্রিপুরায় এই দুইটা ফসল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরার যে এগ্রিবেজড ইকনমি সেটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার ইমপেক্ট শুধু এই বৎসরের জন্যই নয় আমরা কয়েকটা বৎসর ভয়াবহ আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাব। তার জন্য আমি বলছি এই মন্ত্রী পরিষদের সামনে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ এবং মন্ত্রী পরিষদ সর্বশক্তি দিয়ে সেই চ্যালেঞ্জএর মোকাবিলা করুন এবং কো-অর্ডিনেটেড এফোর্টের মাধ্যমে যদি সেটা করেন তাহলে সর্বনাশের হাত থেকে আংশিক হলেও আমরা রক্ষা পেতে পারব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধানসভার মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন। খরার প্রকোপ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে সেই সম্পর্কে সরকার সচেতন। আমরা জানি আজ পর্য্যন্ত আমরা এইরকম খরা ত্রিপুরায় দেখিনি। আমরা যারা নাকি শাসন ক্ষমতায় আছি তারা এই খরার ভয়াবহতার কথা বুঝতে পেরেছি আগেই। আমরা ভেবেছিলাম যে আজকে যখন নাকি আউশ ফসল এর সময় তখন ভাবলাম যে এই খরা সাময়িক একটা দুর্ঘটনা দেশের উপর ঘটে যাচ্ছে এবং শীঘ্রই বোধ হয় এর হাত থেকে রেহাই পাব এবং আপনারা জানেন যে সারা বছরে যা টেষ্ট রিলিফে খরচ হয় তা এই সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে এবং তার উপর আজকে ক্র্যাশ প্রগ্রামের কাজ দিয়ে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে নাকি মানুষ কোন রকমে জীবনধারণ করে বাঁচতে পারে এবং আমরা ভেবেছিলাম যে আউশ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর আজকে ত্রিপুরার আদিবাসীরা জুমিয়া কৃষক যদি আমন ফসল রোপন করতে পারে তাহলে সাময়িক কিছুদিনের জন্য তারা সেই দুঃখ কষ্ট ভোগ করে একটা ফসল দেখতে পাবে। কিন্তু আ কে যে অবস্থা ঘটেছে এখন পর্য্যন্ত কৃষক জমিতে বীজ করতে পারে নি এবং আমরা জানি যে আষাঢ় মাসে যদি বীজ ফেলতে না পারে, অন্য সময়ে যদি ফেলে তাহলে সেই বীজে যে গাছ হবে তাতে ভাল করে ফসল ফলবে না। যারা নাকি আজকে জুম করছে তাদের জুমের আশা আর একটুকুও নাই। সেই সম্বন্ধেও আমরা সচেতন আছি। আজকে এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য আমার বন্ধু যদুপ্রসন্ন বাবু বললেন যে সরকারের সচেতন হওয়া দরকার। আমি জানি সরকার সচেতন। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মুখ্যমন্ত্রী এখানে নাই। তিনি এই খরার ভয়াবহতা সম্বন্ধে খুব সচেষ্ট। সেজন্য তিনি কয়েকদিন যাবত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—কিছু ব্যবস্থা করবেন বলে যাতে ভবিষ্যতে আমাদের উপকার হতে পারে। গতকালও, আপনারা হয়ত জানেন না আমি আপনাদের বলেছি যে আমাদের লোক্যাল আর্মি…

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—আমাদের লোক্যাল আর্মি কমাণ্ডার আছে, যারা বি, এস, এফ, আছে, আর যারা নাকি ইমার্জেন্সীর কাজে আমাদের ত্রিপুরাকে সাহায্য করতে পারে তাদের সঙ্গে আমরা সরকার থেকে আলাপ আলোচনা করেছি যাতে করে চারদিক থেকে আমরা এই ভয়াবহ খরা অবস্থার মোকাবিলা করতে পারি এবং কিভাবে আমরা ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাতে পারি। আজকে এটা সকলেরই বুঝা দরকার যে আমাদের সরকার এর কতটুকু বা সামর্থ আছে কিন্তু সরকারের সাধ আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষ যেন ভালভাবে বাঁচতে পারে। কিন্তু সেই সাধ থাকলেই হবে না, আমাদের সাহায্য কতটুকু হতে পারে, সেটা বিচার বিবেচনা করে সবাই মিলে, আমরা এখানে সবাই জনপ্রতিনিধি আছি এবং আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ নিজ এলাকার কথা ভাল করে জানি, কাজেই আসুন আমরা সবাই মিলে যাতে এই খরার মোকাবিলা করতে পারি, সেদিকে আমরা চেষ্টা নেই। আজকে এখানে দলাদলির কথা নয়, আজকে এখানে গত ২৫ বছরের দুর্নীতির কথা নয়, সেজন্যই তো আমাদের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য কালীবাবু সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই প্রস্তাবটা এই হাউসে এনেছেন। তাই আমি আজকে প্রত্যেকটি সদস্যের কাছে আবেদন রাখব, যে দলাদলির কথা ভুলে গিয়ে আসুন আমরা কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষকে বাঁচাব, তাদের ক্ষেতের ফসল যেটা খরায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে কিভাবে রক্ষা করব তার জন্য সংকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং কিভাবে বা আপনারা সরকারকে সাহায্য করবেন সেদিক দিয়ে আলাপ আলোচনা করে আমরা তার মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাই। টাকা পয়সার কোন অভাব সরকারের হবে না, এই আশ্বাস, আমি আপনাদের দিতে পারি। ইতিপূর্বে আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করে দিয়েছি এবং স্থানীয় বি, এস, এফ, পুলিশ এবং আর্মি কমাণ্ডার যারা আছেন, তাদের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করে চলছি, যাতে করে এই খরার মোকাবিলা করা যায়। কাজেই আমি আপনাদের কাছেও অনুরোধ রাখব, আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ লোকের প্রতিনিধি এখানে আছেন, আপনারাও সরকারকে এই ব্যাপারে যথাযথ ভাবে সাহায্য করবেন।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য কালিপদ ব্যানার্জী মহাশয় খরা সম্বন্ধে যে আলোচনা এই হাউসে এনেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এই খরার সম্পর্কে বলতে গেলে, আমরা ত্রিপুরার জনগণ এত দীর্ঘদিন যাবৎ এই ধরনের খরা দেখেছি বলে আমার মনে হয় না। এই খরার জন্য আজকে যে আতঙ্ক চারদিকে দেখা দিয়েছে এবং এই খরা পরিস্থিতি যে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে. তাতে মাত্র একটা ফসল নয়, আজকে আউশ ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে, জুমের ফসলও নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং সামনে যে আমন ফসলের সময় আসছে, সেটাও নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত উপক্রম হয়েছে। আজকে এই খরার জন্য অনেক কৃষক আমনের রোয়া লাগাতে পারছে না এবং সেটা যদি এই সময়ের মধ্যে না করা যায়, তাহলে আগামীতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে কি অবস্থা হবে, সেটা ভেবে কুলকিনারা নেই। তাই এই খরার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে এই সরকার-

এর সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। এখানে আমি আমার কনষ্টিটিউন্সী সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব যে কাঞ্চনপুরে এমন সব জায়গা আছে, সেগুলিতে যদি সাধারণভাবে কাজ করা যায়, তাহলে সেখানকার জমিগুলিকে এই খরার থেকে বাঁচানো যায়। যেমন দামছড়া, নগেন্দ্রনগর একটা বিরাট এলাকা, সেখানে যেসব ছোট খাটো ছড়া আছে, সেগুলিতে যদি সিজন্যাল বাঁধের মত বাঁধ দেওয়া যায়, তাহলেও আমি আশা করি সেখানকার জমিতে যেসব ফসল এখনও আছে, সেগুলিকে ঐ খরার কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তাছাড়া আমার কনষ্টিটিউন্সীতে যে একটা বিরাট মাঠ আছে সেটাকে রক্ষার জন্য যদি লালজুড়ি ছড়ার উপর একটা সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া যায়, তাহলেও সেটাকে এই খরার থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তারপরে উজান মাছমারা এলাকায় যদি বাঁধ দেওয়া যায়, তাহলে সেখানকার জমিগুলি খরার কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তাছাড়া কাঞ্চনপুরের সুভাষনগর এলাকা, সেখানে অবশ্য ব্লক থেকে বাঁধ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা দেওয়া সত্ত্বেও সেখানকার কৃষকদের জমিতে জল সরবরাহ করতে পারা যাচ্ছে না। সেই বাঁধটা যদি ঠিকমত করা হয়, তাহলে ঐ ছড়ার জল পার বেয়ে জমিতে পড়বে, ফলে এই যে সুভাষনগর একটা বিরাট এলাকা তাতে বছরে তিনটি ফসল অনায়াসে হতে পারে। এই রকম সাতনালা, দশদা প্রভৃতি জায়গায় যদি বাঁধ দেওয়া যায়, তাহলে এই যে খরা, এর কবল থেকে সেইসব অঞ্চলের মাঠের ফসলগুলিকে রক্ষা করা যেতে পারে। আর একটা হচ্ছে নবীন ছড়াতে প্রতি বছর রবি শস্যের সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে সেখানে যে ট্রাইবেল কলোনীগুলি আছে এবং তার মধ্যে যেসব জমি আছে, সেগুলিকেও খরার কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তারপরে এইরকম আরও অনেক জায়গা অনেক জায়গা আছে এইসব এলাকাতে, যেখানে কোন সময়ে সরকারী অফিসাররা যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না এবং যদি সরকারী অফিসাররা সেখানে গিয়ে সেই সব জায়গাগুলি সরজমিনে দেখেন, এবং সরকার থেকে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহলে সেগুলিও এই খরার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। এছাড়া আমরা কয়েক বছর ধরে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আসছি, সেটা হচ্ছে যে বছর খরা হয় ঠিক তার পরবর্তী সময়ে একটা জল প্লাবন হয়। এই সমস্যাটা সম্পর্কেও আমাদের কিছুটা চিন্তা করার আছে। কাজেই এই বছরে দীর্ঘদিন খরা চলার পর একটা বিরাট আকারের জলপ্লাবন দেখা দিতে পারে এবং তার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরকার, সেটা যেন আগে থেকেই চিন্তা করে রাখা হয়. সেজন্য আমি আমার সরকারকে অনুরোধ করব এবং এদিক দিয়েও আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য কালিপদ ব্যানার্জি খরার ভয়াবহতা সম্পর্কে যে আলোচনার প্রস্তাব এনেছেন, এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে একটা কৃষিভিত্তিক রাজ্য এবং ত্রিপুরার শতকরা ৮০ জনই কৃষক এবং ত্রিপুরার অর্থনীতি নির্ভর করে এই কৃষি ব্যবস্থার উপর তাই আজকে যদি এই কৃষি ধ্বংস হয়ে যায়

ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ত্রিপুরার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে। এখানে অবশ্য আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই খরার মোকাবিলা করার জন্য একটা আশ্বাস দিয়েছেন এবং সরকার এদিক দিয়ে সচেতন আছে বলে আমার মনে হচ্ছে। তিনি এই হাউসে বলেছেন যে এজন্য বি, এস, এফ এবং পুলিশ দিয়ে যাতে খরার মোকাবিলা করা যায়, সেজন্য ব্যবস্থাগ্রহণ করছেন, এটা অবশ্যই একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার। এই যে খরা, অনেক দিন ধরে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে এখনকার সময়ে আমাদের কৃষকদের কৃষি কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে আছে, এমন কি আমনের জন্য যে চারা লাগানো হয়েছে, সেগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত উপক্রম হয়েছে। তাই আমি সরকারের কাছে এই অনুরোধ রাখব যে জরুরীকালীন অবস্থার ভিত্তিতে যেন সরকার এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক নদী আছে, ছড়া আছে, অথচ সেগুলির থেকে আমাদের কৃষকেরা কোন জল পাচ্ছে না, যাতে করে তাদের জমিতে ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে। আমি দেখেছি আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীতে নলুছড়া আছে মহামায়া ছড়া আছে আরও ছড়া আছে আর তাছাড়া মুহুড়ী নদীতে লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা আছে। আছে সবখানে কিন্তু কাজ আদৌ করা হয় নাই কোন খানে। আমি জানি আজকে ৫ বছর আগে সেখানে—বৌরাছড়াতে লিপট ইরিগেশান হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে ৩ কানি জমিতেও জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাজেই আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে দ্রুত এই খরার মোকাবিলা করেন। আমি জানি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা সংগ্রাম হয় এটা শ্রেণী সংগ্রামের মত কি না জানি না। আমরা কৃষক আমরা কৃষকের কাছ থেকে এসেছি যাতে তাদের উন্নতি হয় ত্রিপুরার মানুষেরা যাতে বাঁচতে পারে তাই আমি এই মন্ত্রীসভার কাছে অনুরোধ রাখব যে দাদন বা স্টেট রিলিফ দিয়ে স্থায়ী সমাধান হবে না আসল সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে এই খরার মোকাবিলা করার জন্য। একটু আগে মাননীয় সদস্য বলেছিলেন পাম্প সেটের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কাগজে কলমে সেটি আসতে হয়তো ৬ মাসও লেগে যেতে পারে কাজেই অবস্থার প্রয়োজনে আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রীকে তিনি ইমেডিয়েটলি সব পাম্প মেসিন নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন, আউস ফসল হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাহলে অন্ততঃ আমরা আমন ফসলকে বাঁচাতে পারব। যদি আমনকে বাচান না যায় তাহলে ত্রিপুরার মানুষ বাঁচবে না আমরা না-খেয়ে মরব। কাজেই আমি অনুরোধ করব জরুরীকালীন অবস্থার ভিত্তিতে এই খরার মোকাবিলা করার জন্য মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই খরা অবস্থার মোকাবেলার জন্য আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সচেতন এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু আজকে ৮ মাস গত হল অথচ এই খরা মোকাবিলার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ত্রিপুরাতে বহু ছড়া এবং নদী আছে সেগুলি বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করে এই খরা অবস্থার মোকাবিলা করা যায়। আমরা ছামনু টি, ডি ব্লকে একটি ছড়াতে বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা

করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে সেই বাধকে রক্ষা করা সম্ভব না হওয়ায় সরকারের কাছে বহু আবেদন করা সত্বেও কোন কাজ হয় নাই। কাজেই সরকার যদি সচেতন হন এই খরা ব্যবস্থার মোকাবিলা করা কঠিন নয় এবং কৃষকদেরও উন্নতি করা যায়। কৈলাসহরের অর্দ্ধ সংখ্যক মানুষের ফসল খরার জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফসল তারা করেছিল কিন্তু সেগুলি পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু তার কোন মোকাবিলা আজও করা হয় নাই। তাই এই খরার ভয়াবহতার মোকাবিলায় জন্য যদি দরকার হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেওয়া উচিত। কারণ আউষ ফসল প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে আমন ফসলকেও যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহলে ত্রিপুরার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কাজেই ঐদিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার মন্ত্রীসভাকে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীআবদুল লতিফ।

শ্রীআবদুল লতিফ :— মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খরার জন্য একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে সমস্ত কৃষকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আজ পর্য্যন্ত খরার জন্য কিছুই করা হয় নাই। আউস ধান প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৫০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে যদি আরও কিছুদিন বৃষ্টি না হয় তাহলে আরও ২০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছি। তারপর এখন পর্য্যন্ত বীজতলাতে ধান বপন করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং অত্যন্ত জরুরী অবস্থা মনে করে এই ভয়াবহ সমস্যার মোকা-বিলার জন্য সরকার যদি অগ্রসর না হন তাহলে ত্রিপুরাকে রক্ষা করা যাবে না। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি একটা কথা বলছি যে এই টেষ্ট রিলিফ হচ্ছে তাদের জন্য যারা কাজ পায় না আর যারা কৃষক তারা এই টেষ্ট রিলিফের কাজে খুব কম যায়। এই কৃষকেরা যাদের হাতে বীজ ধান ছিল সেই বীজ ধান হয় নস্ট হয়ে গিয়েছে এই খরার জন্য না হয় খেয়ে ফেলেছে তাই আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তাদের জন্য যাতে বীজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং যেখানে দাদন লোন দেওয়া দরকার সেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দাদন লোন দেওয়া হউক যাতে তারা বীজ তলাতে বীজ ধান বপন করতে পারে। আর একটি কথা আমি বলব পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট সমস্ত কাজ কর্ম বন্ধ করে ইরিগেশানের কাজে যাতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে তার জন্য মন্ত্রীসভার নজর দেওয়া দরকার। তারপর মানুষের মনে আশঙ্কার ভাব দেখা দিয়েছে এই ভয়াবহ খরার জন্য যে ভবিষ্যতে কি হবে। এখন রেভিনিউ আদায় চলছে কৃষকদের ঋণ আদায় করা হচ্ছে কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করব এই সময় যাতে রেভিনিউ আদায় বন্ধ থাকে তার জন্য যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষক। আউস ধানতো তাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কৃষক গরীব, তাদের টাকা পয়সা নাই। এই বৎসর জুটও হচ্ছে না। কোন তরিতরকারী হওয়ারও সম্ভবনা নেই। আরেকটা ধান লাগানো হয়েছে সেই ধানও লাল হয়ে মরে যাচ্ছে, জমিতে জল নেই। বীজ ধান নাই, জল নাই, এই যে একটা অবস্থা চলছে, কৃষকের মনে একটা আতংক দেখা দিয়াছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করব আমাদের গভর্ণমেন্টকে, তাঁদের সমস্ত রিসোর্স এই কাজে লাগান, যাতে

মানুষের মন থেকে, কৃষকের মন থেকে, এই যে ভয়, সেটা দূর হয় এবং যাতে অন্ততঃ কিছুটা বীজ তারা লাগাতে পারে। এখন থেকে যদি বীজের বন্দোবস্ত না হয়, তাহলে আমরা বীজ ধান ও পাবনা। ময়না শালি বীজ আমি আজকে বলছি কৃষি মন্ত্রীকে আমি জানি আসামে সেটা পাওয়া যায়, আপনি সেখান থেকে এনে সেটা ঠিক করুন। আর কয়দিন পরে বীজ ধানও পাওয়া যাবেনা, কি যে ভয়াবহ অবস্থা হবে ভেবে আমরা আতংকিত হচ্ছি। আমি হাউসে আমাদের সমস্ত মেম্বারদের বলব যাতে সবাই সব জায়গায়, সব কনষ্টিটিউয়েনসীতে আমরা আমাদের কৃষক জনসাধারণকে সাহায্য করতে পারি, কৃষককে উপদেশ দিতে পারি, যাতে তারা ধান গাছ লাগাতে পারে, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি এবং আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, খরা সম্পর্কে শর্ট ডিসকাশন যে এসেছে, তার ভিতর দিয়ে আমরা অত্যন্ত একটা প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু হাউসের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি, এইজন্য আমরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি। স্পীকার, স্যার, আমি গ্রামবাসী মানুষের সংগে চলাফেরা করি, আলোচনা করি এবং জানতে পারলাম তারা শাস্ত্রীর মতে, যদি পঞ্জিকা দেখেন তাহলে দেখবেন সেটার মধ্যে আছে কুঁজো রাজা, ভৃগু মন্ত্রী, শশী জলাধিপতি আর শনি শষ্যাধিপতি। কুঁজোর শক্তি সবসময় ঠিক থাকে না উশৃংখল কুঁজো। ভৃগু একচোখা, অর্থাত এক চোখ তার নেই, একচোক কানা, তিনি হচ্ছেন মন্ত্রী, তার পর শশী জালাধিপতি জল সংগ্রহ করার ক্ষমতা তাঁর কম, আর শনি শষ্যাধিপতি, চাইলে পুঁজা দেবেন, না চাইলে নাই। শাস্ত্রীয় পঞ্জীকায় মন্ত্রী সভায় আলোচনা করেছে তার যে সমগ্র ফলাফল, তাতে দেখা যায়, পৃথিবীর উপর শস্ত শুধু নয়, বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের বিশৃংখলা এবং উৎপাতের সৃষ্টি, বিশেষ করে এই কৃষি ক্ষেত্রে বেশী। তার জন্য ধর্মভীরু কৃষক সমাজ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে যে আমাদের আর রক্ষা হবে না। আমরা দেখতে পাই পৌষ মাস থেকে বৃষ্টি প্রায় নাই বললেই চলে। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুণ এই তিন মাস মানুষ আউষ ধান বপন করে, কিন্তু দেখা গেছে যে চৈত্রের শেষে, বা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কোন বৃষ্টি হয় নাই চৈত্রের শেষের দিকে মানুষ আউষ ধান কিছুটা বপন করল, তারপর কিছুদিন আর বৃষ্টি হলনা, এর কিছুদিন পরে দেখা গেল অনবরত বৃষ্টির ফলে যে ধানগুলি বপন করা হয়েছিল, তার মধ্যে অত্যন্ত আগাছার সৃষ্টি হয়েছে, টাকার জন্য ক্ষেতগুলি নীড়াতে পারে নাই। আমি ডি, এম এবং সি, এম'এর সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম যাতে টেষ্ট রিলিফের টাকা দিয়ে এই ক্ষেতগুলি নীড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য আমি আলাপ করেছিলাম, কিন্তু আইনগত কি অসুবিধার জন্য সেটা করা হয় নাই, ফলে যেটুকু আশা ছিল আউষ ধানের, সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর দেখা গেছে যে একটানা অনেকদিন পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছে না, এখন যে উৎকৃষ্ট সময় আমণ ধানের বীজ বপন করবার। কিছুদিন আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময়ে কিছু কিছু বীজ ধান বপন করা হয়েছে, কিন্তু বর্ত্তমানে এই খরার জন্য সেই বীজ ধান নষ্ট হয়ে গেছে। বড় কথা হল এক সপ্তাহ'এর মধ্যে যদি প্রবল বৃষ্টি না হয়, অপেক্ষামান

যে বীজ ধান. সেইগুলিও নষ্ট হয়ে যাবে, চারা হবে না আর এক সপ্তাহ পরে যদি বৃষ্টি হয় এবং বীজ চারা করা হয়, তাহলে ফসল হবেনা। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি বৃষ্টি হয়. তাহলে আশা ছিল জোর জবরদস্তী করে বীজ ধান বপন করতে পারি কি না, কিন্তু সেটাও ফলপ্রসু হবেনা, যদি এক সপ্তাহ পরে বৃষ্টি নামে। তার জন্য খরা পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আউষ ধানতো গেল, আমণ ধানও যাওয়ার অবস্থা। আউষ ধানের সময় অমরা একটু লক্ষ্য করেছি যে কৃষি মন্ত্রী মহশয় কোন কোন জায়গায় আই, আর এইট ধানের জন্য জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে কিছুটা রক্ষা পেয়েছে, এখনও ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেনি। বর্ত্তমানে সরকার জলসেচের জন্য দুই রকমের ব্যবস্থা নিতে পারেন, একটী হল স্বল্প মেয়াদি শর্ট টার্ম্ম এবং আরেকটা হল লংগ টার্ম। এখানে আমরা দেখতে পাই যে আর এক সপ্তাহ মধ্যে যদি চাবা ধান না পাওয়া যায়, তাহলে ফসল হবেনা, কাজেই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হবে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের যতরকমের জলসেচের ব্যবস্থা ত্রিপুরার মধ্যে আছে, সবগুলি কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাতে মানুষ চারা ধান রোপণ করতে পারে, এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেটা করা। আমি জানিনা ত্রিপুরা সরকার এই ব্যাপারে কতটুকু প্রস্তুত আছেন। যে সমস্ত ক্ষেতে আউষ ধান আছে, সেই ক্ষেতগুলি এখন আর রক্ষা করবার উপায় নাই। তার কারণ এই মাত্র সময় যখন আউষ ধান বড় হতে আরম্ভ করেছে, বৃষ্টি না হওয়ায়, এই ধান চারা অবস্থায় মরে গেছে, কাজেই এই ধান আর হবে না এটা হবে চোঁচা। কাজেই একদিকে নাই বীজ, চারা, আরেক দিকে খরা, অত্যন্ত কঠিন ভয়াবহতা দেশে দেখা দেবে এবং তার জন্য শর্ট টার্ম, টেম্পোরারী কাচ্চা বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা দরকার, কতটুকু হবে আমি জানিনা, যদি না হয়, তরে ভয়াবহতা আরও ভীষণ আকারে দেখা দেবে। কাজেই আমি সাজেশন রাখব এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের. যতরকম জল দেবার ব্যবস্থা আছে, ক্ষমতা আছে, প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে যেয়ে কৃষকদের কাছে যেন পৌঁছে দেওয়া হয় এবং লঙ টারমের কথা বলছি সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতে যাতে খরার উদ্ভব না হয়. সমস্ত জায়গায় এ্যাসেসমেন্ট করে সেই অনুসারে জলের ব্যবস্থা করা। কোন কোন জায়গায় ওভার ফ্লো. সিসটেম, কোন কোন জায়গায় বাঁধ, কোন জায়গায় পাম্পিং মেশিন প্রয়োগ করে জলসেচের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা করা দরকার। (রেড লাইট)।

আরেকটা জিনিষ এই যে স্বল্প সময়ের জল দেওয়ার ব্যবস্থা, তার জন্য আমরা তৈরী নই। কাজেই যেখানে খরার দরুণ আমরা দেখব যে ফসল হবেনা, সেখানে ভেবে দেখতে হবে অন্যরকমভাবে কি করে কৃষককে সাহায্য সহায়তা করতে পারি। তাদের সংগে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে গত ঝড়ের সময় সরকার যে সাহায্য করল, ১০ | ১৫ | ২০ | ২৫ এবং ৪০ টাকা পর্যান্ত, যার দ্বারা একটা ঘরের ছানি দেওয়ার টাকাও হয় না, আর সেখানে যাদের ঘর পড়েছে সে এই টাকা পেয়েছে, যাদের ঘর পড়ে নাই, সে-ও এই টাকা পেয়েছে। কাজেই আমি এখানে বলব যে খরা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য আগে থেকেই একটা এ্যাসেসমেন্ট করা দরকার, কোন কোন কৃষকের কত পরিমাণ

জমির ক্ষতি হয়েছে এবং খরার জন্য ফসল যাদের নষ্ট হয়ে গেছে, সেই এ্যাসেসমেন্ট করে, প্রতিটী মানুষ যাতে সাহায্য পায় ঠিক ঠিক ভাবে তার ব্যবস্থা করা, তা না হলে গোলমালের সৃষ্টি হবে। কাজেই এই সমস্ত সাহায্য ঠিক ঠিকমত বিলি বন্টনের জন্য সরকার যাতে একটা সুষ্ঠু বন্টন নীতি গ্রহণ করেন তার জন্য আমি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের দৃষ্টি আকর্ষন করছি এবং যত রকমের জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়, শর্ট টারম এবং লঙ টারম, সমস্ত রকমের ব্যবস্থা যাতে করা হয়, তার জন্য সরকারের কাছে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কালীপদ ব্যানার্জী যে আলোচনাটা এখানে এনেছেন খরা সম্পর্কে তা খুব ইম্পোর্টেন্ট ব্যাপার। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে শুধু নূতন করে খরা আসেনি। গত কয়েক বছর আগে এই খরার জন্য গভর্ণমেন্টকে বাধ্য হয়ে বকেয়া খাজনা মকুব করতে হয়েছিল। তারপর আজকে আর একটা খরা নূতন করে দেখা দিয়েছে। তবে এবারের খরাটা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং গভর্ণমেন্টের যে গ্রীণ রিভলিউশান তার জন্য খাদ্যের সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে এবং মানুষ মরছে এই সংবাদ আমরা পাচ্ছি। তাহলে সেই গ্রীণ রিভলিউশানের ঠেলায় কি মানুষ মরছে এটা কি সরকারের অপদার্থতার পরিচায়ক নয়? কাজেই সেই দিক থেকে যাদের জমি আছে তারা মরছে অনাহারে, যারা জমি করতে পারছে না তারাও মরছে অনাহারে। এখন জলের অভাবে অনেকে ফসল ফলাতে পারছে না, তাদের সমস্ত বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। সারা খোয়াই সাব-ডিভিশনের মধ্যে আমি ১০/১২ দিন ঘুরলাম, যারা আউশ ফলিয়েছে খরার জন্য তাদের সেই ফসল শুকিয়ে মরে গেছে। তারপর যারা জুম করে তাদের ধান গাছগুলি মরে গেছে। ঠিক এমন অবস্থায় গ্রীণ রিভলিউশনের খুব প্রশংসা করা হচ্ছে। আর একদিকে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, লোকে কাজ পায় না এবং দিন দিন মরছে। আর এক দিকে খরার ঠেলায় মানুষ জল পাচ্ছে না। এটা প্রতি বৎসর এই হাউসে আলোচনা হচ্ছে, বিশেষ করে খোয়াই সাব-ডিভিশনের মধ্যে আশারামবাড়ী এলাকায় সারা রামচন্দ্র ঘাট, দক্ষিণ রামচন্দ্র ঘাট মৌজার মধ্যে গিয়ে দেখুন কুয়ার মধ্যে পর্যন্ত জল নাই। আমন ধান কাটার পর থেকে সেখানে জল নাই। তার জন্য অনেক আলোচনা আমি করেছি। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেন নি বরং তারা নিজেদের পকেট ভারী করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। তারা বলছেন আমরা সচেতন আছি। তাহলে যেদিন থেকে বকেয়া খাজনা মকুব করা হল সেইদিন থেকে সচেতন থাকলে ভাল হত। আমরা শুনেছি অ্যাসেম্বলীর মধ্যে লিফ্‌ট ইরিগেশন এর কথা। সোনামুড়া গোমতীতে লিফট ইরিগেশনের জন্য বা সর্দাংছড়াতে লিফ্‌ট ইরিগেশন করার জন্য কি কোন সিদ্ধান্ত ছিল না বিধান সভায়? আজকে খরার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে এই কথা খরার সময়ে মনে পরে। তার জন্য আমরা বলছি সরকারের এই অপদার্থতার পরিচয় আজকে নয় ২৫ বছর ধরে চলছে। আর ঠিক এমনিভাবে সমস্ত জায়গাতে দুর্ভিক্ষ এবং খরা যদি প্রতিরোধ করতে হয় তাহলে পরে সেখানে শাসক গোষ্ঠির লাগবে প্ল্যান। ঠিক এমনি সময়ে একদিন খোয়াইতে আশারামবাড়ী থেকে আরম্ভ করে সেখানে যতগুলি এলাকা আছে, ভূমিহীন কলোনী আছে, আশারামবাড়ী কলোনী আছে, লেংটিবাড়ী কলোনী আছে, সেই কলোনীতে

কতগুলি গ্যাং তৈরী করে সেখানে টাকা কো-অপারেটিভের নামে আত্মসাৎ করেছে। এই হল শাসক গোষ্ঠির লোকদের কীর্তিকলাপ। শুধু তাই নয় রাইস মিল—

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে বলুন। রাইস মিল সম্পর্কে নয়। (নয়েজ)

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— খরার সময়ে এই কাণ্ডটা করেছিল। ওভার ফ্লো করে জল দিয়েছে। যদি না দেখেন তাহলে গিয়ে দেখতে পাবেন হাতীমারার অফিস টীলার নীচে আছে সেই জায়গা। কাজেই সেই সমস্ত লোকদের স্থান আছে অবশ্য। কিন্তু তাদের স্থান এখানে হওয়া উচিত নয়, তাদের স্থান জেল খানায় হওয়া উচিত। কারামন্ত্রীর হেফাজতে যাওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— কাজেই সেই সমস্ত দুর্নীতি সম্পর্কে বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— খরা সম্পর্কে বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— খরার সেচের জন্য, কৃষিকে বাঁচানোর জন্য এখান থেকে আমরা টাকা পাশ করে দিই। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি ভালভাবে টাকা বিতরণ করা হয় ? তখন সকলে বলবেন যে আমার দলকে আগে দিতে হবে। কাজেই সেই দিক থেকে একটা উদাহরণ দিতে চাই যেমন ষ্টেট রিলিফ খাদ্য সমস্যার জন্য দেওয়া হচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট পঞ্চায়েত করে দিয়েছেন, প্রত্যেক পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান এবং কর্মচারীদের নিয়ে এবং স্থানীয় লোকদের নিয়ে একটা কমিটি ফর্ম করেছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কমিটিকে অমান্য করে তারা নিজেরা দল নিয়ে এসে ক্লাশ করছে। প্রতিবাদ করেছি আমি। কিন্তু এস, ডি, ও যখন মীমাংসার জন্য এলেন তবুও তাদের লজ্জা হল না। তার এক জায়গায়, শান্তিনগরে গিয়ে এটা করছে। এই হল তাদের কীর্তি। সেজন্য তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে হবে যে ভবিষ্যতে যদি তারা দুর্নীতি করে তাহলে তাদের যেন চিন্তা থাকে যে গ্রামের লোক তাদের এই সমস্ত দুর্নীতির আশ্রয় কোন দিন দেবে না এবং কোনদিন দিতে পারে না। কাজেই সচেতন যে কথাটা বলছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, সচেতনতাটা বোধ হয় ভুলে গেছেন। আগেও সচেতন ছিলেন। এখন আবার নূতন করে সচেতনতার কথা বলছেন। কাজেই আমি বলছি ভাল রকমভাবে চিন্তা করে যেন সচেতন হন। আমি অবশ্য উপদেশ দিচ্ছি না। মনে রাখার কথা বলছি। সচেতন জিনিষটা মনে রেখে যাতে কাজ করেন তার জন্য বলছি। আর এছাড়া দেখলাম আমি অভাবের সময়তে এবং খরার সময়তে তারা অনেকগুলি কাণ্ড করে থাকেন। সেখানে এই শাসকগোষ্টী থেকে এক একজন দালাল দেওয়া হয় বিভিন্ন এলাকার মধ্যে এবং তারা ঐ ক্ষুধার্ত্ত মানুষকে যে সাহায্য দেওয়া হয়, তার থেকে কিছু অংশের ভাগীদার হয়ে বসে। তাই বলছিলাম যে মানুষের দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে তারা এই সব কাণ্ড করে থাকেন। এইতো সেই দিন আমি যখন আশারাম বাড়ী গিয়েছিলাম তখন দেখলাম যে

সেখানকার কলোনীর লোকেরা এসে প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করল, আমাদের টাকা কোথায়? (কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে প্রমাণ দিন) হ্যাঁ, প্রমাণ আছে, সেখানে মাননীয় সদস্য যদু প্রসন্নবাবু এই কাণ্ড করেছেন। কাজেই এই খরার হাত থেকে যদি মানুষকে রক্ষা করতে হয় এবং আমাদের কৃষকরা যাতে অন্ততঃ তাদের বীজের ধান পেতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, খরা পরিস্থিতির আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই যে সমগ্র ত্রিপুরাতে বর্তমানে যে খরা পরিস্থিতি চলছে তার মধ্যে আমার তেলিয়ামুড়ার ব্যাপারটা আলাদা ধরণের। এটা আলাদা ধরণের এই কারণে যে প্রথম দিকে যখন আউস ধানের বাইন দেওয়া হয়, তখন সেখানে দুই রকমের পোকায় দুই দুইবার সেই আউস ধানকে আক্রমণ করেছিল. এর উপর তো খরা পরিস্থিতি আছে। তারপরে বর্ত্তমানে যে খরার অবস্থা, তাতে আমার ঐ এলাকাটি ৩/৪ রকমে এফেক্টেড হয়েছে, সেখানে কৃষ্ণপুর মৌজা, ঘিলাতলী এবং তোতাবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে মাঠের ফসলকে আবার দুই রকম পোকাতে আক্রমণ করেছে। আমি যখন গত শনিবার এবং রবিবার দিন বাড়ীতে যাই, তখন নিজে চোখে দেখে এসেছি যে সেখানকার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ফসল প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় এক্ষুণি যদি সেখানে কোন রকমের ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে সেই পোকার আক্রমন আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই একটা বিরাট আকার ধারণ করবে। আমাদের ত্রিপু-রাতে কৃষি করার সময় আছে, যেমন আউস ধান যদি বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে বাইন বা রোয়া না দেওয়া যায়, তাহলে খুব একটা ভাল ফসল হয় না। অর্থাৎ একটু দেরীতে করলেই সেখানে আর ভাল ফসল হয় না; এরপরে আমন যেটা, সেটাও যদি এই মাসের মাঝামাঝি থেকে সামনের মাসের মাঝামাঝি নাগাদ রোপণ না করা যায়, অর্থাৎ যদি বিলম্বে করা হয়, তাহলেও ভাল ফসল হবে না। কাজেই এক্ষুনি যেমন করেই হউক ষ্টেপ নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজকে যেখানে আমাদের প্রকৃতিকে কন্ট্রোল করবার মতো কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে আমি যে সমস্ত এলাকার কথা উল্লেখ করেছি, সেখানে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব, যেহেতু ঐখানে দুইটি মাঠের মধ্য দিয়ে খোয়াই নদী প্রবাহিত হয়েছে এবং সেই খোয়াই নদীর মধ্যে লিফ্ট ইরিগেশনের সাহায্যে যদি কোন প্রকারের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এখানকার মত আমরা অন্ততঃ আমন ফসলটা আশা করতে পারি। এবং এই ব্যাপারে দুই তিন দিন আগে, আমি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তারা বলেছে যদি ১৫ হর্স পাওয়ারের পাম্পিং মেসিন ইউটিলাইজ করা যায়, তাতে সেখানে ৯০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন কিছুক্ষণ আগে আমার বন্ধু চন্দ্রশেখর দত্ত বলেছেন যে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আর কৃষি বিভাগের মধ্যে কাগজপত্র নিয়ে যে একটা ঠেলাঠেলি চলছে, সেটা যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা মোটেই সম্ভব হবে না। কাজেই এই সমস্ত বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে খরার মত একটা জরুরী অবস্থার কথা চিন্তা করে অন্ততঃ যেখানে সুবিধা আছে, সেখানেই ষ্টেপ নেওয়ার প্রয়োজন। তারপরে সেখানে এমন কতগুলি জায়গা আছে, যেখানে কোন ছড়া পর্য্যন্ত নেই,

সেগুলি সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাজেই এই যে সময় চলছে, এটার মধ্যে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কাজেই এখন থেকে টেস্ট রিলিফ এবং ক্যাশ প্রগ্রামের কাজগুলি আরম্ভ করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া ঃ ল এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় বীজ ধান পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার বলে আমি মনে করি। তাই আমি একদিক দিয়ে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মন্ত্রী সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অন্ততঃ যেখানে যেখানে সুবিধা আছে, সেখানে সেখানে যাতে বাঁধ দিয়ে জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়, এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখাণে শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে সর্ট' নোটিশ ডিসকাশনে অংশ গ্রহণ করে……

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি ৫ মিনিট বলুন। আপনি ভণিতা না করে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলুন।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—স্যার, ভণিতা আমি কিছু করি না। আমি তো ৫ মিনিটের কথা প্রায়ই শুনে থাকি। তবে যেহেতু আমি পিছনের দিকে বসি, তাই আমার অদৃষ্ট। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক সদস্য, অনেক কিছু বলেছেন কাজেই বেশী কিছু বলার নেই। শুধু একটি জিনিষ, আজকে দেশের যে পরিস্থিতি সে পরিস্থিতিতে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং আতঙ্কিত যে জনসাধারণ, সাধারণ মানুষের যেখানে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম, সেখানে মানুষ তার অনাগত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় উদ্‌বিগ্ন, সেখানে মানুষ শুধু চাইছে সহায়, সম্বল এবং ভরসা। কে তাদের আশা দিয়ে ভরসা দিয়ে জাগাবে, এই তাদের চিন্তা এবং সেই চিন্তার মধ্যেও আজকে এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এবং মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু আমি শুধু একটা অনুরোধ করব, এই যে দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে যার জন্য আমরা সবাই আতঙ্কিত, এই জনতার জন্য আমরা আজকে এই হাউসে তাদের অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় আমাদের পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করবার জন্য আমাদের মন্ত্রী মশাইরা সজাগ আছেন এবং ত্রিপুরার অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা যারা আকুল আবেদন করছি এবং সজাগ দৃষ্টি নিয়ে জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করার কথা বলছি। সেখানে শুধু একটা অনুরোধ এই যে আবহাওয়া, এই আবহাওয়াতে যদি আমরা রাজনীতির জুয়াখেলাতে নামি, আজকে খাদ্য সমস্যা, ত্রিপুরার যে সমস্যা এই সমস্যা শুধু খাদ্যেরই নয়, এতে তার অর্থনেতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়বে। এমনি একটা অবস্থা আজকে আমাদের মনকে জর্জরিত করছে, আমরা আজকে একাগ্র চিত্তে, একাগ্র মনে কি করে আমরা আমাদের ত্রিপুরার জনতাকে রক্ষা করতে পারব, কি করে এই যে খরার বর্তমান পরিস্থিতি এবং অনাগত ত্রিপুরার অর্থনীতি এবং খাদ্যের যে সমস্যা সেদিকে লক্ষ্য রেখে, রাজনীতিমুক্ত মন নিয়ে জনতার প্রয়োজনে আমরা যেন এগিয়ে যাই। খাদ্য নিয়ে রাজনীতি চলে না, অন্য জিনিষ নিয়ে রাজনীতি চলে এবং আমরা পরে সেই রাজনীতি করতে পারব। আজকে যখন

চারদিকে হাহাকার জেগে উঠবে তখন আমাদের মধ্যে যেন রাজনীতির ক্ষুধা জেগে না উঠে। অনেক সময়ে দেখা যায় সমাজের অসহায় মানুষ যখন কি করবে, না করবে চিন্তায় থাকে, তখন তাদের ঐ অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মোকাবিলা করবার জন্য একদল সচেষ্ট ভূমিকা নেয়। এই লাল ফিতার বাধনে জনতার আশা আকাঙ্খা বন্ধ হয়ে থাকে এবং এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে যাওয়ার যে আইনের বাধন যে পদ্ধতি এই অবস্থায় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমাদের চেষ্টা বানচাল না হয় সেই লালফিতার বাধনে। তাই আমরা যেন জরুরীকালীন অবস্থার কথা চিন্তা করে সকলে অগ্রসর হয়ে সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট সমস্ত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি শুধু এই আমার আবেদন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীগুণপদ জমাতিয়া।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া—(উনি মাতৃ ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন)

(Spoke in a language other than English or Bengali but did not furnish a translation of his speech in English or Bengali)

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব বেশী বলব না।

মিঃ স্পীকার—বেশী বলার সময়ও নাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—হ্যাঁ, সময়ও নাই বেশী বলব না। ৬টি সেন্টেন্স শুধু বলব।

মিঃ স্পীকার—৫ মিনিট।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—৫ মিনিট লাগবে না স্যার।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—একটা হল যে ডিসকাশান হয়েছে হাউসে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দুই নম্বর হল এই যে খরা যা দীর্ঘ দিনের খরা এই সম্পর্কে হাউসে ডিসকাশান আসার আগে আমাদের সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটি আমি জানতে চাই মাননায় মন্ত্রীর কাছ থেকে।

মিঃ স্পীকার—সেটার উত্তর পাবেন পরে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—এই জন্যই আমি বলছি। তিন নম্বর হল এটা আউস এবং আমনের প্রশ্ন। আমনের প্রশ্ন সামনে আউস যা ছিল শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায়। শেষ হয়ে গিয়েছে যাদের ফসল তাদের সম্পর্কে কি বাবস্থা ইমিডিয়েটলি নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। চার নম্বর হল ফেমিন রিলিফে টাকা আমাদের বাজেটে রখা হয় তার কারণ হল এই সব প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ ঘটলে সেই সময় টাকা খরচ হয় সেই ফাণ্ড থেকে। আউস ফসল যে সব কৃষকের নষ্ট হয়েছে তাদের ফেমিন রিলিফ থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। পাঁচ নম্বর হল কৃষি ঋণ দিতে হবে। ছয় নম্বর হল এই যে টেস্ট রিলিফ হচ্ছে সেটি হচ্ছে জুট রেটিং ট্যাঙ্ক। টেস্ট রিলিফের যে কাজ হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি সেটি পাট ভিজানের গর্ত তৈরী করার কাজে লাগছে এখন। সেটি আমি মনে করি ভাল কিন্তু

এখনই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে এই টেষ্ট রিলিফটা ডাইভার্ট করে পাট ভিজানোর গর্ত থেকে সেচের কাজে সেই টাকা খরচ করা হউক। আমি ছয়টি সেন্টেস বলব বলেছিলাম আর একটি বেড়ে গেল ৭টি হল। এই সম্পর্কে আজকেই সম্ভব হলে রেডিওগ্রাম করে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাড়াতাড়ি কিছু রিলিফের টাকা আদায় করা যায় কি না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের খরার সময় মাননীয় ইন্দিরাজী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজে এসে দেখেছেন এবং সাহায্য করেন এবং সেই ভাবে আমাদের সাহায্য করা হউক এই আমার বক্তব্য।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে এই খরা জনিত পরিস্থিতি আলোচনা আনার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীকালীপদ ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা জরুরী সমস্যা কারন আমরা জানি ত্রিপুরা কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই আমাদের অর্থনীতি এবং আজকে আমরা দেখিছি যে আমাদের কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আমাদের অর্থনীতি বৃষ্টি না হওয়ার জন্য বানচাল হয়ে যেতে পারে। এটা একটা উন্নতি কামী দেশের পক্ষে খুব সুখের কথা নয়, দুঃখের ব্যাপার। কারণ আজকে আমরা বিজ্ঞান এবং কারীগরি বিদ্যার সাহায্যে প্রকৃতিকে মানুষের কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করব অভাবের মোকাবিলা করব এটা সত্যি কথা। আজকে এটা সত্য কথা যে ত্রিপুরায় সেই জলসেচের ব্যবস্থা আধুনিক পদ্ধতিতে যদিও আছে, তার পরিমাণ খুব কম। এবং আজকে ঠিক এই যে সমস্যা—খরার দরুণ প্রথম ফসল আউস নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত. এদিকে আমাদের সবাইকে দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের সব রিসোরসকে একত্রিত করে এই সমস্যার সঠিক মোকাবিলা যাতে করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে নদী আছে, নদী থেকে জল লিফট করে, যেখানে পেরিনিয়্যাল চড়া আছে, ত্রিপুরার যেখানে যে ওয়াটার সোরস আছে, যেখানে যেভাবে সম্ভব সেখানে সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের কাজ করা দরকার। আমি জানি যে সরকার ইতিমধ্যে কিছু কাজ করেছেন, ব্লকে তিন চার শত একর জমি উন্নত ধরণের চাষের ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে এবং জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এতে করে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার কৃষকদের যে সমস্যা সেই সমস্যার মোকাবিলা হতে পারেনা। এটা আমাদের ত্রিপুরার যে সমস্ত রিসোর্স আছে, সব মিলিয়ে, রাজ্যব্যাপী সেই সমস্যার মোকাবিলা যদি করতে না পারি—সেই সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। তারজন্য যতীনবাবু যে বলেছেন অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আমাদের আকর্ষণ করতে হবে, এবং তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ফাণ্ড আনতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আমি সাজেশন রাখতে চাই। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়, যেখানে বিদ্যুৎ এসেছে, তাকে জলসেচের কাজে লাগাতে যাতে পারি। বিশেষ করে ধর্মনগরে, কৈলাসহর, সাবডিভি-শনে মনু নদীর দুই পাড়ে কৃষি জমি অনেক আছে, সেখানে খুব দ্রুত মিলিটারী ফুটিং-এর উপর, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে অবিলম্বে সেই কাজ হতে পারে তার জন্য আমি সাজে-

সন রাখছি। রাতাছড়া এখানে বিদ্যুত এসেছে, লিফট ইরিগেশনের জন্য সেখানে মেশিন বসিয়েছিল, কৃষকরা সেখানে দাবী করেছিল আউষ ধানের আগে যে নদী থেকে মাঠের মধ্যে জল ছেড়ে দেওয়া হউক, সেই জল ধরে রেখে আউশ ধান ফলানোর ব্যবস্থা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা সেই জল পায়নি। (রেড লাইট)। সেখান থেকে লাইন যদি কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত আনা যায়, ঐদিকে ফটিকরায় লাইন আছে, তাহলে রাধানগর, গকুলনগর পর্যন্ত লাইন টেনে নেওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত এলাকায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যাবে এবং কৃষকেরা আমন ফসল করতে পারবে। এইভাবে আরও এলাকা আছে কৈলা-শহরে, যে সমস্ত অঞ্চল দিয়ে বিদ্যুত লাইন গেছে সেই সমস্ত জায়গায় বিদ্যুতের সাহায্যে জল-সেচের প্রগ্রাম নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ধর্ম্মনগরে যেসব ছড়ায় জল থাকে, ঐ সমস্ত এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই, সেখানে পাম্পিং সেটের উপর নির্ভর করে করতে হবে। তাছাড়া ছোট ছোট ছড়া আছে, যেখানে পাম্প দিয়ে জল তোলা যায়, আমাদের কৃষকরা তাদের সংগে এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব, ঐ সমস্ত ছড়ায় উপর বাঁধ দিলে জল তোলা যায়, সেখানে অস্থায়ী কাঁচা বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য টাকার ব্যবস্থা যেন করা হয়, অথবা টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে অথবা ক্রেশ প্রগ্রামের মাধ্যমে যাতে এই সমস্ত কাজ করানো হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা জানিনা বৃষ্টি কবে হবে, বৃষ্টি আজও হতে পারে, কালও হতে পারে। আমরা আশা করছি প্রকৃতি আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে দেবেনা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি অবিলম্বে বৃষ্টি যাতে হয় এবং বৃষ্টিতে আমাদের কৃষকদের মনে যে অশান্তি দেখা যাচ্ছে ফসল সমপর্কে, তারা যেন সেই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে, বৃষ্টির পরে চাষাবাদ করতে পারেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাঁধ যদি দেওয়া হয়, সেটা নস্ট হতে পারে সেই রিক্সও আমাদের নিতে হবে, কারণ এতে টাকা নস্ট হতে পারে তার জন্য হাত পা গুটীয়ে না বসে থেকে সীজ-ন্যাল বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করে অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া এমন সব এলাকা আছে, পাহাড়ী অঞ্চল আছে, টীলা অঞ্চল আছে, খরার জন্য পানীয় জলের অভাব সেখানে দেখা দিয়েছে, তারজন্য সরকারী প্রচেষ্টা থাকতে হবে। তাছাড়া কৈলাশহরে খবর পেয়েছি আজকে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা। যেখানে আউশ ধান নস্ট হয়ে গেছে, আমাদের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত, সেখানে আজকে সরকার থেকে কৃষিঋণ আদায়ের জন্য সংশিত দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি সরকারকে বলব অবিলম্বে এই সমস্ত সংশিত নোটিশ যাতে বন্ধ করা হয়। আজকে মানুষ যেখানে জীবন নিয়ে চিন্তিত, সেখানে ঋণ দেওয়ার কথা মনে করতে পারেনা। কাজেই সরকার এই জাতীয় নোটিশ যাতে বন্ধ রাখেন এবং আমাদের জনগণের সরকার তাঁর সর্ব্বশক্তি দিয়ে যেন খরার মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসেন। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিফিকালটি যদি থাকে সেটা যদি প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে, সেটা দূর করে ঠিক ঠিকভাবে অর্থ নৈতিক স্যাংশানের ক্ষমতা দিয়ে মাননীয় মন্ত্রীরা যেন সেই ক্ষেত্রে অফিসারদের সংগে সহযোগিতা করেন এবং সমস্যার মোকাবিলা করেন। তা না করলে আগামী দিনের ইতিহাসের কাছে তাঁরা দায়ী থাকবেন।

Mr. Speaker—Now Hon'ble Deputy Minister to give his reply.

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বন্ধু ডিসকাশনের জন্য খরার উপর যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ আজকে এই খরা

ত্রিপুরাতে আমার বয়সে এতবড় খরা দেখি নাই। এইরকম খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সরকার সেটা ভাবতে পারে নাই এবং খরা যখন দেখা দিয়েছে, খরার সময় থেকে সরকার পক্ষ থেকে যা করার, সেই সম্পর্কে আমরা সচেতন। কোন কোন সদস্য বলেছেন কিছু করি নাই একথাটা আমি স্বীকার করি না। কারণ আমরা এই বিষয়ে সচেতন ছিলাম, এবং এই খরার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারকে ২৮শে জুন আমরা জানিয়েছি যে আমাদের এখানে অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং সামনে যদি কোন কিছু না করা হয়, তাহলে আরও অনেক ক্ষতি হবে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমার তরফ থেকে যা করার, তা আমি ঠিক ঠিকভাবে করে গিয়েছি। তথাপি আজকে এটা ডিসকাশনে এসেছে, সেটা ভাল, সেটা এখানে এ্যাসেম্বলীতে হওয়া উচিত। তবে আমরা যা করছি, অনেক সদস্য যে জানতে চেয়েছেন, তার আমি একটা ক্ষুদ্র—যতটুকু আমাদের ক্ষমতা ছিল তার একটা বিবরণ এখানে দিচ্ছি। প্রথমতঃ যেসব স্থানে ক্ষুদ্র সেচের বিদ্যুৎ চালিত পাম্প বসানো হয়েছে, সেইসব প্রকল্পে যাতে ঠিকমত বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা যায়, তার সুবন্দোবস্ত করতে হবে—যাতে এইসব প্রকল্প হতে সেচের জল সরাসরি ব্যবহার করা যায়। যেসব প্রকল্প পাম্প মেশিনের জন্য করা হয়েছিল সেই সমস্ত পাম্প মেশিন যদি অকেজো হয়ে থাকে এবং সেটা যাতে সত্বর মেরামত করে চালু করা হয় এবং কতকগুলি পাম্প যে সমস্ত কৃষকদের সাবসিডিতে পাম্পিং মেশিন দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত মেশিন সরকার হতে ভাড়া দিয়ে ঐ সমস্ত পাম্প মেশিন এনে যে সমস্ত কৃষক এখনও শালি ফলাতে পারে নাই, শালি যাতে ফলাতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। আর আগরতলা মার্কেটে যে সমস্ত পাম্পিং মেশিন থ্রি হর্স পাওয়ার, ফাইভ হর্স পাওয়ার, টেন হর্স পাওয়ার, ফিফটিন হর্স পাওয়ার আছে সমস্ত পাম্পিং মেশিন কেনার জন্য সরকার থেকে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। আর যে সমস্ত অঞ্চলে আমাদের পাম্পিং মেশিন অচল অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলি চালু করে, সেই সমস্ত অঞ্চলে যেমন ধুপছড়ি, হাফলংছড়া, কীর্ত্তনতলি, মহিষের পার্ক, বিশ্বানগর, আভাংগা, মহারাণী, পূর্ব্ব বগাফা, ঘোড়াছড়া, জিরানিয়া মতিনগর, ধনছড়ি ধনপুর, চণ্ডিছড়া, যে সমস্ত জায়গায় পাম্পিং মেশিন আছে, সেই সমস্ত এলাকায় সালি ফলন রোয়ার জন্য যাতে ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য ব্যবস্থা করেছি। সোনামুড়া, উদয়পুর আমাদের গোমতীতে নৌকায় যে সমস্ত পাম্প চালু আছে, সেই সমস্ত জায়গাতে, ঐ সমস্ত পাম্প দিয়ে এই সমস্ত জায়গায় সেচের ব্যবস্থা যাতে করতে পারি তার আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমরা এই বর্ত্তমান বৎসরে অন্যান্য ব্লক থেকে এবং যে সমস্ত ব্লকে পাম্পিং সেট সাবসিডিতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অনুমান তিনশত পাম্পিং মেশিন'এর জন্য ঐখানে ইনডেন্ট ছিল, সেই সমস্ত পাম্পিং মেশিন এখানে যাতে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করেছি। বি, ডি, ও'র থেকে কারা কারা নেবেন তার জন্য লিষ্ট চেয়ে পাঠিয়েছি, এখন যাতে সেইসব পাম্পিং মেশিন দিতে পারি। তাছাড়া আমাদের ব্লকগুলিতে যে সমস্ত পাম্পিং মেশিন দেওয়া হয়, সেই সমস্ত পাম্পিং মেশিন ও আমাদের ব্লক অফিসে আছে, পুরানো, সেই সমস্ত পাম্পিং মেশিন দিয়ে যাতে কাজ সুরু করা যায়, সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। তাছাড়া আমাদের ব্লকগুলিতে যে সমস্ত পাম্পিং মেসিন দেওয়া হয় সেই সমস্ত পাম্পিং মেসিনেও

আমাদের ব্লক অফিসে পুরোনো, সমস্ত পাম্পিং মেসিন দিয়েও যাতে কাজ সুরু করা যায় সেই সমস্ত কাজ আমরা সুরু করেছি। সরকারী বেসরকারী সমস্ত পাম্পিং মেসিন যাতে সেই সমস্ত কৃষি খামারে আমরা নিজেরা বিলি করে জনসাধারণকে দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং প্রত্যেক ব্লকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি তারা যেন সেই সমস্ত ব্লকে, যে সমস্ত জায়গায় শালী করতে পারে, শালার ব্যবস্থা করে সেই সমস্ত অঞ্চলে যাতে কৃষকের হাতে শালী পৌছানো যায় যেখানে তারা শালী ফেলতে পারে নি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যতটুকু করার তার কোন ত্রুটি করি নাই এবং আমরা আশা করি যদিও আমাদের ক্ষমতা যতটুকু ছিল সেই পরিমাণে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং ভারত সরকারকেও আমরা জানিয়ে দিয়েছি। আর বর্তমানে যে খরার কথা হচ্ছে কোন কোন বন্ধু হিসাব চেয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে আমাদের বর্তমান আউষের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা নর্থে শতকরা ৭০ ভাগ এবং সাউথে এবং ওয়েস্টে শতকরা ৫০ ভাগ। আর বুরোতে নর্থে শতকরা ৫ ভাগ এবং সাউথে শতকরা ১৫ এবং ওয়েষ্টে শতকরা ২৫ ভাগ। এই পর্যন্ত আমরা যে হিসাব পেয়েছি সেই হিসাব মতে আমাদের এই ক্ষতি হয়েছে এবং সেই ক্ষতির পরিমাণ মোটামোটি আমাদের কাছে যা আছে সেই ক্ষতির পরিমাণ হল ছয় কোটী সাত লক্ষ তিন শত বার টাকা। কোন কোন সদস্য বলেন আমরা কোন খবরই রাখি না। এই কথা যে সত্যি নয় সেজন্য এই সমস্ত কথা বলতে হল। তারা অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু তার অনেক আগে থেকে আমরা সেই বিষয়ে সচেতন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে জানিয়েছি। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই রকম একটা খরা পরিস্থিতি আসবে সেটা আমরা আশা করি নাই। সেজন্য আমরা সচেতন হয়েছি, যেহেতু খরা সামনে আছে। কোন কোন বন্ধু বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সরকার কিছু করে নাই। এই কথা সত্যি নয়। তারা জানেন যে তারা গোপন করে কথা বলেছেন। আমরা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা উন্নতি করেছি, যদিও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দরুণ আমরা অনেক কাজ করতে পারিনি তথাপি আমাদের যতটুকু ক্ষমতা ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫১ সালে যে ধান বা চাল ত্রিপুরা রাজ্যে হত তার ডাবল হয় এখন। ১৯৫১ সালে চাউল হত এক লক্ষ পয়ত্রিশ মন। আর বর্তমানে ছয় দুই লক্ষ ছেষট্টি মন। এই কথা যদি কেউ চিন্তা করে যে হয় না তাহলে আমি বলব যে সে রাজনীতি করার জন্য এই কথা বলে। সত্যের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নাই। ভারতবর্ষের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বেশী লোকসংখ্যা বাড়ছে। সারা ভারতবর্ষে ৫৩ জন লোক বাড়ছে। আর ত্রিপুরা রাজ্যে ১৪৩জন বাড়ছে। যদি আমরা খাদ্য উৎপাদন না করতে পারতাম তাহলে আজকে কোথায় থেকে সেই খাদ্য আসছে? আজকে যেখানে ১৪৩ ভাগ লোক বাড়ছে তাদের ভাত খাওয়ার জন্য আমরা বাইরে থেকে মাত্র ১৫ হাজার টন খাদ্য আনার দরকার বলে মনে করি আর সব ত্রিপুরা থেকে দিতে পারি। কোন কোন বন্ধু বলেছেন যে এটা ত্রিপুরার কৃষি বিভাগের কৃতিত্ব নয়, এটা শুধু কৃষকের কৃতিত্ব। আমরা বলি কৃষকের কৃতিত্ব। আমরা বলি কৃষকের সহযোগিতায় এবং কৃষি বিভাগের সাহায্যে এই উন্নতি হয়েছে। এই কথা যদি কেউ অস্বীকার করেন তা

হলে আমি বলব তারা রাজনীতি করার জন্য এই কথা বলেন এবং সত্যের সঙ্গে তাদের কথার কোন সামঞ্জস্য নাই। ত্রিপুরার সব জায়গাতে সার্ভে হয়েছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই কাজ করেছে। আমরা ধর্মনগর, সদর এবং অমরপুরে ১১টা ডিপ টিউবওয়েলের কাজ হাতে নিয়েছি। তার মধ্যে ধর্মনগর ৪টি আরম্ভ হয়েছে। যদি ১১টা সাকসেসফুল হয় তাহলে আমরা আশা করি সেই প্রকল্পগুলি আরম্ভ করব। তার সঙ্গে বিদ্যুতের প্রশ্ন আছে। সেই বিদ্যুৎ আমাদের কতটুকু আছে তাও আপনাদের জানা আছে। কাজেই আমরা আশা করি আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে এই খরা সমস্যার সমাধান করতে পারব। কারণ যদি সহযোগিতা না থাকে আমরা বিধানসভায় শুধু ভোট নিয়ে বিরোধীতা করে সব কিছু করি তাহলে আজকের যে অবস্থা সেই অবস্থায় পৌঁছানো কঠিন হবে। সেজন্য আমি আবেদন রাখব আজকে যারা বিধানসভায় আছেন তাদের প্রত্যেককে ভোট দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে, আপনারা সবাই আমাদের ক্ষুদ্র অবস্থার মধ্যে যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা আশা করি সব না করতে পারলেও কিছু কিছু আমরা জনসাধারণের জন্য উপকার করতে পারব। আমরা শুধু দায়িত্ব নিয়েই বসে নাই। অন্যান্য বছরে এমন দিনে তিন লক্ষ টাকা চার লক্ষ টাকা টেষ্ট রিলিফের মারফত খরচ হয়। কিন্তু এই বৎসরে আমরা ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছি এই খরার জন্য। সেটা আপনারা নিজেরা জানেন এবং তার উপর ক্র্যাস প্রগ্রামেও চলছে। সব দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বসে নাই। এই কথা আজকে আমরা নিশ্চয়ই বুঝাতে পেরেছি যে আমরা সচেতন এবং আমরা গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে জানিয়েছি যে আমাদের এই দিকে আরও ক্ষতি হতে পারে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা আজকে পর্যন্ত যে আমন ধানের চারা ফলাতে পেরেছি শতকরা ২০ ভাগ, ৮০ ভাগ আমরা ফলাতে পারি নাই। যদি আরও দশ দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হয় তাহলে অবস্থা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে। সেজন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতাতে কতটুকু হবে জানি না। তবে আমি কামনা করি আপনাদের সহযোগিতা। এটা রাজনীতির প্রশ্ন নয়। এটা ত্রিপুরার বাঁচার প্রশ্ন। তার জন্য আমি কামনা করব আপনাদের সহযোগিতা। আর একটা কথা আমি বলতে চাই। আজকে অনেক বক্তৃতা হয়েছে, আমরা অনেক ধাপ্পা দিই এই সমস্ত কথাও আজকে আসছে। আমি বলব আমরা ধাপ্পা দিই না। আমরা যা দিই সত্যিই দিই। হয়ত অন্যান্য লোক সেটাকে ধাপ্পা বলে মনে করে। যে কোন কথাই উত্থাপিত হোক না কেন সেটাকে একটা ধাপ্পা বলে তারা মনে করেন। আমি অনুরোধ করব এই খরার মধ্যে ধাপ্পা ধাপ্পি যেন না আসে। এটাকে আমরা যেন সবাই সমর্থন করতে পারি সেই দিকে যেন লক্ষ্য রেখে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। যদি তা আমরা করতে না পারি তাহলে সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে যাবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ্।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটা ক্ল্যারিফিকেশন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে চাইছি। এই হাউসে একটা দাবী উঠেছে যে যাতে সংশিত নোটিশ না হয় সেই সম্পর্কে একটা ঘোষণা চাই।

শ্রীমুনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর সংগে আলাপ করেছি যে যাতে এই সমস্ত ব্যাপারে খাজনার জন্য কোন তাগিদ দেওয়া না হয়। সমস্ত রকম বকেয়া আদায়, খাজনা শুধু নয় ঋণ আছে সেগুলিও যেন এখন তাগাদা দেওয়া না হয়। অবশ্য আমি লিখে দিই নাই। তবে আমার সংগে ডিসকাশন হয়েছে আজকে সকালেই এই খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 3 P. M. on Thursday, the 13th July, 1972.

STARRED QUESTION NO. 607

By Shri Subal Chandra Biswas.

প্রশ্ন

১) ফটিকরায় রাজনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি কি কি কারণে Liquidationএ গেল ;

২) শেয়ার হোল্ডারদের এ Liquidation সম্পর্কে কোন information দেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১) রাজনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ নামে ফটিকরায়ে যে সমিতি ছিল উহা ১.১১.৭১ইং তারিখে নিম্নলিখিত কারণে liquidation এ গিয়াছে।

ক) সমিতি ১৯৬৬-৬৭ সমবায় বৎসর হইতে লিকুইডিশনের পূর্ব পর্য্যন্ত বাস্তবিক পক্ষে কোন কাজই করিতে পারে নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সমিতি পরিচালনার অব্যবস্থার জন্য ১৯৬৬-৬৭ সমবায় বৎসরের পূর্বেই লোকসানের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া উহার আদায়ীকৃত মূলধনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

খ) চেষ্টা সত্বেও সমিতিকে পুণর্জীবিত করা (revival) সম্ভব হয় নাই।

২) সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে সমিতির কার্য্যের অচলাবস্থার বিষয় অবগত করা হইয়াছিল এবং তাহাকে ৭ই আগষ্ট ১৯৭১ইং তারিখের ভিতর সমিতিকে Liquidation এ দেওয়ার ব্যাপারে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সাধারণ সভার মতামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। উক্ত ৭ই আগষ্ট ১৯৭১ইং তারিখের ভিতর বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সাধারণ সভার মতামত না জানাইলে সমিতিকে Liquidation এ দেওয়া হইবে বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে পরিষ্কারভাবে জানানো হইয়াছিল।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, July 13, 1972.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Thursday, the 13th July, 1972 at 3 P. M.

PRESENT

Mr. Dy. Speaker (Shri Usha Ranjan Sen) in the Chair, Cheif Minister, 4 Ministers, 2 Deputy Ministers & 50 Members.

STARRED QUESTIONS

Mr. Dy. Speaker :—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question, Shri Jatindra Kumar Majumdar.

Shri Jatindra Kumar Majumdar :—Starred Question No. 429.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 429.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭১-৭২ইং আর্থিক বৎসরে জিরানিয়া ব্লক এলাকায় ৩টি ডিপ-টিউব ওয়েল খনন করার প্রস্তাব ছিল ?	হ্যাঁ।
২) সত্য হইলে কোন কোন স্থানে ঐগুলি খনন করার প্রস্তাব ছিল ?	২। জিরানিয়া, চম্পকনগর এবং বিবেকানন্দনগর।
৩) এখনো পর্য্যন্ত উক্ত কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ ?	৩। কেন্দ্রীয় গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের উপর ত্রিপুরায় ডিপ-টিউবওয়েল খননের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্মনগর এলাকায় ১৯৭০ সালে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু রিগ মেসিন খারাপ হওয়ায় তাহারা নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করিতে সক্ষম হন নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৫।

শ্রীমুনসুর আলী :— থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৫, স্যার।

প্রশ্ন

১। গত আর্থিক বছরে তেলিয়ামুড়া ব্লকে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প অনুসারে যে সকল স্থানে জলসেচ করা হয়েছে তার নাম ও জমির পরিমাণ ;

২। ঐ ব্লকের অন্তর্গত ব্রহ্মছড়া মাইগংগাছড়ায় স্লুইস গেট এবং খোয়াই নদীতে লিফ্‌ট ইরিগেশন করা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৭১-৭২ইং সনে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া ব্লকের যে সব স্থানে জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে, তাহার নাম ও জমির অনুমিত পরিমাণ এইরূপ :—

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের প্রকার		স্থানের নাম	জলসিঞ্চিত জমির অনুমিত পরিমাণ
ক) লিফ্‌ট ইরিগেশন		চিত্রাইছড়া	৮০ একর
খ) ডাইভারসন		মালাছড়া	৬০ ,,
গ) ওভারফ্লো টিউবওয়েল	১)	লক্ষ্মীনারায়ণপুর	৩৯ ,,
	২)	দ্বারিকাপুর	১১৭ ,,
	৩)	দুর্গাপুর	১১৪ ,,
	৪)	আলেপ সা	৪৮ ,,
	৫)	আমপুরা	৩০ ,,
	৬)	তেলিয়ামুড়া	৩০ ,,
	৭)	চাকমাঘাট	৯ ,,
	৮)	মাইগংগা	১৮ ,,
ঘ) অস্থায়ী বাঁধ	১)	তুষাপাড়া	১০ ,,
	২)	মারসুম বস্তী	১০০ ,,
	৩)	দুলকমোহন পাড়া	২৫ ,,
	৪)	গোলাবাড়ী	১৫০ ,,
	৫)	কলইপাড়া	২৫ ,,
	৬)	ওয়াকুসিমলম	১০০ ,,
	৭)	দুস্কী	১৫ ,,
	৮)	সীতাকুণ্ড	১৮ ,,
	৯)	সোনাছড়া	১৫ ,,
	১০)	দুর্গাপুর	২৪ ,,
	১১)	লেম্বুছড়া	৫০ ,,

১২)	ধারিকাপুর	১৫	,,
১৩)	মহারাণীপুর	৫৫	,,
১৪)	সারবং	৯০	,,
১৫)	করইলং	১৫	,,
১৬)	নয়নপুর	২০	,,
১৭)	কমলনগর	৪০	,,
১৮)	গুরাখা	২০	,,
১৯)	মাইজভাংগা	৬০	,,
২০)	বিরাশী দ্রোণ	২০	,,
২১)	দেবতাবাড়ী	২০	,,
২২)	মিলাতলী	২০	,,
২৩)	তুইমাডুল	২০	,,
২৪)	তুইচিরাই	৮০	,,
২৫)	গর্জ্জন টিলা	২০	,,
২৬)	ধনিয়ারবিল	৪০	,,
২৭)	তুইচাকমা	৩০	,,
২৮)	ওয়ারাইপাড়া	২০	,,
২৯)	দেবেন্দ্র সর্দারপাড়া	৮০	,,
৩০)	মধ্য কল্যাণপুর	৮০	,,

সর্ব্বমোট— ১,৮২২ একর।

২) না, বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন খোয়াই নদীতে লিফট ইরিগেশান করে তেলিয়ামুড়া থেকে কল্যাণপুর পর্যন্ত ব্যাপক অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষকদের উপকার করা যায়।

শ্রীমনছুর আলী :— এটা ইঞ্জিনীয়ারদের উপর নির্ভর করে করা যায়।

শ্রীঅনিল সরকার :— ইঞ্জিনীয়ারদের এই ব্যাপারে পরীক্ষা না রকার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীমনছুর আলী :— জায়গার নাম উল্লেখ করে বললে আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাঁশকরা ছড়ায় ১৮ মুড়ার উজানে বাধ দিলে মাইগঙ্গার একটা ব্যপক অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় এবং এই সম্পর্কে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে কি ?

শ্রীমনছুর আলী :— এমন কোন রিপোর্ট আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পরীক্ষা করে দেখা হবে কি না ?

শ্রীমনছুর আলী :— নিশ্চয়ই, পার্টিকুলার্স দেন তাহলে দেখব।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিরাট ফিরিস্তি দিলেন এইসব এলাকায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে এখন এইসব এলাকায় বাঁধেরই বা কি অবস্থা এবং জমিরই বা কি অবস্থা এই খরায়, এটা জানাবেন কি ?

শ্রীমনছুর আলী :— এগুলি সাঁওতাল বাঁধ, পরে এইগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় কারণ চড়া পরে জমি নষ্ট হয় বলে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— প্রশ্ন নং ৫৮৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— প্রশ্ন নং ৫৮৩।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় হইতে গোলাঘাটি Solling ও Metalling এর কাজ আজ পর্য্যন্ত না হওয়ার কারণ কি ;

২। ইহা কি সত্য যে বিশালগড়—গোলাঘাটি রাস্তাটি কাচা হওয়ার ফলে উহা লোক ও গাড়ী চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ?

উত্তর

১। বিষয়টি বিবেচনাধীন ছিল কাজের গুরুত্ব বর্ত্তমানে সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন আছে।

২। সম্পূর্ণ সত্য নহে। সুদিনে ট্রাক, জীপ চলাচল করিতে পারে এবং সারা বৎসর ব্যাপী লোক চলাচল করিতে পারে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ইহা কি সত্য যে বর্ষাকালে এই রাস্তায় লোক এবং গাড়ী চল চল করতে অসুবিধা হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা গ্রাম্য রাস্তা (ভিলেজ রোড) সুতরাং সেখানে বর্ষাতে অসুবিধা হয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ভিলেজ রোড বলতে কি বুঝাতে চাইছেন— এই রাস্তাট কি পি, ডব্লিউ, ডির হাতে না ব্লকের হাতে আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— পি, ডব্লিউ, ডি'র হাতেই আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রাস্তাটির কাজ এই ফিনানসিয়াল ইয়ারেই ধরা হবে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :— এই রাস্তাটি বিশেষ বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিশেষ বিবেচনাধীন আছে এই জিনিষটা কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই যে রাস্তাটা এই জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—তাহলে আমরা কি আশা করতে পারি যে এই রাস্তাটি এই ফিনানসিয়াল ইয়ারেই হচ্ছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—হ্যাঁ, এই বারের বাজেটে ধরা হয়েছে কাজ করবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা (অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমংচাবাই মগ।

শ্রীমংচাবাই মগ :—প্রশ্ন নং ৬০১।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রশ্ন ন. ৬০১।

প্রশ্ন

১। কুলাই ছড়ার পাকা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার কারণ কি ?

২। ঐ বাঁধ দিতে সরকারের কত খরচ হইয়াছে ? এবং উহা কত বৎসর টিকিয়া রহিয়াছে ?

৩। ঐ মাঠে জল সেচের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার করেছেন কি ?

উত্তর

১। ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতেছে।

২। ৬৮০৬৫ টাকা, প্রায় ৭ বৎসর।

৩। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—প্রশ্ন নং ৬০৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রশ্ন নং ৬০৩।

প্রশ্ন

১। কুমার ঘাট হইতে ফটিকরায় via নিদেবী রাস্তাটি work order দেওয়া সত্বেও কাজ হইতেছে না কেন ?

২। কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে ?

৩। উক্ত রাস্তার estimate এর মধ্যে মনু নদীতে কোন bridge ধরা আছে কি না ?

উত্তর

১। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ার জন্য।

২। জায়গা পাইলেই কাজ আরম্ভ করা হইবে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হইবে।

৩। না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জায়গা পাওয়া যায় নি কেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রথমে যখন রাস্তাটির কাজ আরম্ভ করা হয় তখন জনসাধারণের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গিয়াছিল যে রাস্তার জন্য যে জমির দরকার তারা তা ছেড়ে দেবে এবং পরে একুইজিশান করার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু যখন কাজ শুরু হয় তখন জনসাধারণের তরফ থেকে আপত্তি আসে এবং ল্যাণ্ড একুইজিশান ইত্যাদি করার জন্য দেরী হয়ে যায়।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন জনসাধারণের কাছ থেকে যে আপত্তি এসেছে—জায়গা নেওয়ার জন্য জনসাধারণকে যে নোটিশ দেওয়া হয় সরকার তরফ থেকে সেই নোটিশ দেওয়া হয় নি বলেই জনসাধারণের কাছ থেকে আপত্তি আসে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—জনসাধারণের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গিয়াছিল যে জায়গা পাওয়া যাবে এবং পরে একুইজিশান করা হবে এবং সেজন্য ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাজের সময় জায়গা পাওয়া যায় নাই এবং রাস্তাটিও হয় নাই। এখন ল্যাণ্ড একুইজিশান করার জন্য প্রসেসে আছে এবং সেটি হলেই কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—ল্যাণ্ড একুইজিশান কতদিনের মধ্যে শেষ হবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেটা আণ্ডার প্রসেস, সেটা কমপ্লীট হলে কাজ আরম্ভ হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালিপদ ব্যাণার্জী।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১২।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সাবরুম মহকুমায় পূর্ত বিভাগের যেসব গ্রাম্য রাস্তা আছে, সেগুলো মেরামত বা সংস্কার না করার কারণ কি এবং খ) এই সমস্ত রাস্তা মেরামত বা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি ?	যে সমস্ত গ্রাম্য রাস্তা পূর্তবিভাগের মান অনুযায়ী উন্নত সেগুলি মেরামত করা হয় কিন্তু যে সমস্ত গ্রাম্য রাস্তা নিম্নমাণের সেগুলি রাস্তার প্রয়োজনীয় জায়গার অভাবে মেরামত করা যাইতে পারিতেছেনা। রাজ্যে অন্যান্য রাস্তা উন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে এই সমস্ত রাস্তার প্রশ্নও বিবেচিত হইবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বুঝতে পারছিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি যে প্রশ্ন করেছি, সেটা অনুধাবন করে উত্তর দিচ্ছেন কিনা ? আমার প্রশ্ন পরিষ্কার। পূর্ত দপ্তরের রাস্তার কথা আমি বলেছি। আমি একজন সদস্য হিসাবে বলছি, লোক্যাল ডেভলাপমেন্টের রাস্তার কথা বা ব্লকের রাস্তার কথা বা টি, টি, সির রাস্তার কথা আমি বলিনি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি এখানে প্রশ্নে দেখছি গ্রাম্যরাস্তা যেগুলি আছে, সেগুলির কথা বলা হয়েছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—পূর্তবিভাগ থেকে যে সমস্ত গ্রাম্য রাস্তা করা হয়েছে, সেগুলি মেরামত করেছেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—টি, টি, সি এবং ব্লক থেকে যেগুলি নেওয়া হয়েছে, সেগুলি মেরামত হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে টি, টি, সি বা ব্লক থেকে যে সমস্ত রাস্তা করা হয়েছে, সেই সমস্ত রাস্তা সবগুলি পি, ডবল্যু, ডি নিয়েছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সবগুলি নিতে পারেনি, টি, টি, সি থেকে ব্লকে যেইসব রাস্তা গিয়েছিল এবং ব্লক থেকে যেগুলি হ্যাণ্ডওভার করেছে, সেগুলি নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই রাস্তাগুলি নেওয়ার সময় পি, ডবল্যু, ডি কি জানতেন না যে ঐগুলি মেরামত করতে হলে বেশী জায়গা লাগবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—রাস্তাগুলি নেওয়া হয় ব্লক থেকে, রাস্তার নাম দিয়ে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। মেরামত করার দায়িত্ব পড়ে পি, ডবল্যু, ডির উপর কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করতে যেয়ে দেখা যায় পাশে জোতদার এর জমি আছে, সেই জমিগুলিতে কাজ করতে যখন যায়, তখন তারা বাধা দেয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত রাস্তা, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশে জমি নাই, কিন্তু সেগুলি কি মেরামত হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—জনসাধারণ আপত্তি না করলে মেরামত হয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে আমি কি একথা বুঝব যে পূর্ত্ত বিভাগ কাজ করতে যেয়ে জায়গা পায় নাই। সাবরুমে যে সমস্ত রাস্তা আছে, টি, টি, সির ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বা পূর্ত্তবিভাগ যেগুলি করেছে, সেই সমস্ত রাস্তা জায়গার অভাবে মেরামত হচ্ছেনা বলে যে বলা হচ্ছে সেটা সত্য নয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোন্ কোন্ রাস্তাগুলি তদন্ত করতে হবে বললে পরে আমি তদন্ত করব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীআবদুল ওয়াজিদ।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১৬।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ধর্মনগরে তিলথৈ এবং তিলথৈ দামছড়া রাস্তার সোলিং এবং মেটেলিং এর কাজ আরম্ভ করার কোন অভিপ্রায় সরকারের আছে কি ?	অভিপ্রায় আছে এবং সমগ্র রাজ্যে রাস্তা উন্নয়নের কর্ম্মসূচীর সংগে যথা সময়ে এই রাস্তাগুলির উন্নয়নও বিবেচিত হইবে।
২) থাকিলে কবে আরম্ভ হবে ?	

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্তমান বছরে এই সোলিং এবং মেটেলিং এর কাজ আরম্ভ করবেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—একসপেরিমেন্টাল বেসীস হিসাবে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ষ্টোন দিয়ে মেটেলিং এর কাজ কিছু করা হয়েছে এবং বাকীটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তিন ইঞ্চি ষ্টোন দিয়ে যে মেটেলিংএর কাজ করা হয়েছে, সেটা কোন রাস্তা, কোন্ ভিলেজের নিকটে এবং কত মাইলের মধ্যে বলতে পারবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—এই রাস্তার কোন জায়গা সোলিং মেটেলিং করা হয় নাই, আর্থ ফিলিং এর কাজ কিছু করা হয়েছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—নিশ্চয়ই, যেটা জানানো হয়েছে সেটা যদি ঠিক না হয়, তাহলে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—এই রোডগুলি প্ল্যানের রোড না নন-প্ল্যানের রোড মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ? যদি প্ল্যানের হয়, তাহলে কোন প্ল্যানের রাস্তাটা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা ঠিক এখন আমি বলতে পারছিনা, পরে জানিয়ে দেব।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—এই রাস্তার সোলিং মেটেলিং এর জন্য নর্দান ডিভিশনে টাকা আগে ধরা হয়েছিল, এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ওয়াকিবহাল আছেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই রাস্তার জন্য ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা স্যাংশান হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—এই রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য শেষ হয়নি, তাতে লোক চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্ম্মনগর তিলথৈ রোড কমপ্লীট হয়েছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই আশ্বাস দিতে পারেন কি, অন্ততঃ এক বছরের মধ্যে এই রাস্তাটি জীপ এ্যাবল রাস্তা করা হবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা টেকনিক্যাল মেটার, আলাপ আলোচনা না করে বলতে পারছিনা।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—তিলথৈ থেকে ধর্ম্মনগর যেতে হলে, দামছড়া একটি মাত্র রাস্তা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আপনি যখন বলছেন একটি রাস্তা, তখন আমি অনুভব করতে পারছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩১

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা রবীন্দ্র ভবনটির নির্ম্মাণ কার্য কবে শুরু হয়েছিল, তারজন্য কত টাকা ধরা হয়েছিল?	১) ৮—২—৬৭ ইং ৬, ৬৯,০০০ টাকা।
২) এই ভবনটির কনসট্রাকশন এর স্কীমটা কি ধরনের	২) ইহা একটি দ্বিতল পাকা বাড়ী যাহার মধ্যে আছে একটি ঘুর্ণমান অভিনয় মঞ্চ। দর্শকদের বসিবার স্থান, বেলকনী এবং সাজঘর। ইহাতে ৬৭৪ জন দর্শক বসিতে পারিবে। বাড়ীটিতে প্রতিধ্বনী নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা থাকিবে।
৩) উহার কাজ আজও শেষ না হওয়ার কারণ কি এবং কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে?	৩) প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাব বশতঃ কাজটি শেষ হইতে পারে নাই। আশা করা যায় বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের শেষে কাজটি সম্পন্ন হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এটা কি সত্য যে কনট্রাক্টরের গাফিলতির জন্যই এই কাজটা এত দেরী হচ্ছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রয়োজনীয় জিনিষ অভাব বশতঃ কাজটি শেষ হইতে পারে নাই এই কথা বলা হয়েছে। আমাদের সমস্ত মাল এসে পৌঁছায় নাই এবং গত বৎসর কাজ হতে পারে নাই কারণ বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত উদবাস্তু এসেছিল তাদের সেখানে রাখা হয়েছিল।

শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস :—বাংলাদেশ থেকে তো লোক এসেছে গত এক বছর হল। কিন্তু এর আগে চার বৎসর যাবত কাজটি ফেলে রাখার কারণ কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—বলা হয়েছে যে জিনিষপত্রের অভাব বশতঃ কাজটা হতে পারে নি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কি কি জিনিষ-পত্রের অভাবের জন্য কাজটা হতে পারে নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—দালানের জন্য যে সমস্ত ম্যাটিরিয়ালস দরকার পড়ে সেগুলির কথাই বলা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—গত পাঁচ বছরের মধ্যে কি আর কোন দালান তৈরী হয় নাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে এই দালানটির জন্য যে সমস্ত কাজ দরকার এবং তার জন্য যে রকম ম্যাটেরিয়ালস দরকার সেগুলি আনতে পারা যায় নি।

শ্রীতাপস দে :—কি কি কাজের জিনিষ আনতে পারা যায় নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—পি, ডব্লিউ, ডি, এর জন্য যে সমস্ত কাজ দরকার সেই সমস্ত কাজের কথাই বলা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—গত পরশুদিন ১,৭৫,০০০ টাকার কাজ দিয়েছেন একজন কনট্রা-ক্টরকে রবীন্দ্র ভবনের ব্যাপারে নেগোশিয়েশনে এটা কি সত্য ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :—রিভলভিং ষ্টেজ হওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্র ভবনে। কিন্তু কোন কারণে রিভলভিং ষ্টেজ বন্ধ হয়ে যায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি বলেছি যে ঘূর্ণায়মান ষ্টেজ থাকবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—গত পরশুদিন যখন কনট্রাক্টরকে কাজ দেওয়া হয় তখন সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার বল্লেন যে আমি কমিটমেন্ট করছি তোমাদের এই কাজ দেব। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :—নেগোশিয়েশনে যে কাজ দেওয়া হয়েছে এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা অভিযোগ নয় স্যার। কনট্রাকটরকে কাজ দেওয়া হতে পারে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— আমি অভিযোগ করছি না। আমি জানতে চাইছি যে কোন কোটেশান কিংবা টেণ্ডার লোকেল পেপারে কিংবা অল ইণ্ডিয়া কোন পেপারে সার্কুলেশন না করে এই কাজটা দেওয়া হয়েছে পরশুদিন, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি মাননীয় সদস্যের কাছ থেকে জানতে চাই যে এই প্রশ্ন এটা রিলেভেন্ট কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—এই রবীন্দ্র ভবনের কাজ নেগোশিয়েশনে দেওয়া হয়েছে, আমি এই অভিযোগ এনেছি হাউসে। আমার প্রশ্ন হল এই যে কাজ দেওয়া হয়েছে ১,৭৫,০০০ টাকার কাজ তার জন্য সার্কুলেশান দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এর জন্য নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি।

শ্রীতাপস দে :—কাজটা দেওয়া হয়েছে গত পরশুদিন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন পাঁচ বছর আগে দেওয়া হয়েছিল। এই যে হ্যাসেনিং, এর কারণ কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—হ্যাসেনিং করতে আমরা চাই না। আমরা কাজ তাড়া-তাড়ি করতে চাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি আশ্বাস দিতে পারেন যে অপেন টেণ্ডার কল করে সেটা করা হবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আইনত যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে ঠিক করা হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—আমি মেম্বার হিসাবে ডাইরেক্ট অ্যালেগেশান আনছি হাউসে যে ১,৭৫,০০০ টাকার কাজ নেগোশিয়েশনে দেওয়া হয়েছে। এটা যদি টেণ্ডার করে না দিয়ে থাকে তাহলে আবার টেণ্ডার করে রি-ডিষ্ট্রীবিউশান করা হবে কিনা কাজটা এবং তাতে অনেক টাকা বাঁচবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা যদি মাননীয় সদস্য জানান যে কিভাবে হবে তাহলে আমরা করব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই বাড়ীতে আগে কিছু কন্‌ষ্ট্রাকশন হয়েছিল এবং এই কন্‌ষ্ট্রাকশনের কিছু কিছু জিনিষ এই কন্‌ট্রাকটর বে-আইনীভাবে বিক্রি করেছেন এবং এই কন্‌ট্রাকটরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই সম্পর্কে আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কি যে কয়েক হাজার টাকা তিনি গায়েব করেছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় সদস্যরা যদি সাহায্য করেন তাহলে করতে পারি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দিতে পারেন কি আগামী রবীন্দ্র জয়ন্তীতে এই ভবনের উদ্বোধন করা হবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি বলেছি যে আগামী আর্থিক বৎসরে এই কাজ শেষ হবে।

Mr. Speaker :—Shri Amarendra Sharma.

Shri Amarendra Sarma :—Question No. 645

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr, Speaker, Sir, question No. 645

প্রশ্ন :

১) ১৯৭২ সালের মাচ মাস থেকে মে মাসের মধ্যে ধর্ম্মনগর মিশন টিলার 132 K. V. ষ্টেশনে পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে কি ?

২) ঘটে থাকলে, দুর্ঘটনাদ্বয়ের কারণ কি ?

উত্তর :

১) হঁ্যা।

২) দুর্ঘটনার কারণ ইলেক্ট্রিক শক্ অথবা উচ্চস্থান হইতে পতন। বিষয়টি ত্রিপুরার জন্য নিযুক্ত ইলেক্ট্রিকেল ইন্‌সপেক্টরের তথ্যানুসন্ধানে আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—এটা কি সত্য যে লাইন কনষ্ট্রাকশনের সময়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে ? এবং লাইনের ত্রুটির জন্যই এটা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে ল্যাইনের কোন ত্রুটি নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— এটা কি সত্য যে যতটা আইসোলেটারের দরকার ততটা আইসোলেটার নাই এবং এইভাবে বসানো হয়েছিল আইসোলেটার যাতে দুর্ঘটনা ঘটে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— প্রথম দুর্ঘটনার সময় হ্যাণ্ড গ্লাভস দেওয়া হয়নি এবং দ্বিতীয় দুর্ঘটনার সময়ে বাইপাস লক আপ দেওয়া হয়নি। সেজন্য দুর্ঘটনাগুলি হয়েছে এই কথা কি সত্যি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাদের দুর্ঘটনা হয়েছিল তাদের নাম বলবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :— Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 651.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 651.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা সত্য কিনা গোলাঘাটি বাজার সন্নিকটে বুড়িমা নদীর ধারে মাইনর ইরিগেশনের জন্য পাওয়ার পাম্পিং সেট বসানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট সার্ভে করিয়াছেন ;	১) হ্যাঁ।
২) যদি করা হইয়া থাকে, তবে কাজ আরম্ভ হইতেছে না কেন ?	২) প্রকল্পটি সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক অপরাপর প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :— এই সার্ভে কত তারিখে হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় সেটা জানেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— তারিখটা আমার জানা নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫৯।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫৯, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার কোন কোন মহকুমা শহর মিউনিসিপ্যাল এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?	১) নাই।
২) যদি থাকে, তবে কি পর্য্যায়ে আছে ?	২) এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে ত্রিপুরা সরকার ৪টি মহকুমা শহরকে মিউনিসিপ্যাল এরিয়া ডিক্লার করিয়া গেজেট নটিফিকেশান বের করেছেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— তাতে মিউনিসিপ্যাল এলাকা ঘোষণা করা হয় নাই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :— কোন টাউন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— না; শুধু নটিফাইড এরিয়া বলে ঘোষণা করা হইয়াছিল।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে ত্রিপুরা সরকার ৪টি মহকুমা শহরকে মিউনিসিপ্যালিটি করার জন্য একটা গেজেট নটিফিকেশন করিয়াছিলেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— সেটা মিউনিসিপ্যালিটি বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। যেটা করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ১৯৬৮ইং সনের মে মাসে সরকার ধর্ম্মনগর, উদয়পুর, কৈলাশহর এবং বিলোনীয়া মহকুমা শহরগুলিকে নটিফাইড এরিয়া বলে ঘোষণা করিয়া গেজেটে প্রকাশ করিয়াছিল।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই নটিফাইড এরিয়ার অর্থ কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— যে সব স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি করা যায় না, সেই সব স্থানকে নটিফাইড এরিয়া বলে ঘোষণা করা হইয়া থাকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— কেন করা যায় না, বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মিউনিসিপ্যালিটি করতে হইলে অনেকগুলি কণ্ডিশান ফুলফিল করতে হয় এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি আইন কানুনেরও দরকার হয়। কাজেই সেগুলি যতক্ষণ না করা যাচ্ছে, ততক্ষণ মিউনিসিপ্যালিটি করা যায় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— ঐ সব আইন সম্পর্কে আপনি কি জানেন, আমাদের জানাবেন কি ?

Shri Kshitish Chandra Das :— Under sub-section (1) of Section 6 of the Bengal Municipal Act 1932 (as extended to Tripura) the State Government may, by notification, and by such other means as it may determine, delcare

its intention to constitute any town, together with or exclusive of, any Railway Station, Village, land or building in the vicinity of any such town a Municipality under this Act.

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—এই নটিফাইড এরিয়া ঘোষণাটা তো মিউনিসিপ্যালিটি করার প্রথম পদক্ষেপ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—পদক্ষেপ হতে পারে, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি বলে ঘোষণা করা যায় না।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, এখানে প্রশ্নটা ছিল স্পেসিফিক যে এটা প্রথম পদক্ষেপ কিনা ? —ওনার কাছ থেকে আমরা হ্যাঁ বা না উত্তর চাই, হতে পারে এই উত্তর চাই না।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—স্যার, আমি বলেছি পদক্ষেপ হতে পারে।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা এটাকে কি মিউনিসিপ্যালিটি করার প্রথম কাজ বলে ধরে নিতে পারি ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—প্রথম হতে পারে আবার দ্বিতীয়ও হতে পারে।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মন্ত্রী মশাই আবারও ভেগ টার্ম রিপ্লাই দিচ্ছেন। আমরা জানতে চাইছি যে এটা প্রথম পদক্ষেপ কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—আমি যেটা বলেছি সেটা হল যেসব এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি করা যায় না সেইসব এলাকায় নটিফাইড এরিয়া বলে ঘোষণা করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্ত্তমানে যেটা চালু আছে, সেটা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা, তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কোন আইন অনুযায়ী করা হয়েছে এবং তাতে ঐ সব এলাকার জনসাধারণ কিভাবে উপকৃত হবেন, জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—সেজন্য ১৯৬৮ ইং সনের মে মাসে ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুর এবং বিলোনীয়া এই ৪টি মহকুমা শহরকে নটিফাইড এরিয়া বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, কোন আইনে নটিফাইড করা হয়েছে এটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে অন্যান্য রাজ্যেও এই ধরনের মিউনিসিপ্যালিটি বা টাউন এরিয়া গঠিত হয়েছে— যেমন ইউ, পি এবং অন্যান্য রাজ্যে হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—সেগুলি আমি খুঁজে নিয়ে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কি যে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত আছে, আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, কিন্তু এই যে শহরগুলি আছে, তাতে কোন প্রকার জনপ্রতিনিধিমূলক বডি নেই এবং সেজন্য কাজের অনেক অসুবিধা হয় ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—সেজন্যই তো এই নটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করতে হলে মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী কোন প্রকার কণ্ডিশান ফুলফিল করতে হয় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—মিউনিসিপ্যাল গঠন করতে হলে মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ফুলফিল করতে হয়—

১। যে শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হবে, সেই শহরের মোট জনসংখ্যার ৩/৪ অংশ পূর্ণ বয়স্ক কৃষি কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

২) ঐ শহরের মোট জনসংখ্যা ৩০ হাজারের কম হলে চলবে না।

৩) যে গ্রাম নিয়ে এই শহর হবে, তার প্রত্যেক গ্রামে প্রতি বর্গমাইলে ১০০০ এর কম লোকসংখ্যা হলে চলবে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্ম্মনগর, কৈলাশহর, উদয়পুর এবং বিলোনীয়া শহরগুলির মধ্যে যেসব গ্রাম আছে, তার প্রত্যেকটিতে যে লোক সংখ্যা আছে তা হাজারের কম না বেশী জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—দীস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজার লোক আছে কিনা, এ যে কোয়েশ্চানটা এটা অত্যন্ত রিলিভেণ্ট, কাজেই এটা সেপারেট কোয়েশ্চান হতে পারে না।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—প্রশ্নটা আবার বলুন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা উত্থাপন করলেন ধর্ম্মনগর, উদয়পুর, বিলোনীয়া এবং কৈলাশহরে এই সমস্ত শহরে প্রতিবর্গ মাইলে এক হাজার লোক সংখ্যা আছে কিনা।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—প্রশ্ন নং ৬৬৪।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রশ্ন নং ৬৬৪।

প্রশ্ন

১। বাজেটে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও অরুন্ধুতীনগর রোড নং ১ যাহা ব্যাপটিষ্ট মিশন হাসপাতাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

২। এই বৎসরে এই কাজ আরম্ভ হইবে কিনা এবং

৩। যদি আরম্ভ করা হয় তবে কখন ?

উত্তর

১, ২ এবং ৩

বাজেটে বর্ণিত অরুন্ধুতীনগর রোড নং ১ পূর্ত্ত বিভাগের রেকর্ড অনুযায়ী আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ রাস্তার (মিলন সঙ্ঘের নিকট) হইতে আরম্ভ হইয়া আতুর আশ্রম হইয়া বেলতলীর নিকটে মোগ্রা ডাইভারসন রোড পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার কাজ ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নটা খুব ক্লিয়ার আছে Arundhatinagar Road No. 1 leading from Baptist Mission Hospital এটা হচ্ছে অরুন্ধুতি রোড নং ওয়ান। উনি যে রাস্তার নাম বললেন পূর্ত্ত বিভাগের রেকর্ড থেকে আমি সেই রাস্তার কথা বলছি না। আমি বলছি ব্যপটিষ্ট মিশনের দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে সেটি সেই রাস্তাটি হচ্ছে অরুন্ধুতিনগর রোড নং ওয়ান। সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অনুযায়ী এই রাস্তাটিকে অরুন্ধুতীনগর রোড নং ওয়ান বলা হয়। এবং এই রাস্তা সম্পর্কেই আমার প্রশ্ন যে সেই রাস্তার জন্য বাজেটে প্রভিশান থাকা সত্ত্বেও এই রাস্তার কাজ আরম্ভ হয় নাই। বাট ঠি ইজ সেটটিং এনাদার রোড।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বাজেটে যে প্রভিশান আছে এবং পি ডাবলিও, ডি'র যে রেকর্ড আছে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সেটির কথাই বলছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না জানি না সেটেলমেণ্ট অথরিটি ইজ দি ওনলি অথরিটি হুইচ উইল নেম দি রোড এবং সেটেলমেণ্টের রেকর্ড অনুযায়ী যে রাস্তাটির নাম অরুন্ধুতিনগর রোড নং ওয়ান সেই রাস্তার সম্পর্কেই আমার প্রশ্ন ছিল।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বাজেটে যখন প্রভিশান করা হয়েছে পি, ডাবলিও, ডি, তার নিজের রেকর্ড অনুসারেই করেছে এবং সেই হিসাবে যেটি অরুন্ধুতিনগর রোড নং ওয়ান তার কথাই বলা হয়েছে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—আমার প্রশ্নটা স্পেসিফিক ছিল একটা ঠকানে উত্তর দিলে হবে না। ঐ রাস্তাটি যে অরুন্ধুতিনগর রোড নং ওয়ান এটা আপনি স্বীকার করে কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— পি, ডাবলিও, ডি'র ফাইল নিয়ে কথা বলছি পি, ডাবলিও, ডি'র বাজেটে অরুন্ধুতিনগর রোড নং ওয়ান বলে যে রাস্তাটির উপর প্রভিশান করা হয়েছে আমি সেটির কথাই বলছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই আশ্বাস হাউসকে দিতে পারেন কি না যে মাননীয় সদস্য যে রাস্তাটির কথা বলছেন সেই রাস্তাটির সংস্কারের জন্য পি, ডাবলিও, ডি, অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা করে এই রাস্তাটির উন্নতির বন্দোবস্ত করবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না তবে এই ব্যাপারে আমি চেষ্টা করব পি, ডাবলিও, ডি, থেকে করা যায় কি না।

Mr. Speaker :— Now Question hour is over. There are seven Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION).
Consideration and Passing of the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No.2 of 1972).

Mr. Speaker—Next item in the List of Business, the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972) is to be taken into consideration. I call on Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri D. K. Choudhury— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972) be taken into consideration at once.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে বিলটি এখানে আনা হয়েছে তার একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট আমি মুভ করছি।

That in Clause No. 2 of the aforesaid Bill in line 4 replace 'Ten' by 'Twentyfive.'

The amended Clause will read as "There shall be established a Contingency Fund in nature of an imprest entitled the Contingency Fund of Tripura, into which shall be paid from and out of Consolidated Fund of Tripura a sum of Twentyfive lakhs of rupees.'

মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে বিলটি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, নীতিগত ভাবে আমি এই বিলটি সমর্থন করি। এই ধরণের একটা ফাণ্ড অন্যান্য রাজ্যে আছে। সাধারণতঃ এই ফাণ্ডটাকে অন্যান্য রাজ্যে ফেমিন রিলিফ ফাণ্ড হিসাবে চিহ্নত করা হয়। এই ধরণের ফাণ্ড গঠনের পেছনে যুক্তি হচ্ছে এই যে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, সেই সমস্ত ঘটনার জন্য দেশের মানুষ বা সরকার প্রস্তুত থাকেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য ঘটনা বিশেষ করে গত ২৫ বছর ধরে ভারতের প্রায় প্রত্যকটি রাজ্যেই দুর্ভিক্ষ লেগে আছে। কাজেই এই দুর্ভিক্ষের সময় 'এর জন্য আমাদের রিলিফের টাকা দরকার হয় এবং সেজন্য একটা ফাণ্ড দরকার হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফাণ্ড, যেহেতু নামটা শুনতে খারাপ শুনায়, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাজত্ব করছেন কংগ্রেস সরকার, সেখানে এই ধরণের একটা স্থায়ীভাবে রাখা, সেই জন্যই এটার

নাম দেওয়া হয়েছে কন্টিনজেন্সী ফাণ্ড কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের দেশের লোক যাতে রিলিফ পেতে পারে, তারই জন্য রিলিফ ফাণ্ড। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি এই ফাণ্ডের জন্য কি হয়রানি হতে হয় বিভিন্ন রাজ্যের। কারণ এই টাকা জমা থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এই টাকা পাওয়ার জন্য দিল্লীতে ছুটাছুটি করতে হবে। এক লক্ষ টাকা পাওয়ার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা বেরিয়ে যায়। কারণ দিল্লীতে যেয়ে দরবার করতে হবে, দিল্লীতে যাতায়াতের প্লেন ভাড়া আমাদের অফিসারদের যাতায়াতের জন্য খরচ হয়ে যাবে। এই ফাণ্ড যদি এখানে হত, তার জন্য এই খরচা লাগত না, সেইজন্য আমি এই বিলটিকে সমর্থন করি। শুধু তাই নয়, এই ফাণ্ডের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ডিসক্রীমিনেশন আছে। ওড়িষ্যাতে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল না, তখন সেখানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ লাগল, মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনারা হয়তো জানেন যে সেখানে শত শত লোক না খেয়ে মারা গেছে, সেখানকার অধিবাসীরা দেহ বিক্রি করে বাঁচবার চেষ্টা করেছে, ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের কাছে কত আবেদন নিবেদন করেছেন ওড়িষ্যা সরকার, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সেখানে যান নাই। কারণ সেখানে আরেকটা সরকার ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই পার্টি সরকারকে ভেঙ্গে দিলেন সেই মুহূর্তে সেখানে ইন্দিরা গান্ধী গেলেন এবং কিছু টাকা সেখানে এল। এই যে ডিসক্রীমিনেশন, সেটা তাঁদের হাতে টাকা থাকার ফলে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি যখন যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ছিল সেই সময়ে চাউল আটকে রেখেছিলেন, কেরলে আমরা দেখেছি যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের সময় চাউল না দিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে ভাংবার চেষ্টা করেছেন, কেন্দ্রের হাতের এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে দুর্বল করার জন্য। আমরা জানি ডিসক্রীমিনেশনের ক্ষমতা আছে এবং সেটা কেন্দ্রের হাতে। তাই আমরা চাই এখানে একটা ফাণ্ড থাকবে, যা আজকে আমরা করছি সেই ফাণ্ডের টাকাটা ষ্টেটিউটরী গ্র্যান্ট হিসাবে থাকবে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হবে না। আমরা সেটা ষ্টেটিউটরী গ্র্যান্ট হিসাবে যাতে পেতে পারি, সে ব্যবস্থা করতে হবে এবং মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা জানি যে আমাদের এখানে ড্রট হয়। আজকে শুধু আমরা ড্রট দেখছি কিন্তু শুধু কি ড্রট? অন্যান্য বছর বন্যা হয়, আজকে আমাদের দেশ এখনও প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল, এখানে যখন আমরা ভীষণ খরায় ভুগছি, তখন অন্যান্য জায়গায় বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। আসাম বন্যায় ভেঙ্গে গেছে, কোন কোন জায়গায় খরা এবং অন্যান্য জায়গা বন্যা হচ্ছে। আমাদের এখানেও বন্যা হতে পারে। কাজেই বন্যা বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে আমাদের সাহায্য করার প্রয়োজন আছে। আমরা দেখছি শুধু তাই নয়, চট্টগ্রাম থেকে ঝড় আসে, সেই ঝড়ে বিরাট এলাকা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমরা দেখেছি সাবরুম কি রকমভাবে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, আবার দেখছি যে ছোট খাট ঝড়ে যে ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছে, সাধারণ কৃষকের ছনের ঘর পরে গেল তারা সাহায্য পেল না। তাদের ২০।৩০ টাকা করে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাও অনেক কৃষক পায় নি।

Mr. Speaker—Hon'ble Member I would request you to be brief in your speech.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি আর বেশী সময় নেব না, পাঁচ মিনিট সময় নেব, কাজেই আমরা দেখছি এটা হয়। তাছাড়া আমাদের সরকারী যে নীতি তার ফলে আমরা দেখছি আগুণ নেবানোর কাজ তারা অনেক ক্ষেত্রে করতে পারেন না বলে প্রচুর ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়। চেত্রী একটি বাজার, তার মধ্যে তিন তিন বার আগুন লেগে পুড়ে গেল, সামান্য সাহায্য পেয়েছে তাও একবার, দ্বিতীয়বারের সাহায্য এখনও পায়নি, এই সম্পর্কে সরকার কি করবেন আমরা জানি না। এই যে বিভিন্ন ধরণের সাহায্যের প্রয়োজন, এইজন্যই আমরা বলছি একটা গ্র্যাণ্ড ফাণ্ড গঠন করা দরকার যেটা এখানে বলা হচ্ছে কনটিনজেন্সী ফাণ্ড। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফাণ্ড শুধু রিলিফের জন্য না হয়ে, আমি দেখেছি তামিলনাড়ুতে প্রিভেনটিভ মেজারের জন্যও এই ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেওয়া হয়, সেজন্যই আমি বলছি যে বর্ধিত আকারে করার জন্য যাতে দুর্ভিক্ষ, খরা আসার আগে-বিভিন্ন খাতে এই ফাণ্ড ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে দেখছি রুল তৈরী করার কথা এই বিলের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এই রুল এইভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এই ফাণ্ড থেকে সাহায্য পেতে পারেন। এই কথা বলে আমি আমার এ্যামেণ্ডমেন্ট হাউসের সামনে রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—এনি আদার মেম্বার ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী পক্ষের নেতা যে কথা বললেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কয়েকটি কথা বলছি। আজকে উনি বলেছেন অন্যান্য দেশে ফেমিন রিলিফ হেড দিয়ে এই টাকাটা রাখা হয়, আমরা বাজেট ডিসকাশনের সময় দেখেছি আমাদের এখানে মাননীয় সদস্য যারা আছেন, তারা এই ফেমিন রিলিফ হেডটা বাদ দিতে চান। একথা বলার পর আমরা এখানে কনটিনজেন্সী বিল এনেছি। আমি জানি, উনি টাকার অংকটার কথা বলেছেন সেটা কম কিন্তু আমাদের কি সাধ হয় না যে ১০ কোটি টাকা রাখি ১০ লক্ষ টাকার জায়গায়। কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের বাজেট তৈরী করেছি ৩৫ কোটি টাকার, তার মধ্যে কনটিনজেন্সী হেডে রাখা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। আমরা দেখছি এই ১০ লক্ষ টাকা রাখলেই ঠিক হবে। কিন্তু আমার মনে হয় আমার বিরোধী দলের নেতা নির্দ্দিষ্ট ভাবে বলে দিতে পারেন না যে কত টাকা খরচ হবে সেখানে ১০ লক্ষ টাকাও খরচ হতে পারে আবার ১০ কোটি টাকাও খরচ হতে পারে। বিভিন্ন হেডে আমরা বরাদ্দ রেখেছি। আনফোরসীন কোন বিপদ যদি হয়, তার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট হেড নেই, যদি কোন বিপদ আসে, খরচ করতে হয়, তার জন্য আমরা এই টাকাটা ধরে রাখছি হয়ত প্রকৃতপক্ষে এক টাকাও খরচ না হতে পারে আবার ১০ কোটি টাকাও খরচ হতে পারে। তাই আমরা ১০ লক্ষ টাকা মোটামুটি রেখেছি। তাই আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব মানুষ যাতে দুর্গতি ভোগ না করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা জিনিষ আমরা দেখেছি এবং কেউ কেউ হয়ত মনে করেন, আমি আর একদিন বলেছিলাম যে মানুষকে ভালবাসার মনোপলি নিয়ে তারাই যেন এখানে এসেছেন। কিন্তু আমিও মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমরাও মানুষের সুখ দুঃখের কথা মনে রাখি। তাদেরই সেটা এক চেটিয়া নয়। প্রয়োজন হলে আমরা দশ কোটি টাকাও খরচ করতে

পারি । ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমাদের এই ১০ লক্ষ টাকাও খরচ করতে না হয় মানুষের প্রয়োজনের কথা যদি আমরা ঠিক মত বুঝতে পারি এবং মানুষকে সাহায্যের জন্য যদি আমাদের মনের অবস্থা থাকে তাহলে টাকার জন্য অভাব হবে না।

Mr. Speaker :—Now discussion on the amendment is over. Now I am putting the amendment of Shri Nripendra Chakraborty to vote.

The question is that—"In clause No. 2 of the Bill in line 4 replace 'Ten' by 'Twenty five' was put and lost by voice vote.

When Shri Nripendra Chakraborty wanted division on the question Mr. Speaker again put the question to vote and lost by voice vote.

Shri Bajuban Riyan again raised the objection on the decision of the Speaker and said that the result of the vote had gone in favour of the amendment. Mr. Speaker then said......

Mr. Speaker :—Let me first take the decision by show of hands.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, ইফ দেয়ার ইজ ডিভিশান তাহলে বাইরে যারা আছেন তাঁরাও আসুন। তা না হলে এই ডিভিশনের কোন মানে হয় না।

Mr. Speaker—Those who are in favour of the amendment may raise their hands.

(Hands were raised)

Mr. Speaker :—Those who are against the amendment may raise their hands now.

(Hands were raised)

Shri T. M. Das Gupta—Sir, I have got a point of order. এই কাউনটিং বেলায় যদি সেক্রেটারীরা কেউ না থাকেন তাহলে হু উইল কাউন্ট দিস ? Is it not Speaker himself to count this ? (At this stage the Marshal was counting the hands) Thers must be Secretary or any other responsible Officer present here to count the hands.

Mr. Speaker—16 votes in favour of the amendment and 23 votes agaist the amendment. Now the amendment is lost.

Now I am putting clauses of the Bill one by one.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was put and carried.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was put and carried.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was put and carried.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was put and carried.

The question that the title do stand part of the Bill was put and carried.

Mr. Speaker :— Next business before the House is the Passing of the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill, No. 5 of 1972). I shall now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Passing of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972) as settled in the Assembly be passed

Mr. Speaker :—The question that the Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972) as settled in the Assembly be passed was put to vote and carried.

Next business of the House, the Tripura State Legislature Members (Removal of .disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) is to be taken into consideration. I call on Shri ebendra Kishore Choudhury, Finance Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri D. K. Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura State Legislature Members (Removal of disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :— Now, any member can speak. (No member spoke)

The question that the Tripura State Legislature Members (Removal of disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) be taken into consideration at once was put and carried.

The question that Clause 2 do stand part of the Bill was put and carried.

The question that the Schedule do stand part of the Bill was put and carried.

The question that the Clause 1 do stand part of the Bill was put and carried.

The question that the title do stand part of the Bill was put and carr ied.

Next business before the House is the Passing of the Tripura State Legislature Members (Removal of disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972). I shall now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Passing of the Bill.

Shri D. K. Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Trtpura State Legislature Members (Removal of disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) as setteled in the Assembly be passed.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান আমি জানতে চাইছি যে মিনিষ্টারেরা এর আওতার মধ্যে পড়বে কি না ? কিন্তু এখানে সেটা দেখতে পারছি না। কাজেই এই পয়েন্টটা যদি ক্লারিফাই করে দেন, তাহলে আমার কাছে জিনিষটা পরিস্কার হয়ে যায়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মিনিষ্টারদের কথা কনষ্টিটিউশানে আছে। আর কনষ্টিটিউশানে যেগুলি নেই, সেগুলি আমরা এখানে ইনক্লুড করেছি।

Mr. Speaker : — Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) as settled in the Assembly be passed, was put to voice vote and passed.

The BILL is passed.

Next item in the List of Business is Government Resolution. I shall request Shri K. Ch. Das, Minister-in-charge of Forest to move his Resolution that—

Whereas this Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the protection of wild animals and birds and for all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto ;

And whereas the subject matter of such a law is relatable mainly to entry 20 (Protection of wild animals and birds) of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India ;

And whereas Parliament has no power to make laws for the State with respect to the matters aforesaid except except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India ;

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the protection of wild animals and birds and all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যদি বাংলায় বলেন, তাহলে আমাদের পক্ষে বুঝতে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— তিনি যখন বক্তৃতা করবেন, তখন বাংলায় বলবেন।

Shri Kshitish Chandra Das :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that—

"Whereas this Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the protection of wild animals and birds and for all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto ;

And whereas the subject matter of such a law is relatable mainly to entry 20 (Protection of wild animals and birds) of List II of the Seventh chedule to the Constitution of India ;

And whereas Parliament has no power to make laws for the State with respect to the matters aforesaid except as provided in articles 249 and 250 of the Constitution of India ;

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 250 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the protection of wild animals and birds and all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মশাই ইংরেজীতে পড়ছেন তিনি যদি ইংরেজী না পড়ে বাংলাতে বলতেন, তাহলে আমাদের পক্ষে বুঝতে সহজ হত।

মিঃ স্পীকার—তিনি যখন বাংলাতে বক্তৃতা করবেন তখন তো বুঝতে পারবেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দেশে জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং নূতন নূতন রাস্তা ঘাট প্রভৃতি হওয়ার ফলে আমাদের বনের যে আয়তন সেটা ক্রমশঃ কমে আসছে এবং সেই সংগে আমাদের যে বন্য প্রাণী আছে তাদের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমে আসছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—স্যার, মাইক ফিটিংস ভাল হয় নি সেজন্য আমরা কেউ কিছু বললে সেটা ভাল করে শুনতে পারি না। কাজেই এই মাইক ফিটিংস যাতে ভাল ভাবে করা হয় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, মাইকের সামনে বলারও একটা ট্যাক্‌নিক আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—তাহলে স্যার, মিনিষ্টারদের আগে ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বিশ্ব যুদ্ধের সময় থেকে আমাদের দেশে বন্য প্রাণী বিশেষ ভাবে ধ্বংস হতে থাকে কারণ গত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় নানা ভাবে বন ধ্বংস হয় এবং আমাদের ভারতবর্ষে বন্য প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমে যেতে থাকে। এই বন্য প্রাণী রক্ষার প্রয়োজন তখন সমাজে স্থান পায় নাই। কারণ তখন বড় বড় রাজা মহারাজাদের শীকারের নেশা ছিল তাদের সেই নেশাতেই অনেক বন্য প্রাণী আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে : কাজেই আজ এই বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন

হয়ে পড়েছে এবং সেটি শুধু ত্রিপুরাতে নয় সেটা সারা ভারতের প্রয়োজনে পার্লামেন্টে একটা আইন করার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে একটা রিজলিউশান এসেছে। কারণ ষ্টেটের ব্যাপারে পার্লামেন্ট আইন করতে পারে না সেজন্য ষ্টেটের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় এবং সেজন্য রিজোলিউশান এসেছে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব তাঁরা যেন এই রিজোলিউশানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় পশু পালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বন্য প্রাণী সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে যে বিলটি এনেছেন সেটি আমি নীতিগত ভাবে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, বিল নয় রিজোলিউশন বলুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—কিন্তু এই বন্য প্রাণী রক্ষার দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকার না নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়িত্ব দিয়ে দেওয়ার জন্য বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে সংবিধানে ২৪৯ এবং ২৫০ ধারার মতে পার্লামেন্টে কোন রাজ্য সরকার ২৫২(১) ধারা মতে যদি রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ক্ষমতা অনুমোদন না করে তাহলে পার্লামেন্ট কোন 'ল' তৈরী করতে পারে না তাহলে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে অন্তত 'ল' তৈরী করতে পারেনা। কাজেই এই সরকার নিজের দায়িত্ব নিজে না নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়িত্ব দিতে চাইছেন, এতে আমি দুঃখিত। কারণ আমাদের এই রাজ্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছে সেটা পোষ্ট মর্টম করার জন্য নয়। কারণ ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরা সরকারই এখানকার অবস্থা বিবেচনা করে এই বন্য প্রাণী রক্ষার ক্ষেত্রে কি করলে ভাল হয়, কি করলে তাদের রক্ষা করা যাবে সেটি বিচার করবার জন্য রাজ্য সরকারই এটা করতে পারেন। তাছাড়া ত্রিপুরার বন্য প্রাণীর চরিত্র এবং নমুনা ভারতের অন্যান্য স্থানের বন্য প্রাণীর চরিত্র হইতে আলাদা কারণ সেটি নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। ত্রিপুরায় যে সব বন্য জন্তু পাখী সেগুলি সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে না দিয়ে রাজ্য সরকারই করতে পারেন বলে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের যে রুলস আছে সেই রুলস আছে সেই রুলস থ্রির সিডিউলড ওয়ানে অনেকগুলি পাখীর নাম আছে সেগুলি সারা বছরের জন্য রক্ষা করতে বলা হয়েছে এবং বিশেষ করে লেইং টাইমে তাদের শীকার না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভারতের সংবিধানের ৭ম তপশীলে প্রত্যেকটি রাজ্যকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং ৭ম তপশীল অনুযায়ী রাজ্য সরকার নিজেই এটা তৈরী করতে পারে। সেই সরকার সেই নূন্যতম দায়িত্ব নিতে পারছেন না বলে আমি বিশেষ ভাবে দুঃখিত।

এছাড়া অমরপুর সাবডিভিশনে রাইমা শরমার কমলছড়িতে,জগবন্ধু পাড়াতে এবং অন্যান্য জায়গায় গংগা রায়তে হাতীর উৎপাত চলছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সদস্যদের স্মরণ থাকতে পারে যে একটি জীপ গাড়ী আমবাসা থেকে জগবন্ধুপাড়ার দিকে যাচ্ছিল, তখন হাতীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেটাকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের হাতীর অবস্থা। সরকারকে এই দায়িত্ব নিতে হবে হাতী যাতে মানুষের ক্ষতি করতে না পারে। এই যে বন্য জন্তু, একে রক্ষা করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনিচ্ছা সত্বেও আমরা দায়িত্ব দিচ্ছি, এই যে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দিচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সম্পর্কে কি বুঝবে? এই ল' আমরা যদি করতে পারি, কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন জায়গায়, কোন কোন প্রাণী আছে। এখানে কুমীর আছে টিক টিকি আছে, কিন্তু কেন্দ্রকে যদি কিছু বলতে হয়, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করে সেটা জানতে হবে টিকটিকি আছে কি না? আপনারা ফরেষ্ট রুলস জানেন, সেখানে এইগুলিকে মারতে মানা করা হয়েছে। উদ যেটা মাছ খায়, যারা পুকুর করে তাদের মাছ খেয়ে নেয়, মাছরাঙা যেটাকে আমরা বলি, সেটাকেও মারতে মানা করা হয়েছে। কিন্তু শকুন, কাক এইগুলিকে মারতে মানা করা হয়নি। কিন্তু যে সমস্ত প্রাণী যেমন বাঘ্র মানুষের গরু মেরে যায়, বা হাতী মানুষের অনিষ্ট করে, মানুষ মারে, তার থেকে রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু সেই দায়িত্ব ত্রিপুরা রাজ্যে পালন করা হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২০ বছর আগে ত্রিপুরায় যখন জংগল ছিল, অনেক জায়গায় মানুষ যেতে পারতনা. কেন যেতে পারত না, হিংস্র বাঘ্র, বিষাক্ত সাঁপ, এবং হাতী থাকত, সেটার ফলে যেতে পারতনা ফলে বনের মূল্যবান সম্পত্তি যেমন মূল্যবান বাঁশ, কাঠ গভীর জংগলে ছিল, কিন্তু আজকে সেই অবস্থা নাই, কেন সেটা হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের গাফিলতির জন্য সেটা হয়েছে, ত্রিপুরা সরকার আইন করেছেন এবং সেই বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করবার জন্য আইন তুলে দিয়েছেন, কিন্তু আমি জানি অনেক বন্যপ্রাণী কর্তারা মেরেছেন. ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট জানা সত্বেও কাহাকেও শাস্তি দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরাতে এখনও বেশ বাঘ আছে এবং সেই বাঘ যে সার্ভে করা হয়েছে, সার্ভে রিপোর্টে মাত্র শতটি বাঘ দেখানো হয়েছে, কিন্তু আমি তিনটি বাঘের কথা জানি, সেই বাঘ রাইমা যে নারায়ণপুর'এ গত ফেবরুয়ারী মাসে একটা বাঘ একটা কৃষকের হালের গরু মেরে ফেলেছে, এবং জলাংগীর এক বাড়ীতে সমরুবাড়ী পানছড়া, ঐ সমস্ত জায়গায় পাঁচ, সাতজন লোককে মেরেছে এবং ঐ বাঘ আমিও মারতে চেষ্টা করেছি, কেন করেছি কারণ ঐ বাঘ মানুষের গরু নষ্ট করে ঐ বাঘের দায়িত্ব যদি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট নিতে পারে, তাহলে সেই বাঘ মারার কোন প্রশ্ন আসেনা। কিন্তু ত্রিপুরার বাঘ নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ বাঘ মানুষের ক্ষতি করে এবং মানুষ বাঘ মারতে বাধ্য হয়, কারণ গভর্ণমেন্ট থেকে তাদের হালের গরু মারলে বা অন্যকোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। কাজেই আমি নিজে বলছি আমি নিজেও চেষ্টা করছি বাঘ মারতে। আর চেলাগাংগে দুইটি বাঘ আছে। আমি এই সরকারকে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে যদি গরু মারে ঐ বাঘ এবং সেই গরুর যদি ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হয়, তাহলে আমি সেই বাঘ মারব, এই হাউসে দাঁড়িয়ে আমি বলছি, আইন ভাংতে আমি বাধ্য হব যদি ত্রিপুরা সরকার এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব যদি না নেয়, আমি

প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে বাধ্য হব। আজকে এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন পাশ করার যে প্রস্তাব এসেছে, আমি তা সমর্থন করি। এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বন্ধু বাজুবন বাবু যে কথা বললেন, যে তিনি নীতিগত ভাবে সমর্থন করেন আবার সংগে সংগে বলেছেন বাঘ অমুক অমুক জায়গায় আছে, তিনি তা মারবেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের জন্য তিনি বলছেন, যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের জন্য সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত এবং এতদিন ছিলনা বলে তিনি সরকারের সমালোচনা করেছেন, আমিও করি যে আইন ছিলনা, রুলস দিয়ে কোন কাজ হয়নি। এখানে প্রস্তাবটা পরিস্কার, এমন কোন আইন সারা ভারতবর্ষে ছিলনা, মাত্র দুইটি ষ্টেটের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন উনার এক্সপ্লেনেটরী যে নোট দিয়েছেন, সেখানে তিনি বলেছেন যে মাত্র দুইটি রাজ্যে এই আইন আছে, আমি অবশ্য জানিনা সেই রাজ্য দুইটি কোন-গুলি। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে মোটামুটি ভাবে কোন আইন ছিলনা কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আইন পাশ করার জন্য ইনিশিয়েট করেছেন। কেন্দ্রের যে কৃষি মন্ত্রী, আমাদের প্রধান মন্ত্রী একটা ইউনিফরম এ্যাক্ট—সারা ভারতবর্ষে এরকম আইন করার জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, সারা ভারতবর্ষের মানুষ সেটা উপলব্ধি করেন সেইজন্যই ইউনিফরম একটা আইন তৈরী হয়, সেইজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব, এর মধ্যে অন্য কিছু নাই। ইউনিফরম এ্যাক্ট থাকা উচিত, বন্যপ্রাণী যেমন বাঘ, সেনসাসের ফলে দেখা যায় মাত্র সাতটি বাঘ বনে আছে, এটা খুবই আশ্চর্য্যজনক, এই থেকে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের বন্যজন্তু ধ্বংশ হচ্ছে, কয়েকটি বাঘ উনিও মেরেছেন বলছেন, উনার কথা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে সরকারী চেষ্টা ছিলনা বলেই তা তিনি করেছেন। এটা ঠিক যে এমন জায়গাতে বাঘ থাকতে পারেনা, মানুষের সহা-বস্থানের মধ্যে বাঘ থাকতে পারেনা, বন্য পশুকে বিশেষ অঞ্চলে রাখা উচিৎ, সেইজন্য একটা অঞ্চলকে সংরক্ষিত করে বন্য পশুকে রাখা উচিত, সেইজন্যই আইন করার জন্য প্রস্তাব এখানে এসেছে, সেটা খুব প্রয়োজনীয় আমরা সর্ব্বান্তকরণে এটাকে সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন এবং প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি যে বলেছেন, যে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্য জন্তু সংরক্ষণের আইন কানুন তৈরী করার জন্য পার্লামেন্টের কাছে ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং তিনি একথা বলার সংগে আরও বলেছেন যে গত বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক বন নষ্ট হয়ে গেছে এবং এখানকার বন্যজন্তু বিশেষ করে বাঘ, হাতী প্রভৃতি নষ্ট হয়ে গেছে, তা রক্ষা করার জন্য আজকে এই আইন তৈরী করার জন্য তিনি পার্লা-মেন্টে ক্ষমতা তুলে দিতে চাচ্ছেন। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট সারা ভারতবর্ষে কি ভাবে চলছে এবং প্রযোজ্য হচ্ছে, তার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা কি হয়েছে, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব ১৯৫২ সালে তৎকালীন চীফ কমিশনার নানজাপ্পা

সাহেবের একটা খেয়াল চেপেছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যে বন রিজার্ভ করতে হবে এবং তাঁর খেয়ালকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত বন রিজার্ভ হয়ে গেল, সংরক্ষণ হয়ে গেল এবং সংগে সংগে বন রাজ্যের প্রজা যারা বসবাস করে তারা সমস্ত সংরক্ষিত হয়ে গেছে। কাজেই এই অবস্থায় আমরা বলব এই যে বন আইন ত্রিপুরায় চালু করার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কোন উপকার হল কিনা সেটাই দেখবার বিষয়। আমরা এই কথা বলি না যে আমরা সমস্ত পাখী, হাতী, ভল্লুক নির্ব্বংশ করে ফেলবো। কিন্তু এই আইন চালু করার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কোন উপকার হল কিনা? ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত বন রিজার্ভ হয়ে গেল, যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জীবন জীবিকা থেকে বঞ্চিত হল, হাজার হাজার মানুষ উদবাস্তু হল এবং মানুষ হিসাবে বাঁচার যে অধিকার সে অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হল। এই অবস্থায় বন্য প্রাণী সংরক্ষিত করার দরকার আছে। কিন্তু সংকারের অর্থ যদি এই হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা বনের উপর নিভরশীল তাদের রক্ষার ব্যবস্থা না করে বন্যপ্রাণী রক্ষার ব্যবস্থা যদি করি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের সর্ব্বনাশ করা হবে এবং এই ভাবে সর্ব্বনাশ করে এসেছে। ত্রিপুরা রাজ্য এখন পূর্ণ রাজ্য হয়েছে। তার আইন রচনা করার অধিকার ত্রিপুরার জনসাধারণের হাতে। সেই হেতু এখানকার আইন ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান-সভার উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। এটা না করে পার্লামেন্টের উপর সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। কাজেই আমি মনে করি ন্যাশন্যাল এনিমেল ফোরাম গঠন করার প্রস্তাব আসবে এবং এটা গঠন করার দৃষ্টিভংগী যদি এই সরকারের থাকে তবে আমি বলব ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষের বাঁচার কোন ব্যবস্থা নাই, তার জীবিকার কোন ব্যবস্থা নাই। একটা বিরাট অঞ্চল এর জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে তাদের বাঁচার পক্ষে অসুবিধা হবে। যখন ৬ লক্ষ মানুষ ছিল তখন হয়ত এটা হতে পারত। কাজেই ন্যাশন্যাল এনিমেল ফোরাম করার কোন অর্থ হতে পারেনা। শাল বাগান হচ্ছে, সবই হচ্ছে এখানে। কিন্তু মানুষ কোথায় থাকবে? এই মানুষ থাকবার দৃষ্টিভংগী নিয়ে আজকে এই অবস্থাটা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আমি জানি এই দৃষ্টিভংগী নিয়ে আজকে এই প্রস্তাবটা আসা উচিত ছিল। কিন্তু আমি জানি এই দৃষ্টিভংগী এই সরকারের থাকতে পারে না। আমি জানি এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করলে কার স্বার্থ হবে। আমি জানি রাণী ফিলিফস্ যখন এসেছিল তখন এখানকার সমস্ত অফিসার শিকার করতে গিয়েছিল। আর আমরা দেখেছি রিজার্ভের মধ্য দিয়ে শিকার করতে যায় বড় বড় অফিসাররা, বড় বড় মন্ত্রীদের লোকেরা শিকার করতে যায় আমোদ করবার জন্য। কাজেই আমি বলব আগে মানুষের বাঁচার অধিকারকে চিন্তা করে দেখুন। সেজন্য পার্লামেন্টে নয়, এই ত্রিপুরা বিধানসভায় এটা করুন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ইউ, পি, অ্যাক্ট ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা হয়েছে। ঠিক এই ধরণের অবস্থা হবে। সত্যিকারের জনসাধারণের স্বার্থে এই আইন হতে পারে না। এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশুপক্ষী সংরক্ষণের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে এই কথা বলছি।

যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা শুনেছি ময়ূর ছিল, অন্যান্য পশুপক্ষী এখানে ছিল। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে, ত্রিপুরার বন জঙ্গলের অভাব হওয়ার সাথে সাথে ত্রিপুরা রাজ্যে মূল্যবান দর্শনীয় পশুপক্ষী উধাও হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ১৬ লক্ষ মানুষ থাকার পরেও সরকার যদি মনে করে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে পশুপক্ষী, দর্শনীয় বন্য প্রাণী রাখার জন্য বিস্তৃত জায়গা থাকে, ময়ূর, মথুরা, হাতী, মেষ সেগুলি রাখা মোটামুটি খারাপ বলে মনে হয় না। জঙ্গলে শত শত মাইল অ্যারিয়া, সেখানে জনসাধারণ ৬০ পরিবার, ১০০ পরিবার থাকতে পারে। কাজেই ঐ সমস্ত এরিয়াতে যেখানে জমি জমা কম, লোকসান নাই, সেখানে যদি সরকার পশুপক্ষী রাখার ব্যবস্থা করে তাহলে তার প্রথম ভাবতে হবে ঐ সমস্ত লোকের কথা। তাদের জীবিকার কথা প্রথম চিন্তা করতে হবে। তদুপরি ঐ এলাকার উন্নতির ধারণা রাস্তাঘাট আছে কিনা সেখানে বনের পশুপক্ষী নির্ভয়ে থাকতে পারে কিনা সেটাও দেখতে হবে। তাছাড়া বড় বড় সরোবরে সৃষ্টি করে বিভিন্ন পাখী থাকবে। দেশ বিদেশ থেকে মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে বন্য পশুপাখী দেখার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে আসবে এটা আমি আশা করি। সারা ভারতবর্ষে খুব বেশী পশুপক্ষী নাই। কাজেই গণ্ডার, হাতী ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে সারা ভারতবর্ষ থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আকর্ষণীয় বস্তু হিসাবে এই সব দেখবে; কাজেই পার্লামেন্টে যদি আমার সরকার এই প্রস্তাব দিয়ে থাকে তাহলে সেটা আমি সমর্থন না করে পারি না। কারণ এটা সরকারের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে একটা ধাপ।

শ্রীমংছাবাই মগ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে সেটা আমি সমর্থন করি। প্রস্তাবের সমর্থন করতে গিয়ে আমি দুয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক গণ্ডার ময়ুর কবই এবং আরও সুন্দর সুন্দর পাখী জন্তু ইত্যাদি ছিল। সেই সমস্ত পাখী পশু নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে বন জঙ্গল কমে যাওয়ায় হয়ত এইগুলি অন্য দেশে চলে গেছে, অথচ জনসাধারণ দ্বারা এইগুলি শেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সেজন্যই প্রয়োজন হয়েছে বন্য জন্তু সংরক্ষণের কথা। এটা অতি সত্য কথা। এইগুলি রক্ষা করা দরকার। কিন্তু সেগুলি আজ আমরা কি করে রক্ষা করব, সেটাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। আমার মনে হয় আগের থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ফরেষ্ট এ্যাক্ট যে সব রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হয়েছে, সেগুলি যদি ঠিক ঠিকভাবে জঙ্গল করে অন্যান্য দেশের মত করা হত, তাহলে আজকে আমাদের বন্য প্রাণী সংরক্ষণের কথা চিন্তা করতে হত না। কারণ আমরা জানি বর্ত্তমানে যে বাংলাদেশ হয়েছে তারই মধ্যে কতগুলি বনাঞ্চল আছে, সেগুলির মধ্যে যেসব নদী আছে, সেই নদীর উৎপত্তি স্থল থেকে আরম্ভ করে কিছু এলাকা পর্য্যন্ত সেগুলি বেঁধে দেওয়ায় সেখানে কোন প্রকার জনবসতি গড়ে উঠতে পারে নি। যদিও বা থেকে থাকে তাহলে তাদের সেই আইন কানুন মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমরা যদি ত্রিপুরার কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে মানুষ এবং বনজন্তু কখনও কাছাকাছি বসবাস করতে পারে না। যেহেতু রিজার্ভ ফরেষ্টগুলি এমনি ভাবে করা হয়েছে যেখানে নাকি মানুষ বসবাস করে, তাই

আমাদের আজকে নূতন করে চিন্তা করতে হচ্ছে যে বন্য জন্তু এবং পাখীদের আমরা কি করে রক্ষা করব। আমার মতে আমরা আগে যে ভুল করেছি' সেটা এখন সংশোধন করা সম্ভব নয়। তাই আমি আমার সরকারকে অনুরোধ করব এই যে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন করার জন্য যে ক্ষমতা আজকে পার্লামেন্টকে দেওয়া হচ্ছে, পার্লামেন্ট যেন ত্রিপুরার নানাবিধ সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে এবং ভালভাবে দেখেশুনে সেই আইন করেন এবং সরকার সেই আইন যদি ঠিকভাবে প্রয়োগ করেন, তাহলে আমার মনে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সেটা ভালই হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার':—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের জঙ্গল মন্ত্রী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে পার্লামেন্টকে ক্ষমতা দিতে চেয়ে যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এনেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি। এই প্রস্তাব সম্পর্কে অবশ্য বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক কথা বলেছেন। তাতে আমার মনে হয় যে আমাদেরর ইণ্ডিয়ার ফরেষ্ট এ্যাক্ট এত ষ্ট্রঙ্গ যেটাকে তারা ভয় করে নানা ধরণের কথা এখানে বলেছেন। কিন্তু আমি মনে করি যে এই ধরণের একটা আইন করার জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে যে ক্ষমতা দিতে চাওয়া হয়েছে, সেটা আমাদের সকলেরই সমর্থন করা দরকার। আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যান্য যেসব রাজ্য আছে তারাও যদি পার্লামেন্টকে এই ধরণের আইন করার জন্য ক্ষমতা দেয় তাহলে আমাদের সেই ক্ষমতার জন্য পার্লামেন্টের বিরোধীতা করার কোন অর্থ আছে বলে আমি মনে করি না। এবং তা করলে পরে ভারতবর্ষের সব জায়গাতে একই ধরণের আইন চালু হতে পারে এবং সেটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে অনেক সুবিধা হয় বলে আমি মনে করি। এই কথা কেন আমি বলছি, বলছি এই কারণে যে আমরা যখন ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে আছি, আমরা সকলেই একটা বড় সংসারের একটা অংশীদার মাত্র, আমাদের সবারই মিলেমিশে থাকতে হবে। কিন্তু আমার ঐ দিকের বন্ধুরা বলেছেন আজকে কেন এইসব চিন্তা করছেন, আগে কেন চিন্তা করেন নি। এটা সত্যি কথা যে আমাদের আগে একটা বন আইন ছিল এবং সেই আইনের দ্বারা আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তার ইচ্ছামত, খেয়ালখুশী মত মানুষের ঘরের কাছে পর্য্যন্ত তাদের সেই রিজার্ভ ফরেষ্টের বিস্তার করিয়েছে ফলে এইসব বন্য পশু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উধাও হয়ে গেছে। এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কিন্তু তাদের রক্ষা করে নি এবং তাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বনাঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি কেন এই কথা বলছি? আমার এক বন্ধু বলেছেন যে রিজার্ভ কোথায় হবে, এটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যেরই বন রক্ষার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে একটা সামান্য রাজ্য, এই রাজ্যের যেখানে যাবেন, সেখানেই ফরেষ্ট রিজার্ভ। কাজেই এটা যদি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের ব্যক্তিগত কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের যে পশুপক্ষী রক্ষা করা সেটা কেমন করে হবে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আজকে ডি, এম, যদি কোথাও একটা অফিস করতে যায়, তাহলেও এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা আদেশ নিতে হয়, যেহেতু এটা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পড়ে। এভাবে ক্ষুদ্র সরকারকেও যদি কিছু করতে হয় তাহলে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুমোদন নিতে হয়।

আমি বলি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট যদি এভাবে রিজার্ভ রক্ষা করতে পারে তাহলে আমাদের পশুপক্ষীকে কেন তারাই রক্ষা করতে পারে না? কাজেই আইনটা এমনভাবে করতে হবে, যাতে আমাদের পশুপক্ষীগুলিকে রক্ষা করা যায়। আজকে ত্রিপুরাতে যেভাবে রিফিউজি এসেছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীন আছে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার এবং জমিয়া বা আদিবাসী যারা আছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই এই বন আইনটা এমনভাবে তৈরী করা উচিত যাতে আমরা তাদের ভালভাবে পুনর্বাসন দিতে সমর্থ হই। আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে তুলতে হবে, অথচ আমাদের বনের বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থায় কোন শিল্প ভালভাবে গড়ে উঠবে না যদি না আমরা আইন কানুন করে বনের দিকে নজর না দেই। কিন্তু এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কি করেছে, সেটা হয়তো আপনারা সবাই জানেন না। তারা বনের সমস্ত বাঁশ কেটে সাফ করে দিয়েছে, এমন প্রয়োজনীয় বাঁশেরও ত্রিপুরা রাজ্যে অভাব আছে। বাঁশ কর্তন করে শাল বৃক্ষ রোপন করা হচ্ছে এর ফলে বাঁশ উধাও হয়ে যাচ্ছে। বাঁশ পাচ্ছি না কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে তাঁরা বাঁশকে ভালবাসতে পারছে না। বাশ কেটে শাল লাগানো হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ছনের অভাব ছনের অভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষ ঘর ছানি দিতে পারছে না। ছন পাবেন না স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রিজোলিউশানের উপর বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— বন রক্ষা হলেতো পশু আনবেন স্যার, সেজন্য আগে বন সৃষ্টি করতে হবে। বাঘ কোথায় থাকবে হরিণ কোথায় থাকবে জংগল থাকলেতো। তাই নূতন চিন্তা হয়ে পড়েছে কি করে বন সৃষ্টি করা যেতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে বন্য পশুপাখী রক্ষা করতে হবে তাই ফরেষ্ট আইনটাকে ঠিক করে কি ভাবে বন সৃষ্টি করা যায় সেটিও দেখতে হবে। আমার কথা হচ্ছে যখন আমাদের বন্য পশু রক্ষা করতে হবে তার আগে প্রথমেই বন্য পশুদের থাকবার জায়গার কথা ভাবতে হবে এবং সেই জায়গাটাকে ঠিক ঠিক ভাবে নির্ধারণ করা হউক কোথায় কোথায় রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হবে। তাই আমি বলছি এই যে রিজো-লিউশান এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি সংগে সংগে আর একটি কথা বলছি এই যে বন্য প্রাণী পাইকারী হারে হত্যা করা হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করার জন্য আমাদের যে ফরেষ্ট আইন আছে সেই আইনের বলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক পশুই আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাঘের সংখ্যা কত আছে আমি জানি না। হাতি, হাতি একমাত্র গণ্ডাছড়া ছাড়া বোধ হয় আর অন্য জায়গায় আর নাই। কাজেই আমাদের বন সৃষ্টি করতে হবে বন সৃষ্টি করতে হবে কিন্তু এলোমেলো ভাবে নয় তার জন্য আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করে পরিকল্পনা করে তা করতে হবে। যেখানে যেখানে রিজার্ভ ফরেষ্ট করতে হবে সেই জায়গা থেকে মানুষ তুলে দিতে হবে। আবার তুলে দিলেই হবে না তারা কোথায় থাকবে তাদের সেই জায়গাও দিতে হবে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। শুধু কাগজে পত্রে করব করব বললেই হবে না বন্য পশুকে রক্ষা করতে হলে সেটা কার্যকরী করতে হলে

সেই ভাবে কাজ করতে হবে। তাতে বন্য পশুদেরও রক্ষা করা যাবে এবং মানুষেরও কল্যাণ হবে। এই বলে রিজোলিউশানকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারাব্যাবল মিনিষ্টার ইন চার্জ টু গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন আনা সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন মত অবলম্বন করে বিভিন্ন কথা বলেছেন, গভর্ণমেন্ট রিজল্যুশান যে এসেছে, ভারতবর্ষে উর্দ্ধতম যে গণতন্ত্র, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের উপকারার্থে একই আইন প্রণয়নের জন্য এটা চাওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা পাবে, সেই জন্য এইভাবে আইন হওয়া দরকার। আজকে যারা বলছেন যে আইন এখানে হউক শুধু ত্রিপুরার জন্য হতে পারে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাটা এর দ্বারা ব্যতিক্রম হতে পারে, সেইজন্যই উচ্চতম গণতান্ত্রিক স্থান যেখানে সেখানে হওয়ার জন্য এই রিজল্যুশানটা আনা হয়েছে এবং সেটা আমি সমর্থন করি এবং সমর্থন করতে গিয়ে যারা বন্যপ্রাণী রক্ষার সংগে বন রক্ষার কথা বলেছেন, আমি সেই সম্পর্কে বলতে চাই বন্ধুদিগকে যে এটা সত্য কথা বন রক্ষার প্রয়োজন আছে, বন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল, আজকে সেটা না থাকাতে আমরা কি দেখেছি গতকল্য যে খরার উপর বিশ্লেষণ করে অনেক দুঃখ এখানে করেছেন এটা স্মরণ রাখা উচিত যে বনের সংগে বৃষ্টিপাতেরও অনেক সামঞ্জস্য আছে, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বন ছিল সেটা আজকে না থাকাতে আজকে এই খরার উপক্রম হয়েছে, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে বন সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। বনের সংগে মানুষের ভূত ভবিষ্যত অংগাঅংগীভাবে জড়িত। সাধারণ গরীব মানুষ যারা, তারা বনে জংগলে কাজ করে, বনের উপর নির্ভর করে এবং বনজ সম্পদের উপর রক্ষা করে ভবিষ্যতে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ার কথাও আমরা চিন্তা করছি, বনের দ্বারাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে অনেকটা এগিয়ে নিতে হবে, সেইজন্য বন রক্ষার প্রয়োজন, সেই বন রক্ষার কথা বলতে যেয়ে যারা বলছে যে বন মানুষকে উচ্ছেদ করছেন, তাড়িয়ে দিয়েছে, নানজাপ্পার আমলে বন রিজার্ভ হয়েছিল. বন রিজার্ভ আইন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করতে পারেনা, আমরা যদি এটা তলিয়ে দেখি, তাহলে দেখব এটা সত্য নয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজের আমলে যে বন ছিল, সেই বন আজকে নাই. মানুষের প্রয়োজনে সেই বন কেটেছে, মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেই বন অনেক ধ্বংশ হয়ে গেছে। আজকে ত্রিপুরায় বন আছে বলেই রিফিউজিদের আমরা জায়গা দিতে পেরেছি, আজকে বনে যদি জমি হত, তাহলে বড় বড় জোতদাররাই সেটা নিয়ে নিত, সেইদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লক্ষ লক্ষ লোককে আমরা সেই বনে জায়গা দিতে পেরেছি। বাংলাদেশের পনের লক্ষ লোককে আমরা ছন, বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরী করে দিতে পেরেছি, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলব যে বন এবং মানুষ অংগা-অংগিভাবে জড়িত, বনের বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু বনের প্রয়োজন মানুষের চেয়ে বড় নয়, মানুষের প্রয়োজনে যতটুকু রক্ষা করা প্রয়োজন, সেটা করে বাদবাকী রিজার্ভ ফরেস্ট এর আওতায় থাকা প্রয়োজন। রিজার্ভ ফরেষ্ট যেখানে থাকবে সেখানে বন্যপ্রাণী বসবাস করবে, সমস্ত সদস্যই এই কথা জানেন, তথাপি আজকে কংগ্রেস সরকারের দোষের কিছু বলতে হবে,

তার সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হবে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এই সমস্ত কথা এসেছে। আরেকজন সদস্য বলেছেন ত্রিপুরার সমস্ত রাজ্য বন রিজার্ভ। আমি একথা স্বীকার করিনা। ত্রিপুরার ৪১১৬ বর্গ মাইলের মধ্যে ১১ শত বর্গ মাইল রিজার্ভ ফরেষ্টের আয়ত্বে আছে আর বাদবাকী কিছু প্রটেক্টটেড ফরেষ্ট আছে. সেখানে রিজার্ভ করা যায়না, কাজেই যে কথা বলেছেন যে ত্রিপুরার সমস্ত রাজ্য রিজার্ভ ফরেষ্ট সেটা সত্য নয়। আরেকটা কথা হচ্ছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট যথেচ্ছ ভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করতে পারে এবং যেখানে সেখানে ফরেষ্ট করতে পারে, এটাও সত্য নয়, কারণ বিধানসভার একটা কমিটি আছে, যে কমিটি ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশান কমিটি সেই কমিটির মাধ্যমে কোথায় কোথায় ফরেষ্ট হবে. কোন্ কোন্ জায়গায় ফরেষ্ট হবে সেই নির্দ্দেশ কমিটি দিলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সেখানে ফরেষ্ট করতে পারেন এবং সেইভাবে যে সমস্ত জমি জনসাধারণের প্রয়োজন, যেই যেই জমিতে কৃষি উৎপাদন করা যাবে, সেইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলি ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন কমিটির সুপারিশ ক্রমে আমরা অন্ততঃ ২০ হাজার একর জমি ছেড়ে দিয়েছি। সেই ২০ হাজার একর জমিতে...

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন কমিটির রিকম্যাণ্ড অনুসারে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কাজ করে, কিন্তু আমরা বলব যে সেই কমিটির রিকম্যাণ্ডেশান উনি মিনিষ্টার থাকাকালীন যে করেছিল, সেটা কার্যকরী করা হয়েছিল কি না ?

মিঃ স্পীকার :— সুপারিশ করতে পারেন বলেছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আমি বলব স্যার, কমিটি যে রিকম্যাণ্ড করেছিল, উনি মিনিষ্টার থাকাকালীন, সেই কমিটির রিকম্যাণ্ডেশান কার্যকরী হয়েছিল কি না ?

শ্রীমনছুর আলী :— যে সমস্ত কেস রিকম্যাণ্ডেশান করা হয়েছিল, তার মধ্যে আনুমানিক ১৫/২০ হাজার একর জমি ছেড়ে দিয়েছি, বাদবাকী সরকারের বিবেচনাধীন আছে, সেইজন্য যথেচ্ছভাবে ডিপার্টমেন্ট সেটা করতে পারেনা। সেই কমিটির মেম্বার আমাদের বাজুবন রিয়ান মহাশয়ও ছিলেন, উনি জানেন, উনি সেটা গোপন করেছিলেন, তার জন্য আমার এই বক্তব্য রাখছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চ্যালেঞ্জ করছি ১৫/২০ হাজার একর জমি ছেড়ে দেওয়া হয়নি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ষ্টেটমেন্ট করেছেন, সেটা মিস ষ্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্টস।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ হাজার একর জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেছি, কমিটি হয়তো আরও রিকম্যাণ্ডেশান করেছেন, কাজেই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট যথেচ্ছভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করে আসছে, সেটা আমি বিশ্বাস করিনা। শুধু তাই নয়, আজকে যদি তাই হত, তাহলে এই যে ৬ লক্ষ লোককে ত্রিপুরা রাজ্যে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, সেটা কোথায় দেওয়া হয়েছিল, ত্রিপুরার বন দিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি. আমরা কি তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছি, আমরা প্রত্যেককে এক কাণি করে জায়গা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু যারা আজকে একথা বলেন,

আমরা তাদের মত আন্দোলন করে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলিনি। আমরা জায়গা দিয়েছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি কারা ধাপ্পা দেয়, তাদের কথায় কথায় বলছেন আমরা ধাপ্পাবাজ আমরা জানি কারা ধাপ্পাবাজ। আরেক বন্ধু বলেছেন চোরের গল্প যে এক চোর চুরি করত, গাছের ফল, বেগুন, তরিতরকারী, আর তার ছেলে নাকি গাছ উপড়ে নিয়ে যেত, সেই গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে আমারও একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একটা নদী, তার দুই পাড়ে দুইটি গ্রাম। এখন দুই পাড়েই খুব ভোর বেলা একঘাটে একজন চোর· আর এক ঘাটে একজন সাধু স্নান করত। রোজই সাধু ভাবত যে ঐ পাড়ে যে স্নান করে সে হয়তো তাঁর চেয়ে বড় সাধু, আর ঐ যে চোর সে মনে করত যে ঐ ঘাটে যে আসে, সে হয়তো আমার থেকে পাক্কা চোর। কাজেই তাঁরা যে ধাপ্পা দেন, তাদের মন দিয়ে বিচার করেন বলেই তাঁরা দেখেন সকলকে ধাপ্পাবাজ। আজকে আমরা পশ্চিম বংগে দেখেছি কিভাবে ধাপ্পার মাধ্যমে ভোট পেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধাপ্পার মাধ্যমে ভোট আসেনি, এবং ধাপ্পার মাধ্যমে ভোট আসে না। এই বলে আমি রিজল্যুশানের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় হিন্দ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—পয়েন্ট অব অর্ডার। তিনি যে পশ্চিম বংগের কথা বলেছেন, সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, উনি একথা ভুলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার নয়।

Now I am putting the Resolution to vote.

The question before the House is the Resolution moved by the Minister in-charge of the Forest Department.

"WHEREAS this Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the protection of wild animals and birds and for all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto.

AND WHEREAS the subject matter of such a law is relatable namely to entry 20 (Protection of wild animals and birds) of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India ;

AND WHEREAS Parliament has no power to make laws for the State with respect to the matters aforesaid except as provided in articles 259 and 250 of the Constitution of India ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the protection of wild animals and birds and all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto should be regulated in the State of Tripura by Parliament by Law."

The Resolution was put to voice vote and carried.

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is duration on matters of Urgent Public Importance for short duration on—

"গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন তৈলের অনিয়মিত সরবরাহ এবং নির্ধারিত মুল্য হইতে উচ্চ মুল্য সম্পর্কে।"

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পাবলিক ইমপর্টেন্টসের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন তেলের সরবরাহ সম্পর্কে আমি একটা আলোচনা এনেছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আমি এই আলোচনার জন্য মাত্র আধ ঘণ্টা সময় সময় দিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে এই আলোচনা শেষ করতে হবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আধঘণ্টা সময় এই আলোচনার জন্য যথেষ্ট নয়। আরও অনেক সদস্য হয়ত বলতে পারেন। যাই হোক আপনার রুলিং আছে, এই ব্যাপারে। কাজেই আমি আলোচনা শুরু করছি। আমার বক্তব্য শহরে যে কেরোসিন তৈল আমদানী হচ্ছে সেই কেরোসিন তেলের কনজাম্পশান গ্রামাঞ্চলে বেশী। অথচ গ্রামাঞ্চলের মানুষ যে দামে কেরোসিন ক্রয় করে তার চেয়ে কম দামে ক্রয় করে শহরের মানুষ। অথচ যেখানে স্বতঃসিদ্ধ যে গ্রামের মানুষের আয় শহরের মানুষের চেয়ে অনেক কম। নিত্যপ্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল কেরোসিন তেল যেটা গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায় না। এটা একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমরা দেখেছি যে কেরোসিন তৈল আসাম থেকে আমদানী করা হয় এবং একটা বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে আমদানী করা হয়। অথচ এটার উপর কনট্রোল আছে সরকারের। একটা জিনিষ সত্যি যে আজকে সরকারের কনট্রোল থাকা সত্বেও কেরোসিন তেলের যে সরবরাহ সেই সরবরাহটা ঠিকমত হয় না। এটা রীতিমতভাবে অনিয়মিত। কেরোসিন তেলের সংকট এটা শুধু আজকের নয়, এটা বহুদিনের সংকট। কিন্তু সবচেয়ে পরিতাপের ব্যাপার যে সরকার কি করছেন গ্রামের মানুষ তা কিছুই বুঝতে পারে না। আমি বাজেট ভাষণে বলেছিলাম যে আজকের বাজেট শহরমুখী বাজেট। গ্রামের মানুষের জন্য কোন চিন্তা করে এই বাজেট করা হয় নি। আমি গ্রামের ছেলে। দুদিন পর বিধান সভার অধিবেশন শেষ হলে আমি গ্রামে ফিরে যাব। তখন তারা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে তাদের জন্য আমি কি নিয়ে এসেছি তখন আমি কি বলব। তবে কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছে এটা সত্যি। কিন্তু আজকে আমি হাউসের কাছে সাজেশান রাখব যে আজকে গ্রামের মানুষ যাতে কম দামে কেরোসিন ক্রয় করতে পারে সেই চেষ্টা যেন করা হয়। আজকে শহরের চেয়ে তারা ২ পয়সা, ৪ পয়সা ৫ পয়সা বেশী দামে ক্রয় করছে এবং এটা নিয়মিত এবং দেখা যায় যে শহরে যখন কেরোসিন তেল পাওয়া যায় গ্রামে তখন কেরোসিন তেল নাই। অথচ শহরে যেখানে বিজলী আছে, যেখানে নিয়ন লাইট জ্বলে, ঘরে ঘরে বিদ্যুতের জন্য কাই

উঠেছে, সেখানে সরকার এখনও পারেন নি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করতে। সুতরাং গ্রামের জন্য যে পরিমাণ কেরোসিন তেল প্রয়োজন সেই পরিমাণ কেরোসিন তেল গ্রামে গিয়ে পৌঁছায় না যার ফলে মুনাফাখোররা গ্রামের মানুষের গলা কেটে পয়সা নিয়ে যায়। কিন্তু সরকার থাকা সত্বেও এই ব্যাপারে কোন কাজই হচ্ছে না, কোন এ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না। অথচ দেখা যায় এখানে পুলিশ রয়েছে, এস, বি, রয়েছে, আই, বি, রয়েছে, তারা কি জন্য বসে রয়েছে সেটাও আমার বক্তব্য। যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে কারচুপি চলছে, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিপন্ন তারজন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেটা গ্রামের মানুষ বুঝতে পারে না অথবা গ্রামের মানুষকে জানানো হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন পর আমরা স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করব। আমার জন্ম স্বাধীনতার ঠিক এক সন্ধিক্ষণে। যদি প্রশ্ন করা হয় স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে তোমার গ্রামকে কি দিলে তাহলে আমি কোন জবাব দিতে পারব না। আজকে গ্রামে যে সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করা হয় তার দাম শহরে যে দাম তার চেয়ে অনেক বেশী, সেটা সরকারের নিয়মমাফিক। কিন্তু আমি এখানে একটা সাজেশান রাখব, জানি না কতটুকু বাস্তবায়িত হবে, কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য সাজেশান রাখব। গ্রামে যে জিনিষ সরবরাহ করা হয় তার যে দাম তার চেয়ে যেন শহরের দাম বেশী থাকে এবং গ্রামের দাম কম থাকে তাহলে গ্রামের মানুষ বুঝতে পারবে যে আমার সরকার আমার জন্য ভাবছে। যেখানে ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামের এবং আমরা গ্রামের জনসাধারণের ভোটেই বেশীর ভাগ সদস্য এখানে এসেছে গ্রামের প্রতিনিধি হয়ে এবং যারা কৃষকের দরদে কুম্ভীরাশ্রু ফেলেন প্রতি মুহূর্তে তারা তো কিছু বলেন না। তবে আমার যেটা বক্তব্য সেটা হল কারো পরিবারের আরামের জন্য কেরোসিন তেল ষ্টোভ জ্বালানোর জন্য পায় ৬০ পয়সায় কিন্তু গ্রামের ছেলে পড়াশুনার জন্য যদি তেল চায় তাহলে রেশনে যদি তাকে আনতে হয় তাহলেও ৬৫ পয়সা দরে তাকে কিনতে হয়। আর যদি রেশন শপ ছাড়া আনতে হয় তাহলে দেড় টাকা, দুই টাকা দামও দিতে হয়। আমার এলাকাতে এখনও এক টাকা পাঁচসিকা দরে কেরোসিন তেল বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু কেন এরকম হচ্ছে সেটা সরকারের পক্ষ থেকে আমার এলাকার মানুষ কোন জবাব পায়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের কাছে একটা প্রপোজাল ছিল যে কেরোসিন তেল যেহেতু ভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানী করা হয় সেই জন্য এই তেল হিসাব করে ষ্টক করে রাখার জন্য প্রতি সাব-ডিভিশন্যাল টাউনে একটা করে রিজার্ভয়ার রাখা হবে যাতে তিন মাসের তেল ষ্টোর করে রাখা হতে পারে। কিন্তু এটা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। কিন্তু এটা যদি হত তাহলে কেরোসিন তেলের অভাব ঘটত না। কিন্তু এই যে আমার এলাকায় বেশী দরে তেল বিক্রি হচ্ছে সে সম্পর্কে বার বার বলেও কোন লাভ হয় নি। তবে সরবরাহের জন্য রাস্তাঘাট এবং পরিবহন ব্যবস্থাই দায়ী। সবগুলি মিলিয়ে আমি গ্রামের মানুষ হয়ে আমি ছাত্র হিসাবে বলছি যে যখন পরীক্ষা আসে তখন দেখা যায় কেরোসিন তেলের অভাব। কিন্তু বেশী পয়সা দিলে কেরোসীন মিলে। সুতরাং আমার বক্তব্য এখানে খুব সুস্পষ্ট যে গ্রামের মানুষের যে কেরোসিন তেলের অভাব, গ্রামের যে পয়সা লুঠ করা হয়, গ্রামের যে ক্রাইসিস

সেটা রোধ করার জন্য আমি দাবী রাখব যে আজকে গ্রামের যেন সরবরাহ ঠিক থাকে। শহরের চাইতে গ্রামের মানুষ যেন সস্তায় জিনিষ পেতে পারে। সারা ভারতের প্ল্যানিং কমিশনও নাকি সেইভাবে চিন্তা করেন যে ২২টা নেসেসারী কমডিটিজের রেট ফিক্সড রাখার জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন, সেই পরিকল্পনা যেন বাস্তবায়িত করা হয়। কারণ আমরা বলি আমাদের শপথ গরীবি হটাও, আমাদের শপথ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শপথ। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে শহরে এক দর, আর ৩/৪ মাইল দূরে আর এক দর যদি হয় তাহলে সমাজতন্ত্র আসবে কিনা আমার সন্দেহ থাকে। সুতরাং আজকে যেখানে গ্রাম ভিত্তিক ত্রিপুরা সেখানে গ্রামের মানুষের প্রতি যদি আমরা নজর কম দিই গ্রামের মানুষ যদি সরকারী সাহায্যের পরিমাণ কম পায় তাহলে শহরের প্রতি গ্রামের মানুষের আস্থা দিন দিন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই গ্রামের মানুষ যেভাবে আমাদের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন এবং যেভাবে আমাদের বিধান-সভায় পাঠিয়েছেন তাদের সুখ সুবিধা দেখার জন্য, আমরা যদি এইভাবে চলি তাহলে আমাদের উপর গণ ধিক্কার আসবে। এই আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে আমি এই হাউসের কাছে দাবী রাখছি গ্রামের তেল, ডাল, নুন যে সমস্ত জিনিষ আজকে শহরের মানুষ দুই টাকা কেজি কিনছে আর পাহাড় অঞ্চলের মানুষ ৩।৪ টাকা দরে কিনছে তাও আবার ব্যবসায়ীকে খুশী করতে হয়। যদি বলা হয় যে কেন দাম বেশী নিচ্ছে তাহলে ব্যবসায়ীদের যে বক্তব্য সেটা হাউসে বলা যাবে না, কেন না সেটা হবে আনপার্লামেন্টারী। তাই আজকে যে সমস্ত জিনিষ গ্রামের মানুষ এবং শহরের মানুষের মধ্যে যে ফারাক, এই ফারাকটা দূর করার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখব এবং আমি সরকারের কাছে সাজেশান রাখব তাকে বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান রাখব। কিন্তু আমরা বলছি যে মনোপলি বিজনেসকে আমরা হটাবো, এই সত্ত্বেও আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা মনোপলি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ষ্টেপ নিচ্ছে না। কাজেই আজকে সরকার এর তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে করে গ্রামের লোক বুঝতে পারে যে সরকার আমাদের জন্য কিছু করছে। আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব বক্তব্য রাখা হচ্ছে সেগুলিকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য এই সব মনোপলি ব্যবসায়ীদের প্রতি আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার আছে। আজকে এটা স্পষ্ট কথা যে আমাদের ত্রিপুরা হচ্ছে একটা গ্রাম ভিত্তিক রাজ্য, এবং এই অবস্থায় গ্রামের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, কেন না ত্রিপুরার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে এই গ্রামের উপরই। কিন্তু আজকে আমরা গ্রামের যে চিত্র দেখছি, সেটা অত্যন্ত করুণ চিত্র, সেখানে এমন কতগুলি এলাকা রয়েছে যেখানে নাকি যাতায়তের ব্যবস্থা নেই, সেখানে মানুষ রোগে মারা যায়, কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকার জন্য তাদেরকে হাসপাতালে পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা শোষণের কারখানা বসেছে, অথচ আমরা নিশ্চুপ আছি। তাই আমি আবেদন রাখব যে সেখানে একটা বরোক্রেসীর চক্র রয়েছে এবং ব্যবসায়ীদের একটা চক্র রয়েছে, সেটাকে অবিলম্বে যেন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এমন কি আমার এলাকায় এখনও ৪ টাকাতে কেরোসীন বিক্রি হচ্ছে, ২ টাকাতে মসুরীর ডাল বিক্রি হচ্ছে, অথচ সরকার এই ব্যাপারে কোন এ্যাকশান নিচ্ছে না, এতে মুনাফা-

খোরেরা সাহায্য পাচ্ছে। তাহলে আমি কি বুঝব? সরকার যে মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, একটা সুষ্ঠু এবং সচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলবে, সেটা কি সত্যিই করা হচ্ছে? তাই আমি সরকার এর কাছে আবেদন রাখব যে অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে যেন এ্যাক্‌শান নেওয়া হয় এবং তা যদি করা হয়, তাহলে আমি বিশ্বাস করবো যে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ লোক আমাদের পিছনে থাকবে। তাই আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি আবার সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যে গ্রামের যে সরবরাহ ব্যবস্থা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের, সেগুলি যাতে গ্রামের মানুষ ন্যায্য দামে পেতে পারে, অর্থাৎ শহরের মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য যে দাম দেয়, সেই দাম যাতে গ্রামের মানুষের কোনক্রমেই বেশী না দিতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কেরোসীন সংকট সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। খাদ্য যেমন মানুষের প্রয়োজন, কেরোসীনও ঠিক তেমনি মানুষের প্রয়োজন। আজকে গ্রামাঞ্চলে আমরা কি দেখি? আজকে দুই বছর যাবত কেরোসীনের যে সংকট গ্রামাঞ্চলের মধ্যে চলে আসছে, সেটার কোন সমাধানই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। গ্রামের যারা জনসাধারণ তারা সপ্তাহে একবার বাজারে আসেন এবং বাজারে এসে তারা যখন কেরোসীনের খুঁজ করেন, তখন তাদের বলা হয় যে কেরোসীন নেই। এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ এমনি ভাবে এই কেরোসীনের জন্য একটা দুর্ভোগ ভোগছে, গত ২ বছর যাবত তারা এক সংগে এক লিটার কেরোসীন তৈল পর্যন্ত কিনতে পারছেনা। কাজেই আমাদের ভাবতে দেরী হয় না যে এর পিছনে নিশ্চয় কোন একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে, আর তা না হলে এটা কিছুতেই হতে পারে না। এই সম্পর্কে আমি কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হচ্ছে খোয়াই এর কতকগুলি দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিতে চাই। কেরোসীন আমাদের দেশে কম বেশী নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমাদের জনসাধারণ সেটা সময়মত পায় না কেন? তার মূলে রয়েছে এই শাসকগোষ্টির কতকগুলি চক্রান্ত এবং কতকগুলি নিস্ক্রীয়তা। খোয়াই এর সিংঘীছড়ায় মাখন বিশ্বাস বলে একজন আছেন, তিনি হচ্ছেন এ, এলাকার কংগ্রেসের একজন ঠিক করা নেতা। তিনি যখন বাংলাদেশে কেরোসীন এবং চিনি পাচার করতে ছিলেন তখন সংগে সংগে তাকে রাস্তায় জনসাধারণ ধরে এবং থানায় দিয়ে দেয়, কিন্তু এই পাচারের দরুন তার কোন শাস্তিই হল না। তারপরে আর একটা ঘটনার কথা আমি এখানে বলছি, সেটা হচ্ছে ভুতু বিশ্বাস নামে আর একজন কংগ্রেসের প্রধান নেতা, তিনি হচ্ছেন খোয়াই থেকে মাননীয় সদস্য যিনি নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন, তারই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। উনার গাড়ীতে কেরোসীন ভর্ত্তি করে পাচার করার সময় বি, এস, এফের সংগে একটা লড়াই হয় এবং তার সংগে বেশ একটা মারা-মারি হয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে তার কোন শাস্তি হয় নি। তাহলে আমাদের এই হাউসের মধ্যে যারা সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র বলে চীৎকার করছেন, সেটা কি একটা লোক দেখাবার জন্যই করছেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। আজকে কংগ্রেসের টিকিট পেয়ে যদি

ব্ল্যাকমার্কেটিং করার সুযোগ পাওয়া যায় এবং তার জন্য যদি কোন শাস্তি না হয়, তাহলে সেখানে সমাজতন্ত্র আসবে কি ভাবে। সমাজতন্ত্র তো শুধু মাত্র চীৎকার করলেই আসে না, তার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়। কিন্তু তারা যে সব কাজ করে চলছেন, তারফলে আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোকদেরও অনেক দূর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। শুধু কি তাই আজকে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কোন ন্যায্যমুল্যের দোকান নেই, সেখানে কেরোসীন নেই, ডাল নেই, চিনি নেই, নেই নেই কিছুই নেই তাহলে এরকম সমাজতন্ত্রের কথা বলে লাভ কি? যদি কেউ কংগ্রেসী নেতা হতে পারে, তাহলে তো ব্ল্যাকমার্কেটিং করে মুনাফার টাকা জমানো যাবে আর এরজন্য যদি কোন নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়, তাহলে আর কোন কথা নেই। কেন না এর জন্য তো শাস্তি দেওয়া হয়না বা কোন বিচারও হয় না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ শুধু এই ব্যাপারেই নয়, তাদের যে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সেগুলি থেকেও তারা দিনের পর দিন বঞ্চিত হয়ে আসছে। সেখানে যে সব ন্যায্যমুল্যের দোকান আছে, সেগুলিতে কোন চাউল থাকে না, চিনি থাকে না যার ফলে জনসাধারণ বিভিন্নভাবে জর্জরিত হয় এবং অভাবগ্রস্ত হয়ে উঠে। কাজেই আমি মনে করি এই সমস্ত পাচার করার যে ব্যবস্থা চল্ছে, সেটাকে যদি বন্ধ না করা যায়, সেটাকে যদি রোধ না করা যায়, তাহলে এই সমস্যার সামাধান কোন দিনই সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু এর জন্য সাহসের দরকার আছে এবং সাহস নিয়ে যদি নেতারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন, তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের এই সব অসুবিধা হত না আর যদি বর্তমান অবস্থা বজায় থাকে, তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই সরকার থেকে কোন রকমের সুবিধাই আশা করতে পারে না।

আপনাদের এখানে মন্ত্রী সভা পূর্ণাংগ মন্ত্রী সভা করেছেন তার মাধ্যমে হবে নইলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের এই সব অসুবিধার হাত থেকে রক্ষার উপায় নাই। আর জনসাধারণের কাজে রাজনীতি দলাদলি যাতে না হয় তার জন্য অনুরোধ রাখছি। আর একটি কথা বলছি মাননীয় সদস্য যদুবাবু উনি যেখান থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন সেখানের প্রধানকে তিনি কোন রকম দামই দেন নি। সেখানকার সমস্ত মানুষকে দাদন না দিয়ে তিনি শুধু তার নিজের দলের মানুষের মধ্যে দাদন বিলি করলেন এবং এই জন্য আপত্তি করলে সেখানকার প্রধানকে এস, ডি, ও, র কাছে হয়রানি হতে হয়। তাহলে রাজনীতি করছে কারা রাজনীতি তারাই করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী খোঁজ নিয়ে দেখুন সেই স্থানের প্রধানের মারফত কোন টাকাই বিলি হয়েছিল কি না এবং যদুবাবু নিজেই সেই টাকা দিয়েছিলেন কি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :—আর ২ মিনিট সময় দিন স্যার, আজ আমরা কি দেখি আমরা দেখি যে চেবরী বাজারের মধ্যে কোন ন্যায্যমুল্যের দোকান নাই যার ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কোন রকমের সুযোগ সুবিধা হতে পারে। সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টী আকর্ষন করছি। আর একটা কথা বলতে চাই যে বাংলা

দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাতে পাচার না হয় এবং গ্রামাঞ্চলে নায্যমুল্যের দোকান খোলা হয় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযদপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মিঃ স্পীকার :—৫ মিনিট বলুন।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—এখানে কেরোসীনের দুস্প্রাপ্যতা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য তাপস দে যে সর্ট ডিস্কাশনের নোটিশ এনেছেন তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কেরোসিন সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা এখানে হয়েছে গ্রামাঞ্চলে কেরসিন তৈলের অনিয়মিত সরবরাহ এবং নির্দ্ধারিত মূল্য হইতে উচ্চ মূল্যে সম্পর্কে এর মধ্যে যে সত্যতা নাই তা নয়। আমাদের এখানে ফুল কন্ট্রোল বলতে যা বুঝি সেটি এখানে নাই এবং ফুল কন্ট্রোল থাকলে পরে সেটিকে আয়ত্বের মধ্যে রাখা যায় এবং সেই জিনিষটা অনুষ্ঠীত হয় নি বলেই অনেকগুলি লুপহোল রয়েছে এবং যার ফলে জনসাধারণের দ্রব্যগুলি নিয়ে এক শ্রেণীর লোক পয়সা কামাই করতে চায়। তবে এই কথা ঠিক এই যে সমস্ত লুপহোল রয়েছে তার আশ্রয় নিয়ে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ন ব্যবসায়ী জনসাধারণকে শোষণ করছে এবং এই সমস্ত লুপহোল যাতে বন্ধ হয় তার জন্য আমরাও সরকারের কাছে আবেদন রাখব। প্রথমত আমরাও দেখছি কেরোসিন সরবরাহ ব্যাপারে যে অবস্থা এখন আছে সেই ব্যবস্থায় কিছুটা ত্রুটি আছে। এখানে যাদের লাইসেন্স দেওয়া হয় ডিলারশিপের জন্য তার মধ্যে একটা শর্ত থাকে তাদের কাছে অন্তত তিন মাসের তৈল রিজার্ভ রাখতে হবে যাতে কোন সময় কোন কারণে তৈলের ক্রাইসিস দেখা দিলে সেই রিজার্ভ ষ্টক থেকে তৈল সরবরাহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু অনেক ডিলারই সেই সব শর্ত মেনে চলে না যার ফলে এই সব অসুবিধা দেখা দেয়। কাজেই এই সব ত্রুটি সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি সরকারের দূর করা উচিত বলে আমি মনে করি রিসেন্টলি হয়ত এই ডিলারদের সংখ্যা বেড়েছে এবং এর ফলে কেরোসিন তেলের যে একচাটিয়াভাবে কেরোসিনে ব্যবসা চলতো সেটা কিছুটা কমেছে এবং সরকারের কাছে অনুরোধ করব আরও অধিক সংখ্যক এজেন্ট বাড়ানো যায় তাহলে কেরোসিনের যে একটা মনোপোলাইজ করার একটা যে সুযোগ রয়েছে সেটি কিছুটা কমবে এবং আমি আশা করব সেদিকে সরকার দৃষ্টী দেবেন। এবং প্রত্যেকটি সাবডিভিশানে যাতে শর্তানুযায়ী কেরোসিন তেলের সরবরাহ অব্যাহত থাকে সেজন্য কড়া নজর দেওয়া প্রয়োজন। আর ডিলারশিপের যে সিষ্টেম আছে ডিলাররা যেভাবে তেল বিক্রি করেন কনজিউমার্স'দের সেখানে এমন কোন হার্ড এণ্ড ফাস্ট রুলস নাই যাতে সেটি সরকার কনট্রোল করতে পারেন। কারণ সেখানে গ্রামে এমন লোকও আছে যে ১ লিটার বা আধা লিটার তেল নিয়ে টিপ সই দিয়ে নিয়ে যায় বা কোন কোন লোক আছে গ্রামে এমন লোকও আছে যারা সন্ধ্যার আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে তাদের কেরোসিনের দরকার হয় না। সে চাউল আনতে গেল সেখানে যে ডিলার তার উপর হয়তো তেল বিক্রীরও

ভার রইল সে হয়তো সেই লোকটির একটি টিপ সই নিয়ে নিল এবং সুযোগ মত সেই তেল অতিরিক্ত দামে বিক্রী করার চেষ্টা করে। ঠিক চিনির ব্যাপারেও এই রকম হয় গ্রামের অধিকাংশ লোকই চিনি ব্যবহার করে না এবং সেই ডিলার এই ভাবে টিপ সই নিয়ে নিয়ে সেই চিনি মিষ্টির দোকানে অধিক দামে বিক্রী করে দেয় এই ভাবেই দুর্নীতি আসছে। এখন এইগুলি দূর করতে হবে আরও ছোট ছোট ডিলার বাড়াতে হবে যাতে কারও কাছে বেশী সংখ্যক কার্ড না থাকে এবং সেগুলি কিভাবে বের করা যায় সেই ব্যবস্থাও সরকারের উপরই ন্যস্ত আছে। এবং এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যদি জনসাধারণের সহযোগিতা যুক্ত না হয় তাহলে এই দুর্নীতি সহজে আমাদের সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব নয়। আমি দেখেছি যে গ্রামাঞ্চলে চিনি নিয়ে প্রচুর দুর্নীতি চলে সেখানে একদল লোক আছে যারা গ্রামে তারা সাধারণতঃ চিনি ব্যবহার করে না এই রকম ৪/৫ জনের কার্ড নিয়ে রেশনের দোকান থেকে চিনি সংগ্রহ করে সেই চিনি অধিক দামে বিক্রী করে চা দোকানে, মিষ্টির দোকানে। এবং এই দুর্নীতি গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেও ঢুকেছিল। অনেকে এইরকমভাবে নিরীহ লোক, গরীব লোক যারা কার্ডে চিনি নেয় না, গ্রামের যারা অবস্থাপন্ন লোক তাদের কার্ড সংগ্রহ করে সেই চিনি নিয়ে নেয়। কাজেই এই সমস্যাটা শুধু কর্ম্মচারীদের মধ্যে নয়, পাব্লিকের মধ্যেও আছে আমরা দেখেছি যে ছাত্রদের মধ্যেও এই দুর্নীতি ঢুকেছিল, চিনির যখন প্রচুর ক্রাইসীস চলে, তখন তারা সিনেমার টিকিট কেনার জন্য চিনির কার্ড সংগ্রহ করে বেশী দামে বিক্রী করে সিনেমা দেখে, তাই সর্বসাধারণের মধ্যে এই দুর্নীতি ঢুকে গেছে। আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুর কংগ্রেসের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জীব বলে প্রমাণ করতে চাইছেন এবং আমি লক্ষ্য করছি কালকের থেকে অন্ততঃ খোয়াই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা, যারা নির্ব্বাচিত কংগ্রেস প্রতিনিধি, বিশেষ করে আমাকে এই দুর্নীতির ব্যাপারে জড়াতে চেষ্টা করেছে। আমি এখানে জিজ্ঞাসা করতে চাই উনাদের গত ইলেকশনের আগে সেখানকার একজন বড় কমিউনিষ্ট নেতা ১৯৬৭ সালের পরে কংগ্রেসে সদিচ্ছায় যোগদান করেছেন, তৎকালীন সে লীডার যতক্ষণ তাদের দলে ছিলেন, ততক্ষণ উনি ভাল ছিলেন, যেই মাত্র তিনি দল ছেড়ে কংগ্রেসে চলে এলেন উনি হয়ে গেলেন দুর্নীতিপরায়ণ। ওদের স্বভাবই এই, সমস্ত দোষটা কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে উনারা নিজেদের দুর্নীতি হাত থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। আমি জানি আমাদের খোয়াই যে গাঁও প্রধানরা আছে, বেশীর ভাগ উনাদের লোক, যতগুলি গাঁওসভা আছে, অধিকাংশ গাও প্রধান হল এই কমিউনিস্ট পার্টির লোক, গ্রামাঞ্চলে এইসব ব্যবসা বহু চলে, মাননীয় সদস্যদের সেই সমস্ত অনুসন্ধান করে দেখতে বলব, ব্যক্তিগতভাবে যাদের হাতেনাতে ধরতে পারবনা, তাদের নাম আমি এখানে বলতে চাই না তবে তাঁদের বলব, গাও প্রধানরাই এই সমস্ত ডিলারশীপ ইত্যাদি চালাচ্ছে, তারা কিভাবে এই ব্যবসাবাণিজ্য চালাচ্ছে সেটা অনুসন্ধান করে দেখুন। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমার কথায় নাকি এই সমস্ত কাজ দেওয়া হয়, টেষ্ট রিলিফের কাজ, দাদনের কাজ ইত্যাদি নাকি আমার কথায় দেওয়া হয়, বেশ চমৎকার কথা।

কিন্তু আমি তাদের বলতে চাই, খোয়াই যারা এরা ইলেকশানে রিটার্ণ হয়েছে এই বিধান সভায় এসেছেন, যে সমস্ত বিরোধী দলের প্রতিনিধি, টেষ্ট রিলিফের কাজ তাদের এলাকায় বেশী চলেছে, কারণ তাঁদের এলাকার লোকদেরই দুর্দশা বেশী সেখানে লোক কষ্ট পাচ্ছে তারা যেসমস্ত এলাকা থেকে এসেছেন, তাঁদের যারা ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাদের অঞ্চলেই মেক্সিমাম টেষ্ট রিলিফের কাজ চলছে, কাজেই আমার কথায় যদি সেটা হয়ে থাকে, তাহলে সেই ক্রেডিট তো আমাকে দিতে হয়, আমি যদি টেষ্ট রিলিফের কাজ দিয়ে থাকি, আমি যদি দাদন দিয়ে থাকি সেটাতো ভালই করেছি, ট্রাইবেল যারা উনাদের ভোট দিয়েছেন, তাদের যদি আমি দাদন দিয়ে থাকি, তাহলে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে কাজ করেছি সেটাই প্রমাণ হয়। সেটাত ক্রেডিটের কথা বলেই আমি মনে করি। এই যে ওদের দৃষ্টিভংগী একজায়গায়ই ফিরে আসা, যেনতেন প্রকারেন কংগ্রেসের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়া, সেটা আমরা গত পঁচিশ বছর ধরে সেই গাল মন্দ এবং কংগ্রেসকে দুর্ণাম দিলেন, কিন্তু গদীতো আর ত্রিপুরায় মিলল না। আপনারা বলছেন যে কংগ্রেস পঁচিশ বছর ধরে দুর্নীতিগ্রস্থ, কিন্তু আপনারা বারবার ভোট চেয়েও তো গদীতে আসতে পারলেন না, কংগ্রেস দুর্নীতিপরায়ণ হয়েছে পঁচিশ বছর ধরে রাজত্ব করছেন। কাজেই আপনারা ভোটারদের কাছে যান, এই হাউসে মায়া কান্না কেঁদে লাভ হবে না, আজ ২৫ বছর ধরেতো একই কথা বলে আসছেন যে কংগ্রেস দুর্নীতি-পরায়ন পুঁজিপতিদের দলে, আজও সেই কথাই বলছেন, কাজেই অন্য পথ বেছে নিন, কি করে জনতার সত্যিকার উপকার করা যায়, সেই পথ অবলম্বন করুন, কিভাবে জনসাধারণের কষ্ট লাঘব করা যায়, সেটার চেষ্টা করুন, তা না হলে এই ছেদো কথায় কোন দিন কাজ হবে বলে আমি আশা করি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসের সামনে শর্ট ডিসকাশন যে এসেছে সেটা কেরোসান তেলের সঙ্কট সম্পর্কে, সেটা হয়তো সংকট ঠিকই, তবে সব সময় সংকট এটা ঠিক নয়, মধ্যে মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে কেরোসীন তেলের সঙ্কট হয় এবং কেরোসীনের অভাব গ্রামেই বেশী দেখা দেয় এটা অনেকটা সত্য। অনেক সময় যখন যোগাযোগের জন্য তেল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই সংকট দেখা দেয়। কোন কোন সময় কেরোসীন তেলের অভাব হঠাৎ কি কারণে হয় জানিনা, সেই তেল মজুত থাকা কালীনও কোন কোন সময় গ্রাম ঘরে সংকট দেখা দেয়। গ্রাম ঘরে যে সংকট দেখা দেয়, গ্রামবাসীদের যারা ডীলার আছেন, তাদের সংগে গ্রামদেশের অনেক লোক জড়িত আছেন, তবে সেই গ্রামের গ্রামবাসীরা যদি অনেকটা এ্যালার্ট হন, তাহলে আমার মনে হয় সেই সংকট অনেকটা নিরসন হতে পারত। তার প্রমাণ স্বরূপ আমি এখানে বলছি যে গত ক্রাইসিসের সময় আমাদের এলাকায় যখন সংকট দেখা দিল, আমাদের একদল যুবক, যারা দুর্নীতিবাজ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে আরম্ভ করলাম, একে একে দুর্নীতি পরায়ণ লোক হটে গেল এবং কেরোসীন তেলের সংকট এক সপ্তাহের মধ্যে এড়াতে আমরা সক্ষম হলাম। তাহলে দেখা যায় সবাই একযোগ হয়ে

যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, তাহলে অনেকটা সংকট এড়ানো যায়। এই হাউসের মধ্যে যারা বলছেন যে একদল দুর্নীতিপরায়ণ ডীলার আছেন, যারা এইসব ব্যবসায় করেন, আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে উনারা সেই দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য কি করেন, উনারা যখন বুঝছেন যে ঐ ডীলার দুর্নীতিপরায়ণ, উনারা কি তার বিরুদ্ধে কোনদিন প্রতিবাদ করেছেন, তাদের সামনে যেয়ে কি কোনদিন বলেছেন যে আপনারা কেন দুর্নীতি করছেন বা সরকারের কাছে কি কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলাম, তাদের এগেইনিষ্টে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, তাঁরা সেটা করেন নাই। অনেক সময় দেখা গেছে যে বিরোধি পক্ষের লোক তাদের সংস্পর্শে আসেন এবং বলেন যে আপনারা আপনাদের কাজ করে যান সরকার যদি কাজ না করেন তাহলে আপনারা কি করবেন। এই প্রসংগে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক বৈষ্ণব ভিক্ষাতে গেল এক বাড়ীতে, সেই বাড়ীর এক বাঘা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাকে তাড়া করে এল তার ভণ্ডামী দেখে, তখন স তল্পি তল্পা ফেলে বলল ঠাকুর তোমার ভাবে তুমি থাক, আমার ভাবে আমি থাকি, তেমনি উনারা দুর্নীতি আছে বলছেন কিন্তু সেটা দমন করার সময় চেষ্টা করছেন না। আমার মনে হয় প্রত্যেকটা লোক, প্রত্যেকটা প্রতিনিধি যারা নাকি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে রাজী আছে এবং যারা মনে করেন আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব তাহলে দুর্নীতির যদি এই জাতীয় একদল লোক সচেষ্ট হন তাহলে দুর্নীতি এতটুকু অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং দুর্নীতি কিছুটা হতে পারে কিন্তু এতটুকু অগ্রসর হতে পারে না। একটা অভিযোগ আসে যে পুলিশ বা সরকার পক্ষীয় লোক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। যদি তাই হয় তাহলে গভর্ণমেণ্ট তো আপনাদেরও. যেমন সরকারী কর্মচারারা গভর্ণমেণ্ট এই রকম আপনারা যারা আছেন তারাও গভর্ণমেণ্ট, পাবলিকেরও গভর্ণমেণ্ট। সুতরাং আপনাদের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটা অ্যাকটিভিটি চলছে, আপনারা সেটা প্রশ্রয় দিবেন কেন? এই যে কেরোসিন সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে, এই কথা আপনারা ঘোষণা করেছেন। বলেন তো কয়জন কোন জায়গায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন? যারা কেরোসিন নিয়ে দুর্নীতি করে তারা যেমন, যারা সেটা দেখে প্রশ্রয় দেন তারাও এর জন্য দায়ী। সুতরাং আপনি একচেটিয়া সাধু সাজতে পারেন না। সুতরাং দুর্নীতি বন্ধকরতে হলে আগে নিজকে সংশোধন করতে হবে। আগে নিজে সংশোধন কোন পরে অপরকে সংশোধন করার চেষ্টা করুন। মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ দুইটাই আছে। সুতরাং আপনারা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিবেন না। সেই অনুরোধ করে আমি আপনাদের বলব যে যেখানে সংকট দেখা দেয়, কেরোসিন শুধু নয়, অন্যান্য জিনিষেরও সংকট দেখা দেয় এবং এর ফলে যে দুর্নীতি চলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনুন। গ্রামে কেরোসিন নিয়ে বড়ই কষ্টকর ব্যাপার হয়। রাস্তা ঘাটের অভাবে দাম বেশী দিতে হয় কিন্তু একটা রেট দেওয়া থাকে। সেই রেট অনুসারে দাম নিলে কিছু বলা যায় না। রাস্তা ঘাটের জন্য বেশী ভাড়া দিতে হয় এবং তার ফলে এই সুযোগের আশ্রয় নিয়ে গ্রামে যারা না কি ডিলার থাকে তারা দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে সরকার যাতে তার জন্য প্রকৃষ্ট

উপায় গ্রহণ করেন এবং সেই দুর্নীতিপরায়ণ লোককে সায়েস্তা করেন সেই দিকে সরকারের যেন দৃষ্টি থাকে সেজন্য আমি অনুরোধ করব এবং সেই সংগে অনুরোধ করব যারা সেটা দেখেন এবং বুঝেন যে দুর্নীতি চলছে তারাও যেন সেই দিক দিয়ে সজাগ থাকেন। কতক্ষণ পরে অবশ্য একটা রিজলিউশন আসবে যে দুর্নীতিপরায়ণ লোকের বিরুদ্ধে অভিযান করলে সেটা ঠিক হয় না তখন দেখা যাবে যে দুর্নীতির শায়েস্তা করতে কারা রাজী আছে বা কারা রাজী নয়। যাই হোক এই নমস্ত দুর্নীতিপরায়ন লোক যারা কেরোসিন, চিনি বা লবন ইত্যাদির সংকট সৃষ্টি করে দাম বেশী নেয় তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করে সরকার এবং জনসাধারণের উভয়ে মিলতভাবে যাতে সেটা উচ্ছেদ করা যায় তার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন এবং সেই সংগ্রামে যদি জয়ী হওয়া যায় তাহলে দেশে দুর্নীতি আসতে পারে না এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তাপস দে কেরোসিন তেলের জন্য যে শর্ট ডিসকাশন এনেছেন সেটা খুবই দরকারী বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের গ্রামাঞ্চলে বর্ষাকালে দেখা যায় কেরোসিন পাওয়া যায় না। এই কেরোসিন থাকে কয়েকজন মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর হাতে। মনুতে কেরোসিনের একটা ডিলার আছে। বর্ষায় সময়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী ডিলারের সংগে যোগাযোগ রাখে। যখন তারা জানে কেরোসিন আসতে দেরী হবে তখন তারা ব্যারেলে ব্যারেলে মজুত রাখে কেরোসিন। তাদের ইচ্ছামত তখন কেরোসিনের দাম নেয়। মনুঘাট থেকে ধুমাছড়া মাছলী, এইগুলির যোগাযোগের কোন অসুবিধা নাই। যথেষ্ট সুবিধা আছে। কেরোসিন তেলের দাম তারা যা নেয় এটা অত্যধিক। বর্ষাকালে কেরোসিনের আমদানী নেই এই অজুহাতে গ্রামের মানুষের বেশী দাম দিয়ে কেরোসিন কিনতে হয়। তখন বাজারে লাল কেরোসিন পাওয়া যায় না। তখন সাদা কেরোসিনের সাথে মেটে তেল মিশিয়ে দেয় এবং লাল হয়ে যায়। তখন আরও বেশী দামে সেটা বিক্রি করে। লাল কেরোসিনের গ্রামে ডিমাণ্ড বেশী কারণ সেটা কম লাগে। কাজেই এই অবস্থা যাতে আরও বেশী চলতে দেওয়া হয় তাহলে সরকারকে আমি অনুরোধ করব যে কেরোসিন তেলের দাম যাতে বেশী না বাড়ে এবং সরবরাহ যাতে ঠিক রাখা হয় সেই দিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—শ্রীরাধা রমন নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে কেরোসিন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর এটা সমাজবাদের একটা নমুনা। আমরা দেখছি যে মাষ্টার্ড অয়েলের টিনে কেরোসিন ভর্তি করে বাংলাদেশে পাচার করছে এবং অনেক কংগ্রেসী নেতার গাড়ীতে করে এই কেরোসিন তেল পাচার হচ্ছে, তার প্রমাণ আছে। যখন মোহনপুর এলাকায় কেরোসিন তেল পাচার হয় তখন জানানো সত্ত্বেও, এইসব ব্যবসায়ীদের নাম উল্লেখ করেছিলাম ফুড ইন্সপেকটরের কাছে, কিন্তু তাদের কোন শাস্তিই হয় নি। যারা সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান এবং যারা ২৫ বছর ধরে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আজকে তারা সাধারণ কেরোসিন

তেল যেটা কৃষকের এবং জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় সেই সংকটের সমাধান তারা করতে পারে নি। আমরা জানি এই তেল চোরাকারবারের সংগে কংগ্রেস নেতারা জড়িত। যারা গ্রামের মানুষ সেই কৃষকদের কেরোসিন তেল ২।৪।৫ টাকা দরেও খরিদ করতে হয়। তার কারণ কি? তার কারণ সীমান্ত এলাকা দিয়ে কেরোসিন পাচার হচ্ছে। আমার এলাকা দিয়েও পাচার হয়। আর আমরা ত্রিপুরাতে ২ টাকা ৩ টাকা দরে কেরোসিন কিনি। এর জন্য দায়ী কারা? যখন কলেজে পরীক্ষা হলে পুলিশ হামলা করল, কোন ছাত্র আন্দোলন করলে পুলিশ আসে,সি,আর,পি,আসে। কিন্তু বাংলা দেশে যখন কেরোসিন পাচার হয় তখন তাদের দেখা যায় না। আজকে কয়জন চোরাকারবারী কয়জন অসাধু ব্যবসায়ীর শাস্তি হয়েছে বলতে পারেন? তারা শাস্তি দিবেন না। কেন দিবেন না? কারণ কংগ্রেস নেতারা কালোবাজারীর সংগে জড়িত। আজকে ২৫ বছর ধরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বেশী দামে লোকের কিনতে হচ্ছে। তারা বলেন রাস্তা ঘাটের অভাব, সেজন্য কেরোসিন তেলের দাম বাড়ে। এটা মিথ্যা কথা। কারণ যখন রাস্তা ঘাট ভাল থাকে, যখন অসুবিধা হয় না তখনও এইরকম হয়। কয়েকদিন আগে মোহনপুর এলাকায় কেরোসিন দুই টাকা করে বিক্রি করেছে। মোহনপুর আগরতলা থেকে মাত্র ১৩ মাইল। রাস্তঘাটও সেখানে ভাল। কিন্তু এই ব্যাপারে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট প্রগ্রাম থাকা দরকার। যারা কেরোসিন নিয়ে মুনাফা করে ত্রিপুরাতে, যারা কেরোসিনের এজেন্ট আছে, সেই এ, কে, রায় চৌধুরী, মাখন সাহা তারা কেরোসিনের মারফতে কোটি কোটি টাকা লুঠ করছে। কিন্তু যখন কেরোসিনের সংকট হয় তখন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়না। কারণ যখন নির্বাচন আসে তখন তারা কংগ্রেসের নির্বাচনে টাকা দেয়। আমাদের একজন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন আমরা নাকি বাঙালী তাড়িয়েছি। কিন্তু ত্রিপুরা থেকে যখন মুসলমান তাড়িয়েছে, তারা কি বাঙালী ছিল না। অমরপুরে এবং আমার সীমান্ত এলাকা মোহনপুর থেকে শত শত মুসলমান তাড়িয়েছে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, আমি বাঙালী তাড়িয়েছি বলি নাই। আমি বলেছি বাঙাল খেদা একটা আন্দোলন হয়েছে।

শ্রীরাধারমণ নাথ :—স্যার, এই কেরোসিনের অভাবের কথা বলতে গেলে, আমাকে এই কংগ্রেসের দুর্নীতির কথাই বলতে হয়। তারা বলেছে যে পশ্চিম বঙ্গে আমাদের দল নির্বাচনে মার খেয়েছে। কিন্তু কেন এটা হয়েছে, সেটা কি তারা জানেন, তারা সেটা জেনেও এখানে ঐ সত্য কথাটা বলতে চাইবেন না। কেন না, সেখানে নির্বাচনের সময়ে বেশ একটা কারচুপি হয়েছে।...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি কেরোসিন সম্পর্কে বলুন।

শ্রীরাধারমণ নাথ :—স্যার, আমার তো এই কেরোসিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রীদের কথাগুলির জবাব দিতে হবে। আজকে কেন এই কেরোসিন সংকট? ত্রিপুরার সর্বত্র আজকে কেন কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না? আজকে যারা ইলেকট্রিক পাখার নীচে থাকেন, তারা কি করে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা বুঝবেন? আজকে এভাবে গত ২৫ বছর ধরে এই কংগ্রেস

শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। যারা আজকে ইলেকট্রিক ফ্যানের নীচে এবং ইলেকট্রিকের বাতি ব্যবহার করছে, তারা কি করে আমাদের সাধারণ কৃষক এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ বুঝবে। আজকে যারা গ্রামে থাকে, তাদের এই কেরোসীন একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। কিন্তু তারা প্রায় বলে থাকেন যে আমরা তো গ্রামে স্কুল দিয়েছি, কিন্তু আমি বলি স্কুল দিলেই কি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা হয়ে যায়, তাদের পড়াশুনা করবার জন্য কি এই কেরোসীনের প্রয়োজন নেই? তারা আরও বলছেন যে আমরা সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমি বলি তাদের এই চেষ্টা ২৫ বছর ধরে আমরা যেটা দেখে আসছি, সেটা হচ্ছে ভাওতা মাত্র। তবে আর কতদিন তারা এই ভাবে জনসাধারণকে ভাওতা দিয়ে রাখবেন, আর কতদিন তারা ফাঁকি দিয়ে এই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে রাখবেন। কাজেই আমি বলব, এই ধরণের চেষ্টা আপনারা এখন বাদ দিয়ে দিতে পারেন, কেন না আপনাদের এই চেষ্টার ফল কি সেটা মানুষ ক্রমেই উপলব্ধি করতে পারছে। কাজেই এই কেরোসীনের সংকট যাতে তাড়াতাড়ি দূর হতে পারে সেজন্য বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলে, সেগুলির মাধ্যমে জনসাধারণ যাতে এই কেরোসীন পেতে পারে, সেজন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই হাউসে কেরোসীন সংকটের উপর মাননীয় সদস্য তাপস দে যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং উনার ভাষণে এই সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, সেটা আমরা সবাই উপলব্ধি করি। আমাদের গ্রামগুলির মধ্যে এই কেরোসীনের দারুণ সংকট দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে যে এই সংকট দেখা দেয় এই কথাটা মোটেই ঠিক নয়, আমরা প্রায়ই এই কেরোসীন সংকট দেখতে পাই। শহরে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে এই কেরোসীনের উপর মানুষের নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া গ্রামের মধ্যে যে সব ছাত্র ছাত্রী আছে, তাদের পড়াশুনার ব্যাপারেও এই কেরোসীনের প্রয়োজন আছে এবং কেরোসীনের বাতির দ্বারাই তারা তাদের লেখাপড়ার কাজ করে থাকে। কিন্তু আজকে দীর্ঘদীন যাবত এই কেরোসীনের একটা সংকট দেখা দিয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে এই কেরোসিন প্রতি লিটার ৩।৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমরা শুনেছি সরকার নাকি এই কেরোসীনের ডি-কনট্রোল করেছে এবং মফঃস্বলে ডিলার মারফত রেশন কার্ডের মাধ্যমে এই কেরোসীন জনসাধারণকে দেওয়া হয়। আমি যদি আমার বিলোনিয়ার কথাই বলি তাহলে আমাকে বলতে হয় যে সেখানে এই কেরোসীনের ব্যাপারে একটা চক্রান্ত চলছে। সরকার এই কেরোসীনের ডি-কনট্রোল করেছে, আবার কোন কোন জায়গায় দেখা যায় যে ডিলারের মারফত কেরোসীন দেওয়া হয়। কাজেই এই ব্যবস্থা মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে যে এই কেরোসীন ডিলারদের সংগে আমলাদের একটা ব্যবস্থা আছে। এখন আমলাদের যদি বলা হয়, তাহলে তারা বলবে যে আমরা তো ছেড়ে দিয়েছি, আবার গ্রামের দিকে যখন কেরোসীন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে রাস্তার মধ্যে পুলিশ সেটাকে সীজ করছে। কি কারণে এই সব হচ্ছে, সেটার কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না। তবে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আর্টিফিসিয়েল ভাবে এই কেরোসীনের একটা সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই আমি

একটা প্রস্তাব করব যে গ্রামের মধ্যে এই কেরোসীন বিলি বণ্টনের জন্য যেন ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হয়। এখানে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা কিছুটা গলাবাজি করেছেন, তারা বলেছেন যে এই কংগ্রেস নাকি তাদের স্বার্থে এই কেরোসীনের একটা সংকট সৃষ্টি করেছেন। আমি বলব, তাদের এই কথা ঠিক নয়। কেন না গলাবাজি করতে গিয়ে তারা যেমন এখানে দুই একজনের নাম বলেছেন, ঠিক আমারও সেই রকম দুই এক জনের নাম বলতে পারি। কিন্তু এতে কারো কোন লাভ হবে না এবং যে সংকট দেখা দিয়েছে, তারও কোন সমাধান হবে না। কাজেই যারা মার্কসবাদী তরাই পাকা লোক, আর যারা মার্কসবাদী নয়, তারা সবাই মুনাফাখোর, এটা হতে পারে না। আপনারা সমাজতন্ত্র চান, আমরা সমাজতন্ত্র চাই, কিন্তু চাওয়ার মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য আছে। আমরা যে সমাজতন্ত্র চাই সেটা চাই পার্লামেন্টের থ্রুতে, আর আপনারা যে সমাজতন্ত্র চান, সেটা চান বিপ্লবের মাধ্যমে। আপনারা এখানে আমাদের উপর দোষারূপ করছেন, আবার আমরাও আপনাদের উপর দোষারূপ করতে পারি। কিন্তু এইসব করে কোন ভাল ফল হবে না। কাজেই এইসব না করে এগিয়ে আসুন আমরা যাতে এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারি, কেন না ত্রিপুরাকে উন্নত করবার দায়িত্ব যেমন আপনাদের আছে আবার আমরা যারা কংগ্রেসী তাদের। কংগ্রেসীরা লাইটের নীচে আছে আর আপনার লাইটের নীচে নেই, এই কথা ঠিক নয়। এখানে আপনারা যেমন লাইটের নীচে আছেন, আবার আমরাও লাইটের নীচে আছি। আপনারা বলেছেন আমরা সবাই নাকি বিদ্যুতের নীচে আছি, কিন্তু আপনাদের এই কথা ঠিক নয়, কারণ এই শহরের যারা আছে, তারাই শুধু বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে, কিন্তু আমরা যারা গ্রামাঞ্চলে আছি, তারা সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারছি না, আমাদের সেখানে কেরোসীনের দরকার আছে এবং আমাদেরকেও কেরোসীন দেওয়া উচিত। কাজেই এই কেরোসীন সংকটের জন্য অন্যের উপর দোষারূপ করছেন কেন? তাই আমিও এই কেরোসীন সংকট নিবারণের জন্য সরকারকে বলব যে কোন বৈষম্য না রেখে গ্রামাঞ্চলে ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলে, সেগুলির মাধ্যমে যাতে জনসাধারণ কেরোসীন পেতে পারে, সেজন্য যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শহর অঞ্চলে যেসব সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলি আমাদের গ্রামাঞ্চলে নেই এবং নেই বলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কিছু কষ্ট করতে হয়, এটা আমি নিজেও স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্বেও শহরের সঙ্গে গ্রামের একটা স্থিতাবস্থা থাকা উচিত। সেজন্য গ্রাম ভিত্তিক ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসবে। তাই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব গ্রামের দিকে লক্ষ্য রেখে চাষা ভুষা লোকেরা গ্রামের সাধারণ ছেলেরা যাতে লেখাপড়া করতে পারে গ্রামের লোকেরা যাতে কেরোসীন পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি সরকারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য তাপস দে যে ডিসকাশান এখানে রেখেছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সদস্যগণ যে বক্তব্য

রেখেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু বলবার আছে। আজকে এটা সত্যি যে সমস্ত ব্যাপারে দুর্নীতি আছে এবং ঠিকভাবে সমভাবে বন্টন এবং বিলির ব্যবস্থা আমাদের সরকার করতে পারে নাই। কিন্তু আমরা যে পদক্ষেপ নিয়ে চলেছি ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সমভাবে বন্টন করতে তার মধ্যে যদি জনসাধারণের সহযোগীতা না থাকে তাহলে কোন মতেই তা হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ম্মচারীদের সুখ দুঃখ দেখবার জন্য এবং তাদের বেতনের স্কেলএ কি কি অসুবিধা আছে দেখার জন্য পে কমিশান করার চেষ্টা করছি কিন্তু এই সভারই একজন সদস্য সরকারী অফিসে অফিসে ঘুরে ঘুরে বলে বেড়াচ্ছেন এই যে পে কমিশান তার বিরোধীতাকর (গণ্ডগোল) কাজেই আমি জানি গ্রামাঞ্চলের কেরোসীন তেল কারা ব্ল্যাক মার্কেট করে তাদের সংগে সহযোগীতা করে, কিন্তু এই বিধান সভায় এসে সরকারকে অপসারণের জন্য মুখে বড় বড় বুলি আওরাতে তাদের মুখে ঠেকে না। এই সব ফাঁকা বুলি না বলে উনারা বলুক গ্রামে কেরোসীন তেলের বন্টন ব্যবস্থায় জন্য প্রত্যেকটি গ্রামে ডিলার দিতে হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় আমরা তাই দেব এবং সেখানে কেউ কোন দিন বলে নাই কোন এস, ডি, ও,র কাছে যে এই একটি ভাল লোক আছে তাকে ডিলারশিপ দিলে সে ভাল করে তেল বিলি করবে এই রকম যদি কেউ বলতো তাহলে যদি ১০ জনের প্রয়োজন হতো আমরা তাই দিতাম। তাতে যে দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে সেই দুর্নীতি কমে যেতো। কখনও কেউ বলেছেন কি এস, ডি, ও,র কাছে এই সব জায়গায় দুর্নীতি চলছে এইসব লোক কেরোসীন ব্ল্যাক করছে এবং তার প্রতিকার হয় নাই। গ্রামে তেলের দাম বেশী বলে অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু গ্রামে তেলের দাম কখনও বেশী নয়। আমাদের এখানে যে রিপোর্ট দেখছি তাতে তেলের দাম ৬৩ পয়সা এবং এর সঙ্গে মুনাফা ৩ পয়সা যোগ দিয়ে ৬৬ পয়সা দরে বিক্রী করা হয়। তারপর ট্রেন্সপোর্ট কষ্ট যোগ করা হয় এবং তারও একটা নির্দিষ্ট হার আছে। এখন গ্রামের মধ্যে আর সহরের মধ্যে যে তারতম্য থাকবে সেটি ট্রেন্সপোর্টের জন্য। কাজেই গ্রামে এক দর আর সহরে আর এক দর এই কথাটা ঠিক নয়। কাজেই আসল সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে এই বিধান সভায় এসে তারা শুধু বলছে সরকার দুর্নীতি করছে এই কংগ্রেস দুর্নীতি করছে এই সব ফাঁকা বুলিই এরা বলে আসছে এই ২৫ বছর যাবৎ কিছুই করা হয় নাই ভাওতা দিয়ে চলছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা এই তিনটি কথাই বলে আসছে। আমার এই তিনটি কথাই শুনে আসছি। অবশ্য মাঝে আমাদের কিছুটা অভাব হয়েছিল সেই সময় আমরা ওয়াগন পাই নাই। কিন্তু পরে সেটা স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং গ্রামাঞ্চলে ঠিক ভাবেই তেল সরবরাহ হচ্ছে। আজকে সরকারের কাছে এমন কোন সাব-ডিবিশানের খবর নাই যেখানে তেলের অভাব আছে বা তেল পাওয়া যায় না। কাজেই কেউ যদি বলে গ্রামে তেল পাওয়া যায় না তাহলে আমরা অস্বীকার করব। এখন যদি কোন গ্রামের ডিলার এই তেল নিয়ে কোন দুর্নীতির আশ্রয় নেয় তাহলে সেই ব্যাপারে এস, ডি, ও,র কাছে বলুন এবং তিনি যদি কোন ব্যবস্থা না করেন তখন বলতে পারেন। কাজেই আপনারা জনসাধারণের মুখের দিকে চেয়ে সরকারের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করুন তাহলে

জনসাধারণের দূর্দ্দশা থাকবে না। তাই বলছি শুধু সরকারের উপর দোষারূপ না করে আজকে জনসাধারণের দিকে তাকান তাদের দুঃখ যদি দূর করতে চান তাহলে ঠিক পথে যাতে চলতে পারে সরবরাহ ব্যবস্থা তার জন্য সহযোগীতা করুন যাতে জনসাধারণ তেল পেতে পারে কারণ সরকারের নিকট তেলের অভাব নাই। সেই দিকে লক্ষ্য রাখুন যাতে ডিষ্ট্রিবিউশান ভাল ভাবে হয়, তাহলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা কিছুটা কমবে। আজকে যারা বলছেন যে আগরতলায় স্টোভ জ্বালানের জন্য তেল দেওয়া হয় আর মফঃস্বলে তেল দেওয়া হয় না (গণ্ডগোল) আমি বলছি আগরতলা সহরে স্টোভ জ্বালাবার জন্য তেল দিয়ে আসছি এবং চিরদিন দেব এবং গ্রামাঞ্চলের লোকেরা যাতে তেল পায় তাদের যাতে তেলের জন্য কোন অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থাও আমরাই করব। কাজেই আপনাদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা জনসাধারণের মুখের দিকে তাকান আমাদের সংগে সহযোগীতা করুন (গণ্ডগোল) নিজেরাই দুর্নীতির সৃষ্টি করে সেই দুর্নীতি কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে দেন সরকারের উপর চাপিরে দেন তাহলে এই দুর্নীতি দূর করা যাবে না।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Abiram Deb Barma to move his Resolution that—

'এই বিধানসভা সরকারকে নির্দ্দেশ দিচ্ছে যে, ত্রিপুরার বেকারদের জন্য অবিলম্বে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক এবং যাদের জন্য কর্ম্ম সংস্থান করা যাবেনা তাদের জন্য দৈনিক পাঁচ টাকা বেকার ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হোক।'

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজল্যুশানটা হচ্ছে 'এই বিধানসভা সরকারকে নির্দ্দেশ দিচ্ছে যে, ত্রিপুরার বেকারদের জন্য অবিলম্বে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা লোক এবং যাদের জন্য কর্ম সংস্থান করা যাবে না, তাদের জন্য দৈনিক পাচ টাকা বেকার ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হোক'।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই যে বেকার সমস্যা, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষে এবং এই সমস্যা আজকে বিশেষ একটা সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে, এই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা এই যে ত্রিপুরার নূতন মন্ত্রীসভা, সেই মন্ত্রীসভার কাছ থেকে আমরা কোন রকম আশা পাইনি, যে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সাধারণের কাজের ব্যবস্থা এই সরকার করে দিতে পারবেন কিন্তু তার পরিবর্ত্তে এই জিনিষটা আমরা খুবই শুনি বেকারদের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন, যেমন শুনেছিলাম ১৯৭১ সালে পার্লামেন্টের নির্বাচনের আগে, ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের বেকার এবং আধা বেকারদের কর্মসংস্থান করার জন্য একটা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে বলে এবং যেটাকে আমরা ক্রেশ স্কীম বলে জানি, সেই ক্রেশ স্কীম গ্রহণ করে ভারতবর্ষের গরীব বেকার এবং আধা বেকারদের কাজ দেবার ব্যবস্থা করবেন, এই স্কীমের দ্বারা এবং আরও বলেছেন প্রতিটি রাজ্যে ১০ মাসে প্রায় এক হাজার বেকার মানুষের কর্মসংস্থান যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করবেন, শুধু তাই নয়, বেকার মানুষের অন্ততঃ মাসে একশত টাকা যাতে রোজগার করতে পারে, তার একটা গ্যারেন্টি সৃষ্টি করবেন। তার জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। তিনি লোকসভার নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ ১৯৭২ সন, আমরা কি দেখলাম নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি

যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি পালন করা হয় নি। তার প্রমাণ সম্প্রতি কৃষি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তিনি নিজে ঘোষণা করেছিলেন যে এই কর্মসূচী খুবই অসন্তোষজনক, বেকারদের কোন ব্যবস্থা করা হল না। তিনি আরও বলেছেন যে কোন কোন রাজ্য এই টাকা খরচ করতে পারেননি এবং খরচ করার কোন উদ্যোগও নেয়নি যেমন ত্রিপুরা সরকার, গত বছর এই যে ক্রেশ প্রগ্রামের টাকা ছিল ৩৫ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে খরচ করেছেন মাত্র ৩৭ হাজার টাকা অথচ এই সময়ের মধ্যে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৩১ হাজারেরও বেশী অর্থাৎ তাঁদের বড় বড় বুলি এবং ঘোষণা শুধু মানুষকে ধাপ্পা দেবার ঘোষণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, মানুষকে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের পেছনে দাঁড় করাবার ধাপ্পা ছাড়া আর কি হতে পারে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষের মধ্যে যে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, দিনের পর দিন, তা মোকাবিলা, তা প্রতিরোধ করবার জন্য এই সরকারের কোন ক্ষমতা নাই বা তাদের সদিচ্ছাও নাই। অন্যান্য দেশে যেখানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেওয়া হয় মানুষের আর্থিক উন্নয়নের জন্য, ভারতবর্ষে সেইরকম মানুষের আর্থিক উন্নয়ন করবেন, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে, সেটা আশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা কি দেখি, পর পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এক একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়, বেকার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়, যেমন আমরা দেখছি প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে ১৯৫১ ইং থেকে ১৯৫৬ ইং পর্যন্ত বেকার সংখ্যা সারা ভারতবর্ষে ছিল ৩৩ লক্ষ। তারপর দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সেটা বেড়ে যায় ১৯৫৬ ইং থেকে ১৯৬১ সনে সেটা দাঁড়ায় ৭১ লক্ষে, তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সেটা বেড়ে যায় ৯৬ লক্ষে, এইভাবে পরিকল্পনাগুলি হচ্ছে, আর বেকার সৃষ্টি করার পরিকল্পনা যতই শেষ হচ্ছে, বেকার সংখ্যা আরও বাড়ছে। ১৯৬৯ ইং সন পর্যন্ত বৎসরে বেকার সংখ্যা ১০ লক্ষ করে বেড়েছে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের চিত্র। ১৯৭১ ইং সনে যদি হিসাব দেখা যায় অক্টোবর মাস.. ...

মিঃ স্পীকার—অনারাবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—একটা রিজল্যুশান কি এই সময়ের মধ্যে মুভ করতে পারব? এটা অসম্ভব।

মিঃ স্পীকার—তাহলে আজকে আমরা রিজল্যুশান যে শেষ করতে পারব না।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমাদের সময় দরকার। রিজল্যুশান মুভ করতে অন্ততঃ পক্ষে আধ ঘণ্টা দরকার।

মিঃ স্পীকার—আপনারা যদি সময় বাড়ানোর জন্য রাজী থাকেন, তাহলে হতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ঘড়িতে যে এখনও দশ মিনিট সময় আছে, সেটা মুভার অব দি রিজল্যুশানকে দেওয়া হউক, সেই আবেদন আপনার কাছে রাখছি।

মিঃ স্পীকার:—আমাদের রুলস এ্যালাও করে না। দশমিনিটের বেশী আপনি পাবেন না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—আমার দশ মিনিট হয়নি স্যার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের শর্ট নোটিশ ডিসাকাশনে প্রায় দেড় ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে, সেখানে একটা রিজল্যুশান মুভ করতে সময় দেওয়া দরকার।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা রিজল্যুশান মুভ করবেন তাদের আধ ঘণ্টা এবং যাঁরা সমর্থনে বলবেন তাঁদের সময় কম দিলেও চলবে।

মিঃ স্পীকার—দশ মিনিট মুভার অব দি রিজল্যুশান পাবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. তাহলে যেটা এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে এখানে আলোচনা হয়,তখন থেকেই টাইমটা কণ্ট্রোল করলে হত, সেটা মেক্সিমাম এক ঘণ্টা করলেই হত।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যরা যখন বলতে চান, তখন বাধা দেওয়া যায় না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—রিজল্যুশানে সময় লাগবে স্যার।

মিঃ স্পীকার—আমার আপত্তি নেই, আপনারা যদি চান, তাহলে আমি সময় বাড়িয়ে দেব হাউসের।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—আজকে তাহলে একটা রিজল্যুশান হবে, অন্যগুলি আজকে হবে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—বাকিটা কন্টিনিউড হবে।

মিঃ স্পীকার—আপনারা যদি চান আজকে টাইম বাড়ানো হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—আমার দশ মিনিট হয়নি স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৯ ইং সনের পরে ৫৯.২৭ লক্ষ হচ্ছে বেকার এই যে ভারতবর্ষের চিত্র এই অবস্থা আজকে বেকারদের কি ভাবে এই সরকার মোকাবিলা করবেন আমরা জনিনা। তারপর আমরা দেখলাম ১৯৬২ ইং সনের নির্ব্বাচনকে সামনে রেখে, ঘোষণা করা হয়েছিল একটা কর্মসূচী সরকার নিচ্ছেন যে কর্ম্মসূচীর মধ্যে থাকবে আমাদের বেকারদের কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা। গ্রামের ২৫ লক্ষ বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার পরে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সরকার যে কর্ম্মসূচী নিয়েছিলেন, মূল্যায়ণ সংস্থা যে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে বলেছেন যে ১৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ১৯ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং তাও ঠিকঠিকমত বেকার সাধারণের জন্য খরচ করা হয়নি; বেকার সাধারণের কাছে গিয়ে সে টাকা পৌঁছায়নি, এই হচ্ছে বেকারদের কাজ দেওয়ার নমুনা। তাঁদের সমাজতন্ত্রে, গণতন্ত্রে শিক্ষিত যুবকদের কোনরকম বাঁচার সুযোগ থাকবে না, সেই দেশের সরকার নিজেকে সমাজতান্ত্রিক সরকার, গণতান্ত্রিক সরকার বলে জাহির করতে যাওয়া লজ্জাজনক, এবং লজ্জার মাথা খেয়ে ফেলেছেন বলেই এই সমস্ত কথা বলতে পারেন। তাঁদের যদি সামান্যতম চিন্তা থাকত, তাহলে আজকে তাঁরা বড় বড় বুলি আওড়াতে পারতেন না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এইভাবে দেখলাম যে নূতন মন্ত্রী সভার পত্তন হওয়ার পর শরণার্থী ক্যাম্পে পেইড ভলান্টিয়ার যাঁরা

কাজ করছিলেন—সাড়ে তিন হাজারের মত যুবক, সেই শরণার্থীরা চলে যাওয়ার পর তারা বেকার হয়ে গেছে, তাদের কাজ দেবার কোন ব্যবস্থা নাই। তারপর আমরা দেখেছি টি, আর, টি, সি.তে দেড় হাজারের মত বেকার করে দিয়েছে। এই মন্ত্রীসভা সৃষ্টি হওয়ার পরে চার হাজার বেকার করেছেন। এই বাজেটের ভিতর দিয়েই কাজ দেওয়ার কথা আমরা দেখি নি। অথচ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করে বলেছিলেন ১৫ | ৬ | ৭২ইং তারিখে যে দুই মাসে দুই হাজার বেকারের কাজ দিবেন। আমরা দেখেছি একমাস মধ্যে তারা কতজন বেকারকে কাজ দিয়েছেন। কাজেই ভাওতা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ তাদের নাই। ম, এল, এরা গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাচ্ছেন মাইক ফাটীয়ে যে যারা বেকার আছে তারা যাবে কংগ্রেস অফিসে, সেখানে গিয়ে জানালে তাদের কাজ দেওয়া হবে। আজকে গ্রামের দিকে যান। সেখানে দেখবেন কৃষি মজদুরের আজকে মজুরী নাই, তাদের খাওয়া নাই, তারা উপোস করে মরছে। অথচ তারা আজকে সমাজবাদের কথা বলছেন। একটা লজ্জা থাকা দরকার। তাই আমরা বলব বেকারদের যদি বাঁচার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে পাটকল, কাগজকল ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে, ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। ত্রিপুরার কৃষিতে আরও বেশী মূলধন খাটাতে হবে। এই যদি না করা যায় তাহলে বেকারদের দৈনিক ৫ টাকা করে ভাতা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না করে সরকার যদি মনে করে আমরা নেতৃত্ব করছি, আমাদের কথা ত্রিপুরার মানুষ মাথা পেতে নেবে, এই যদি মনে করে থাকেন তাহলে বিদায় রজনীর চীৎকার শুনতে হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব আজকে এই কংগ্রেস সরকার, এই মন্ত্রীসভার ২৫ বছরে কিছুই করতে পারে নি, ভবিষ্যতেও কিছু করতে পারবে না। দেশের মানুষ বুঝে তারা বেকারদের কিছুই দিতে পারবে না। তা যদি না করতে পারে তাহলে তারা পথে নেমেছে, তারা আন্দোলন করে কাজ আদায় করে নেবেন। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে রিজলিউশান আনা হয়েছে সেই রিজলিউশানের আমি বিরোধিতা করছি এবং বিরোধীতা করতে গিয়ে আমি অল্প কথায় আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে ত্রিপুরাতে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন হয়েছে এবং আমরা কংগ্রেস থেকে নির্ব্বাচন ইস্তাহারে দিয়েছি যে আমরা ত্রিপুরাতে পাঁচ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করব এবং মন্ত্রী সভা গঠন করার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে দুই হাজার বেকারের চাকরী দেওয়া হচ্ছে এবং আরও যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে আমরা আরও বেশী বেকারের চাকরী দিতে পারব। এটা সত্য কথা যে ত্রিপুরায় শিল্প নাই, ত্রিপুরায় বেকার সমস্যা যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে

সরকারের যে পূর্ণ ক্ষমতা সেই ক্ষমতা নিয়ে বেকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং শিল্পে অনগ্রসর ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রে অনগ্রসর ত্রিপুরা আজকে ভারতবর্ষের সমস্ত যে অঞ্চলগুলি রয়েছে তার মাঝে উল্লেখযোগ্যভাবে অনগ্রসর ত্রিপুরার এমপ্লয়মেণ্ট স্কোপ খুবই কম। কিন্তু আজকে যে পরিকল্পনাগুলি সরকার গ্রহণ করেছেন যে প্রতিশ্রুতিগুলি জনসাধারণকে আমাদের পার্টি থেকে এবং সরকার থেকে দিয়েছেন তাতে সুস্পষ্টভাবে এটা বলা আছে যে আমরা বেকার সমস্যার সমধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং বেকার সমস্যার সমাধান করবই। কাজেই একটা লোক দেখানো বা একটা বাহবা পাওয়ার জন্য একটা রিজলিউশন আনার দরকার ছিল না। বিধানসভায় একটা রিজলিউশন এনে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বেকার সমস্যা সমাধান বা লোক দেখানোর একটা যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন করি না। যে সমস্যা সরকার অবগত এবং যে সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার চেষ্টা করছেন সেই সমস্যার ব্যাপারে নূতনভাবে প্রস্তাব আনাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই নয় এবং প্রকৃতপক্ষে এই রিজলিউশন অ্যাসেম্বলীতে পাশ হলেও কি বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এই রকম মনে করার কারণ কি কোন সদস্য বলতে পারেন? সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেই পরিকল্পনাগুলি যদি সার্থক হয়, শিক্ষিত বেকার বা অশিক্ষিত বেকার, স্কিলড বেকার, আনস্কিলড বেকার, গ্রামের মধ্যে যে অশিক্ষিত বেকার রয়ে গেছে সেগুলি আমরা দূর করতে পারব। একটা দেশ যখন ইণ্ডাষ্ট্রীলিয়েনাইজেশনের দিকে যায় তখন তার পরিকল্পনাগুলি দেখলেই দেখা যাবে যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বিভলিউশান একটা দেশে চলেছে। সেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল রিজলিউশান সময়ে বেকারের একটা ইনফ্লাক্স দেখা দেয়। ইংলণ্ডে সেটা দেখা দিয়েছে, রাশিয়াতে দেখা দিয়েছে। তবে এই সমস্যার সমাধান তারা যে পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করেছে সেই পরিকল্পনাকে সার্থক রূপায়ণের দরকার। আজকে এটা সত্য কথা যে বিরোধী পক্ষ বেশী কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে পারে। আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনারাও তো পশ্চিম বঙ্গের ক্ষমতায় গিয়েছিলেন। আপনারাও তো একবার ১৪ মাস এবং আর একবার ৯ মাস রাজত্ব করলেন সেই রাজত্বে আপনারা কতজনের বেকারীত্ব ঘুচিয়েছেন। সেই হিসাব আমরা আপনাদের কাছ থেকে পেতে চাই। আজকে পশ্চিমবঙ্গে আপনারা কতজনকে বেকার করেছেন, আপনাদের সেই ১৪ মাসের রাজত্বে, এই জবাব কি আপনারা দিবেন। পশ্চিমবঙ্গে যে বেসরকারী কমিটি গঠিত হয়েছিল......

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনার স্পীকারকে এড্রেস করে বলা উচিত।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আপনি আমাদের বিরোধী পক্ষের নেতাকে জানিয়ে দিবেন যে আমি অলওয়েজ এড্রেসিং দি চেয়ার। স্যার আমি আশা করব যে পীস সুড বি মেনটেইণ্ড হিয়ার, বিকজ আই ক্যান অলসো ক্রাই লাউডলী মোর দ্যান এ্যানি বডি এল্স। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা বেকারদের জন্য যে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য যে যাত্রাগানের আসর জমিয়েছেন যেটা মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন যে এটা শেষ রজনীর অভিনয় যেটা তারা পশ্চিমবঙ্গে করেছেন এবং তারই জন্য সেখানকার জনসাধারণ তাদেরকে শুধু ঐ গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

সে যা হউক আমাদের সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেটা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের যে বেকার সমস্যা আছে, তার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি এবং আরও চালিয়ে যাব যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের সত্যিকারের মঙ্গল হতে পারে। আর এই বেকার সমস্যা দূর করবার জন্য যদি সত্যিই তাদের কোন প্রচেষ্টা থাকে, তাহলে আমি তাদেরকেও ইনভাইট করব যাতে তাদের সেই কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান দেন। আমাদের যার কারো জন্যই রুদ্ধ নয়, আমরা সবার কাছ থেকে সাজেশান নিয়ে থাকি। কাজেই তাদেরও যদি পজিটিভ সাজেশান এই ব্যাপারে কিছু থেকে থাকে, সেটা তারা এখানে দিতে পারেন এবং তাতে করে আমাদের যে বেকার সমস্যা আছে, এটা দূরীভূত হয় কিনা, সেটা দেখতে পারি। কিন্তু এই যে রিজলিউশান এখানে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে, সেটা হচ্ছে এখানে আনলে পরে এটা পত্র পত্রিকাতে উঠবে এবং পরে তারা মানুষের কাছে বলতে পারবে যে দেখ আমরা তো ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য একটা রিজলিউশান এনেছিলাম, কিন্তু সেই রিজলিউশানটা ঐ কংগ্রেসীরা পাশ করতে দেয় নাই। কাজেই তাদের এই যে রিজলিউশান, এটা পলিটিক্যালী মটিভেটেড একটা রিজলিউশান, সেজন্যই আমি এটার বিরোধীতা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার লাল বাতি জ্বলে গিয়েছে, তাই আমি আর বেশীক্ষণ সময় নেব না। আজকে তাদের এই রিজলিউশানে বলা হয়েছে যে বেকারদের ৫ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়া হউক। এটা খুব চমৎকার কথা যে বেকারদের দৈনিক ৫ টাকা হারে দেওয়া হউক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে যুক্তফ্রন্টের আমলে তারা কি পশ্চিম বঙ্গে বেকার ভাতা দিয়েছিলেন? তারা কি তাদের সরকারের সময়ে পশ্চিম বঙ্গে এই কথা বলেছিলেন যে আমরা বেকারদের বেকার ভাতা দেব? কাজেই আপনি আচড়ি ধর্ম পরেরে শিক্ষাই, চেরিটি বিগিন্স এট হোম। তারা সেখানে এই কথা বলেনি, কাজেই আজকে এখানেও তাদের এই কথা বলার কোন অধিকার নেই। পশ্চিম বঙ্গে বা কেরলাতে তারা যে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারে নি, সেটা যদি ত্রিপুরার মতো একটা ছোট রাজ্য, যারা সীমিত আয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের নির্ভর করতে হয়, এই অবস্থাটা বিবেচনা না করে একটা অবিবেচকের মত যে প্রস্তাব তারা এখানে এনেছেন, সেটাকে একটা রাজনৈতিক ধোকাবাজী ছাড়া আমি আর কিছুই বলতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা এখানে আর একটা কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে এম, এল, এদের মারফত নাকি ১০/১৫ জনকে চাকুরী দেওয়া হবে এবং তার জন্য গ্রামে গ্রামে মাইক দিয়ে বলা হচ্ছে যে তোমরা যুব কংগ্রেসের সদস্য হও এবং যুব কংগ্রেসের সদস্য হলে পরে তোমরা চাকুরী পাবে। আমি বলব, তাদের এই কথাটা ঠিক নয়। আজকে তারা যদি এই ব্যাপারে বিশেষ একটা উদাহরণ দিতে পারেন, তাহলে আমরা সেটা খুঁজে দেখব। তার কারণ হচ্ছে আমরা চাকুরীর লোভ দেখিয়ে কাউকে সংগঠনে আনি না আমাদের ইন্দিরা গান্ধীর যে নীতি, সেটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ স্বাগত জানিয়েছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য জনসাধারণও তাকে স্বাগত জানিয়েছে আর সে জন্যই তো আপামর জনসাধারণ আমাদের দলে আসছে এবং ভবিষ্যতে আরও আসবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা বেকারদের ৫ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়ার যে প্রস্তাব করেছেন, আমি সেটাকে বিরোধীতা করছি। তাঁর এই যে প্রস্তাব, আমি মনে করি এটা একটা নিগেটিভ প্রস্তাব। আমি এমন কথা কোন দিন শুনেনি যে কোন একটা দেশ তার বেকার যুবকদের কর্ম্ম শক্তিকে নিষ্ক্রিয় রেখে বসিয়ে বসিয়ে তাদের বেকার ভাতা জুগিয়ে যাবে এবং এই ধরণের একটা প্রস্তাব কোন জাতি বা দেশ নিতে পারে না। এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন পজেটিভ দিক নেই যাতে করে আমাদের যারা বেকার আছে, তাদের কর্ম্ম সংস্থানের একটা ব্যবস্থা হতে পারে বরং এই প্রস্তাবের মধ্যে আমাদের যারা বেকার রয়েছে তাদের কর্ম্ম শক্তির প্রতি একটা চরম অবমাননা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। কেন না একটা জাতি বা দেশের মধ্যে যারা বেকার রয়েছে তাদের কর্ম্ম শক্তিকে, তাদের প্রতিভাকে কাজে না লাগিয়ে বসিয়ে বসিয়ে বেকার ভাতা দেওয়ার মত কোন প্রস্তাবই সেই জাতি বা দেশ নিতে পারি না। একটা জাতি সব সময়ে চিন্তা করে তার দেশের মধ্যে যে কর্ম্ম শক্তি রয়েছে, যে প্রতিভা রয়েছে সেটাকে কর্ম্ম সংস্থানের মধ্য দিয়ে কি ভাবে দেশ গঠনের কাজে লাগানো যায়। আমরা এও জানি যে আমাদের ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদবান, ত্রিপুরাতে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সেগুলি যদি আমরা পুরা মিলিয়ে এক্সপ্লয়েড করতে পারি সুস্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহলে আমার মনে হয় না যে আমাদের যে সমস্ত বেকার রয়েছে, তাদের সেই বেকার সমস্যার সমাধান করাটা একটা অসম্ভব। কাজেই আমার আগে মাননীয় সদস্য অশোকবাবু যে কথাটা বলেছেন যে এই প্রস্তাবটা একটা পলিটিক্যালী মটিভেটেড প্রস্তাব যাতে সস্তায় আমাদের বেকার যুবকদের একটা ভাওতা দেওয়া যায়, যে দেখ আমরা তো তোমাদের জন্য দৈনিক ৫ টাকা হারে বেকার ভাতার দাবী করেছি, কিন্তু ঐ কংগ্রেসীরা সেটা হতে দেয় নি। কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের দেশের যুব শক্তি এইভাবে বসে বসে ভাতা নিতে চায় না। অথচ তারা এটার মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক বাজীমাত করবার জন্য চেষ্টা করছেন। একটা মানুষ, তার হাত আছে, পা আছে সর্ব্বোপরি তার ব্রেইন আছে এবং এই সব নিয়ে জন্ম নিয়েছে এবং সে যে দেশে যে সমাজে জন্ম নিয়েছে, তাকে কিছু দিতে চায় তার ঐ কর্ম্ম শক্তিকে খাটিয়ে, তার প্রতিভাকে খাটিয়ে। তাই আজকে যারা এভাবে তাদের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করছেন, তারা তাদের কর্ম শক্তিকে, তাদের প্রতিভাকে অবমাননা করছেন বলেই আমি মনে করি। আমাদের এই বেকারদের কর্ম্ম সংস্থানের জন্য শিল্প গঠনের যে সমস্ত প্রাথমিক কর্ত্তব্য ছিল সেগুলি করা নয় নাই। আমাদের যে ন্যাচারেল রিসোর্স আছে সেটাও ঠিক ভাবে ইউটিলাউজ করা হয় নাই। এবং বর্ত্তমান এই মন্ত্রীসভা যে সমস্ত দীর্ঘ মেয়াদী শিল্প গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন সেগুলি কার্যকরী হলে বহু কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। তাছাড়া আমাদের বিস্তর—প্রায় ৭৫ পার্সেন্ট টিলা ল্যাণ্ড। যদি আমরা সেই সব জায়গায় হর্টিকালচার এবং পোলট্রি ফার্মের ব্যবস্থা করে যুবকদের ট্রেনিং দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় এতে অনেক বেকারের কর্ম্মসংস্থান হতে পারে। আমাদের বহু ন্যাচেরেল জলা রয়েছে এই সমস্ত জলা জায়গায় ফিসারী করে বেকারদের কর্ম্মসংস্থান করতে পারব। আমাদের যে সমস্ত ন্যাচারেল রিসোর্স এখানে

রয়েছে এবং নাম্বার অব বেকার এখানে যা আছে আমরা যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যাই তাহলে তাদের কর্মশক্তিকে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগিয়ে দেশকে আরও দিন দিন এগিয়ে নিতে পারব। আমরা যুবশক্তির এবং কর্মশক্তির অপচয় চাই না আমরা যুবশক্তির কর্মশক্তিকে দেশ গঠনের কাজে ইউটিলাইজ করতে চাই। এই বলে বিরোধী দলের প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা যে রিজোলিউসান এনেছেন ত্রিপুরার বেকারদের জন্য অবিলম্বে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক এবং যাদের জন্য কর্ম সংস্থান করা যাবে না তাদের জন্য দৈনিক পাঁচ টাকা বেকার ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হোক আমি এর সমর্থন করছি। আজকে গোটা ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা একটা প্রথম শ্রেণীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভারতবর্ষে একটা নূতন অভিশপ্ত জেনারেশানের আবির্ভাব হয়েছে যাদের সংখ্যা সরকারী হিসাব মতে ১৯৭৪ সালে থাকবে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ। তাই আমি একথা বলতে চাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজ তন্ত্রের যত বড় কথাই বলা হুউক না কেন এই বন্ধ্যা রাজনীতিতে একদিকে মানুষের মুনাফা সৃষ্টি হয় আর অন্যদিকে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা যে আমেরিকার সংগে গাটছড়া বেঁধে ভারতের কোটি কোটি মহাজন, জোতদার এবং জমিদারদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এই শাসক গোষ্ঠি চেষ্টা করছেন সেই আমেরিকাতে বেকারের সংখ্যা হল ৫৫ লক্ষ সেখানে এই বেকার সমস্যার সমাধান করার কথা একটা টুনকো কথা মাত্র। যার ফলে আমরা দেখেছি ইংরাজ চলে যাবার সময় ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় বেকারের সংখ্যা দিয়ে গিয়াছিল মাত্র ৩০ লক্ষ এবং আজকে এই ২৫ বছরের শাসনের পর বল্তিস পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে ৫ কোটিতে পরিণত হয়েছে। কাজেই এই শাসকগোষ্ঠির কাছে এই আশা করতে পারি না যে তারা বেকার সমস্যার সমাধান করবেন। কেন পারবে না কারণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। আমরা দেখেছি যে ২৫ বছরে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গিয়েছে। একটা মানুষের প্রকৃত আয় ১৯৩৯ সালে ছিল ১০০ টাকা যদি ধরি তাহলে আজকে দাঁড়িয়েছে ৯৬ টাকা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ১৯৪৯ সালের যদি ধরি ১০০ টাকা আজকে সেটি দাঁড়িয়েছে ২২৮ টাকা। বাজারে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ভারতে কৃষকদের দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে কৃষক বেকার পড়ে যাচ্ছে ভুমিহীন বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে যেখানে বেকার ছিল ১৬ লক্ষ আজকে সেখানে ৩২ লক্ষ। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ১৯৭১ সালে আড়াই হাজার কল কারখানা বন্ধ ছিল যার ফলে ২ লক্ষ ২২ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পরে। আমরা দেখছি এক দিকে বেকার বেরে যাচ্ছে আর একদিকে অটোমোশান চালু করার জন্য চেষ্টা চলছে। তাই আজকে ৪টি পরিকল্পনা হয়ে যাবার পরও আমরা দেখেছি আমাদের সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। গত নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন প্রতি বছরে ৫ লক্ষ লোকের চাকুরী দেব সেখানে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম করা

হয়েছিল এবং ১৫ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। ত্রিপুরাতে সাড়ে সাইত্রিশ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে কাজেই ক্র্যাশ প্রোগ্রাম যে স্কীম এটা একটা স্কীমই নয় যার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা যায়। আমি দেখেছি ত্রিপুরাতে বেকারের সংখ্যা যারা রেজিষ্টী করেছেন সেখানে ইঞ্জিনিয়ার বেকার আছে গ্রেজুয়েট বেকার আছে, পোষ্ট গ্রেজুয়েট বেকার আছে তাদের সমস্ত সংখ্যা প্রায় সাড়ে তেত্রিশ হাজার দাড়িয়েছে। আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন ২ হাজার বেকারকে চাকুরী দেবেন। আর এই সংখ্যার মধ্যে আছে একটা বিরাট শ্রমিক বাহিনী তাদের বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ অর্দ্ধ বেকার থাকতে হয় তাদের কোন কাজ কর্ম থাকে না। এখানে কল কারখানা কিছুই নাই। কিন্তু আমি দেখেছি আমাদের যুবশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে তাদের শক্তিকে অপচয় করা হচ্ছে। আজকে দেখা যাচ্ছে আপনারা রাজাদের ভাতা দিচ্ছেন যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছিল। যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আপনাদের বিরোধীতা করেছে স্পাইগিরি করেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরাট খুঁটি ছিল তারা তাদের জন্য বছরে সাড়ে চার কোটী টাকা। রাজন্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে বছরে সাড়ে চার কোটি টাকা। এই বাজেটে আপনারা ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা রেখেছেন তাদের জন্য। অপদার্থ যারা কাজ করে না তাদের জন্য আপনারা রেখেছেন ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাদের হাত নেই কাজ করে না তাদের ভাত আছে ঠিক আর যাদের হাত আছে কাজ চায় তাদেব কাজও নাই ভাতও নাই। কাজেই আমি বলতে চাই এই যুবশক্তিকে অপচয় না করে তাদের কাজ দিন তাদের কাজে লাগান।

যার হাত নেই, তার কাজ আছে, আর যার হাত আছে তার কাজ নেই, তার খেয়ে থাকবার ভাত নেই, এটা হচ্ছে আজকে ধনতান্ত্রিক দেশের ব্যবস্থা। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশে, চীন বলুন, রাশিয়া বলুন, কিউবা বলুন, কোরীয়া বলুন, তাদের সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে যে ১৮ বৎসর পার হলেই তাদের কাজ দিতে হবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কোথাও বেকার ভাতা দেওয়া হয়না, কিন্তু কোরীয়া, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশে বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে দেওয়া হয়। কাজেই সমাজতান্ত্রিক দেশে মানুষ স্থায়ী-ভাবে বেচে থাকার অধিকার চায়, বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য ষ্টেটিউটরী পাওয়ার স্বীকার করা হউক যে যারা বেকার আছে, তাদের কাজ দেওয়া হবে এবং তাদের কাজ পাওয়ার অধি-কার আছে এবং আমি একথা বলতে চাই যতদিন পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত হারে—পাঁচ টাকা করে রোজ বেকার ভাতা দিতে হবে। আমি জানি বেকার ভাতা স্থায়ী ব্যবস্থা নয় এই বেকার সমস্যা সমাধানের কিন্তু যতদিন পযন্ত তাদের কাজ দেওয়ার মত কাজের সৃষ্টী করতে না পারবেন, ততদিন পর্যন্ত তাদের বেকার ভাতা দিতে হবে। আমরা জানি যে গত ২৫ বছর ধরে এই কংগ্রেস সরকার তাদের অনেক ভোজবাজী দেখিয়েছেন। কাজেই কোটি কোটি বেকারের দিকে তাকিয়ে আমরা যে আজকে এখানে প্রস্তাব এনেছি, তাকে উনারা বলছেন যে আমরা নাকি এই প্রস্তাব বাজারে নাম কেনার জন্য এনেছি, আমরা এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবনা, উনাদের যদি ভাল লাগে তাহলে সেটা কার্যে রূপায়িত করুন, আর যদি না ভাল লাগে তাঁরা সেটা সমর্থন করবেন না, কিন্তু আমরা

শুধু একটা প্রস্তাব এনেছি তাতেই তাদের আতংক। আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি, আমাদের তাঁদের সুখ দুঃখ চিন্তা করে এখানে প্রস্তাব আনার অধিকার আছে, আপনাদের যদি ভাল মনে করেন তাহলে সেটা সমর্থন করবেন, তা না হলে আপনার গ্রামে যেয়ে বলবেন যে বিধানসভায় আপনার শুধু পুঁজিপতি, জোতদার এবং মজুতদারদের দালালী করবেন, গত পঁচিশ বছর যা করে আসছেন, অনেক কথা বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :—মিথ্যা কথা ইজ আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীঅনিল সরকার—অসত্য কথা বলেছেন,যদি আপনারা যুবকদের স্বার্থ দেখেন তাহলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন তা না হলে এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করবেন এর মধ্যে আতঙ্কের কিছু নেই আপনারা বলেছেন যে কেরলার কথা,পশ্চিম বঙ্গের কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছিলেন যে বেকার ভাতা দেব, কেরলাতে সেই সম্পর্কে বিধান সভায় বিল আনা হয়েছিল, যে গ্রামীন যারা বেকার তারা ৩০ টাকা করে বেকার ভাতা পাবে এবং সহরে বেকাররা ৩৫ টাকা করে মাসে বেকার ভাতা পাবে এবং সেটা নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বেশীদিন সেটা আপনাদের সহ্য হয়নি। আপনারা তখন বলতে সুরু করেছিলেন যে মহারাষ্ট্র থেকে অন্যান্য রাজ্যের যারা বেকার আছে, তাদের হটাও, আসাম থেকে আসামী ছাড়া অন্য বেকারদের হটাও, আপনারা এইসব বলে বেকার যুবকদের অধিকারের যে দাবী তা থেকে বিচ্যুত করার জন্য প্রভিন্সিয়ালিজম—প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার দিকে তাদের নিয়ে গিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, বেকারদের অ.কজো করে রাখার চেষ্টা করেছেন। কারণ অনেকদিন পর্যন্ত তারা যদি বেকার থাকে তাহলে তাদের শস্তায় কাজে ব্যবহার করা যাবে, যাদের বেতন হওয়া উচিত তিন শত টাকা, তাদের ৫০ টাকা বেতনে কাজ করানো যাবে এবং যারা রেগুলার এমপ্লয়ী হিসাবে কাজ করিতে পারে, তাদের কনটিনজেন্সী হিসাবে নেওয়া যাবে, তাদের কি করে ডিমরালাইজড করা যায়, অসহায় মানুষকে যতদিন পর্যন্ত ডিমরালাইজড করে রাখা যায়, ততদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের ফোটা পাড়িয়ে ধনতন্ত্রকে বজায় রাখা যাবে, এই হচ্ছে আপনাদের পরিকল্পনা। এই ধাপ্পাবাজীর বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই প্রস্তাব চ্যালেঞ্জ হিসাবে রেখেছি, আপনারা যদি এই ৩৪ হাজার বেকারকে ভালবাসেন এবং তাদের জন্য কিছু করতে চান, বাংলাদেশের মানুষকে যদি দিনের পর দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, সেখানে এটা জাতীয় প্রশ্ন, কেন সেখানে পাঁচ টাকা করে বেকার ভাতা দেবেন না। ত্রিপুরা তথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যদি আপনারা সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করেন, যেটুকু আপনাদের করার ক্ষমতা আছে, সেইটুকু আপনারা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করুন। আজকে এই যে প্রস্তাব এসেছে, তার জন্য আপনারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু এতে আতংক হওয়ার কিছু নেই। এই রিজলুশানের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী। একটা বিষয়ে আপনাদের জানিয়ে রাখা দরকার যে আমাদের আজকের বিজনেস শেষ করতে হবে, আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প। আশা ক'র আপনারা সবাই আমাকে এই বিষয়ে কো-অপারেট করবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সিডুল টাইমের ভেতর যা করতে পারি, তাই করব, আটটার পর আমরা আর সভা করব না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমার বিরোধী পক্ষের বন্ধু শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, বেকারদের জন্য ভাতা দেবার জন্য, তার বিরোধীতা করে আমি বলছি যে আজকে যখন ত্রিপুরার জনসাধারণ শাসনের দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছে, তাদের সেবা করবার দায়িত্ব আমাদের দিয়েছে, তখন শাসন করার ক্ষমতাও আমরা রাখি, সেবা করার যে দায়িত্ব, সেটাও আমরা পালন করব। আমরা বাহবা নেবার জন্য সাময়িকভাবে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ভুল পথে চালিত করতে পারি না। স্থায়ী সমাধান যেভাবে করা যায়, সেই পথ আমরা বেছে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এগিয়ে যাব এবং সমস্যার সমাধান করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন সদস্য বলেছেন লোভ দেখিয়ে আমাদের কংগ্রেসে আনবার জন্য আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা বলছি লোভ দেখিয়ে কংগ্রেসে আমরা আনি, কিন্তু কি সেই লোভ, যে লোভে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এই কংগ্রেসের পতাকাতলে এলো, কারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে যে কংগ্রেসই ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং এই লোভে লোভী হয়ে তারা সমস্ত দলকে বিসর্জ্জন দিয়ে কংগ্রেসকে বিশ্বাস করে, কংগ্রেসের পতাকাতলে এসেছে। তাই বলছি আজকে যারা বলছেন যে আমরা কিছুই করিনি, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি আজকে আপনাদের বলব যে এর মধ্যেই আমরা ম্যান পাওয়ার বলে একটা সংস্থা গঠন করেছি যাতে নাকি নানাবিধ পরিকল্পনা করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারা যায়, ডিগ্রী, ডিপ্লোমাধারী বেকার ইঞ্জিনীয়ারকে কিছু কিছু কাজ দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি, তারা কন্ট্রাক্টারী যাতে করতে পারে, তার জন্য তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তাদের কোন রকম সিকিউরিটি মানী লাগে না, বা অন্য কিছু দিতে হয় না। ১৯৭১-৭২ সালে আমাদের ২৬টা ঘর তৈরী করার কথা ছিল, তার মধ্যে আমরা ১২টি করেছি এবং বেকারদের কাছে ভাড়া দিয়েছি যারা ব্যবসা করতে চায়, তাদেরকে সেইগুলি রিদিবন্টন করব এবং নুতন ভাবে ধর্মনগর থেকে আরম্ভ করে সাব্রুম পর্যন্ত আমরা সেইভাবে ঘর করে যারা নাকি ব্যবসা করতে চান, তাদের যাতে বন্দোবস্ত দেওয়া যায়, এবং প্রয়োজন হলে আমরা তাদের আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছি। আজকে কেরোসিন তেল এবং পেট্রোল ইত্যাদির যে ডীলারসিপ, সেগুলিও বেকারদের হাতে তুলে দেবার জন্য চেষ্টা করছি। তারপর মৎস্য চাষ, ফলের চাষ, পশুপালন, এইসব ক্ষেত্রে যেসব বেকার এগিয়ে আসে তাদের জন্য সরকার থেকে জমি দিয়ে, ফলের বাগানের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পিতভাবে জমি বন্দোবস্ত করতে পারি তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা স্টেট থেকে যদি কেউ বাইরে ইন্টারভিউ দিতে যেতে চায়, তাহলে তাদের সেই খরচা দিতে পারা যায় কিনা, সেটা আমরা ভেবে দেখছি। তারপর রুরাল ক্রাশ প্রগ্রাম আমরা নিয়েছি গ্রামীন বেকারদের সমস্যা সমাধান করবার জন্য। ১৯৭১-৭২ সালে আমরা যে টাকা বরাদ্দ ছিল, তা খরচ করতে পারি নি ঠিকই, আমাদের বহু টাকা ফিরে গেছে এবং তাঁরা জানেন কি অবস্থা হয়েছিল এবং কেন এই কাজ ব্যহত হয়েছিল, কিন্তু সেটাকে জেনেও সভাকে না জানিয়ে শুধু বাহবা নেবার জন্য কেবল বলছেন যে টাকা ফেরত গেছে, কাজ

করতে পারি নি। তবে এইবার ক্রাশ প্রগ্রামের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করব। আমরা জানি যে ভিক্ষা করে নিজেদের আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে, তাই আমরা তাদের আত্মশক্তির উপর যাতে বিশ্বাস রাখতে পারে, সেই বিশ্বাস বাড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা আমরা করেছি। আজকে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে, এবং জনসাধারণের মর্যাল অনেক হায়ার এতে হবে। আমরা জানি উনারা বলবেন শিক্ষিত বেকার কিন্তু আমি বলব শিক্ষিত হলেও বেকার হয় না।

আজকে ভিক্ষা দেবার কথা নয়, সামান্য কাজ করেও যদি তারা রোজগার করতে পারে তাহলে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং ভবিষ্যতে জনসাধারণ খেয়ে বাঁচবে। তারা হয়ত বলবেন যে শিক্ষিত বেকার। কিন্তু আমি বলব শিক্ষিত হলেই বেকার হয় না। আমরা ১৬ লক্ষ লোককেই আমরা শিক্ষিত করবার পরিকল্পনা রাখি। কিন্তু ১৬ লক্ষ লোকের জন্য আমরা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে পারব না। তারা খামারে এবং অন্যান্য কাজ করে তারা যাতে জীবিকার নির্বাহ করতে পারে. তারা যাতে তাদের পিতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেব। তারা বাপের সঙ্গে সমানভাবে যাতে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করতে না হয় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করব। অন্যান্য দেশে কি করে সেটাও তাদের চিন্তা করা উচিত। তারা যে দেশকে ঘুমাবার সময়েও মনে করে ঘুমান সেইসব দেশে মিলিটারী গার্ড দিয়ে তাদের ২৪ ঘণ্টা খাটিয়ে নিচ্ছে বিনা পয়সায়। এটাও আমি জানি। কিন্তু আমরা সেই পথ নিতে চাই না, আমরা চাই না যে গরুর বদলে মানুষের কাঁধে জোয়াল পড়ুক। আমরা চাই নিজের পথ নিজে দেখে নিয়ে সেই পথে অগ্রসর হয়ে দেশকে উন্নত করবে এবং নিজেকেও বাঁচিয়ে রাখবে। কাজেই আমরা যখন তাদের দায়িত্ব নিয়েছি তখন কিভাবে তাদের বাঁচাতে হবে তা আমরা জানি এবং আমরা বলেছি ৫ বছরের মধ্যে কি করে তার সমাধান আস্তে আস্তে করে যাব তা আমরা জানি, তাদের কর্ম সংস্থান আমরা করে যাব। কাজেই তারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে যখন সন্ধ্যার সময় ৫ টাকা ভাতা নিতে আসবে, সেই রকম ভিক্ষা দিতে আমরা রাজি নই। তারা যে কাজই করুক সেই কাজই শারিরীক মানসিক পরিশ্রম করে তারা যাতে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এই ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করবে এবং এই জন্য সদস্যগণকে বলছি যে সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করুন আর এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন।

Mr. Speaker :—Discussion on the resolution is over. Now I am putting the Resolution to vote.

The question that the Resolution moved by the Shri Abhiram Deb Barma এই বিধানসভা সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, ত্রিপুরার বেকারদের জন্য অবিলম্বে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক এবং যাদের জন্য কর্মসংস্থান করা যাবে না তাদের জন্য দৈনিক পাঁচ টাকা বেকার ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হোক। was put and lost by voice vote.

I have received a notice from Shri Tapash Dey desiring to raise discussion on শহর ও শহরোপকণ্ঠে বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র ঘাঁটি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সম্পর্কে। I have admitted the notices. Discussion will be raised on 14th July, 1972.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সময়ের দিক থেকে বলছি যে দুইটা প্রস্তাব আমাদের সামনে আছে। আমি প্রস্তাব করব যে থার্ড প্রস্তাবটা যাতে আমরা তুলে রাখতে পারি এবং সেকেণ্ড প্রস্তাবটা যাতে আলোচনা করতে পারি। আমাদের পক্ষ থেকে একজন করে বলবে এবং তাদের পক্ষ থেকেও একজন করে বলবে। লীডার অব দি হাউস যদি কো-অপারেট করেন তাহলে আমরা রাজী আছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার শেষ পর্য্যন্ত যদি পাঁচ মিনিট থাকে তাহলেও তো রিজ-লিউশনটা বেঁচে যাবে।

Mr. Speaker :—Next in the List of Bussiness is Private Members' Resolution of Shri Tarit Mohan Das Gupta. I would call on Shri Das Gupta to move his Resolution that—This Assembly is of opinion that the U. P. Panchayat Raj Act as adopted in Tripura should be amended in such way as to introduce secret ballot system for election of Gaon Pradhan and members of Gaon Sabha.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটা মুভ করছি। "This Assembly is of opinion that the U. P. Panchayat Raj Act as adopted in Tripura should be amended in such way as to introduce secret ballot system for election of Gaon Pradhan and members of Gaon Sabha." স্যার, আমার প্রস্তাবটা খুব স্পষ্ট। আমি একটু দুঃখিত যে প্রস্তাবের নোটিশ আমি দিয়েছি, সেই বিভাগের মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কেউ হাউসে উপস্থিত নাই। পার্লামেন্টারী সিসটেমে স্যার, যে ডিপার্টমেন্টের রিজলিউসান থাকে সেই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী উপস্থিত থাকে এবং সেই প্রস্তাবের পক্ষে অ্যাসুরেন্স দেন এবং তাঁর কাছ থেকে অ্যাসুরেন্স পেয়ে মাননীয় সদস্যরা যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে সেই প্রস্তাব উইথড্র করে নিতে পারেন। কিন্তু আজকে কি মন্ত্রী, কি উপমন্ত্রী, কেউ উপস্থিত নাই। আমার মনে হয় এটা হাউসের ডিগনিটি এবং স্যানটিটির উপর আঘাত আসছে। ভবিষ্যতে যাতে এটা না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন বলে আমি আশা করি। এমন কোন কাজ থাকতে পারে না যে হাউস চলা-কালীন তারা হাউসে উপস্থিত থাকতে পারেন না। নিয়ম হল রেসপেক্টিভ মন্ত্রী হাউস চলা-কালীন উপস্থিত থাকবেন এবং থেকে বক্তব্য শুনবেন। সুতরাং আমি আবার বলছি যে মিনিষ্টার এসে হাউসকে সেই ডিগনিটি এবং অনার দিবেন। আর ভবিষ্যতে যাতে এইরকম না হয় সেজন্য আমি স্পীকার সাহেবের কাছেও এই বক্তব্য রাখব। আবারও আমি বলছি যে হাউস চলাকালে এমন কোন কাজ থাকতে পারে না যেটা হাউসের কাজের চাইতে বেশী গুরুত্ব পূর্ণ হতে পারে।

Mr. Speaker :— Minister in-charge of the Department has authorised.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, এটা হতেই পারে না। যদি তিনি ফিজিক্যালী আনফিট হন তাহলে আলাদা কথা। কোন পার্লামেন্টারী আইনে নাই যে এটাকে ডেলিগেট করা যেতে পারে। যদি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে উপমন্ত্রী আছেন, সেই উপমন্ত্রী তাঁর পক্ষে থেকে এটা করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মন্ত্রীকেই তো তিনি অথরাইজ করেছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, এটা কোন ডিফেন্স নয়। যদি আদারওয়াইজ তিনি আনফিট হন তাহলে আলাদা কথা।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. তিনি বলেছেন যে এমন কোন বিধান নাই যে মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকতে পারেন না। আমি কনষ্টিটিউশনের আর্টিকল ১৬৪ (২) এর উল্লেখ করব। সেখানে লেখা আছে যে—The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এটা হল কনষ্টিটিউশন্যাল রেসপনসিবিলিটি। এটার সঙ্গে আইনের কোন সংগতি নাই স্যার। এটা এই প্র্যাকটিসের মধ্যে আসেই না এটা কালেকটিভ রেসপনসিবিলিটি। এটা অন্য দিক। মন্ত্রীরা তাঁর ডিমাণ্ডের জন্য তাঁর বক্তব্যের জন্য রেসপন্সিবল থাকবে। ভবিষ্যতে এটা করবেন স্যার। স্যার, আমি যে প্রস্তাবটা রেখেছি এটা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, শুধু যে গ্রামে যারা পঞ্চায়েৎ আছে তারাই নয়, আমি জানি এই এসেম্বলীর প্রত্যেকটা মেম্বারেরই এই বক্তব্য, প্রত্যেক মেম্বার, তাদের যে সমস্ত কনষ্টিটিউয়েন্সী আছে, যে সমস্ত জায়গা আছে তারা এই অসুবিধাটুকু অনুভব করেন যে আজকে গণতান্ত্রিক যুগে যেখানে নাকি পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কি ইউ, পি, তে হয়েছে সেই ইউ, পি, তে আজকে নির্ব্বাচন সিক্রেট ভোটে হচ্ছে। এটা পরীক্ষামূলক অবস্থায় যেটা করা হয়েছিল সেটা অনেক আগে। কিন্তু দেখা গেছে যে এই যে সরাসরি হাত দেখিয়ে ভোট হয় তাতে অনেষ্টি এবং সিনসিয়ারিটি, যেটা জরুরী ব্যাপার সেটা তার মধ্যে প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ অন্যায় অবিচার হচ্ছে এবং বড় বড় ক্ষমতাশীল যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে অনেকেই ভোট দিতে যায় না। কাজেই তার যে উদ্দেশ্য ত্রিপুরা রাজ্যে সেই উদ্দেশ্য বহু আগেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং এটা করতে গিয়ে আমি দেখেছি যে কোন কোন গাঁওসভা আছে, যেমন আনন্দনগর গাঁওসভা। যদি এক মাথা থেকে আর এক মাথায় আসতে হয় তাহলে তিন মাইল পর্যন্ত হাঁটতে হয় এবং সেইভাবে এসে পৌছে তারা সকাল বেলা থেকে জড় হতে থাকে এবং যতক্ষণ ভোটটা শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের থাকতে হবে। এক একটা গাঁওসভার নির্ব্বাচনে ৩২ জন মেম্বারও নির্ব্বাচিত হতে হয় এবং সেই ৩২ জন মেম্বার নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য ১০০ জন প্রার্থী দাঁড়াতে পারে। তাদেরও ১০০ বার ভোট দিয়ে হাত তুলতে হয় সেগুলি আবার চ্যালেঞ্জ হয় এবং চ্যালেঞ্জ হওয়ার ফলে আবার ভোট নিতে হয়। কাজেই তাদের বাড়ী ফিরতেও অনেক অসুবিধা হয়, অনেক দেরী হয়ে যায়। এভাবে একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়। কাজেই আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি ভোট নিতে হয় তাহলে এর আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তা না হলে গ্রামে গ্রামে বন্ধুতে বন্ধুতে সদ্‌ভাব থাকে না। কাজেই আমার ইচ্ছা যে সিক্রেট ভোট প্রচলিত হোক। আমি যতদূর জানি যে বিশালগড় পঞ্চায়েত কমিটি আছে, তারা এক বাক্যে এই প্রস্তাব পাশ করেছে যে সিক্রেট বেলটে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হউক। এবং অন্যান্য অনেক জায়গাতেও এর আগে এই ধরণের একটা প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে। কাজেই দীর্ঘ সময় এই ব্যাপারে কথা

বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। তাছাড়া এর আগেও যখন এই ব্যাপারটা নিয়ে এই হাউসে আলাপ আলোচনা হয়েছে যে পঞ্চায়েত ইলেক্‌শানটা সিক্রেট বেলটে হউক। কাজেই আমি আশা করব, এটা খুব কঠিন ব্যাপার কিছু নয়, একটা মাত্র এ্যামেণ্ডমেন্ট আনলেই চলবে এবং সেটা যাতে আগামী বিধান সভায় আনা হয়, কারণ এখানে মন্ত্রীরা বলেছেন যে এই পঞ্চায়েতের ব্যাপারে একটা বিল ড্রাফট পর্য্যায়ে আছে, এবং সেটা শীঘ্রই এই হাউসে আসবে। কিন্তু সেটা হল পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে। তা সত্বেও আমি বলব আমাদের আগামী বিধান সভার অধিবেশনে যাতে ঐ ইউ, পি, পঞ্চায়েত এ্যাক্টের উপর এই সামান্য একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট এনে, যাতে নাকি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা পঞ্চায়েত ইলেক্‌শান হউক আর অন্য যে কোন ইলেক্‌শানই হউক হাত সো না করে এবং গোপন ভোটে সেটা চালু হতে পারে, এই বক্তব্য রেখে আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বন্ধু তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। এই সম্পর্কে হাউসের মতামত আগেই জানা গিয়েছে, কাজেই আমি আর এই নিয়ে বেশী বলতে চাই না। তবে এটাও আমি আশা করছি না যে সেটা পঞ্চায়েত ইলেক্‌শান হউক, আর বিধান সভার ইলেক্‌শান হউক অথবা লোক সভার ইলেক্‌শান হউক, কোন জায়গাতে সেটা ফ্রি এ্যাণ্ড ফেয়ার ইলেক্‌শান হতে পারে না বা হচ্ছেও না এই সরকারের অধীনে। তবে চক্ষু লজ্জা বলে তো একটা জিনিষ আছে, সেজন্য আইনে একটা কিছু রাখতে হবে, তাই রাখা। এই বছরের নির্ব্বাচনের মধ্যে একটা কদর্য্য চেহারা ফুটে উঠেছে, সেটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। খোয়াই, কৈলাশহর এবং অন্যান্য অঞ্চলে এই পঞ্চায়েত ইলেক্‌শান করে নেওয়া হয়েছে এবং কি ভাবে করে নেওয়া হয়েছে, সেটাও আমরা খুব ভাল ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কি শুধু নির্ব্বাচনের ব্যাপারে, এই আইন যেটা হয়েছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর ক্ষমতা ঐ পঞ্চায়েত প্রধানের চেয়ে অনেক বেশী। এ্যাকচুয়েলী বলতে গেলে পঞ্চায়েত প্রধানদের কোন ক্ষমতা নেই এবং এই পঞ্চায়েতের উপর কত যে কর্ত্তা ব্যাক্তি আছে, সেই পঞ্চায়েত ডাইরেক্টার থেকে আরম্ভ করে, পঞ্চায়েত এ্যাক্‌সটেনশান অফিসার পর্য্যন্ত কে যে কর্ত্তা নয়, সেটা বুঝা বড় মুস্কিল। সেখানে বি, ডি, সির চেয়ারম্যান পর্যন্ত মন মতো নমিনেটেড করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে, এতে মনে হচ্ছে যে এটা একটা গণতান্ত্রিক প্রহসন। একটা সাইন বোর্ড রাখা হয়েছে যে আমরা একটা পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু আসলে পঞ্চায়েতকে কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি, অথচ আজ পর্য্যন্তও বলা হচ্ছে যে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হবে। কাজেই আমি আর এরজন্য বেশী সময় নিব না, তবে আমি আশা করছি যে এই সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যেন কোন মত বিরোধ না হয় আমরা যদি সবাই মিলে এক সঙ্গে এই প্রস্তাবটা নিয়ে সরকারের কাছে উপস্থিত করতে পারি এবং প্রস্তাবটা যাতে তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন হাউসে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এই বিষয়টা নিয়ে এই হাউসেই বহুবার আলোচনা হয়েছে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই যে প্রস্তাবটা

এসেছে, এটা পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে নয় বা অন্য কোন কিছুও নয়। এটা শুধু হাত তুলে ভোট দেওয়ার যে সীষ্টেম আছে, সেটাকে তুলে দিয়ে, সিক্রেট বেলটের মাধ্যমে যাতে ভোট হয়, সেজন্য একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনলেই হয়ে যাবে। কেন না ২।৪ দিন আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পঞ্চায়েতের ব্যাপারে একটা বিল শীঘ্রই আসছে। কাজেই আমিও মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবুর সঙ্গে এক মত যে ত্রিপুরাতে আর যেন কোন ইলেক্শানই হাত তুলে না হয়, সেজন্য একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনে এটার সংশোধন করা অবিলম্বে দরকার। তারপরে আমাদের বিরোধী দলের নেতা একটু আগে বলেছেন যে বি, ডি, সির মেম্বারদের মন মত নেওয়া হয় এবং বি, ডি, সিতে পঞ্চায়েত প্রধানকে নেওয়া হয় না........

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—খোয়াইতে যে বি, ডি, সি আছে, সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানকে নেওয়া হয় নি। কিন্তু আমি জানি যে ১৯৭০ সালে লে: গভর্ণর একটা অর্ডার ইস্যু করেছেন যে সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধানদের বি, ডি, সির মেম্বার করা হউক। আগে অবশ্য এই রকম ছিল না, কাজেই উনার কথা যে সত্য নয়, তা নয়, উনার কথা সত্য। আর এখানে এই প্রস্তাবের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে, সেক্রেটারীর ক্ষমতা সম্পর্কে। আমি নিজেও একজন বি, ডি, সির মেম্বার এবং আমি জানি যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে তেমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। তবে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম প্রধান যিনি থাকেন, তিনি একজন গ্রামের মাতব্বর, আইন কানুন খুব বেশী জানেন না, সেইসব ক্ষেত্রেই মাত্র ঐ সেক্রেটারীরা একটু খবরদারী করতে পারেন। কিন্তু পঞ্চায়েত এ্যাক্টে তাদের সেই রকম কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। সে যা হউক তবে এখানে এই যে প্রস্তাবটা এসেছে তার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবু যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে সরকারের কি মতামত, সেটাও তারা এখানে রাখবেন বলে আমি আশা করি। এই বলে আমি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তড়িৎ দাশগুপ্ত মহাশয় পঞ্চায়েত ইলেকশান সম্পর্কে যে প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা নিজেরাও এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এবং বিভিন্ন জায়গাতে পঞ্চায়েতের যে ইলেকশান হয়েছে, সেই সম্পর্কেও আমরা অবগত আছি। কাজেই আমাদের সরকারের এই দিক দিয়ে একটা উপলব্ধি হয়েছে যে কি করে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং কি ভাবে পঞ্চায়েত ইকেলশান সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। সেজন্য সরকার নূতন করে এই পঞ্চায়েত এ্যাক্টের একটা খসরা তৈরী করছেন এবং সেটা এই হাউসে আসা পর্য্যন্ত মাননীয় সদস্যরা কিছুকাল অপেক্ষা করবেন বলে আমি আশা করি এবং সেই সংগে আমি প্রস্তাবকেও অনুরোধ করব, এই পরিস্থিতিতে তিনি যেন তাঁর এই প্রস্তাবটা অনুগ্রহ করে তুলে নেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবু যে সুন্দর পরিকল্পনা সেটি বিলের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে যাতে পঞ্চায়েত ইলেকশান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেইভাবে চিন্তা করে একটা নূতন খসড়া বিল প্রস্তুত করে সেটি যাতে বিলের অন্তর্ভূক্ত হয় তার জন্য সরকার সচেষ্ট হবেন। এই বলে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ রক্ষা করব। তিনি বলুন ভবিষ্যতে গোপন বেলট সিষ্টেম ইলেকশান পরিচালিত হবে সেই এস্যুরেন্স কি তিনি দিচ্ছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমি মাননীয় সদস্যকে বলছি উনার যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাব যাতে খসড়ার অন্তর্ভুক্ত হয় তারপর বিল আসলে সকলে মিলে সেটি আবার দেখা হবে যাতে এটা গ্রহণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :— সিক্রেট বেলট সিষ্টেমের বিল গ্রহণ করা না করা সেটা হাউসের উপর নির্ভর করে তিনি কি করে সেই আশ্বাস দিতে পারেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমি বলেছি উনার সুন্দর পরিকল্পনাটি বিলের অন্তর্ভুক্ত করে সেটি অনুমোদন করার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই প্রস্তাবএর উপর যারা এই হাউসে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সমর্থন করেছেন তাদের সকলকেই আমার অভিনন্দন জানাই। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন তিনি এস্যুরেন্স দিয়েছেন তিনি গোপন ভোট যাতে হয় সেজন্য তিনি চেষ্টা করবেন তার পরিপেক্ষিতে এই প্রস্তাব আমি উইড্র করতে চাই এবং তার জন্য আমি হাউসের অনুমোদন চাইব। প্রস্তাবের আলোচনায় কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ফ্রি এণ্ড ফেয়ার ইলেকশান হয় না। তিনি যদি সরকারের উপর বা সরকারী দলের উপর এস-পার্সান করে থাকেন তাহলে আমি তার প্রতিবাদ করছি। কারণ ভারতের যে নির্ব্বাচন এই নির্ব্বাচনের মধ্যে যে ভাবে আইনের বিধান আছে— আমি এই কথা বলি না যে কোন জায়গাই অভিযোগ থাকে তা কিন্তু সেই অভিযোগ প্রতিকারের জন্য প্রত্যেকটি আইনের মধ্যে বিধান আছে। প্রতি আইনের মধ্যে কি জেনারেল ইলেকশান কি পঞ্চায়েত ইলেকশান সব খানেই বিধান আছে, কিন্তু প্রকাশ্যে যদি হয় তাহলে তার বিচার হওয়া কঠিন। কারন কোন ভোটার সত্যিকারের সেই লোক কি না তার কোন নিদর্শন থাকে না। তার জন্য হচ্ছে এই বিরোধীতা। কিন্তু যে মুহূর্তে গোপন ভোটের সিস্টেম হবে তখন কোন লোকের ভোট যদি অন্য লোকে দিয়ে যায় তার জন্য অবজেকশান রেকর্ড করার জন্য বিধান আছে এবং মোকদ্দমা করে তার রিড্রেস পাচ্ছেন। এই অভিযোগ সত্য নয় যে যদি সিক্রেট ভোট হয় তাহলে রিড্রেস পাবে না। আর যারা বলেন এমন কোন কোন দল আছে তারা যখন ভোটে জীতে যায় তখন তারা বলে যে এবার খুব ফেয়ার এণ্ড ফ্রি ইলেকশান হয়েছে আর যখনই হেরে যায় তখনই বলে যে এবার ফ্রি এণ্ড ফেয়ার ইলেকশান হয় নি। তাদের কথা অবশ্য আলাদা। কাজেই জনতার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। জনতার উপর বিশ্বাস রাখলে তার প্রতিকারের জন্য আইনের যে বিধান আছে গণতান্ত্রিক উপায়ে তাতে রিড্রেস পাওয়া যায়। এই বলে আমি আমার প্রস্তাব উইড্র করছি।

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that leave of the House to withdraw the Resolution moved by Shri Tarit Mohan Das Gupta be granted.

Then it was put to voice vote and granted.

There is another Resolution of Shri Ajoy Biswas. I would call on Shri Biswas to move his Resolution that—

"এই বিধান সভা সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, ত্রিপুরা সরকার তার কর্ম্মচারী, শিক্ষক ও শ্রমিকদের ছাঁটাই, সাময়িক বরখাস্ত, বেতন কর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে যে সমস্ত শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে প্রশাসনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন"।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাব এনেছি তা আমি পাঠ করছি "এই বিধান সভা সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, ত্রিপুরা সরকার তার কর্ম্মচারী, শিক্ষক ও শ্রমিকদের ছাঁটাই, সাময়িক বরখাস্ত, বেতন কর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে যে সমস্ত শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে প্রশাসনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন"। এই প্রস্তাব আমি এই জন্য এনেছি যে আমি দেখেছি যে ত্রিপুরায় শ্রমিক কর্ম্মচারী যারা আছেন সেই শ্রমিক কর্ম্মচারী যখন তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য সরকারের কাছে বার বার আপোষের চেষ্টা করেছেন আলোচনা করেছেন আমরা লক্ষ্য করেছি বছরের পর বছর সরকার সেই সমস্ত সমস্যাগুলি মীমাংশা করেন নি এবং বছরের পর বছর সেই সমস্যাগুলি সরকার ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। এবং যখন সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনায় কোন কাজ হয়নি যখন কোন কোন সমস্যা ১০/১২ বছর অবধি অপেক্ষা করার পরেও তাদের মীমাংসা বা তার যে প্রতিকার সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তখনই সরকারী কর্ম্মচারীরা অন্দোলনের পথে গিয়েছে এবং আন্দোলন তারা কিছু কিছু করেছে। আমি দেখেছি যে গত ২ বছরে এই শিক্ষক কর্ম্মচারীদের আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে সেখানে ব্যাপক অত্যাচার ত্রিপুরার সরকারী কর্ম্মচারী এবং শিক্ষকদের উপর করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে কর্মচারী ছাঁটাই, সাসপেনশান এবং বিভিন্ন কায়দায় কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরায় গত দুই বছর আড়াই বছরের মধ্যে যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে ছাঁটাই...

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 3 P. M. on Friday the 14th July, 1972. The Member speaking will have the floor.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 98

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমায় রাইনা মৌজায় নাছিরা ছড়ায়, দক্ষিণ মহারাণী মৌজায় তৈহরচুক ছড়ায় লিফটিং ইরিগেশন স্কীমে আদিবাসী কৃষকগণের জমিতে জল দেওয়ার জন্য আদিবাসী কৃষকগণের দরখাস্ত মূলে সরকার হইতে সার্ভে করা সত্বেও অদ্যাপি এই স্কীম কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। লিফট ইরিগেশন স্কীম করা যাইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 150
By Shri Jatindra Kumar Majumder.

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ ইং সনে বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে চাষীদের জন্য subsidyর ভিত্তিতে কতটি Pump set দেওয়া হয়েছে, এবং

২। কোন কোন কোম্পানীর কত অশ্বশক্তির পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে ;

৩। প্রতিটির জন্য চাষীদের কত টাকা দিতে হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৩২টি।

২। (ক) কিরলাস্কার ওয়েল এঞ্জিন লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত—

৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট— ৬৬ টি।

৩ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট— ৫৮ টি।

(খ) মেনন এণ্ড মেনন কর্তৃক প্রস্তুত—

৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট— ৮ টি।

মোট— ১৩২ টি।

৩। প্রতি ৫ অশ্বশক্তির 'কিরলস্কার' পাম্পসেটের জন্য টাঃ ১,৮২৬·৯৬ হইতে টাঃ ১,৯৯৭·৫০ পর্য্যন্ত, প্রতি ৩ অশ্বশক্তির 'কিরলস্কার' পাম্পসেটের জন্য টাঃ ১,৪১১,০৮ হইতে টাঃ ১,৪৭২·১৬ পর্য্যন্ত এবং ৫ অশ্বশক্তির 'মেনন' পাম্প সেটের জন্য টাঃ ১,৮২৫·০০ চাষীদের দিতে হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 582
By Shri Samir Ranjan Barman.

QUESTION

1. Whether the Government is aware that the Katcha Road from office Tilla to Larma via Purba Laxmibill, Bishalghar requires major repair including the three wooden Bridges ?

2. Whether it is a fact that a wooden bridge or a culvert (near the house of Madhu Malaker) is essentially necessary to linkup the two portions road of the "Office Tilla to Purba Lakshimibill Road" ?

ANSWER

1. This is a rural road and is maintained as per standard of rural road.
2. Construction of a culvert is being arranged for.

STARRED QUESTION NO. 587
By Shri Bichitra Mohan Saha.

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক এলাকার গজারিয়া ভেলুয়ার চর ও পুরাথলের মধ্যবর্ত্তী "বুড়ীমা নদীর" বাঁক কাটিয়া জল নিকাশের পথ সহজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্যান্ত এ কাজে হাত নেওয়া হবে ?

উত্তর

১ এবং ২ একটী পরিকল্পনা তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 652.
By Shri Sudhanwa Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় হইতে গোলাঘাটী পর্য্যন্ত রাস্তা P. W. D. Division No. IV এ estimate সহ assesment করা হয়ে গেছে ?

২। যদি করা হয়ে থাকে, তবে আজ পর্য্যন্ত Sanction হইতেছে না কেন ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। কাজের মঞ্জুরীর বিষয়টী বর্ত্তমানে সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 653.
By Shri Jaduprasanna Bhattacharjee.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই শহরের সহিত গ্রামীণ যোগাযোগের নিম্নোক্ত রাস্তাগুলির সংস্কার পুল ও কালভার্টগুলি পুর্ণগঠনের অভাবে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ ও কৃষকদের যাতায়াত ও কৃষি পণ্য পরিবহনের নিদারুণ অসুবিধা হইতেছে ;

২। যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে তবে কৃষক ও সর্বসাধারণের এই অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করিয়া সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এইগুলি সংস্কারের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

(১) খোয়াই অফিসটীলা হইতে খোয়াই চাম্পাহাওয়র রোড-ভায়া-বারবিলের রাস্তা—

(২) খোয়াই বাজার হইতে উত্তর দুর্গানগরের রাস্তা

(৩) সিংহীছড়া ২নং জে, বি, স্কুল হইতে ফুলতলী-ভায়া লাটাবাড়ী রোড

(৪) সিংহীছড়া চাম্পাহাওয়ার রোড

(৫) খোয়াই জাম্বুরা হইয়া গণকি কলোনী রোড

উত্তর

১ এবং ২) হাঁ, টেষ্ট রিলিফ এবং ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে খোয়াই বাজার—উত্তর দেবেন্দ্রনগর রোড ছাড়া বাকী রাস্তাগুলির উন্নয়ন করার প্রস্তব আছে।

STARRFD QUESTION NO 658.

By Jadu Prasanna Bhattacharjee.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা হইতে খোয়াই যাতায়াতের যে দুটি রাস্তা আছে তন্মধ্যে আগরতলা হইতে তেলিয়ামুড়া হইয়া খোয়াই যাওয়ার রাস্তাটি অপেক্ষা আগরতলা হইতে কালাছড়া হইয়া খোয়াই যাওয়ার রাস্তাটি প্রায় ২০ মাইল কম ;

২। এবং যদি আগরতলা কালাছড়া খোয়াই রাস্তাটি All Weather রাস্তা হয় তবে আগরতলা ও খোয়াই যাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনের সময় ও খরচ অনেক বাঁচে ;

৩। যদি এই তথ্যগুলি সত্য হয় তবে সরকার কেন এই রাস্তাটিকে খোয়াইএর জনসাধারণের পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্বেও All weather Road করিতেছেন না ;

৪। খোয়াই এর জনসাধারণের এই দীর্ঘদিনের দাবী বিবেচনা করিয়া সরকার এই আর্থিক বৎসরে এই রাস্তাটিকে all weather road এ পরিণত করার কাজে হাত দিবেন কি ?

উত্তর

১। পাকা রাস্তায় (চেবরী হইয়া) প্রায় ৪ মাইল।

২। এ সম্বন্ধে কিছু সুরাহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩ এবং ৪। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কাজটি হাতে নেওয়ার প্রস্তাব আছে।

STARRED QUESTION NO. 665
By Shri Ashok Kumar Bhattacharjee.

QUESTION

1. Whether the Government is aware that metalling of the road leading from Milan Sangha (Badharghat, Agartala) to Arundhutinagar Road No 9 has remained incomplete.
2. If so, the reasons thereof ;
3. Is the Government aware that public cannot walk on this road barefooted due to stone chips ;
4. If so, steps taken or proposed to be taken to remove this inconvenience ?

ANSWER

1. The mettalling of the road from Agartala—Bishramganj Road to Mogra Diversion Road via Aturasram has already been mettalled. This road is recorded as Arundhutinagar Road No. 1 in Public Works Department records. No road is recorded as Arundhutinagar Road No. 9 in the P. W. D. Deptt. records.
2. This does not arise in view of reply at (1) above.

3 & 4. Surfacing with stone chips and bitumen has been done except for about 3 furlong of the road. Until the stone chips get impregnated in bitumen it is likely that padestrians walking barefooted over th road may feel the pinch of projecting stone chips. This in conve nience will be over when the stone chips are impregnated in the bleeding bitumen. Stone chips for surfacing remaining 3 furlong of the road are under collection.

STARRED QUESTION NO. 669
By Shri Gopinath Tripura

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কৈলাশহর বিভাগের মাছলী বাজারের নিকট (আসাম আগরতলা রাস্তার পার্শ্বে) অনুমান ৪ | ৫ বছর আগে মাইনর ইরিগেশন হইতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গেইট সিষ্টেমে একটি পাকা বাঁধের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল।

২) যদি তাহা সত্যি হইয়া থাকে তবে ঐ কাজ আজ পর্যান্ত শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

৩) ছামনু ব্লকের লালছড়াতে মাইনর ইরিগেশন স্কীমে নালা কাটার কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পন্ন না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ; পাকা স্লুইস গেইট সহ একটি মাটির বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল।

২) প্রথমে জায়গা নিয়া বিরোধ দেখা দেওয়ায় এবং পরে ঠিকাদার অপারগ হওয়ায়।

৩) কাজটি শেষ হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 764.

By Shri Abdul Wazid

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান বৎসরে খরায় ধর্ম্মনগর বিভাগে আউস ও বরো ফসলের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ?

উত্তর

১। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্ম্মনগর মহকুমায় খরায় আনুমানিক টাঃ ২০,৪১,০০০ (বিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার) মূল্যের আউস ফসল (জুম সহ) ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। খরায় বরো ফসলের ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 675

By Shri Achaichhi Mog

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বিভাগে বর্ত্তমান বৎসরের খরায় আউশ এবং বরো ফসলের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

২। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিলোনীয়া মহকুমায় খরায় অনুমানিক টাঃ ১৬,৮৮,৪০০ (ষোল লক্ষ অষ্টাশি হাজার চারিশত টাকা) মূল্যের আউশ ফসল (জুম সহ) ও বরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 677

By Shri Achaichhi Mog

প্রশ্ন

১। জুলাই বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা চলতি আর্থিক বৎসরে করা হইবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 685.

By Shri Abdul Wazid

প্রশ্ন

১। পদ্মপুর H. S. School এ ইলেক্ট্রিক Supply দেওয়া হইয়াছে কি না ;

২। Supply না দেওয়া হইয়া থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। স্কুলের পুরাতন অংশে ইতিপূর্বেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে। নতুন অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ এখনও বাকী আছে।

২। যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় প্রাথমিক এষ্টিমেট এ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য পৃথক এষ্টিমেট তৈরী হইয়াছে। এবং উহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 689.

By Shri Sunil Ch. Dutta

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কুমারঘাটের নিকট দেওনদীর উপর পুলটির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে ঐ পুলটির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পুলের যে অংশের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়াছে—কিন্তু অতিরিক্ত আরো একটি স্পেন নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

STARRED QUESTION NO. 690.

By Shri Sunil Ch. Dutta

প্রশ্ন

১। চেবরীর নিকট খোয়াই নদীর উপর পুলটির নির্ম্মাণ কার্য্য ১৯৭০ সালে হওয়া স্থিরীকৃত ছিল কি না ?

২। এখন পর্য্যন্ত এই পুলটির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১ এবং ২ :—পুলটির নির্মাণ কার্য্য ১৯৭০ সালের পূর্ব্বেই সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু টেকনিক্যাল অসুবিধার জন্য এখনও কাজটি শেষ করিতে পারা যায় নাই।

APPENDIX—'B'

আনষ্টার্ড প্রশ্নের নম্বর :—১৫৫

সভ্যের নাম :—সর্ব্বশ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত ও কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্ন

পশুপালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করিয়া বলিবেন কি :—

১। পাক সেলিং, মাইন বিস্ফোরণ ও সংক্রামক রোগে ত্রিপুরায় কি পরিমাণ গো-সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার মহকুমার ভিত্তিক হিসাব ;

২। উপরোক্ত কারণে গো-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ায় ত্রিপুরায় কৃষিকার্য্য ব্যহত হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১। উপ-বিভাগের নাম	পাকসেলিং, মাইন বিস্ফোরণ ও সংক্রামক রোগে গো-সম্পদ বিনষ্টের পরিমান ১৯৭১-৭২)
ক) ধর্ম্মনগর	৪৪
খ) কৈলাসহর	৭০
গ) কমলপুর	৫৭
ঘ) খোয়াই	২২
ঙ) সদর	৮৪
চ) সোনামুড়া	১০৯
ছ) উদয়পুর	৬
জ) অমরপুর	১৭
ঝ) বিলনীয়া	৬৪
ঞ) সাব্রুম	৭১
	৫৪৪

২। উপরোক্ত কারণে যে সংখ্যক গবাদিপশু বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ত্রিপুরায় কৃষি-কার্য্য ব্যাহত হয় নাই। তবে তদানিন্তন পূর্বপাক ভারত (ত্রিপুরা) সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে ক্রমাগত পাকসেলিং গোলাগুলি ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্য্যাদির জন্য উত্তরাঞ্চলে কৃষিকার্য্যাদি ব্যাহত হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 218.

By Shri Anil Sarkar.

প্রশ্ন

১। ১৯৫৬—১৯৭২ মার্চ পর্য্যন্ত কোন কোন সরকারী কন্ট্রাকটারকে P. W. D. এর বিধি অনুসারে Black listed করা হয়েছে। (মহকুমা ভিত্তিক তাহাদের নাম ও ঠিকানা।)

২। এই কন্ট্রাকটারদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কিনা যাহাকে কাজ না করা সত্বেও সরকার অর্থ বা জিনিষপত্র অগ্রিম দিয়াছেন।

৩। যদি দিয়া থাকেন তবে এই অগ্রিম অর্থ বা জিনিষপত্র ফেরত পাবার জন্য সরকার কি করিয়াছেন।

উত্তর

১। জন স্বার্থের খাতিরে ইহা দেওয়া সম্ভব নহে।

২। ব্ল্যাক লিস্টেড হওয়ার পর কোন কন্ট্রাকটারকে টাকা বা জিনিষপত্র অগ্রিম দেওয়া হয় নাই।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION No. 304

By Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

1. No of industrial disputes in which Tribunals, Labour Courts or Boards were constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 during 1970, 1971 and 1972 (upto May) ·,
2. Names of industries affected by these disputes ·,
3. Cases in which disputes still continue ·,

ANSWER

1. Tribunals and Labour Courts are not constituted according to disputes. These are permanent bodies constituted under section 7 and 7A of the Industrial Disputes Act, 1947
2. a) Tea industry (Benodini Tea Estate),
   b) Factory (Tripura Government Press.)
   c) Printing Press (Sree Ma Press.)
3. 2 Cases have been disposed in Labour Court and 1 case has been disposed in Industrial Tribunal, but one case relating to dismisals of one workman in Benodini Tea Estate, the Management preferr- a Writ petition in High Court.

UNSTARRED QUESTION NO—307.
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) কৃষির জমির শতকরা কতভাগে সরকার জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন (১৯৭১ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব ?

উত্তর

১) সরকার কর্ত্তৃক ১৯৭১ইং ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কৃষিজমির শতকরা যত অংশে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তার আনুমানিক মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমার নাম :	কৃষিজমির শতকরা যত অংশে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :
১) ধর্ম্মনগর	১,২৫
২) কৈলাসহর	২.৯৭
৩) কমলপুর	৪.৪৭
৪) খোয়াই	৫.৩৯
৫) সদর	৩.০২
৬) সোনামুড়া	২-২৩
৭) উদয়পুর	৮.৬৪
৮) অমরপুর	৯.৬২
৯) সাবরুম	১·৮৫
১০) বিলোনিয়া	২.৯১
ত্রিপুরা—	৩·৯০

UNSTARRED QUESTION NO—459
By Shri Samar Choudhury.

প্রশ্ন :

১) ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত অঞ্চলে গোমতি নদীর উপর Lift Irrigation Schemeএ একটি Mobile Unit করা হয়েছে ;

২) যদি তাহা সত্য হয় তবে এই ইউনিট তৈরী করতে কত খরচ করা হইয়াছে ;

৩) কত পরিমাণ কৃষিভূমিতে জলসেচের পরিকল্পনায় এই ইউনিট করা হয়েছে এবং উহার মেসিনটি কত horse power machine এবং কত একর জমিতে ঘন্টায় জলসেচের উপযোগী ;

৪) বর্ত্তমানে এই mobile unitটি কোথায় আছে ;

৫) সোনামুড়া মহকুমায় এই ইউনিট দ্বারা এ পর্য্যন্ত মোট কত পরিমাণ কৃষি জমিতে কোন কোন মাঠে জলসেচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) একটি ভ্রাম্যমান ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়নের কাজ চলিতেছে এখনও শেষ হয় নাই।

২) এ পর্য্যন্ত ৩৮,১৬৭ টাকা খরচ হইয়াছে।

২) প্রায় ৬০ একর জমিতে জলসেচের লক্ষ্য ধার্য্য করা হইয়াছে।

১৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ২টি মেসিন বসানোর ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহার মধ্যে একটি থাকবে বদলী হিসাবে কাজ করার জন্য। মেসিনের শক্তি ঘণ্টা একর ভিত্তিক গননা করা হয়না। তবে মোটামুটি ভাবে একটি মেসিন ঘন্টায় প্রায় ০.৫ একর জমিতে জল সেচ করিতে পারে।

৪) যে নৌকাতে পাম্প বসানো হইবে তাহা এখন উদয়পুর আছে। পাম্প বসানোর পর উহা সোনামুড়া নেওয়া হইবে।

৫। উল্লেখিত উত্তরের ভিত্তিতে এ প্রসঙ্গ উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO—556
By Shri Naresh Roy,

প্রশ্ন

১) ঈশান চন্দ্র নগর বিধান সভা নির্বাচনী এলাকায় বর্তমান বৎসরে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের কোন ব্যবস্থা আছে কি না;

২) থাকিলে সেগুলি কোন্ ধরণের এবং কোন্ কোন্ স্থানে এই ব্যবস্থা আছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।

২) সেকেরকোটের নিকট সোনাই নদীতে বিদ্যুৎচালিত লিফ্ট ইরিগেশনের ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়া ভর্তুকী দেয়া পাম্প মেসিন বিক্রয় এবং সম্ভবপর স্থলে অস্থায়ী বাঁধ নির্ম্মান ও ওভারফ্লো টিউব ওয়েল বসানোর ব্যবস্থা আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, the 14th July, 1972. at 3-00 P. M.

PRESENT

Hon'ble Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, 3 Dy. Ministers, Deputy Speaker, and 49 Members.

Mr. Speaker—To day in the list of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Now I call on Shri Amarendra Sarma.

Shri Amarendra Sarma—Question No. 754.

Shri Sailesh Ch. Shome—Short Notice Question No, 754.

QUESTION

১) N. F. C. এর (National Fitness Corps) আওতায় কতজন N. D. S. I, ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কার্যরত আছেন ?

২) কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে কতজন N. D. S. I. কে এ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের আওতায় আনা হয়েছে এবং কত জনকে এখনও আনা হয়নি ?

৩) রাজ্য সরকারের অধীনে আনার ক্ষেত্রে তাঁদের বর্ত্তমান বেতন, চাকুরীর ধারাবাহিকতা স্থায়ীত্ব এবং Seniority রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত কি ?

ANSWER

১) ১৮ জন ছিলেন।

২) ৬ জনকে রাজ্য সরকারের অধীনে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ১২ জনকে এখনো নিয়োগ করা হয় নাই।

৩) রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য Rules অনুসারেই তাহাদের বেতন, চাকুরীর ধারাবাহিকতা, স্থায়িত্ব এবং seniority প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এন. এফ, সি এডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে কোন টার্মস এণ্ড কনডিশান আরোপ করেছেন কিনা এবং করে থাকলে তা কি কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—শুধু ডিসেন্ট্রালাইজ করার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে যাঁরা এলিজিবল তাদের গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—এন, এফ, সি, এডমিনিস্ট্রেটিভ কনট্রোল রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করতে পারে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এর No. 22/6/71/YSI/(3) dated 4. 4. 72 এই চিঠি রাজ্য সরকার পেয়েছেন কি, পেয়ে থাকলে ঐ চিঠির বিষয় বস্তু কি ছিল এবং এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—আমার জানা নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এন, এফ, সি, হস্তান্তরের ব্যাপারে এন, এফ, সি, এমপ্লয়িজ এসোসিয়েসানের কাছ থেকে ত্রিপুরা সরকার কোন চিঠি পেয়েছেন কিনা এবং পেয়ে থাকলে ঐ চিঠির মধ্যে কি কি শর্ত ছিল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—এটাও আমার জানা নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—এন, এফ, সি, হস্তান্তরের ব্যাপারে কেন্দ্র সিক্সথ ফিনানস কমিশান এর অনুকূলে রিপোর্ট করা সাপেক্ষে গ্র্যান্ট-ইন-এইডের কোন উল্লেখ করেছেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম— আমার জানা নেই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—গত ১০।৬।৬৯ইং তারিখে—All India National Teachers Employees Association এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এন, ডি, এস, আই কর্মীদের কিভাবে ভবিষ্যত নিশ্চিত হবে বলে এগ্রীমেন্ট হয়েছিল, সেটা সম্পর্কে রাজ্য সরকার জানেন কি এবং এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করবেন কি?

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম :—এই ধরণের চি. যদি এসে থাকে, নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—এন, ডি, এস, আই কর্মীদের ত্রিপুরা সরকারের অধীনে নেওয়ার ব্যাপারে পে প্রটেকশানের কি সর্ত ছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডকুমেন্ট পড়ে শুনিয়েছেন, রেফারেন্স দিয়েছেন, এরপর এটার রেফারেন্সে কোন কথা আসা ঠিক বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— এটা কি সত্য যে মিনিষ্টার অব এডুকেশান, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অব ইণ্ডিয়া তাদের চিঠিতে জানিয়েছেন যে ৩০শে জুন, ১৯৭২ইং থেকে রিজিওন্যাল অফিসগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সেইগুলিকে রাজ্যসরকারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এন, ডি, এস, আই কর্মীদের সমস্ত ধরণের মেনেজমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এটা সত্য যদি হয়ে থাকে, তাহলে ত্রিপুরা সরকার এই সম্পর্কে কি করেছেন কারণ ৩০শে জুন তো চলে গেছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে যদি এই দায়িত্ব আসে, তাহলে সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—যে ছয়জনকে রাজ্য সরকারের আওতায় আনা হয়েছে, তাদের বর্ত্তমান বেতন, চাকুরীর ধারাবাহিকতা, এবং তাদের স্থায়িত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই বলা হয়েছে তিন নং প্রশ্নের উত্তরে যে সেগুলি রুলস অনুসারেই করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনোদবিহারী দাশ।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২৪।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ২২নং নলছড় বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় পানীয় জলের জন্য সরকার থেকে কতটি রিং ওয়েল ও নলকূপ এযাবত করা হইয়াছে,	পানীয় জলের জন্য মোট ৮২টি নলকূপ ও ৩৪টি রিংওয়েল এযাবত করা হইয়াছে।
খ) উক্ত রিংওয়েল ও নলকূপের মধ্যে কতটি কার্যকরী আছে,	উক্ত নলকূপ ও রিংওয়েলের মধ্যে ৪৯টি নলকূপ ও ২৬টি রিংওয়েল কার্যকরী অবস্থায় আছে।
গ) অকেজো রিংওয়েল ও নলকূপ ব্যবহারযোগ্য করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং থাকিলে কবে নাগাদ কার্য সম্পন্ন হইবে?	হ্যাঁ, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েল গুলি ব্যবহারযোগ্য করা হইবে।

শ্রীবি, দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৪৯টি নলকূপ কার্যকরী আছে, তিনি জানাবেন কি এই টিউবওয়েল দিয়ে জল বের হয় না হাওয়া বের হয়?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—টিউবওয়েল দিয়ে হাওয়া বের হয় বলে আমার জানা নেই, এমন ঘটনা যদি হয়, মাননীয় সদস্য সংগে যেয়ে দেখাতে পারেন, যদি সত্যি কোন টিউবওয়েল অকেজো থাকে, তাহলে তা ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নম্বার ৬৩৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে অমরপুর মহকুমায় সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ অবস্থায় আছে? যদি সত্য হইয়া থাকে তবে এই বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সরকারী কর্ম্মচারীরা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছেন,	হ্যাঁ, কর্ম্মচারীরা নিম্নলিখিত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ক) নির্দ্দেশ—১, ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধান। খ) দক্ষ কারিগর—১, যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও বিবিধ কাজ। গ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী—২, পাহারা।
২) কর্ম্মচারীরা এখনও কি প্রতিষ্ঠানটিতে অবস্থান করিতেছেন,	১নং উত্তরে বর্ণিত কর্মচারীগণ ছাড়া অপর কর্ম্মচারীগণকে অন্যত্র বদলি করা হইয়াছে।
৩) এদের কি বেতন দেওয়া হয়?	হ্যাঁ।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় পরিচালনা করার চিন্তা সরকারের বিবেচনাধীনে আছে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ঐ প্রতিষ্ঠানটি যে উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছিল ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কিন্তু সেই ট্রেইনিজ না থাকার জন্য এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যদি ট্রেইনীজ আসেন তাহলে তখন এটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—যদি সেই প্রতিষ্ঠান চালু না থাকে, তাহলে ট্রেইনিজ আসবে কি করে? হয় সেই প্রতিষ্ঠান চালু করা হউক, নতুবা পত্রিকা মারফত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হউক যাতে ছাত্র ভর্ত্তি হতে পারে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ছাত্র ছিলনা বলেই এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—কবে নাগাদ সেটা বন্ধ আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :——১৯৬৯ সালে বন্ধ হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—এখন যদি ছাত্ররা দরখাস্ত করে তাহলে সেটা চালু হবে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা বিবেচনা করা হবে আগেই বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার ১৯৭১ সালের রিপোর্ট, যাহা পার্লামেন্টে গৃহীত হইয়াছে, তাহা সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবহিত আছেন কি ?	এই ধরণের 'রিপোর্ট', যাহা পার্লামেন্টে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ কোন রিপোর্ট সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবহিত নন।
২) যদি হইয়া থাকেন তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার সম্পর্কে উহাতে কি সুপারিশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩) রাজ্য সরকার ঐ সকল সুপারিশ পালন করিতেছেন কি ?	প্রশ্ন উঠে না।
৪ যদি না করিয়া থাকেন তাহার কারণ কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ছিল ১৯৭১ সালের প্রেস কাউন্সিলের রিপোর্ট এসেছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই প্রশ্নটার দ্বারা এটা বুঝা যায় না। প্রশ্নে লেখা আছে Is the State Government aware of the Report of the Press Council of India 1971 as accepted by the Parliament ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি জানেন তাহলে বলে দিলেই হয়, আসল প্রশ্নটা হয়তো ভুল হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেসরকারীভাবে আমি এইটুকু বলতে পারি এই ধরণের একটা প্রেস রিপোর্ট যেটা ওপেন সেটা সম্পর্কে এই এ্যাসেম্বলীতে নিয়ম মতে প্রশ্ন করা যায় কিনা, এটা বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি মনে করি যেহেতু আমাদের একটা মন্তব্য সেখানে আছে, কাজেই রাজ্য বিধান সভার অধিকার আছে সেই মন্তব্য জানার। আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে যদি কোন মন্তব্য থাকে তাহলে বিধানসভায় আলোচনা করতে পারব না কেন, নিশ্চয়ই পারব

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমার বক্তব্য হল যেটা ওপেন থাকে, সেটা ক্ল্যারিফিকেশনের জন্য প্রশ্ন করার দরকার পড়ে না, রুলস এটা পারমিট করে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—প্রশ্নটা করা হয়েছে ত্রিপুরা সরকার কি স্টেপ নিয়েছেন এই রিপোর্ট এর ভিত্তিতে, কাজেই প্রশ্নটা অত্যন্ত ক্লীয়ার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ইট ডাস নট রিকোয়ার। যদি ইনএ্যাক্সেসেবল ডকুমেন্ট হয় অর এনি অর্ডিনারী ওয়ার্ক বা রেফারেন্স হয়, তাহলে এটা প্রশ্ন করার প্রয়োজন পরে না।

শ্রীতাপস দে :—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে What action has been taken কারণ এর সঙ্গে বড় বড় পাঁলারস অব দি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান জড়িত আছেন, তাদের বিরুদ্ধে অনেক complain রিপোর্টে করা হয়েছে, তার উপর কি এ্যাকশান নেওয়া হয়েছে এই রিপোর্ট ভিত্তিতে, সেটা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— আপনার জানার অধিকার আছে। কিন্তু অ্যাক্সেসেবল ডকুমেন্ট থেকে আপনি জেনে নিতে পারেন।

শ্রীতাপস দে :—আমি রিপোর্টটা জানতে পারি, কিন্তু অ্যাকশন কি হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—ইউ মে এনকোয়ার ফ্রম দি ষ্টেট গভর্ণমেন্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি যে ধারাটির এখানে উল্লেখ করেছেন সেটা এখানে প্রযোজ্য নয়। সেটা হচ্ছে সেই ডকুমেন্টে যে তথ্য আছে সেটা আমি প্রশ্ন করব না। কিন্তু এই তথ্যের ভিত্তিতে সরকার কি কাজ করেছেন সেটা আমি প্রশ্ন না করলে জানব কি করে। কাজেই সেই ধারাটা এখানে প্রযোজ্য নয়।

মিঃ স্পীকার :—আমি বলেছি যে এটা যদি অ্যাক্সিসেবল হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় সদস্য সেই ডকুমেন্ট থেকে জানতে পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্টের মধ্যে যেটা ওপেন আছে সেটা সম্পর্কে প্রশ্ন না করে যদি অন্যভাবে করা হয় তাহলে গভর্ণমেন্ট কি করবে না করবে সেই সম্পর্কে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, এখানে লেখা আছে যে সমস্ত ফাইণ্ডিংস, হোয়েরার দি গভর্ণমেন্ট ইজ অনারিং দোজ ফাইণ্ডিংস ইত্যাদি। এখানে এই বাজেট বইটা পড়লে দেখা যায় অনেক কিছু লেখা আছে সরকার করবেন। কিন্তু কি কি করেছেন সেটা জানতে গেলে তো আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—রিপোর্টটা যেহেতু পার্লামেন্টে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে সেই রিপোর্টের ফাইণ্ডিংস কি এই সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কাজেই এই প্রশ্নের ব্যাপারে যেহেতু গভর্ণমেন্টের জানা নাই তার উত্তর আমি কি করে দেব ?

শ্রীতাপস দে :—হয়ত প্রশ্নটা ভুল থাকতে পারে

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউ হ্যাভ ষ্টার্টেড আরগুমেন্টস।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আরগুমেন্ট নয়। কিন্তু আই অ্যাম নট ক্লীয়ার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—উনি প্রশ্ন করেছিলেন পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে এমন কোন রিপোর্ট সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের জানা আছে কিনা। আমরা যেহেতু জানি না পার্লামেন্টে এমন কোন রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে কিনা কাজেই তারপর কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। তারপরও যদি কোন সাপ্লিমেন্টারী আসে তাহলে তার উত্তর দেওয়ার কোন উপায় নাই কারণ প্রশ্নটা গোড়াতেই গোলমাল হয়ে গেছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গৃহীত হয়েছে কি হয় নি, উনি বলেছেন যে এইরকম একটা রিপোর্ট পেয়েছেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে কি অ্যাকশান নিয়েছেন, আমি তো বলেছি আমার প্রশ্নে ভুল থাকতে পারে। আই মে বি রং, আই অ্যাম এ নিউ মেম্বার।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বীকার করবেন কি তিনি যে একটা রিপোর্ট পেয়েছেন এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি কি অ্যাকশান নিয়েছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেহেতু একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যেই প্রশ্নের সংগে যদিও এটা সম্পর্কিত নয় তথাপি উনি জানতে চেয়েছেন সেইহেতু মাননীয় সদস্যের সম্মানের জন্য আমি কথাগুলি বলেছিলাম কিন্তু এই প্রশ্নের সঠিক সংবাদ দেওয়াও আমি মনে করি বাঞ্ছনীয়, তার উপর সাপ্লিমেন্টারী হোক আর নাই-ই হোক।

শ্রীতাপস দে :—যদি সদস্যের সম্মানের জন্যই দিয়ে থাকেন তাহলে আইনের খাতিরে তিনি কি অ্যাকশান নিয়েছেন সেটা বলতে পারেন না?

মিঃ স্পীকার :—এর উপর আর কোন প্রশ্ন হতে পারে বলে মনে করি না।

শ্রীতাপস দে:—ইট ইজ ভেরী ইম্পোরটেন্ট স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি ইম্পোর্টেন্ট হয় তাহলে প্রশ্নটাও সেইরকমভাবে দেওয়া উচিত ছিল। ভুলভাবে প্রশ্ন করাটা ঠিক হয় নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪৭

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৪৭ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ধর্ম্মনগরের বিরাজনগর, ব্রজেন্দ্রনগর অঞ্চলের মুসলিম পরিত্যাক্ত জমি সমূহ কি সরকার নিয়ে নিয়েছেন?	এই সব পরিত্যাক্ত ভূমির কিছু ভূমি সরকারের তত্বাবধানে আনা হয়েছে।
২) নিয়ে থাকিলে এগুলি বিলি বণ্টনের কি রূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে?	এসকল ভূমি স্থানীয় ভূমিহীনদের মধ্যে ইজারা দেওয়া হইয়াছে।
৩) এই ব্যাপারে ব্রজেন্দ্র নগর, বিরাজনগর অঞ্চল থেকে কোন প্রতিবাদ জানানো হয়েছে কিনা?	না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—এটা কি সত্য যে ঐ এলাকার বিশিষ্ট কয়েকজন মহাজন এই সব সম্পত্তি তাদের বিনিময়ের সম্পত্তি হিসাবে দেখিয়ে ঐসব ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করার জন্য কোর্টে মামলা মকদ্দমা দায়ের করেছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—হঁ্যা, এইরকম একটা মামলা হয়েছিল এবং সেই মামলার রায় যদি তাদের পক্ষে যেয়ে থাকে তাহলে তারা সেটা পেতে পারে, আর না হলে তাদের পাওয়ার কোন কারন নেই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— এই যে তাদেরকে অন্যায় ভাবে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে সরকার এই পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি বলেছি যে সরকারের হাতে যে জমি এসেছে, সেটার কিছুটা সেই এলাকার ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়েছে। তারপর যখন ডিসপুট এরাইজ করে এবং সেজন্য মামলা হয় তখন সেই মামলার রায় তাদের এগেইনষ্টে যায়। কাজেই সরকার থেকে কি করা হয়েছে না হয়েছে, সেটা আমি বলেছি।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ এলাকার যারা মুসলিম যারা নাকি তাদের জায়গাজমি ছেড়ে গিয়েছিল, তারা কোন সনে গিয়েছিল এবং কোথায় গিয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটা হয়তো ১৯৬৫ সাল হবে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—১৯৬৫ সনে তারা চলে গিয়েছে, এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তার পরবর্তী সময়ে ধর্মনগর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমি সেখানকার কিছু লোকের বিনিময় সম্পত্তি বলে একটি দলিল করা হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে কোর্টের রায় হয়েছে, তার ডিসিশন আছে। কাজেই এই সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—তারা যখন চলে যায় তখন সরকার তাদের সমস্ত সম্পত্তি নিজের হাতে নিয়েছিল কি না, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা তো বলা হয়েছে, যে তাদের কিছু ভূমি সরকারী তত্বাবধানে আনা হয়েছে এবং সেখানকার কিছু লোক কোর্টে ঐ গুলি তাদের সম্পত্তি বলে মামলা দায়ের করেছিল এবং সেই মামলার একটা রায় হয়েছিল।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— তাদের ঐ জমিগুলি সরকার খাস করে নিয়েছিলেন কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বন্দোবস্তের ব্যবস্থাটা তো সরকারই করে থাকে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—সেখান থেকে লোক যখন চলে যায় তখন তাদের যে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বা জায়গা জমি ছিল, সেগুলি কি খাস বা পতিত ছিল, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা আমার জানা নেই।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে তারা যখন চলে যায়, তখন সরকার তাদের সেই সব জায়গা জমি দখল করে নিয়ে অকশান করে যারা হায়ার বিড করেছিল, তাদেরকে দিয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেগুলি যখন বিলি করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে, তখন হায়ার বিডারকে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে দলিল করা হয়েছে, সেটা কি মুসলমানরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার আগে না পরে ধর্ম্মনগর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী করা হয়েছিল, বলতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে কোর্টে যখন তারা গিয়েছিল তখন কোর্ট সব রকম বিচার বিবেচনা করেই রায় দিয়েছে, এর অতিরিক্ত কিছু আমার জানা নেই।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—এক দল লোক তাদের বিনিময় সম্পত্তি বলে এই যে দলিল রেজিষ্ট্রী করেছে, তাতে আমাদের ধর্ম্মনগরের কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারীও ছিল বলে জানা গেছে; এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেটা কোর্ট রায় দিয়েছেন, সেখানে এই সম্পর্কে অন্য কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই কোর্টের বিচারক ঘুষ খেয়েছে বলে একটা অভিযোগ আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—এই সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে হেমাঙ্গ ভট্টাচার্য বলে সেখানকার একজন লোক এই সমস্ত দুর্নীতির সংগে জড়িত আছে এবং সেজন্য একটা অভিযোগ সরকারের কাছে এসেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, এতে অনেকটা কোর্টের উপর একটা রিফ্লেকশান আসে বলে আমার মনে হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এই সরকার কোন তদন্ত করছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য, এটা যদি পরিস্কার করে বলেন যে কি অভিযোগ এবং কি ব্যাপার তাহলে ভাল হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সেখানে নদের চাঁদ বলে একজন মহাজন এবং আরও কয়েকজন জাল দলিল করে, অফিসারদের ঘুষ দিয়ে এই জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তাদের বিনিময় সম্পত্তি বলে দখল করতে চেষ্টা করে এবং এর পরে তদন্ত হয়ে সেখানে ঐ জমি বন্টন করা হয় সেখানকার তপশীলি জাতি এবং ভূমিহীনদের মধ্যে ৪৪ কানি করে তারা জমি পেয়েছিল। তারপর সেখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলছেন যে বছর

বছর সেখানে ইজারা দেওয়া হয় এবং সেই ইজারা বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে সেখানে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল এবং এর পরেও তাদেরকে সেখান থেকে কি করে উচ্ছেদ করা হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোর্টের রায়ের উপর আমার কোন কথা বলার অধিকার নেই। কাজেই আমি এই সম্পর্কে আর অন্য কোন প্রশ্নের অবতারণা করতে চাই না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—যদি সেটা কোর্টের ব্যাপার না হয়ে থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কে সরকার তদন্ত করে দেখবেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোর্টের উপর কোন রিফ্লেকশান আসে এমন কোন উত্তরও দেওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে করিনা।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আদালতে যে কেস রয়েছে তা দেখাশুনার দায়িত্ব লোকেল এস, ডি, ও,র অথবা কালেক্টারের যেহেতু মামলা উনার কোর্টে গেছে তাই এই সম্পর্কে মিমাংশা করার আগে লোকেল এস, ডি, ও,র কাছে এই প্রশ্ন চাওয়ার অধিকার আছে এবং তিনি চেয়েছিলেন এবং কি উত্তর পেল সেটি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার:—আদালত সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মামলা এক তরফা দুই তরফা হয় যদি কোন বাদী উত্তর না দেয় সেটি এক তরফা হয় এবং মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। যেহেতু এই পার্টি বাদী হয়েছেন এবং বিবাদী হয়েছেন আমাদের লোকেল এস, ডি, ও, এবং এস, ডি, ও, যদি কোন উত্তর না দেন তাহলে সেই মামলা এক তরফা হয়ে যাবে যার জন্য এই এক তরফা সম্পূর্ণ মিমাংশা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার:—এর বিচার কোর্টেই হচ্ছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ:—যিনি দেখাশুনা করছেন উনি নিশ্চয়ই বিবাদী হিসাবে উনার বক্তব্য রাখা দরকার এবং রেখেছেন কিনা সেটি আমি জানতে চাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দিতে পারেন কি এই সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভাবে তদন্ত করে ইতিমধ্যে সমস্ত জমি যথারীতি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

মিঃ স্পীকার:—তিনি বলেছেন আদালতের বিষয় যদি না হয় তাহলে তদন্ত করে দেখবেন। শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা:—প্রশ্ন নং ৬৫০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—প্রশ্ন নং ৬৫০।

প্রশ্ন

১) বিশ্রামগঞ্জ বাজারে (পশ্চিম ত্রিপুরা) ইনফরমেশান সেন্টার বসাইবার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

২) 'না'।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—প্রশ্ন নং ৬৫৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ৬৫৫।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭০ ইংরেজীতে খোয়াইতে ধলাবীল মৌজার চা বাগান সংলগ্ন সরকারী খাস ভূমি এবং খোয়াই চা বাগানের Plantation বহির্ভূত অতিরিক্ত ভূমিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার হইতে একটি প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছিল ?

২) এবং এই উদ্দেশ্যে খোয়াই চা-বাগানের অতিরিক্ত (Excess) ভূমি সরকারের খাসে আনার জন্য তৎকালীন Administrator (Cheif Commissioner) একটি আদেশ ও দিয়াছিলেন ?

৩) এবং এই ভূমিহীন পুনর্ব্বাসন কলোনী স্থাপনের উদ্দেশ্যে উক্ত সরকারী খাস ও বাগানের অতিরিক্ত জমির জরিপান্তে ভূমিহীন কলোনীতে একটি পূর্ণাঙ্গ Scheme তৈরীর জন্য রাজস্ব বিভাগ হইতে খোয়াই সেটেলমেন্ট অফিসের A. S. O. (তৎকালীন) কে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল ?

৪) যদি উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য হয় তবে ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের উপরোক্ত প্রস্তাব কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি ?

৫) এবং কতদিনের মধ্যে উহা কার্য্যকরী হইবে ?

উত্তর

১) খোয়াই বিভাগ অন্তর্গত ধলাবীল মৌজার খাসের ভূমিতে একটি ভূমিহীন কলোনী স্থাপনের জন্য প্রস্তাব ছিল। খোয়াই চা বাগানের Plantation বহির্ভূত ভূমিতে ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার হইতে প্রস্তাব ছিল না।

২) না।

৩) হ্যাঁ, কেবল মাত্র খাস ভূমি সম্পর্কে।

৪) প্রস্তাবিত (ধলাবীল ও উত্তর রামচন্দ্র ঘাট) স্থানে অবৈধ দখলকার থাকায় প্রস্তাব কার্যকরী করার অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। অবৈধ দখলকারদিগকে ভূমি হইতে উচ্ছেদের অনুষ্ঠান করা হইতেছে। যাহা হউক যে সমস্ত অবৈধ দখলকার বসতভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য তাদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হইবে।

৫) সরকার সময় সীমা নির্দিষ্ট করার পক্ষপাতী নয়।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন খোয়াই চা বাগান সংলগ্ন খাস ভূমিতে একটি পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুসারে একটি জরীপের পরিকল্পনাও সেখানে ছিল কিন্তু যে তথ্য পরিবেশন করা হয় তাতে দেখা যায় কিছু বে-আইনী দখলদার সেখানে বাস করছে যার ফলে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হচ্ছে না। আমি বলতে চাই ভূমিহীনদের স্কীম তৈরী করার পর এস, ডি, ও, কে যথারীতি নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু যে সময়ের মধ্যে ঐ কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা সেই সময়ের মধ্যে না হওয়ায় তারা স্বেচ্ছায় সেখানে বসবাস করতে থাকে ইহা সত্য কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এত বড় একটা বক্তৃতার উত্তর দেওয়াটা কঠিন হয়ে যায়। সেখানে মোদ্দা কথা যদি জানতে চান যে স্কীম করা সত্বেও তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই কেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, স্কীম হতে পারে কিন্তু সেই স্কীমটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে সেখানে কতটুকু খাস ভূমি আছে, বে-আইনী দখলদার আছে কি না সমস্ত জিনিষটা খুঁটিয়ে দেখতে হয় সেজন্য প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যারা বে-আইনী ভাবে দখল করে আছে তাদের উচ্ছেদ করে তারপর স্কীমটা চালু করা যেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যারা বে-আইনী দখলদার তারাও ভূমিহীন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্নের উত্তরে আগেই বলা হয়েছে ভূমিহীনরা যদি বে-আইনী দখলদার হয় তাহলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাগানের যে একসেস ভূমি আছে যা প্ল্যান্টেশানের বহির্ভূত সেইসব অতিরিক্ত জায়গা খাসে আনার কোন প্রস্তাব আছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— চা বাগান গুলিতে কিছু জমি রাখেন ফারদার এক্সটেনশানের জন্য, এটা তাদের প্রয়োজনেই রাখেন। এখন যদি চা বাগানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি থাকে তখন সেটা খাস করার প্রশ্ন আসতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬৩ স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চেন নাম্বার ৬৬৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
Whether the Government is contemplating to revise the Pay scale of Amins of Settlement Department as per Judgement of Hon'ble J. C. in connection with writ petition No. 13 of 1968 ?	The said judgement is binding only in respect of Sadar Amins to whom the benefit has been given.

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— এটা কি ঠিক মাননীয় জুডিশিয়াল কমিশনার উনার রিট পিটিশন নাম্বার ১৩র জাজমেন্টে বলেছেন যে আমিনদের ক্ষেত্রে এটা করতে সরকারকে বলা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— একজামিন করার জন্য বলেছেন এবং সেটা একজামিন করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একজামিন করে দেখা হচ্ছে, সেটা দেখা হলে পরে কতদিনের মধ্যে তারা আমিনদের মত পে-স্কেল পাবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— দেখা শেষ হলে, দেওয়ার মত হলে দেওয়া হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, যে এই এ্যানমলী দেখার ব্যাপারে দশ বছর সময় কেটে গেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কত বছর কেটেছে এবং কবে কেটেছে, আর আজকের প্রশ্ন, তার মধ্যে গ্যাপটা অনেক বড়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— তাহলে আমরা কি আশা করব যে এই এ্যানমলী দূর করতে আর দীর্ঘ সময়—১০ | ১২ বছর সময় লাগবে না, কয়েক মাসের মধ্যে এটা শেষ হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আশা নিয়েই আমরা বেচে আছি।

মিঃ স্পীকার ;— শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬৮ স্যার।

সুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬৮ স্যার।

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	ইহা কি সত্য যে কৈলাসহর বিভাগের মনুঘাটে বাজার স্থাপনের জন্য এলাকার অধিবাসীবৃন্দ সরকারের কাছে আবেদন করিয়াছে ;	হ্যাঁ।
২।	যদি সত্য হয়, তবে সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?	বাজারের জন্য উপযুক্ত স্থান পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীগোপিনাথ ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে বাজারের জন্য দরখাস্ত করেছিল, এটা কত বছর আগে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে তারিখ নির্দিষ্ট করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এটা ঠিক যে এটা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে কোথায় বাজার করা যায়।

শ্রীগোপিনাথ ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন মনুঘাট একটা ইম-পর্টেন্ট জায়গা সেখানে একটা বাজারের প্রয়োজন আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—বাজারের প্রয়োজন আছে আগের প্রশ্নোত্তরেই বলেছি যে জায়গা খোঁজ করা হচ্ছে কোথায় বাজার হবে।

শ্রীগোপিনাথ ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে মনুঘাটবাসী ছোট ছোট কারবারীর কিছু উদ্বৃত্ত জমি গত সেটেলমেন্টের সময় বাজারের জন্য একটা জায়গা এ্যালট করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে কিছু টেষ্ট রিলিফের কাজও হয়েছিল বাজারের জন্য, কিন্তু সেই জায়গাটা স্থানীয় পূর্ত্ত বিভাগের দখলে থাকায় সেখানে বাজার হচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা যদি বুঝে থাকি, তাহলে সেটেলমেন্ট কোন জায়গা দিয়েছে জানি না, সেই জায়গা যদি পূর্ত্ত বিভাগের জায়গা হয়ে থাকে পূর্ত্ত বিভাগ ডিমাণ্ড করতে পারে, কে সেটা বন্দোবস্ত দিয়েছে আমার জানা নেই, তবে পূর্ত্ত বিভাগের জায়গা হলে, পূর্ত্ত বিভাগ সেটা ডিমাণ্ড করবে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জনগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী আসাম আগরতলা রাস্তার দুই পাশে ব্যবসা করত, তাদের সেই সমস্ত জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের প্রয়োজনে অবিলম্বে বাজার দেওয়া দরকার। এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে সেখানে বাজার করা হবে কি না, এই সম্পর্কে আশ্বাস দেবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে, একটা পরিস্থিতিতে তা করা হয়েছিল, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম যে হয়েছিল, তখন হেভি ট্রাফিক মুভমেন্ট হচ্ছিল, মিলিটারী ট্রাফিক আসা যাওয়া করছিল তাদের সুবিধার জন্য তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই জায়গাটা পূর্ত্ত বিভাগের ছিল। সরকার বাজারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলেই জায়গার জন্য খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে বাজার করার প্রয়োজনে জায়গা যদি পাওয়া যায়, তাহলে চেষ্টা করব যাতে তাড়াতাড়ি সেটা করা যায়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি খাসের জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে সেই অঞ্চলে জমি এক্যুইজিশান করে বাজারটা তাড়াতাড়ি করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—খাসের জায়গা আছে কি না সেটা দেখা দরকার। যদি না থাকে তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—এই খোঁজ খবর কতদিন থেকে নেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যখন থেকে অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, মনুঘাটে একজন জোতদার তিনি দুইটি জোতে ৮০ দ্রোণ জমি দখল করে বসে আছেন। জায়গা আছে অথচ জায়গা দিচ্ছেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় সদস্য নামটা যদি উল্লেখ করেন, তাহলে আমরা দেখতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—শ্যাম চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মধুঘটে বাজার আছে কিনা, এবং কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ধর্মনগর বিভাগে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে গ্র্যাচুইটি রিলিফ (জি, আর) বাবদ কত টাকা বন্টন করা হইয়াছে ;	৯,০৩০ টাকা সাহায্য বাবদ বন্টন করা হইয়াছে।
২) জি, আর বন্টন করার জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ধর্ম্মনগর বিভাগীয় অফিসে কত টাকা পাঠান হইয়াছে ?	১৯,০০০ টাকা।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ :— না পরে বন্টন করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই টাকা বন্টন করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিরঞ্জন দেব ও শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১) উদয়পুর ব্লক অফিসটি ভেঙে দুইটি ব্লক অফিস করার কোন প্রস্তাব ছিল কি না ?	১) হ্যাঁ। উদয়পুরের বর্ত্তমান ব্লককে ভাগ করিয়া আদিবাসী বসতিপূর্ণ এলাকা নিয়া আদিবাসী উন্নয়ন ব্লক ও অপরাংশকে নিয়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক করার প্রস্তাব ছিল।
২) যদি থাকিয়া থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্যে পরিণত হইবে ?	২) প্রস্তাবটি মঞ্জুরের জন্য গত ১০ই নভেম্বর ১৯৭১ইং তারিখে ভারত সরকার সমীপে প্রেরণ করা হইয়াছিল কিন্তু আর্থিক অসুবিধা হেতু প্রস্তাবটি ভারত সরকার মঞ্জুর করেন নাই।

Mr. Speaker :— The question hour is over. There are 7 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the Reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা বিষয়ের উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রশ্ন যারা করেন সেটা যদি অ্যাডমিসিবল হয় তাহলে আপনারা অ্যাডমিট করেন। কিন্তু এটা যদি এডিট করতে কোনরকম ভুল হয়, আমাদের রুলসেও রয়েছে, সেটা আপনারা অফিস থেকে ফেরৎ যায় কারেকশনের জন্য বা নিজেই এডিট করে দেন। যেমন তাপস দে দিয়েছেন একটা প্রশ্ন। উনার প্রশ্নটা এডিট করার সময় ভুল হয়ে গেছে। তেমনি আমাদের অজিত বাবুর প্রশ্নটাও ভুল হয়ে গেছে যার জন্য সরকার উত্তর দিতে পারেন নাই। কাজেই এটা এডিট করে পাঠানো হয় নাই কেন আপনার অফিস থেকে এটা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— এডিট ঠিক করেই করা হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— তাহলে এটা কি করে হয়?

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারেবল মেম্বার, আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। অজিত রঞ্জন ঘোষের প্রশ্নটা এডিট হয় নি। প্রশ্ন ঠিকই আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বোধ হয় বুঝতে ভুল করেছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কাষ্ঠ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা গত ৫ই জুলাই থেকে লাগাতর ধর্মঘট সুরু করেছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনার এই কলিং অ্যাটেনশানটা বাতিল করে দিয়েছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এটা জরুরী ব্যাপার।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অরুন্ধুতিনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অবস্থান ধর্মঘট করছে। এই সম্পর্কে আমি একটা কলিং অ্যাটেনশান দিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— এটাও বাতিল করে দিয়েছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— বিষয়টা তো জরুরী স্যার।

মিঃ স্পীকার :— বিষয়টা জরুরী। কিন্তু দিস্ ইজ নট অ্যাকর্ডিং টু রুল।

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 1972) is to be taken into consideration. I call on Shri S. Sengupta, Chief Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Biil No. 7 of 1972) be taken into consideration at once.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি অপোজ করছি স্যার। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি এই বিলটার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এই হাউসের সামনে রাখছি। এই বিলটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সমস্ত রকমের মোটর ভিহিকেলস এর উপর ট্যাক্স বসাবার জন্য প্রস্তাব রেখেছেন যদিও এই ট্যাক্স আরও বর্ধিত আকারে তারা দিয়ে আসছিলেন। আমাদের দরকার ছিল যে অন্তত কিছু ভেহিকেলসকে সম্পূর্ণ ট্যাক্স মুক্ত করা। একজনের হয়ত একটা মোটর সাইকেল আছে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে। আবার একজনের ১০ খানা ট্রাক আছে তাকেও ট্যাক্স দিতে হবে। এই পদ্ধতির আমি প্রতিবাদ করি। দ্বিতীয়তঃ ভেহিকেলসের উপর ট্যাক্সের অর্থ কি ? এই ট্যাকস কে দেয় ? সেটা দেয় যাত্রী এবং ট্রাকে মাল এলে পরে মাল যারা খরিদ করে তারা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখনও বড় বড় মোটর মালিক নাই। কিন্তু মোটর মালীকদের জিজ্ঞাসা করলে তারা কি বলে ? তারা বলে যে মোটরের দাম বেড়ে গেছে। মটর ভেহিকেলসের দাম অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে। তারা বলে পেট্রোলএর দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। আরও ট্যাক্সেশান পেট্রোলের উপর বসছে। মটর পার্টসের কথা যদি বলেন, একটা রেক তৈরী করা হয়েছে। মটর পার্টস নিয়ে তারা চোরাকারবারী করছে এবং আমাদের এবং মটর কার ব্র্যাকে ছাড় কিনতে পাওয়া যায় না। মোটর মালিকরা দেখছেন যে এই সরকার মোটর থেকে ট্যাক্স নিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের স্বার্থ মোটেই দেখছেন না। আমরা একটা মোটর পার্টস পাই না। সস্তা দরে আমরা একটা কার পাই না। এই অবস্থা আজকে ত্রিপুরায় চলে আসছে। মাননীয় স্পীকার স্যার,আমরা যারা যাত্রী, আমরা দেখছি গাড়ীর ভাড়া বাড়ছে। আমরা দেখছি এখানে একটা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটি আছে। তাদের কর্ত্তব্য কোথায় তারা পালন করছে আমরা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই। আগরতলা থেকে ধর্মনগর মোটরের ভাড়া বর্ধিত হল। কোন গেজেট নোটিফিকেশন নাই। কে বাড়াল, কি করে বাড়ল, আমরা জানি না। কিন্তু রাতারাতি বেড়ে গেল। আর অন্যান্য রাস্তায়, ধর্ম্মনগর থেকে দশদা যেতে ১০ টাকা ১২টাকা লাগে। কয় মাইল রাস্তা ? বিলোনীয়া থেকে পশ্চিম পাহাড় যেতে ৫ টাকা, ৬ টাকা ৮ টাকা পর্য্যন্ত লাগে আমি গিয়েছি। কয় মাইল রাস্তা ? পাঁচ মাইল যেতে বড় পাথারি যেতে ১ টাকা দিতে হয়। কারণটা কি ? কে এই সমস্ত ভাড়া নিয়ন্ত্রন করছে ? কোন অথরিটি আছে, কোন অথরিটি নাই। যেমন খুশী ভাড়া বসানো হচ্ছে। আগরতলা থেকে উদয়পুর ৩ টাকা, তারপর ৫ টাকা ভাড়া হয়ে গেল। কি করে বাড়ল, কোন্ সরকার অনুমতি দিল জানি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি গেজেটে নোটিফিকেশন একটা হয়ে আছে। মতামত ছাড়াই হয়েছে, আরও ভাড়া বাড়ানো হবে। আমরা প্রতিবাদ করছি; আমরা জানি না এই ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে সরকারের নীতি কি এবং সমস্ত গাড়ীগুলির ভারা তারা নিয়ন্ত্রন করছেন না কেন ? আমরা দেখেছি যে মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেণ্ট একটা দুর্নীতির আড্ডা। সেখানে গাড়ী পরীক্ষা করে না। ত্রিপুরার মত অ্যাকসিডেণ্ট ভারতবর্ষের আর কোন জায়গায় হয় কিনা জানি না। একটা অ্যাকসিডেণ্ট করার পর সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে গাড়ীটা কোন্ কণ্ডিশানে আছে তা দেখা। তা কি দেখা হয় ? জনসাধারণ কি জানতে পারে যে পুরনো মডেলের গাড়ীগুলি সত্যি সত্যি পরীক্ষা করে দেখা হয় কিনা ? লাইসেন্স দেওয়ার আগে গাড়ীর

সিট আছে কিনা, বসবার জায়গা আছে কিনা সেটা দেখা হয় কিনা? যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া দরকার যাত্রীদের সেগুলি দেওয়া হচ্ছে কিনা? মাননীয় স্পীকার, স্যার গাড়ীর রুটের জন্য দরখাস্ত করা হচ্ছে, নতুন রাস্তা হচ্ছে। কিন্তু গাড়ী ছাড়বে না। কি করে ছাড়বে। ওদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয় যে কোন্ রাস্তায় গাড়ী চলবে কি চলবে না এবং সরকার এর কাছে ছাত্ররা দরখাস্ত করে, অন্যান্যরা দরখাস্ত করে যে এই লাইনে একটা বাস ছাড়া হোক, কারণ সেখা ট্যাকসি বা জীপের বেশী ভাড়া। কিন্তু সরকার সেখানে নির্বিকার হয়ে বসে থাকে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখেছি যে মোটর ভিহিকেলস ব্যাপারে সরকার যে সমস্ত লাইসেন্স দিচ্ছেন, সেই সমস্ত লাইসেন্স অনেক জাল এবং ভুয়া এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে। সেই সমস্ত গাড়ী কি আছে যেগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এখানে বাইরে থেকে বড় বড় অফিসার আসেন, এখানকার লাইসেন্স নিয়ে তারা গাড়ী কিনেন। সেই সমস্ত গাড়ী এখান থেকে নিয়ে যান। হয়ত ট্যাক্স দিচ্ছেন বা দিচ্ছেন না। কারণ এখানে গাড়ী কেনা হলে অনেক ট্যাক্স ফ কি দেওয়া যায়। কম দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। আমি শুনেছি যে সি, আই, বি, ইনভেস্টিগেশন পর্যন্ত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত অফিসারের নাম বলতে চাই না। এর মধ্যে জুডিসিয়ারীর মানুষও আছে, যারা এই সমস্ত ব্যাপারের সংগে জড়িত। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের সরকার নিষ্ক্রীয় হয়ে আছে। মাননীয় স্পীকার,স্যার এই গাড়ীর ব্যাপারে আমরা দেখেছি আমাদের যারা গাড়ীর মালিক তারা বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ ফাড়ি করেছে। সেই সমস্ত ফাড়িতে গাড়ীর মালিকদের এবং ড্রাইভারদের পয়সা না দিলে গাড়ী চলে না। আমি দুর্গাপুজার সময়ে দেখেছিলাম যে একখানা গাড়ীর ১৮টি জায়গায় ট্যাক্স দিতে হয়েছে। কারণ কালী ও দুর্গাপুজা হবে, থানার দারোগাদের টাকা দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি প্রিনসিপলের উপর বললেই ভাল হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় আপনি মিসগাইডেড হচ্ছেন। সবগুলি প্রিনসিপলের উপর বলছি।

মিঃ স্পীকার :—নো, নো, আই অ্যাম নট মিস-গাইডেড বাই এনি বডি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমরা ট্যাক্স দেব কিন্তু দায়িত্ব পালন করব না। এটা হতে পারে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখেছি ছোট ছোট মালিকেরা এই ব্যাপারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তার ফল হচ্ছে কি? আমাদের মটর শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না। তাদের কণ্ডিশন অব সার্ভিস কি? ট্রনসপোর্ট ওয়ার্কস রুলস ১৯৬২তে হয়েছে। রিভিউ করে দেখা হয়েছে? আমাদের রাজ্যের মধ্যে মটর ভেহিকেলসের উপর ২৫ হাজার লোক নির্ভর করে। এটাই একমাত্র যানবাহন যাতে ত্রিপুরার মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। আর তার শ্রমিকদের সম্পর্কে আর তার কর্মচারীদের সম্পর্কে আজ পর্যন্ত এমন কোন আইন হল না যে তারা সুযোগ পাবে, তাদের চাকুরীর নিরাপত্তা থাকবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মালিকরা কি করছেন। তারা ড্রাইভারদের বলছেন যে আমার জীপে ১০০ টাকা করে দৈনিক দেবে। এর বাইরে যা পাও সেটা তোমার এবং ড্রাইভার কি করছে? একটা বাসে ১০০ যাত্রী তুলছে,

একটা জীপে ৩০জন যাত্রী তুলছে, একটা ট্যাক্সিতে ১০।১২ জন যাত্রী তুলছে। ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছেন মালিক এবং গভর্নমেন্ট। চমৎকারভাবে তারা রাজত্ব চালাচ্ছেন। একটা যাত্রী যদি তারা তুলতে পারে, তাহলে তিন টাকা শুধু কি তাই? ট্রাকের মালিকেরা তাদের কন্ট্রাক্টরী ছেড়ে দিল এবং মোটর ওয়ার্কারসদের তারা এই গভর্নমেন্টের সহায়তায় গরীব করল। আজকে যে সমস্ত শ্রমিক যারা নিপীড়িত হল তাদেরকে গরীব করে দিয়ে নানাদিক মামলায় জড়িয়ে দিয়ে জেল খাটাচ্ছে, এই সরকারের নীতির ফলে। তারা সেখানে ইউনিয়ন করেছে, শ্রমিকদের স্বার্থ দেখবার জন্য, কিন্তু এই কংগ্রেসী শাসক গোষ্ঠি তাদের স্বার্থ উদ্ধার করবার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করে ঐ শ্রমিকদের রক্ত নষ্ট করে দিয়েছে এবং তার জন্যও শ্রমিককে ট্যাক্স দিতে হবে, এই অন্যায় করার জন্য আজকে গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিতে হবে। কিন্তু আমরা সেই ট্যাক্স দিতে প্রস্তুত নই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সমস্ত বিষয়টাকে আমি একটা ইন্টিগ্রেটেড প্রবলেম বলে মনে করব। এটার থেকে আর একটা আলাদা নয়। আমাদের এখানে মাননীয় মন্ত্রী কি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে আমাদের ভাড়া বাড়বে না, মাননীয় মন্ত্রী কি এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে শ্রমিকেরা আজকের দ্রব্য মূল্যের দিনে তাদের ন্যায্য বেতন বাড়বে। এমনকি যারা মোটর শ্রমিক ওয়ার্কাস, তাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে, সেগুলি চালু হবে? তাদের ক্যানটিনের ব্যবস্থা আছে, তাদের রেষ্ট হাউসের ব্যবস্থা আছে এবং আরও বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা আছে। মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি এখানে গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে বাসের কণ্ডিশান ফুলফিল করবেন? আমাদের যাত্রীরা ঠিকমত যাতায়াত করতে পারবে, আমাদের এ্যাক্সিডেন্ট কম হবে, আমাদের মোটর মালিকেরা সস্তায় তাদের প্রয়োজনীয় পার্টস পাবে। আমি জানতে চাই, তাহলে তারা এই ট্যাক্সের প্রস্তাব নিয়ে আমাদের সামনে আসতে পারেন। নতুবা তাদের কোন অধিকার নেই যে এত ট্যাক্সের প্রস্তাব নিয়ে তারা আমাদের সামনে আসে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যে ট্রাকগুলি ওভার লোড হয় এবং সেজন্য একটা ওয়েয়িং মেসিন বসানো হয়েছে। কিন্তু একটা তেলের টেংক নিয়ে যদি ওভার লোড নিয়ে আসে, সেই ড্রাইবার আমাকে বলেছে যে এ, এ, রোডের উপর টার্নিং নিতে আমাদের বুক ফেটে যায় এবং ১০ বছরের আয়ু কমে যায় আমার। সেই ওভার লোড ধরা হল, কয়েক লাখ টাকা জরিমানা হল। কিন্তু ঐ যে মেশিন যেটা লাখ লাখ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল, সেটা আর এখন চলে না। কারণ মালিকেরা আপত্তি করে। তারা বলে আমরা তো ওভার লোড টানবো, কিন্তু তার জন্য আমরা কোন ফাইন দিতে রাজি নই, জরিমানা দিতে রাজি নই। তাই আজকে সেই লাখ লাখ টাকার মেশিন অচল হয়ে থাকল এবং এই সব মালিকদের স্বার্থে এখানকার সরকার আমাদের শ্রমিকদের বুক ফাটিয়ে দিচ্ছে এবং আমার সরকারের টাকার অপচয় করছে এবং এই সরকারকে কি আরও ট্যাক্সের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হবে, এই অবস্থার জন্য? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে টি, আর টী, সির কথা আনছি। সেখানে সিম্বল অব করাপশান রয়েছে। কিভাবে ট্রাক কিনা হল, কিভাবে ট্রাক ব্যবহার করা হল, সেই সমস্ত ইতিহাস বলতে গেলে অনেক সময় এর দরকার, কিন্তু এই সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব করণ নীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার পরও এই করাপশানের জায়গাটা ঠিকই করে রেখেছেন। কাজেই আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে টি, আর, টি,

সির বাস আসলেও আমাদের যাত্রীদের অবস্থার কোন উন্নতি হবে কিনা, এই সরকারের জন্য ? কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা আবারও বলছি যে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে আমাদের যাত্রীদের ভাড়া, আমাদের মালের ভাড়া বাড়বে না বরং কমবে, আমাদের শ্রমিকদের ব্যবস্থার উন্নতি হবে, এবং আমাদের যাতায়াতের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেটা আরও বাড়বে। আর বিশেষ করে আমাদের ছোট ছোট মালিকেরা যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তাদের মোটর গাড়ী চালাবার ক্ষেত্রে, সেগুলিরও প্রতিবিধান হবে, এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের কোন ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত নই এবং এই জন্য আমি বিলের বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :-- শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে যে বিলটি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি বুঝতে পারছি না ওয়েষ্ট বেংগলে যা ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে সেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা করছে মুনাফা করছে এবং তাদের মুনাফা থেকে অর্থ নিয়েই রাষ্ট্র চালানো হয় আজ যারা চাকরী করছে চাকুরজীবি যারা তারাও তাদের চাকুরীর আয় থেকে বিভিন্ন লেভি দিতে হয়, আয়কর দিতে হয়। এই ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত কোন পার্টির নীতিগত প্রশ্ন থাকতে পারে, আজকে যদি সমাজবাদ এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের মঙ্গল করতে হয় তাহলে ট্যাক্স আদায় করতে হবে তাই এটাকে সমর্থন করছি। কারণ ত্রিপুরার যদি উন্নতি করতে হয় তার জন্য ত্রিপুরার একটা রিসোর্স থাকা দরকার। কিন্তু আমার বক্তব্য কেন আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫০ ভাগ কমিয়ে দিলাম সেটি আমার বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের পার্থক্যটা কোথায়। কারও যদি চাকুরী হয় তাহলে পশ্চিম-বঙ্গে যে সব সুযোগ সুবিধা যে হারে তাদের বেতন তার সমতা রাখা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৩ সন থেকে আইন করে গাড়ীর উপর ট্যাক্স বসিয়েছে এবং সেখানে ব্যবসায়ীরা গাড়ীর ব্যবসার উপর লাভ করছে। আর আজ ১৯৭২ সালে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তার মাত্র অর্ধেক ট্যাক্স বসছে। কেন আমরা অর্ধেক অংশে থাকব। আমাদের ত্রিপুরায় যখনই আমরা বলি রাস্তা চাই ঘাট চাই কিন্তু তার জন্য আমাদের নিজস্ব রিসোস থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা চাইছি তারা আমাদের গ্র্যান্ট দিচ্ছে কিন্তু এরও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানা আছে। আজকে যেহেতু আমাদের পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হয়েছে সেজন্য আমাদের নিজস্ব আয় থাকতে হবে। আমার মাননীয় সদস্য তাঁর ভাষণে নানা কারণে অপজিশানের কথা বলেছেন। তিনি এই কথা বলেছেন ত্রিপুরায় একটি জীপ গাড়ী ১০০ টাকা ভাড়া নিচ্ছে। আমি তার কথা সমর্থন করি এক দিনের জন্য একটি জীপ গাড়ী ১০০ টাকা ভাড়া নিচ্ছে। ভারতে এমন কোন জায়গা নাই যেখানে ১০০ টাকা ভাড়া নেয়। আজকে আপনাদের বাড়ীতে যদি কোন রোগী থাকে তাকে যদি জি, বি, হাসপাতালে নিতে চান তাহলে আমাদের ১০ থেকে ১৫ টাকা ভাড়া দিতে হবে এর কমে ভাড়া যাবে না। এর নীচে আগরতলায় ভাড়া নাই। আড়াই মাইল তিন মাইলের জন্য আমাদের ১৫ টাকা দিতে হচ্ছে। তাই যদি হয় যারা আমাদের চোখের সামনে

অতিরিক্ত মুনাফা করছে আজকে আমরা যারা জনসাধারণ আমাদের পকেট থেকে অতিরিক্ত অর্থ নিচ্ছে তাদের উপর ট্যাক্স বসাতে এত মমতা কেন। কেন তারা ওয়েষ্ট বেঙ্গলের হারে টাকা দেবে না। আজকে আপনারা যান ওয়েষ্ট বেঙ্গলের কোথাও এত ভাড়া দেখতে পাবেন না। আজকে আগরতলায় যে ট্যাক্সী আছে সেই ট্যাক্সীগুলি মিনি বাসের মত তারা তাই করছে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছুই করা হচ্ছে না। যদি ডিপার্টমেন্টে স্টাফ কম হয় তাহলে মোটর গাড়ী থেকে ট্যাক্স নেওয়া হউক এবং ডিপার্টমেন্টকে এমনভাবে করা হউক যাতে মোটর ভিহিক্যালস এ্যাক্টাকে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হয়। তারা টাকা নেবে, তারা লাভবান হবে কিন্তু সেখান থেকে ট্যাক্স পাওয়া যাবে না সেটি হতে পারে না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কোথা থেকে টাকা দেবে আমাদের অর্থে-ই কেন্দ্রীয় সরকার চলে। ট্যাক্স করেই টাকা আদায় করে দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যেই ট্যাক্স করা হয় ভারতবর্ষের সব জায়গায়ই ট্যাক্স দিতে হয় ওয়েষ্ট বেংগলও ট্যাক্স দিচ্ছে। কেন আমরা শতকরা ৫০ ভাগ কম করব। হাসপাতালে যান ১০ টাকার কমে যাবে না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যার গাড়ী আছে একটা ট্রাক কিছুদিন পরে সে পাঁচটি ট্রাকের মালিক হচ্ছে তাহলে আপনারা চিন্তা করুন কত বেশী মুনাফা করলে এই রকম করতে পারে। আজকে যারা বাংলাদেশের উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল কি রকম পয়সা তাদের কাছ থেকে নিয়েছে। অথচ আমি জানি অনেক জায়গায় তাদের আশ্রয় স্থলে পৌছে দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত আট আনা করে পয়সা নিয়েছে। আমার সর্বোপরি বলার বিষয় হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কেউ সবচেয়ে বেশী মুনাফা করে, জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে এই মোটর বিভাগের মোটরগুলি। আজকে মানুষ বলছে যে এক জায়গায় যেতে হলে হাই রেটে পয়সা দিতে হচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে এইসব পয়সা কে অতিরিক্ত মুনাফা করছে? মালিকের কাছে যাচ্ছে না ড্রাইভার সেই পয়সা পাচ্ছে, সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। আমাদের বিচার্য বিষয় হচ্ছে মটর গাড়ীতে অসম্ভব পয়সা লুটছে। যদিও আমি এই বিলকে সমর্থন করছি, পশ্চিমবঙ্গের সমান ট্যাক্স করা হবে। তাহলেও এই অন্যায় কাজগুলি সম্পর্কে আজকে আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে বিরোধী দলের সদস্যরা যা বলেছেন, তাঁদের সঙ্গে একমত। তাঁদের দৃষ্টি ভঙ্গীর সঙ্গে নীতিগতভাবে আমার মিল নেই, তবুও তাঁদের কথা থেকে একটা জিনিষ ফুটে উঠেছে যে গাড়ীর মালিকরা অতিরিক্ত মুনাফা করছে। কাজেই অতি সত্বর রেটটাকে ঠিক পুরো রেট করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গের অর্ধেক রেট করার মত ন্যায়সঙ্গত যুক্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি না এটার মধ্যে, কেননা তারা অসম্ভব লাভ করছে। যদি এর মধ্যে কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে এন্‌কোয়েরী করে দেখুন লাভ করছে কিনা। এটা দেখার জন্য খুব বেশী দূরে যেতে হয় না, উদয়পুর যাওয়ার জন্য আগরতলা থেকে একটা ট্যাক্সী ভাড়া করলে, সেই ৩০ থেকে ৩২ মাইল যেতে, একবার প্লাই করে এলে ৪৫ টাকার কম আসেনা, ওভার লোড নিয়ে আসুক বা অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়েই আসুক। এই ৩০ মাইলের জন্য ৪৫ টাকা কমে ট্রীপ হয় না। লাভ তারা করছে, তাদের থেকে কেন ট্যাক্স নেব না? সেই জন্যই আমি বলছি যাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন। আরেকটি

বিষয় আমার বলার আছে যে এই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী, ট্যাক্সী বা ট্রাক ওনার্সদের যে এ্যাসোসিয়েশান আছে, এবং যে ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা ঢেলে সাজানো উচিত। এই জন্য আমরা দেখছি ভেহিক্যাল এ্যাক্ট করতে হয়েছে, কিন্তু পুলিশের এগেইনিষ্টে অভিযোগ আছে যে তারা ওভার লোড দেখেও দেখেন না। আমাদের মন্ত্রীরা যখন বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করেন, তাঁদের সামনে দিয়ে ওভার লোড গাড়ীগুলি যাওয়া আসা করে, এবং অতিরিক্ত মুনাফা করে। তাদের যদি ট্যাক্সের রেমিশন দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের আইন করতে হবে যে কেউ ওভারলোড নিতে পারবে না। এবং সেই আইন পূর্ণভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হবে, কি ট্যাক্সীতে, কি বাসেতে, কি ট্রাকেতে এবং ট্রাকে কোন প্যাসেঞ্জার নিতে পারবে না, এটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম এ, বি, সি, ডি,র মত নূতন করে চালু করতে হবে এবং তার জন্য অতিরিক্ত নূতন গাড়ীর পারমিট যদি দিতে হয়, সরকার মুক্ত হস্তে পারমিট দেবেন। ভারতবর্ষের কোন জায়গায়, আজ পাড়াগাঁয়ে হতে পারে কিন্তু রাজধানীর কাছে, মটর ষ্ট্যাণ্ড পার হয়ে গেলেই দেখতে পাবেন যে ট্রাকগুলি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। তার উপর লোক উঠে আগরতলার বুকের উপর নিয়ে যাচ্ছে। তারা কত প্রফিট করছে, তা লক্ষ্য করে দেখতে পারেন। আর তাদের আমরা কনসেশন দিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন যে আমরা যেমন তাদের অর্ধেক ট্যাক্স মুকুব করে দিচ্ছি (পুরো ট্যাক্স মুকুব করলে আমি খুশী হতাম), তেমনি আজকে ত্রিপুরার যদি উন্নতি করতে হয়, বাজেটের আলোচনায়ও বলা হয়েছে যে আমাদের এটা চাই, ওটা চাই অথচ আমাদের ছয় কোটি টাকার ডেফিসিট বাজেটা সেটা যদি পূরণ করতে হয়, এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যদি টাকা না আসে, এবং সেই কাজগুলি যদি করতে চাই, অন্য কোন সোর্স যদি না হয়, সেই সোর্স থেকে টাকা নিতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বললেন যে রেট বাড়ানো হবে না, কিভাবে সেটা মীট আপ করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর উত্তরে বলবেন। আমি আজকে বলব যে আমাদের ডেভেলাপ ইকনমিকের সঙ্গে যে জিনিষটা ঘটছে তার কথা হচ্ছে যে কিছু কিছু জিনিষের দাম বারবার বাড়বে এবং সেটা যাতে দ্রুত না বাড়ে, সরকারকে সেইভাবে প্ল্যান করতে হবে যাতে লোকের হাতে অতিরিক্ত অর্থ না জমে, তার জন্যই হচ্ছে এই ট্যাক্সেশান। সেই অতিরিক্ত অর্থটাকে নিয়ে সরকার আবার সরবরাহ করতে চায়, কাজেই ডেভেলাপড্ ইকনমিতে বছর বছর ট্যাক্স বাড়বেই। আমাদের দুঃখ বলে, হার্ডশিপ হলে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে বলব। কিন্তু আজকে দেশে যেখানে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, সেখানে ডেভেলাপড্ অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের নীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বছরের পর বছর ট্যাক্স বাড়বে। সেই টাকাটা দিয়ে যদি সরকার থেকে কাজ চান, তাহলে লোককে ট্যাক্স দিতে হবে। তাই আমি অনুরোধ রাখব সরকারের কাছে যে অন্ততঃ ভেহিক্যাল আইন যেটা আছে, ওভারলোড, রেট ইত্যাদি ব্যাপারে যেগুলি প্রযোজ্য, সেইগুলি পূর্ণভাবে যাতে কার্যকরী করা হয়, এবং একটা গাড়ীও যাতে ওভার লোড না নেয়, এবং সমস্ত আইনগুলি পাশ করে সেগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য আমাদের যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটাকে ঢেলে সাজানো দরকার। কারণ আমার মনে হয় এর মধ্যে তাঁদের কনাইভেন্স আছে। আমি

বাজেট আলোচনার সময়ও বলেছিলাম যে আইন যেগুলি হয়, সেগুলি যাতে ঠিক ঠিকভাবে কার্যকরী করা হয়, তার জন্য তার উপর পূর্ণ সুপারভিশান রাখা দরকার। এই কথা বলে আমি যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর উপর কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে মোটর ভেহিক্যাল ট্যাক্স বিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে এনেছেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি এবং তার সম্বন্ধে বলতে যেয়ে একথা বলতে চাই যে এই ট্যাক্স হবে পরোক্ষ কর হিসাবে সমস্ত জনসাধারণের উপর আরেকটা বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেওয়া

যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ বইতে অক্ষম। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার আগে বিরোধী দলের নেতা বক্তব্য রেখেছেন, সেই প্রসংগ আরেকবার আমি উত্থাপন করতে যাচ্ছিনা, আমি কতকগুলি বক্তব্য রাখতে চাই। এখানে আমরা কি দেখছি, ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এখানে বলেছেন, যে সমস্ত মোটর ভেহিক্যাল্স ওনার্স রা প্রচুর আয় করে, তাদের কাছ থেকে আরও বেশী কর আদায় করা উচিত, আরও বেশী কর ধরার জন্য প্রস্তাব আনা হউক। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অবাক হলাম, ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাই হয়, কংগ্রেস সরকার তাই করবেন। আমি দেখছি সরকার তার বার চাইছেন, এবং তারপর সেটা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা লুটেপুটে খাও এই হচ্ছে এই সরকারের নীতি, তাই আমরা দেখছি যে সোনামুড়া থেকে যে আসছে, একটার পর একটা ওভারলোড কেস্ ধরা হয়, সেখানে তিনশত টাকা প্রতি ড্রাইভারকে জরিমানা দিতে হচ্ছে পুলিশের কাছে, পুলিশ সেই টাকা নিয়ে ওভার-লোড ছেড়ে দিচ্ছে এবং তাতে কি হল, যে জায়গায় তিন টাকা ট্যাক্সী ভাড়া, সেখানে ৫/৬/৭ টাকা পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জারকে ভাড়া দিতে হচ্ছে। আমরা কি লক্ষ্য করছি, লক্ষ্য করছি জীপগুলিতে সোনামুড়া শহর থেকে এক কিলোমিটার প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার, সেখানে একটা রোগীকে নিয়ে যেতে ১০ টাকা ভাড়া লাগে, নির্দিষ্ট হারে দশ টাকা দিতে হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ৬২ পয়সা করে নাকি কন্ট্রাক্ট সিষ্টেম পার কিলোমিটার আমার যদি ভুল হয়ে থাকে, প্রতি মাইল অথবা এক কিলোমিটার যেটা আমি শুনেছি সরকার নিদিষ্ট করে দিয়েছেন ট্যাক্সী, জীপ ইত্যাদির জন্য ওটা নাকি কন্ট্রাক্ট সিষ্টেম, কতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীন, কতখানি অপদার্থতার কথা যে দুই একদিন আগেও মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বলেছিলেন যে ওটা আমরা কি করতে পারি, ওটা আমাদের কিছু করার নেই, আমি অবাক হয়ে যাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী কি করে একথা বললেন আমি বুঝতে পারি না। ৬২ পয়সা যদি কন্ট্রাক্ট রেট নির্দিষ্ট রেট হয়ে থাকে তাহলে কি করে আমাদের জনসাধারণ জানবে, ওটা এখনও জানানো হয়নি জনসাধারণকে, কারণ এখনও তো এই আইনকে চালু করা হয়নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা কিভাবে বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। ৬২ পয়সা হিসাবে যদি কন্ট্রাক্ট রেট হয়, সরকার নির্দিষ্ট রেট, কার সঙ্গে রেট, কিভাবে রেট করেছেন আমরা কিভাবে জানব ? জনসাধারণকে তো জানানো হয়নি। এখন পর্যন্ত তো আইন করা হয় নি। একজন লোক একটা সম্পূর্ণ ট্যাকসি কন্ট্রাক্ট নেবে ৬২ পয়সায় অথচ তার ভিতর ৩০।৩৫ জনকে বেঁধে ছেদে কাঁঠাল যে ভাবে লোড করা হয় ট্যাকসিতে বোঝাই

করে সেইরকম সমস্ত মানুষ কাঁঠালের মত চলবে তার জন্য যা খুশী তাই রেট করা হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সোনামুড়া থেকে মেলাঘর আসতে ৫০ টাকা পর্যন্ত চার্জ আদায় হচ্ছে। সোনামুড়া শহর থেকে বক্সনগর পর্যন্ত আজ অবধি একটা বাস চালু করা হল না। সোনামুড়া থেকে কাঠালিয়া অবধি কয়েকদিন বাস চলার পর বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া ঠিক করা আছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম কি, আমরা লক্ষ্য করলাম কয়েকদিন চলার পর মুনাফাকামী ট্যাকসি এবং জীপের মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাদের গাড়ী বন্ধ করে দেওয়া হল। মোটর ওনার্স, মোটর সিণ্ডিকেট তারা বললেন যে এখানে বাস চলবে না, এখন থেকে ট্যাকসি চলবে। অতএব ট্যাকসি চালানো হল। ফল কি দাঁড়াল, সোনামুড়া শহর থেকে ধনপুর মাত্র ৫ কিলোমিটার জায়গা। তার জন্য দুই টাকা করে ভাড়া দিতে হবে। সোনামুড়া শহর থেকে বকস্নগর জীপ চলে, রাস্তা আছে, গভর্ণমেন্ট জীপ চলে, জীপেবল রোড ডিক্লারেশন দেওয়া আছে এবং কদমছড়া পর্যন্ত জীপ চলে। কিন্তু বার বার দাবী করা সত্বেও সেখানে কোন গাড়ী চালু করা হল না। জনসাধারণকে এই অবস্থায় রেখে সরকার দাবী করছে আমাকে ট্যাক্স দাও। অর্থটা কি ? সমস্ত ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছ থেকে মুনাফা খোর সমস্ত মালিকদের ট্যাক্স আদায় করার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার এই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই সোনামুড়া শহর থেকে আগরতলা আসতে হলে বৈরাগী বাজারে উঠতে হয়। কিন্তু না, সে ব্যবস্থা নাই। কেন ? কারণ মাঝখানে উঠার সুযোগ নাই। উঠতে হলে আমাকে সোনামুড়াতে হেঁটে যেতে হবে। তারপর চুক্তি করতে হবে মালিকের সঙ্গে কাঁঠাল বোঝাই হয়ে যেতে রাজী আছি কিনা। ঐ মুড়ির টিনের মত গাড়ী যেটা রওয়ানা হওয়ার পর হয়ত রাস্তায় আটকে থাকতে পারে ৪।৫ দিন। তারপর এই বাস ছেড়ে আবার নূতন করে কাঁঠাল বোঝাই হয়ে আসতে হবে আগরতলায়। অ্যাসেম্বলীতে আসব রাস্তায় আটকে গেলাম। এই তো অবস্থা। এই তো দেখতে পাচ্ছি। আগরতলা কোর্টে মামলা আছে। এক পক্ষ উপস্থিত হতে পারল, আর এক পক্ষ উপস্থিত হতে পারল না গাড়ীর এই অবস্থার জন্য আটকে রইল। ফলে মামলার রায় একতরফা হয়ে যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সারা ত্রিপুরায় এই তো অবস্থা। আমি আরও বলতে চাইছি যে এই যে মটর ভেহিকেল্সের উপর বেপরোয়া ট্যাক্স ধরার নীতি এখানে আনা হয়েছে এটার তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছি এই জন্য যে ভাড়া বাড়লে সারা ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর বোঝা বাড়বে। যদি মালিকদের কন্ট্রোল করতে হয় তাহলে আয়কর আরও ব্যাপকভাবে আদায়ের ব্যবস্থা করে আমরা মুনাফা কন্ট্রোল করতে পারি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মানীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে এই বিলকে সমর্থন না করার মত কোন যুক্তি আমার কাছে নাই. বিরোধী দলে বলে অযৌক্তিক বিরোধিতা কোন পার্লামেন্টারী রাজনীতি আমার কাছে নাই। কাজেই আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। সমর্থন করার সাথে সাথে সরকারকে সমালোচনা করছি এই জন্য যে (নয়েজ) সরকার জনসাধারণের গরীব অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য,

ভাড়ার চাপ যাতে গরীব অংশের মানুষের উপর না পড়ে সেজন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত করতে পারছেন না। সেজন্য আমি সমালোচনা করছি এবং আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ত্রিপুরার মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাদের যে অপরিসীম ভাড়া দিতে হয় সেই ভাড়া থেকে ত্রিপুরার মানুষকে মুক্তি দেওয়া হয়। যারা বিরোধীতা করছেন তাদের আমি বলছি যে মার্কসবাদের অনেক নুতন ধরণের যুক্তি কয়েক বছর যাবত শুনছি। একটা লোক পাঁচ পয়সার পুঁই শাক কেনার জন্য বনমালীপুর থেকে বটতলা বাজারে যাবে আর ফিয়াট গাড়ীর ধাক্কায় লোক বাজারে ঢুকতে পারবে না এর সাথে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই কোন দেশের উন্নয়নে যাদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে তারা নিশ্চয়ই দেবে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের দুইজন সদস্য যুক্তি উত্থাপন করেছেন, সমস্ত যুক্তি ট্যাকস্ দেওয়ার জন্য উত্থাপন করেছেন আবার বিরোধীতাও করেছেন। বেশী ওভার লোড বহন করে, এই সমস্ত কি ট্যাক্স না দেওয়ার যুক্তি? কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, মার্কসবাদের নামে যুক্তি উত্থাপন করছে, তাদের আমি দেখছি; ত্রিপুরাতে সাধারণ ট্যাক্স, তাদের আমরা কলকাতায় দেখছি বিড়লাকে সমর্থন করে। কাজেই কম্যুনিজমের নাম চলছে এবং মার্কসবাদের নামে যে বক্তৃতা চলছে, আমাদের দেশের মানুষকে আরও কত দিন এইগুলি শুনতে হবে জানি না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে তো তাদের অস্তিত্ব নাই, আমাদের দেশে বলে বীজ ধান, সেই বীজধানের মত ত্রিপুরায় কিছু সংখ্যক রয়ে গেছেন। কাজেই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিল এনেছেন আমি তা সমর্থন করি। আমরা দেখেছি মালিক শ্রেণী বিভিন্ন ভাবে মুনাফা করছে এবং গণতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিবর্ত্তনের জন্য প্রতি বছরেই ট্যাকসেশান আসে। আমাদের বিরোধী দলের নেতারা বলে গেছেন যাতে ট্যাকসেশান না হয়। উদ্দেশ্য কি? মার্কসের থিওরীতে কি বলে গেছেন আমরা বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে উনারা ইনডাইরেক্টলী মুনাফাখোরদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এই যদি হয় তাহলে তারা একটা ফেডারেশন করতে পারেন মালিক পক্ষকে সমর্থন করার জন্য। আমরা মালিক পক্ষে নাই, আমরা শ্রমিক পক্ষে, এইসব কথা বলার কি যুক্তি তাহলে থাকতে পারে। একটু আগেই তারা বলে গেছেন যে ড্রাইভারকে ওভার লোড নিতে হয়। ড্রাইভার যদি ওভার লোড না নেয় তাহলে তো তাকে কোন প্রকারেই জরিমানা দিতে হয় না। আমার মনে হয় মালিকের উস্কানিতেই তারা এই কথাগুলি বলছেন। যদি তারা ওভার লোড নেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কেস্ হবে, জরিমানা হবে সেটা স্বাভাবিক। তাহলে আপনারাও, যার বিরুদ্ধে কেস হয়ে জরিমানা হয়েছে, সেই মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এখানে হৈ চৈ করছেন, এটা স্পষ্ট বলুন না কেন যে মালিক স্বার্থ জিন্দাবাদ? কেন আপনারা এখন শুধু শুধু মুখোশ পড়ে আছেন। আমার যেটা মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এবার যে আপনারা মাদুরাইতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে নূতন করে যে সাধনা করেছেন, তাতে আপনারা এটাই পেয়েছেন যে মালিক স্বার্থ জিন্দাবাদ এবং মালিক ঐক্য জিন্দাবাদ। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মন্ত্রী সভা এখানে যে বিলটি এনেছেন, সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব যুক্তি রাখা হয়েছে, সেগুলিকে তাদের একটা ধাপ্পাবাজী বলে মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা মোটর ভিহিক্যাল এ্যাক্ট যেটা এখানে এসেছে, সেটার সমালোচনা অনেক দিক থেকে করা হয়েছে এবং আমি আশা করতে পারি নি যে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সেটার বিরোধীতা করবেন। কারণ এর একটা দিক হল, এই ট্যাক্সটা কাদের উপর পড়বে, সেটার বিচার। আর একটা দিক হল এই

বার্ডেনটা অন্যদের উপর যায় কিনা। এখন প্রশ্নটা হল যে অন্যদের কাঁধে যেটা যাবে, সেটা তারা কি ভাবে নেবে না নেবে, সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর। কাজেই এই যে ট্যাক্সটা হয় এর সম্পর্কে বিরোধীতা থাকতে পারে, কিন্তু বিলটার সম্পর্কে বিরোধীতা কেন থাকবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। যেই যুক্তির উপর তারা বিরোধীতা করেছেন, তাতে আমার ধারণা হয় যে কতকগুলি কনট্রাডিক্টরী স্টেটমেন্ট হয়েছে যেমন একদিকে বলা হয়েছে ত্রিপুরার মালিকেরা গরীব, তারা জিনিষ পত্রের এত দাম দিয়ে কিনতে পারছে না। এটা হয়েছে এই দিক থেকে যে মালিকদের পক্ষে ওকালতি করবার জন্য। আর এক দিকে ঠিক উল্টো, যে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে না। আবার তৃতীয় দিকও একটা আনা হয়েছে, সেটা হচ্ছে জনসাধারণের দিক। এই তিন দিক জড়াতে গিয়ে এমনভাবে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, তাতে মনে হয় যে তারা কি ট্যাক্সের বিরোধীতা করবেন, না ট্যাক্সটা কার্য্যকরী করা হবে, সেটা চান না অন্য কোনটা চান, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যদি মালিকদের পক্ষ থেকে কথা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা এই কথা বলি না, যেটা একজন মাননীয় সদস্য একটু আগে বলেছেন যে মালিকদের কন্‌সিডারেশনের জন্য এটা দেওয়া দরকার, কিন্তু আমি বলব, এটা ঠিক নয়। তবে আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা কি ভাবে প্রযোজ্য হবে, ট্যাক্স কতটুকু হতে পারে, না পারে, সেই সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে চিন্তা করে করেছি এবং সেজন্য যেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আছে, যেটা আসামে আছে, তার চাইতে আমাদের এখানে অনেক কম হয়েছে, এটা সত্যি কথা। আর জনসাধারণের দিকের যে বক্তব্য, যেটা নাকি ওভার লোডিং এর কথা, যেখানে তারা বলেছেন যে মালিকেরা মুনাফা লুঠছেন। আমি জানি না, এই প্রসঙ্গে আবার আর একটার কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ওয়েয়িং মেসিন। এটাও মালিকদের পক্ষ থেকে হয়েছে কিনা, আমি জানি না। তবে আমার যতটুকু মনে হচ্ছে, তাতে এটা বুঝি যে এটা ড্রাইভারদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। কারণ এই ওয়েয়িং মেসিনের বিরুদ্ধে যদি কোন আন্দোলন হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হয়েছে ড্রাইভারদের তরফ থেকে, মালিকদের পক্ষ থেকে কিছু হয়েছে কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু এইসব কেন, তার কারণটা বা কি? তাহলে একটা জায়গা কোথাও আছে যেখানে যাদের জন্য আমরা কথা বলছি এবং যাদের জন্য দরদ দেখাচ্ছি, তাদের ব্যাপারে হয়তো দরদটা যতটুকু যে পাত্রে যাওয়া উচিত ছিল, সেই পাত্রে যায় নি বা ঐ জাতীয় হয় নি। না হলে ওভার লোডিং বেশী টানা হয়। আমরাও গাড়ী দেখছি এবং গাড়ীতে যাচ্ছি তখন আমরা দেখছি যে বাসে যতটা সিট আছে সেই অনুযায়ী টিকিট বিক্রি করা হয়ে থাকে, কিন্তু পথের থেকে যেটাকে নেওয়া হচ্ছে, তারই জন্য ওভার লোডিং হয়ে যাচ্ছে। এর সংগে মালিকদের কতটুকু যোগাযোগ থাকে সেই সম্পর্কে সন্দেহ থাকার নানা কারণ আছে। এই যে ওভার লোডিং নেওয়া হচ্ছে, সেজন্য দায়ী কারা? সেটা আমাদের দেখা দরকার। এই সম্পর্কে আমাদের এখানে মাননীয় সদস্যরা যারা আছেন, তারাও জানেন যে গলদটা কোথায় এবং সেটা আমিও জানি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিতে কাকে কখন কি ভাবে সাপোর্ট করতে হবে, সেই অনুযায়ী আমাদের ফ্যাক্টসও অনেক সময়ে বিকৃত হয়ে যায়। এই শব্দটার মধ্যে আমরা যদিও যেতে চাই না, কারণ এটা আমাদের ইন্টারেষ্টের বাইরে হয়ে যেতে পারে, সেজন্যই আমাদের শব্দটাকে বিকৃত করে পরিবেশন করতে চেষ্টা করি। কাজেই আসল যে শব্দটা গিল্‌টি, সেটাকে আমরা অনুধাবন করি না, সেটাকে আমরা যার যার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি। কেন না এখানে একজন এম, এল, এ এই ওভার লোডিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে মাসে ৩০০ টাকা করে ড্রাইভারকে দিতে হয়। কিন্তু আমি বলি ড্রাইভারকে কেন দিতে হবে? আর যদি দেয়ও তাহলে তো সেটা ৭ দিনের মধ্যেই আদায় হয়ে যাবে। তারা সেটা জানেন। কিন্তু এখানে ইচ্ছা করেই সেটা বলতে চাইছেন না। কিন্তু তার মধ্যেও একটা অসুবিধা হয়, যদি কোন কেস হয় এবং সেই কেসটা যদি কোর্টে বেশীদিন ধরে ঝুলতে থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে যদি

কোন সামারী ট্রায়াল হয়ে যায় তাহলে তার বেশী অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কাজেই এই সম্পর্কে আমরা যে কিছু জানি না, তা নয়, আমরা জানি। যেহেতু তাদের সংগে আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কাজেই এখানে দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক মালিক এবং জনসাধারণ, এই তিন পক্ষই এই মোটর ভিহিক্যাল এ্যাক্টের সংগে জড়িত। আর গভর্ণমেণ্ট যেখানে আছে, সেখানে তার পয়সা বাধা আছে এবং তার একটা রেট বাধা আছে। কাজেই এই রেটের বাইরে যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। আর টিকিট যেখানে আছে, সেখানেও তার বাইরে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তা সত্বেও টিকটের বাইরে যেটা আদায় হয়, আমি জানি না, সেটা মালিকের কাছে যায় কিনা? আবার বলা হয়েছে ট্রাকে পেসেঞ্জার চড়ে, এটা অনুসন্ধান করলে দেখব যে তাদের জন্য আমরা খুব বেশী দরদী নয়। কারণ যারা ট্রাকে করে যায়, তারা যে পয়সা দেয়, সেটা মালিকের কাছে যায় না। কাজেই ট্রাকে পেসেঞ্জার টানা বন্ধ করে দাও। এই যে দাবী এটা জনসাধারণের থেকে মালিকদের সব চাইতে বেশী কারণ এই পয়সাটা তাদের কাছে আসছে না কাজেই মালিকেরা কত বড় হয়েছে আর কত বড় হবে, আর কত ছোট হয়েছে বা ছোট নয় এই সব দিক বিচার করে আমরা এই ট্যাক্‌সের বিলটা এখানে এনেছি। আর পুরানো গাড়ী যে সব মালিকের কাছে আছে, আজকে হয়তো তাদের সংগেও কিছু পরিবার আছে, আমরা সরকার থেকে নির্দ্দেশ দিয়ে দিয়েছি পুরানো গাড়ী বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তা সত্বেও এখনও আমরা দেখি যে কিছু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করে, হয়তো তাদের যে অবস্থা, তাতে বোধ হয় তারা আর গাড়ী করতে পারবে না। এই দৃষ্টি নিয়েই এটাকে সাপোর্ট করা হয়েছে। ডেপুটেশন না হউক, অন্ততঃ তাদের কথায় বার্ত্তায় সেটা আছে। কিন্তু এখানে এটা কোন পক্ষের রিপ্রেজেণ্টেশান যেটা আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদের বক্তব্যের মধ্যে রেখেছেন। সেটা আমরা ভাল করে দেখতে পারলাম না যে একটাও কন্‌ক্রিট জিনিষের মধ্যে আছে। আর যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি প্রায়ই কন্‌ট্রাডিক্‌শান হয়ে গিয়েছে। কারণ একটার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আর একটাকে আঘাত করা হয়েছে, শ্রমিকদের কথা বলতে গিয়ে মালিকদের আঘাত দেওয়া হয়েছে, আর মালিকদের কথা বলতে গিয়ে শ্রমিকদের আঘাত দেওয়া হয়েছে। এতে মনে হচ্ছে হ, জ, ব, র, ল, ইত্যাদি বলে একটা বাহ্‌বা নেওয়ার চেস্টা করা হয়েছে। তবে তারা যদি এই বেসিসের উপর তাদের বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমরা যে এর মধ্য থেকে কোন গাইডেন্‌স পেলাম না। তবে আমাদের যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে ট্যাক্‌স দিতে হবে। আজকে ভারতবর্ষের কোথাও এত কম ট্যাক্‌স নেই, এটা সত্য কথা। আমাদের এখানে সব সময়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে দেখানো হয় এবং সেখানে যে ট্যাক্‌স চালু আছে তার চাইতে আমাদের এখানে ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট কম নেই এই জন্য যে আমাদের ত্রিপুরার কণ্ডিশানে আমরা যদি এক সংগে এত ট্যাক্‌স বসাই তাহলে মোটর ভিহিক্যাল্‌স চলতে পারবে কিনা এবং জনসাধারণ কতখানি অসুবিধায় পড়বে না পড়বে, এই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করেই আমরা ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট কমিয়ে এই ট্যাক্স করেছি। যে কথা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য চেয়েছিলেন উনি যে গ্যারাণ্টি চেয়েছিলেন আমি বলব আমার এই বিলই সেই গ্যারাণ্টি সেই এস্যুরেন্স। কাজেই আমি মনে করি না এই যে ট্যাক্স

তার বিরোধীতা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আমি আশা করব এই ট্যাক্স বিল যে ভাবে করা হয়েছে সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা আগামী দিনের ডেভে-লাপমেন্টের কথা বিবেচনা করে এই বিলকে সমর্থন করবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 1972) be taken into consideration at once.

Then it was put to voice vote and carried.

CL 2 to CL 19 do stand part of the Bill.

Then it was put to voice vote and passed.

Schedule do stand part of the Bill.

Than it was put to voice vote and passed.

CL 1 do stand part of the Bill.

Then it was put to voice vote and passed,

The Title do stand part of the Bill.

Then it was put to voice vote and passed.

Next Business before the House is the Passing of the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972). I shall now request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for passing of the bill.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Motor Vehicle Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that the Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

Then it was put to voice vote and passed.

Next item in the List of Business is Discussion on Matters of Urgent Public Importance for Short Duration :

"শহর ও শহরোপকণ্ঠে বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্রের ঘাটি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃক আগনেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সম্পর্কে।"

Notice has been given by Shri Tapas Dey.

I call on Shri Dey to start discusion. এক ঘন্টা আলোচনা হবে;

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এক ঘন্টা লাগবে কি?

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, খুব গুরুপূর্ণ

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আরও যে প্রস্তাব আছে গতকালেরও একটি প্রস্তাব অসম্পূর্ণ আছে কাজেই আমি আপনাকে অনুরোধ করব এই আলোচনা আধা ঘন্টা রাখার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—আমার কোন আপত্তি নাই হাউস যদি এগ্রি করেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আধা ঘণ্টার মধ্যে ২৫ মিনিট সরকার পক্ষকে দিতে রাজি আছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে মাত্র ৫ মিনিটে শেষ করব।

মিঃ স্পীকার :—আধা ঘণ্টার মধ্যে আপনারা সরকার পক্ষকে ২৫ মিনিট দিতে রাজি আছেন এবং আপনারা ৫ মিনিটে শেষ করবেন (শ্রীতাপস দেকে উদ্দেশ্য করে) প্লিজ ষ্টার্ট।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে ডিসকাশান এনেছি সেটি হল "শহর ও শহরোপকণ্ঠে বে-আইনী আগনেয়াস্ত্রের ঘাটি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃক আগনেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সম্পর্কে।" মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে ব্যপারে ডিসকাশন করব সেটি যেমন আমাদের রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার ব্যাপার তেমনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন দেখা গিয়েছে এবং ভারত সরকারের যে নীতি তাতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই ডিসকাশান করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে বাংলা দেশে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আমাদের দেশ তাদের সংগে সহযোগীতা করতে পেরেছে তাতে আমি গর্ব বোধ করছি। কিন্তু যুদ্ধের পর যে সব অস্ত্র ছিল আজকে সেগুলি অবৈধ পথে আমাদের দেশে আমদানি হচ্ছে এবং বাংলা দেশের এক শ্রেণীর লোক আমাদের যুব শক্তিকে ব্যবহার করছে। তাতে উভয় দেশের যেমন ত্রিপুরার ঠিক তেমনি বাংলা দেশের সীমান্তে যে সব জনসাধারণ রয়েছে তাদের নিরাপত্তা এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। কিছু সংখ্যক লোক আজ দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য যে সব অস্ত্র ব্যবহার করছে সেগুলি আনলাইসেন্স, আনঅথরাইজ। সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় আজকে আনসোস্যাল এলিমেন্টের কোন কোন অংশকে কোন কোন রাজরাজনৈতিক দল উপদল আশ্রয় দিচ্ছে এবং তাদের উপর নির্ভর করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখেছি যে ঠিক একই ধরণের, পশ্চিম বংগে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টী হয়েছিল, ত্রিপুরাতেও সেই সন্ত্রাস কায়েম করার চেষ্টা চলছে। এদিক থেকে আমি আমাদের যারা উৎসাহী, এণ্টি সোশ্যাল ইলিমেন্টসকে সাহায্য করার জন্য, তাদের কাছে আমি আবেদন রাখব যে হিংসার পথ ছেড়ে দিয়ে আজকে আসুন গড়ার কাজে লেগে যাই। আজকে এই যে চক্র, আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক শক্তিশালী লোক এর মধ্যে আছে শুধু তাই নয়, কিছু সংখ্যক বিদেশী চক্রের যোগ সাজস এর মধ্যে রয়েছে এবং সহযোগিতা করছে। আজকে দেখা যায় যে আমাদের ভারতবর্ষের সাথে বাংলা দেশের যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই চুক্তিকে ব্যার্থ করার জন্য একটা বিদেশী চক্র এতে সচেষ্টভাবে, সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আজকে পূর্ব ভারতের শিল্পাঞ্চল এবং পূর্ব ভারতের পল্লী অঞ্চল কি করে ডিসলোকেশান করা যায়, তার জন্য তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে দেখছি ডুম্বুর প্রজেক্ট এবং বড়মুড়ার যে তৈলখনি হয়েছে, যার উপর নির্ভর করছে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ, সেই ভবিষ্যৎকে নস্যাত করার জন্য দুষ্ট চক্র গড়ে উঠেছে এবং অত্যন্ত দুখের বিষয় এর সংগে সমাজের উচ্চ পদস্থ আমলারাও ইনডাইরেক্টলী সহযোগিতা করছেন। এই সম্পর্কে আজকে বলতে গেলে বলতে হয় যে এর সংগে আরক্ষা বিভাগ—পুলিশ ডিপার্টমেণ্টও রয়েছে। পুলিশের যে সমস্ত ফোর্স, যে বিভাগ রয়েছে—আই, বি, ডিপার্টমেন্ট, এস, বি, ডিপার্টমেন্ট, সি, আই, ডি, ডিপার্টমেন্ট এটা সম্পূর্ণ করাপটেড বলে আমার বিশ্বাস এবং

আমার বিশ্বাস ওটা কোন কাজ করছেনা এটা সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। আমি সাজেশন রাখব যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে সায়েন্টিফিক ওয়েতে রি-অরগেনাইজেশান করা হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে দেখা যায় এই গোয়েন্দা বিভাগ জিলায় জিলায় থাকার কথা কিন্তু আমরা দেখছি যে উনারা আজকে সদরে, রাজধানীতে থেকে মনোমত, খুশি মত রিপোর্ট তৈরী করছেন এবং কর্তা ব্যাক্তিদের খুশি করার জন্য তাঁদের খেয়াল খুশিমত রিপোর্ট তৈরী করছেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে ঘটনা ঘটে গেছে, তার রিপোর্ট অনেক পরে এসে পৌঁছে, কোনো কোনো সময় ঘটনা ঘটার পূর্ব্বেই হয়তো রিপোর্ট এসেছে কিন্তু কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কাজেই আমি বলব যে কোন কোন বিদেশী চক্রান্ত আছে, যারা আমাদের বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের মৈত্রী চুক্তিকে বানচাল করতে চায়। (রেড লাইট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আর তিন মিনিট সময় দেওয়া হউক।

যে সমস্ত অফিসার ডিষ্ট্রিক্টে যাওয়ার কথা, তারা আজকে সদরে কর্ত্তাব্যক্তিদের কাছে থাকতে সচেষ্ট হন এবং যে জিনিষটা আজকে চলছে কানকথা এবং হুইস্পারিং এর ভিত্তিতে কর্ত্তাব্যক্তিরা যা বলেন সেইভাবে রিপোর্ট তৈরী হচ্ছে। আজকে এটাই যথার্থ নয়, সদর কোতোয়ালীতে যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্ট এস, বি, রিপোর্ট নয়, আই, বি, রিপোর্ট। সেই কেস গুলি আজকে থানায় এসে পড়ে থাকে, থানার মধ্যে প্রেসার পড়ে এস, বি, ডিপার্টমেন্ট যদি সিভিল ডিপার্টমেন্টকে সহযোগিতা না করে ত্রিপুরার আইন শৃংখলা বজায় রাখা রাখা সম্ভব নয়, এবং ভারতবর্ষের সংগে বাংলাদেশের যে মৈত্রী ভাব সেটা ব্যহত হবে এবং এখানে যে বিদেশী চক্র রয়েছে, তাকে সাহায্য করা হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত আপনি পাঁচ মিনিট বলবেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে বে-আইনি আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য যে ডিসকাশন এনেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারী বে-আইনিভাবে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে এবং ইনটেরিয়ারে মানুষের কাছ থেকে ধমক দিয়ে সেই সমস্ত অস্ত্র দেখিয়ে টাকা পয়সা লুটপাট করছে, পুলিশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে, এটা সত্য। এটা হচ্ছে একটা চক্রান্ত এই চক্রান্ত হচ্ছে ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের যে মৈত্রী, এই মৈত্রীকে নস্যাত করার জন্য, কিছু সি, আই'র দালাল, কিছু চীনের দালাল, নানাভাবে বে-আইনিভাবে অস্ত্র পাচার করছে এবং এই অস্ত্র দিয়ে আমাদের মৈত্রীকে ধ্বংশ করার চেষ্টা করছেন এবং তাদের কু-চক্রান্তকে চরিতার্থ করার জন্য অপ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের ত্রিপুরাতে যে উগ্রপন্থী আছে তারা এই চক্রকে মদত দিচ্ছেন। বিদেশী চক্র থেকে তারা টাকা নিচ্ছে এবং টাকা নিয়ে ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের মৈত্রী চুক্তিকে ধ্বংশ করার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন আগে ডুম্বুর প্রজেক্টকে নষ্ট করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন, ডিনামাইট দিয়ে সেটাকে নষ্ট করার চেষ্টাও করা হয়েছে ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরার উন্নতিকে ব্যহত করার জন্য।

এই কুচক্র যাতে সরকারের হাতে ধরা পড়ে তার জন্য পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় হওয়া উচিত এবং পুলিশ বাহিনী যদি নিষ্ক্রয় হয়, তাহলে ত্রিপুরা রজ্যের আইন শৃংখলা ব্যহত হবে এবং সাধারণ মানুষের চলাফেরা করতে অসুবিধা হবে, মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হবে পশ্চিম বংগের মত। এই সমস্ত চক্রান্তের খবর যদি পুলিশ বাহিনী ঠিক ঠিক মত ইনফরমেশান দিতে না পারে তাহলে পুলিশবাহিনীকে ঢেলে সাজানো উচিত, আমার মনে হয় পুলিশবাহিনী ঠিক ঠিক মত কাজ করছেনা, গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট ঠিক ঠিকমত কাজ করছেনা, কাজেই সেই পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজানো উচিত বলে আমি মনে করি। পশ্চিমবংগে যারা নকসালি ছিল, মার্ডার কেসে জড়িত ছিল, সেই সব আসামীর কিছু কিছু ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশ করেছে বলে আমরা পত্র পত্রিকায় পড়েছি। কিন্তু তাদের কেউ ধরা পড়েনি, কাজেই ত্রিপুরার গোয়েন্দা বিভাগ নিষ্ক্রয় বলে আমি মনে করি। এই ডিসকাশন যে এখানে এসেছে, সেটা অত্যন্ত জরুরী বলে আমি মনে করি। আমাদের সংগে বাংলাদেশের যে নূতন মৈত্রী বন্ধ হয়েছে, দৃঢ় মৈত্রী বন্ধন সেটাকে নস্যাত করার জন্য চীনের দালালরা এখানে নানাভাবে চক্রান্ত করছে, সেই সমস্ত দালালের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সে গুলি উদ্ধার করবার জন্য সচেষ্ট প্রচেষ্টা চালাবার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তাপস দে আজকে যে শর্ট ডিসকাশনের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমরা ত্রিপুরায় বিগত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে আমাদের সমাজে একপ্রকার দুর্বৃত্ত আছে, আমাদের দুই তিন বছর আগে রাইমা সরমা, বলংবাসা, নূতন বাজার, মিজোরাম নামধারী, ম্যাংক্রাক নামধারী যে সমস্ত গুণ্ডামী, এবং লুঠতরাজ করেছে, তারা সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কোথা থেকে পেল, কে মদত দিল, কার লাল হাত আছে, কারা আজকে আমাদের সরকারকে, সরকারের নীতিকে বানচাল করার জন্য, সরকারকে ভুলপথে চালিত করার জন্য, সরকারের অগ্রগতিকে ব্যহত করার জন্য এই চেষ্টা করছেন আমরা যে ডুম্বুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম বিদ্যুতের জন্য, সেখানে কারা তাদের লাল হাত দ্বারা সেটা ব্যহত করতে চেষ্টা করেছিল, সেটা আজকে ত্রিপুরার ইতিহাস বলবে। ওরা কারা? গুমটি মেরে রাতের অন্ধকারে বসে থাকে, মায়াজালের খোলস পড়ে বসে থাকে এবং রাতের অন্ধকারে সেই খোলাস থেকে বেরিয়ে মারাত্মক অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে লুটপাট করে এবং রাইমা সরমা বলংবাসাতে দিনের পর দিন যে সেই লুঠতরাজ চালিয়েছে, ওরা কারা। আমাদের এই সমাজেই এই সমস্ত দুবৃত্ত আছে, যারা আজকে আমাদের বাংলাদেশের সংগে মৈত্রী সম্বন্ধকে ছিন্ন করতে চায়, তাদের মাধ্যমে আমাদের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে আমাদের দেশের অগ্রগতিকে ব্যহত করতে চায়। কাজেই আমাদের প্রত্যেককে এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে হবে। চুপ করে বসে থাকলে চলবেনা, প্রতিটি জনসাধারণকে সরকারের সংগে সহযোগিতা করা দরকার এবং এটা কার

করছে, কিভাবে অস্ত্র শস্ত্র আনছে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়। নূতন বাজারে কোন কোন জায়গায় যে বুলেট পাওয়া গেছে, তার মধ্যে চীনের ছাপ মারা ছিল, তাতে পরিস্কার বুঝাযায় কারা এই চক্রান্তে লিপ্ত আছে। আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের এখানকার সরকারকে আই, বি, ডিপার্টমেন্টকে সক্রিয় করতে হবে তা না হলে এটা অত্যন্ত সত্য যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ভারত-বাংলাদেশ যে মৈত্রী, যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদজনক হতে পারে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিনয়ভূষন ব্যানার্জী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে আগনেয়াস্ত্র সম্পর্কে যে আলোচনাটা এনেছেন এটা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত সময়োপযোগী। ভারতবর্ষের গভর্ণমেন্টের যে চিন্তা, ভারতবর্ষের যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা, মহান নেতৃ ইন্দিরা গান্ধীর যে চিন্তা, পৃথিবীর বুকে ফুটিয়ে তুলেছেন, এই সমস্ত চিন্তাকে নস্যাত করে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারী যে সমস্ত রাষ্ট্র ভারতবর্ষের মর্যাদা, প্রতিপত্তি যাতে বৃদ্ধি না পায়, তার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছেন, আমি মনে করি সেই সংগে তাদের দালাল যারা পশ্চিম বংগে যে সমস্ত অন্দোলন ইতিপূর্ব্বে হয়ে গেছে, খুন খরাপী, নারীহরণ থেকে আরম্ভ করে কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে ভারতবর্ষের অগ্রগতিকে ব্যহত করতে চেষ্টা করেছেন, এবং এমন চিন্তাধারা যারা পোষণ করেন, তাদের দল ধীরে ধীরে ত্রিপুরা রাজ্যে ঘাটি করার চিন্তা করে থাকতে পারে।

মহান নেতৃ ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সংগে ভারতের একটা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন তাকে যদি ধ্বংস করতে পারে এবং সেই ধ্বংস করার দিকে দৃষ্টি রেখে যে সমস্ত বৈদেশী রাষ্ট্র চিন্তা করেছে বিশেষভাবে কম্যুনিষ্ট চীন এবং আমেরিকা এবং তাদেরই দালাল যারা আছে ত্রিপুরাতে তাদের সম্বন্ধে আমাদের সজাগ হওয়া দরকার। তাই আমি অনুরোধ করব ত্রিপুরার যে পুলিশ ফোর্স সেই বিদেশী দালালদের উৎখাত করতে যে চিন্তা ত্রিপরা সরকার করেছেন তাকে রূপায়িত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যাতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবেন যাতে তাদের মন অন্য দিকে নিযুক্ত না করতে হয়, এই দিকে চিন্তা রেখে যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে চাইছে এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পুলিশ বিভাগ তার নিরাপত্তা রক্ষা করবে এটা আমরা কামনা করি। আমি দেখেছি নির্বাচনের কিছু পরেই শনিছড়া অঞ্চলে ২।৩টা খুন হয়েছে গুলিতে। আমরা দেখেছি বিচ্ছিন্নতাভাবে কোন কোন যায়গায় মৃতদেহ পড়ে থাকে, এর পর তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা। আমরা জানি উদয়পুর এবং বিশালগড়ে এই রকম খুন হয়েছে। কাজেই এমনভাবে ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যারা নিজেদের একটা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়, এই যে সমাজদ্রোহী যারা বর্ত্তমানে সরকারকে মিজো আন্দোলনের নামে মিজো এবং স্যাংক্রাকরা যেভাবে ইয়াইয়ার পুষ্টিলাভ করেছে আমাদের চিন্তা এবং গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সেই সুযোগ হারিয়ে তারা আজকে নুতন পথ এবং নুতন চিন্তা নিয়ে ঘুরছে। কাজেই মহান নেত্রীর চিন্তায় বাংলা এবং ভারতের মৈত্রী যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রাসের রাজত্ব যাতে সৃষ্টি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যেন চলা হয়। সামনে আমাদের বিরাট খরার অবস্থা। খরার অবস্থায় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষ একটা অসহায় অবস্থায় পড়বেন। সেই সুযোগ নিয়ে এই সমস্ত সমাজ-

দ্রোহীরা চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। কাজেই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আমরা যেন অগ্রসর হই সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদিও বিষয়টা আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তবুও বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে আর একটু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতীয় উপমহাদেশে যে চক্রান্ত ছিল সেই চক্রান্ত আজকে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মুখে। প্রথম নম্বর ব্যর্থতা এসেছিল বাংলা দেশের মুক্তিতে এবং দ্বিতীয় নম্বর ব্যর্থতা এসেছে ইদানিং সিমলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির সাথে যে ভারত পাকিস্তান সিমলা চুক্তি। এই দুটি ঘটনায় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ রেখে এই উপমহাদেশের যে সমস্ত চক্রান্ত করার পরিকল্পনা ছিল সে সমস্ত পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে ঘায়েল করে দিয়েছে। কাজেই আজকে আমেরিকান সম্রাজ্যবাদ, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাংলা দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার জন্য এবং পাকিস্তান ও ভারতের সাথে কোন ভাল সম্পর্ক গড়ে যাতে উঠতে পারে সেজন্য তাকে টর্পেডো করতে চায়। তার সুচনা সৃষ্টি হয়েছে সিমলা চুক্তির মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে টর্পেডো করার জন্য এবং ভারত ও ত্রিপুরার অগ্রগতির সম্ভাবনাকে টর্পেডোর করার জন্য এবং আমেরিকার অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার জন্য চক্রান্ত করার কোন দিক তারা বাদ রাখবে না। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি এই সমস্ত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং সি, আই. এ, এর মারফতে বিভিন্নভাবে অর্থ ঢালছে এবং বাংলাদেশে চালছে এবং ভারতবর্ষে ঢালার চেষ্টা করছে। বহু ঘটনা, বহু ইতিহাস, বহু বক্তব্য বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছে এবং এই সমস্ত ঘটনার যে সমস্ত লক্ষ্যস্থল তারা ঠিক করে সেই সমস্ত লক্ষ্য ঠিক করে বর্ডার অঞ্চলের স্টেটগুলিকে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের দেশের উন্নয়ণের ক্ষেত্রে তেল উৎপাদন যাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্যহত করতে না পারে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রিকে কোন টর্পেডো না করতে পারে, ভারতের সংগে পাকিস্তানের সম্পর্কের যে নব সূচনা হয়েছে সিমলা কন্ফারেন্সের মধ্যে তাকে যাতে ব্যাহত না করতে পারে সেই দিকে সতর্ক থাকা দরকার এবং আজকের বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভিয়েতনামে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে যাচ্ছে। আজকে আমেরিকার বিরোধিতার নাম করে রাশিয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে চীনের মাও গোষ্ঠি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য করে বসে। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করার জন্য আমাদের এই সমস্ত বর্ডার অঞ্চলে স্টেটগুলির সচেতেন থাকা দরকার এবং যাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সি, আই, এ, এর মারফতে টাকা দিয়ে এবং বাংলাদেশের এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্কে ব্যাহত করতে যাতে না পারে এবং পাকিস্তান ও ভারতের সাথে সম্পর্কে যে নব যুগের সৃষ্টি হয়েছে তাকে যাতে ব্যাহত না করতে পারে তার জন্য সচেতন থাকা দরকার। এই আলোচনায় এই বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই মিনিটে আমার বক্তব্য রাখব। কারণ আমাদের মাননীয় সদস্য আমস বারগেনিং সম্বন্ধে বলেছেন এবং তার অ্যাফেক্ট কিভাবে আসছে সেই সম্বন্ধেও বলেছেন সেই আর্ম'স আসছে বাংলাদেশ থেকে এবং এর মধ্যে অব পলিটিক্যাল এবং বিভিন্ন ফোর্স' জড়িত রয়েছে এই সমস্ত বলেছেন। আমি এই সমস্ত আলোচনা করতে চাই না। কারণ তারা এই সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আমার শুধু একটা সাজেশান রাখছি। এই যে সমস্যাটা শুধু ত্রিপুরাতেই নয়. সমস্ত বর্ডারে। ত্রিপুরাতে, বর্ডার ষ্টেটে সমস্ত জায়গাতেই আর্মস থাকছে। তার জন্য আমাদের ত্রিপুরা সরকারকে আমি একটা সাজেশান দেব যে বর্ডার ষ্টেটগুলির সংগে পুলিশ দিয়ে যে আর্ম'স আসে তা ধরতে সুবিধা হতে পারে। কিভাবে আসছে, কোথায় থাকছে। এই বিষয়ে পশ্চিমবংগে আমরা দেখছি যে পশ্চিম বাংলার পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে এবং যদি একটা জয়েন্ট স্কোয়াড করা হয় তাহলে আমার মনে হয় ওদের যে মোডাস ভিবেণ্ডি এবং আমাদের যে মোডাস ভিবেণ্ডি সেগুলি আলোচনা করে কিছু লাইট পেতে পারে বিভিন্ন সরকার যার দ্বারা এই আমস'গুলি উদ্ধার করার সহজ হবে। শুধু তাই নয় যদি পুলিস অফিসাররা পরস্পর একটা সহযোগিতা রাখেন এবং এখানকার যারা এই কাজ করছেন তারা যদি বাংলা দেশে গিয়ে দেখে আসেন যে তারা কিভাবে আমস'গুলি উদ্ধার করছেন আবার বাংলা দেশও যদি এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে আমাদের সংগে তাহলে আমার মনে হয় যে এটা সহজ হবে। কারণ এই সমস্যাটা সমস্ত বর্ডার অ্যারিয়াতে। এই বর্ডার এরিয়ার সমস্যা যদি দূর করতে হয়, তাহলে যথোপযুক্তভাবে ড্রাইভ দেওয়া উচিত এবং এর জন্য একটা স্পেশাল স্কোয়ার্ড করা উচিত এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে পার্সোনাল এ্যাকচেঞ্জ করে যদি করা সম্ভব হয়, তাহলে এদিক দিয়ে চিন্তা করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব, যাতে জয়েন্টলী এটা করা সম্ভব কিনা, সেটা যেন তারা চিন্তা করে দেখেন। কেননা, এখানে ফিগার দেওয়া হয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশী পাওয়া যেতে পারে, কারণ বাংলাদেশে এখনও প্রচুর আন-সারেণ্ডার্ড অস্ত্র রয়েছে এবং সেগুলি এখন যেভাবে আসছে, ভবিষ্যতে আরও আসবে তার ফলে এখানে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে কাজেই এটাকে অঙ্কুরে যাতে বিনাশ করা যায়, সেজন্য এখনিই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার আছে এবং সেজন্য পরস্পরের সংগে সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা চালানো হয়, তাহলে এটাকে খুব সহজেই কন্ট্রোলে আনা যেতে পারে, এই সাজেশান রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ডিসকাশনটা শুরু হয়েছে, এই সম্পর্কে আমাদের এলাকার জনসাধারণ খুব বেশী ওয়াকিবহাল নয়। কারণ খবরের কাগজে খুব সামান্যই এই সম্পর্কে সংবাদ এসে থাকে, তবে সরকারের কাছে কি তথ্য আছে, তাও আমাদের জানা নেই। কাদের হাতে এই সব অস্ত্র আছে তাদের নাম বের হয় না, তারা কারা? তাদের পরিচয় কি? এই তো আমি সেই দিন উদয়পুর গিয়াছিলাম এবং শুনলাম যে হ্যাণ্ড গ্রেনেড পাওয়া গিয়েছে। কার হাতে পাওয়া গিয়াছে, তাকে এরেষ্ট করা হল না কেন?

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি নাম চান, তাহলে সেই নাম এখানে আমি বলতে পারি? কে তিনি, তার রাজনৈতিক পরিচয় কি? সেটা দিলে আমাদের সুবিধা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন. তাহলে আমি সেই নাম এখানে বলতে পারি। কিন্তু এখন দেখছি, সরকারের তরফ থেকে সেই দাবী উঠছে না যে নাম বলুন, কেন না সেই নাম বললে তাদের অসুবিধা হবে। কাজেই আমরা বুঝতে চাই, কাদের হাতে অস্ত্র আছে। আমরা সেংক্রাকের কথা শুনেছি এবং এই সেংক্রাক গঠনের সুরু থেকে আমরা তার প্রতিবাদ করে আসছি। এর আগেও আমরা এই বিধানসভায় বলেছি, যে কারা সেই সেংক্রাক? তাদের নাম বলুন। কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে জনসাধারণের স্বার্থে সেই নাম বলা চলেনা। তারা সবাই যে কংগ্রেসী (কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে হাসির রোল) হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বাস্তবকে কখনও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাওবাদ বলা হয়েছে, আমরা মাওবাদ বলতে সি, পি, এমকে বুঝি। আমরা দেখেছি যে গণরাজ পত্রিকাতে ছাপা হয়েছে রেগুলার যারা এক সময়ে সি, পি, এম, এর কাজ করত তাদের অধিকাংশই এখন দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসে গেছে। জিরানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছেলেগুলো কংগ্রেসের অফিসে গিয়ে একবার হামলা করছে, আবার আমাদের অফিসে গিয়ে হামলা করছে। আর এবার দেখলাম যে ছাত্র পরিষদের টিকিট নিয়ে নির্বাচনে ছাত্র সংসদ দখল করল। কারা তারা, তারা কোথায়? যারা মাওবাদী, যারা নকশাল পন্থী যাদের অধিকাংশ এখন শ্রীমতী ইন্দিরা নেতৃত্বের জোরে এখন মাও সেতুং যুগ যুগ জিওর জায়গায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও বলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে পশ্চিমবঙ্গের কথা বলা হয়েছে, সেখানে সুদীপ বন্দোপাধ্যায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন যে ছাত্র পরিষদের যাদের হাতে অস্ত্র আছে, তাদের সমস্ত অস্ত্র যেন সরকারের কাছে জমা দেন এবং তা করলে পরে তাদের কোন শাস্তি হবে না। এবং তার উপর মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকা তার এডিটরিয়েলে লিখেছিল যে মুজিবর রহমানের অন্ততঃ ক্ষমতা ছিল যাতে করে অস্ত্রটা সেই মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে নিতে পেরেছেন কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর হাতে এমন কোন ক্ষমতা নেই যে যাদের হাতে তিনি অস্ত্র দিয়েছেন, তাদের হাত থেকে সেই অস্ত্রটা সমর্পন করাতে পারছেন না, হিন্দু পত্রিকার এডিটরিয়েলে এটা লেখা ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমালোচনার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে আরও কিছু পুলিশ, আর কিছু সি, আর, পি, আরও কিছু মিলিটারী বাড়াতে হবে, তাহলে আমি বলব, প্রতি দশ জন লোকের জন্য একজন পুলিশ, একজন সি, আর. পি, বি, এম, পি, এবং বি, এস, এফ পাহারাদারের ব্যবস্থা করা হউক। তাতেও যদি আতংকগ্রস্ত হন তাহলে বুঝতে হবে এই আতংকের কারণটা অন্য জায়গায়, বাংলাদেশের অস্ত্রে আমাদের এখানকার জনসাধারণের বিক্ষোভ নয়, সেটা হচ্ছে গত ২৫ বছরের চিত্র সমস্ত মানুষের সামনে নগ্ন করে তুলে ধরেছে কারা এবং সেজন্য যদি কোন অসন্তোষ ফেটে পড়ে তাহলে আরও পুলিশ, আরও সি, আর, পি আনতে হবে। এবার উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে, তাহলে এটা অত্যন্ত আতংকের কথা এবং এর সম্পর্কে বাইরের জনসাধারণকে আমাদের সতর্ক করে দিতে হবে যে আগামী দিনে তোমাদের পর আরও আক্রমণ আসছে এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানকার সরকারী দল একটা আলোচনা করছে। আর যদি এই হয়

যে না গুণ্ডাদের হাতে, বদমাসদের হাতে, এ্যান্টি সোসালদের হাতে, রাষ্ট্র বিরোধীদের হাতে, সি. পি, আই. এর সমর্থকদের হাতে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করা সরকার সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। যদি এই উদ্দেশ্য হয়, কিন্তু তাতো নয়। কাল রাত ২॥ টার সময়ে গুণ্ডামী হয়েছে. রক্তাক্ত অবস্থায় একটা মহিলাকে পুলিশের সামনে আনা হয়, আমার বাড়ীতে রাত্রি ২॥ টার সময়ে ছেলেরা গিয়েছে, সমস্ত জামা রক্তাক্ত। কংগ্রেসের গুণ্ডারা ঐ চাম্পামুড়াতে রাত ২॥ টার সময়ে একটি ভদ্র মহিলাকে যদি রক্তাক্ত করে হাসপাতালে পাঠাতে পারেন, তার জন্য যদি পুলিশ না থাকে তাহলে পুলিশ গুণ্ডার হাত থেকে অস্ত্র নেবে, এটার আশা আমরা কি করে করব। কংগ্রেসের গুণ্ডা হলেই সাতখুণ মাপ, কংগ্রেসের গুণ্ডার হাতে যদি অস্ত্র আসে তাহলে সেই অস্ত্র ধরা হবে না, সেই অস্ত্র দিয়ে তারা আমাদের জনসাধারণের উপর গুণ্ডার রাজত্ব অত্যাচারের রাজত্ব এবং শোষণের রাজত্ব তারা চালাবেন যেটা আমরা পশ্চিমবংগে প্রথমে দেখেছি এই ত্রিপুরাতেও সেটার আশংকা আজকে দেখতে পাচ্ছি, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই যে কংগ্রেসী গুণ্ডা যে কথাটি উনি বলেছেন, সেটা তিনি ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ কংগ্রেস একটা সর্ব্ব-ভারতীয় দল, কাজেই এই কথাটা এখানে ব্যবহার করা চলে না এবং এটা মাননীয় স্পীকার এ্যালাউ করেন কিনা, সেটা আমি জানতে চাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, এই সে দিনও তিনি বলেছিলেন যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে যদি এই গুণ্ডা শব্দটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আন-পার্লামেন্টারী হবে। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে কথাটা বলেছেন, সেটা উনার পূর্ব্বের কথা মত উইথড্র করে নিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা যখন বলেন, তখন যেন এটা মনে থাকে। মাননীয় স্পীকার যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে ওরা ব্যবহার করবেনা।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে আপনি কি উইথড্র করে নিলেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— ইয়েস।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে ডিসকাশন আগ্নেয়াস্ত্র কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ কর্ত্তৃক উদ্ধার করা সম্পর্কে এই ডিসকাশনের গুরুত্ব সবাই স্বীকার করেছেন—এবং মাননীয় সদস্যরাও বলেছেন। এই সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে আমি এই কথা বলতে পারি যে আমরা এই বিষয়ে সচেতন। যদি বে-আইনী কোন আগ্নেয়াস্ত্র কোথাও এভাবে আসে গোপন চালান হয়ে সেই সম্পর্কে সচেতন এবং মাননীয় সদস্যরাও নিশ্চয়ই খবরের কাগজে দেখে থাকবেন ইতিমধ্যে কিছু কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ধরা হয়েছে। যদিও যে সব আগ্নেয়াস্ত্র ধরা পড়েছে তার মধ্যে বিদেশী ছাপ রয়েছে এবং সেটি বাংলাদেশের দিক থেকে আসার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী এবং তার কারণও নিশ্চয়ই রয়েছে। এটা আমরা সচেতন বলেই আমরা আমাদের পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ সচেতন বলেই তারা ধরা পড়েছে এবং সেটি

বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও অবিলম্বে করা হচ্ছে। এটা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয় মাননীয় সদস্যরা নিজেরাই বলেছেন এটা আসাম, পশ্চিমবংগ এবং বাংলাদেশ এই সবটা মিলেই হয়েছে। এবং সেই প্রোবলেমটা যদি বৃহৎ আকারে চিন্তা করা যায় তাহলে সলিউসানটাও সবাই মিলে করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে কিছুদিন আগে খুব সম্ভব ২৪ তারিখ কলিকাতায় পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এই ষ্টেটগুলির মুখ্যসচিবদের এক বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং এটাকে কিভাবে দূর করা যায় তার জন্য তারা কতগুলি পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। যদি এই ধরণের কোন প্রোবলেম সৃষ্টি হয় তাহলে উভয় দেশে মিলে যোগাযোগ করে করলেই সেটি সহজতর হবে সেটিকে সলভ করতে। মাননীয় সদস্য অনেকেই অনেক রকম আশংকা প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলের নেতা তিনিও বলেছেন। এর ভিতর রাজনীতি কতটুকু আছে বা না আছে সেটি আজকের আলোচনায় না আনলেও চলতো। কারণ আমার মনে হয় না আমাদের দিক থেকে পার্টির নাম বলা হয়েছে (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের পক্ষ থেকে কোন পার্টির নাম করে বলা হয়েছে আমার মনে হয় না আমি শুনেছি। কিন্তু বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি তাঁর উপর এ্যাটাক হয়েছে বলে উনি ধরে নিয়েছেন এবং ধরে বক্তব্য পেশ করেছেন এবং এটা দুর্বলতার জন্য হয়েছে কি না (গণ্ডগোল) ত্রিপুরা রাজ্যে ৭০০ লোক খুন হয়েছে এমন কথা শুনিনি। তবে আমাদের যারা খুন হয়েছে তার হিসাব দিতে পারব। এটা পশ্চিম বংগের বা ত্রিপুরার কথা নয় গুণ্ডামি করে একটা দেশের এগজিষ্টিং সরকারকে কেউ উতখাত করতে যদি চায় সেজন্য সরকারের যতখানি ক্ষমতা আছে সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে দমন করা হবে। এটা রাজনীতির প্রশ্ন নয় এটা গভর্ণমেন্টে ইনষ্টিটিউসানের প্রশ্ন তার এগজিসট্যান্সের প্রশ্ন। কাজেই ক্ষমার প্রশ্ন নাই কোন দুর্বলতার স্থান নাই। যতটুকু করা দরকার আছে তার সবটাই করা হবে। এখানে কে পড়েছে বা না পড়েছে তা দেখলে চলবে না। অতীতে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে যারা সক্রিয় ছিল আজকে তারা সেই পথকে বর্জন করে নূতন পথে আসছে। আমরা জানি এবং জানি বলেই তাদের উপর বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু যদি ভিতর থেকে কোন দোষ বেরিয়ে পরে তাহলে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে সেখানে কোন প্রশ্ন নয়। কাজেই এটা এড়াবার প্রশ্ন নয় প্রশ্নটাকে আজকে ভাবতে হবে যে ত্রিপুরার মধ্যে যদি থাকতে চাই ত্রিপুরায় যদি সরকারকে রাখতে চাই—যে কোন গনতান্ত্রিক সরকার আজকে যে সরকার আছে কাল সে সরকার নাও থাকতে পারে—এটাকে নষ্ট করার জন্য কোন দিক থেকে যদি ষড়যন্ত্র হয় এবং যার ফলে এই ত্রিপুরায় একটা ধ্বংসের রাজত্বের সৃষ্টি হবে তাহলে সেখানে আমার মনে হয় না যারা গনতন্ত্রের বিশ্বাস করেন যারা এই বিশ্বাস করে যে পার্লামেন্টের কনষ্টিটিউশানের মারফত তাদের হাতে ক্ষমতা আসতে পারে তাহলে তারা সরকারের উপর আঘাত করার জন্য দেবেন না এই বিশ্বাস আমার আছে। আঘাত যদি কোন তরফ থেকে আসে তাহলে বুঝতে হবে এই ফরমকে তারা স্বীকার করেন না এই ফরমকে তারা মানেন না তাহলে যে ফরম তারা অবলম্বন করবেন মুখে তারা যাই বলুন না কেন সেই সম্পর্কে জনসাধারণের মনে প্রশ্ন দেখা দেবে সেটাকে এভয়েড করার

কোন উপায় নাই। আজকে যে সব ছোট খাট ঘটনা ঘটছে এবং তাতে জনসাধারণের মনে সন্দেহ হচ্ছে হয়তো এর পিছনে কোন রাজনৈতিক দল রয়েছে কিন্তু আমি যতটুকু জানি আমার কাছে এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট আছে তাতে আমি বলতে পারি না যে ডেফিনিট কোন মটিভ নিয়ে কোন রাজনৈতিক দল এটা করছে। তবে আমরা সরকার পক্ষ থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। এবং বিভিন্ন জায়গায় যেসব ঘটনা ঘটছে, এর মূল কোথায়, তার ইতিবৃত্তি কি যে লোক ধরা পড়েছে, কি পড়ছেন, লোকের জন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কি উদ্দেশ্যে এসেছে, সমস্ত জিনিষটার উপর নজর রাখছি আমরা। কারণ আমরা জানি সেদিন যদি আসে, হাউসের সামনে সেকথা বলার সুযোগ এরা পাবেন এবং সেদিন হয়তো আমরা ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগার দিয়ে, তখন ডিস-কাশনে আসলে পরে কারা এইজন্য দায়ী এবং তার পিছনে রাজনীতি আছে কি না তা দেখাতে পারব! আর ক্রীমিন্যাল যদি হয়ে থাকে মাননীয় বিরোধী পক্ষ সদস্য বলেছেন যে তার জন্য সহযোগিতা করবেন, আমরা বিশ্বাস করি একথার উপর, বর্ডার এরীয়ার মধ্যে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান রাখবেন এবং তাদের খবর যদি থাকে, সেই খবর সরকার পক্ষকে দিয়ে এই ব্যাপারে সাহায্য করবেন, এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now discussion is over.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION.

Mr. Speaker :— Next item of businoss is Private Members' Resolution. The Resolution was Moved by Shri Ajoy Biswas on 13th July, 1972 that—

'এই বিধানসভা সরকারকে নির্দ্দেশ দিচ্ছে যে, ত্রিপুরা সরকার তার কর্ম্মচারী, শিক্ষক ও শ্রমিকদের ছাটাই, সাময়িক বরখাস্ত, বেতন কর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে প্রশাসনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন'।

Now I call on Shri Biswas to resume discussion.

মাননীয় সদস্য আপনি দশ মিনিট বলুন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দিক থেকে আমি ছাড়া আর একজন মাত্র বলবেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আমার বক্তব্য বলার আগে একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে কয়েক হাজার কর্ম্মচারী মিছিল করে বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে বিধানসভার সামনে এসেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যেন তাদের সংগে দেখা করেন এবং সেই ব্যাপারে তাদের সংগে আলোচনা করেন অথবা একটা বিবৃতি দেন এটা আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে আবেদন রাখছি।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাশ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আপনার মারফত অনুরোধ করছি, তিনি যেন এই বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাঁদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে তিনি যেন একটা ব্যবস্থা করেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, যে কথাটা উনারা বলেছেন দেখা করার জন্য, আজকে সেই সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব এসেছে, এবং সেটা আজকে এখানে আলোচনা হচ্ছে, তাহলে কি আমাকে এই আলোচনায় থাকতে হবেনা ? এই আশ্বাস যদি উনারা দেন যে আমাকে আলোচনায় থাকার দরকার নেই, ওখানে বললেই হবে, তাহলে ওখানে যেয়ে আমি বলতে পারি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এটা আলোচনার পর দেখা করতে পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— একই পয়েন্ট আলোচনা করতে হবে ওখানে এবং এখানে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এখানে আলোচনার পর ওখানে হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ওখানে পরে হবে ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আপনি পরেও ওখানে দেখা করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাব এখানে এনেছি সেটা কালকেই আমি উত্থাপন করেছি। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার যারা শিক্ষক, তাঁদের বহুদিনের দাবী দাওয়া নিয়ে সরকারের সংগে দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনা তাঁরা করেছিলেন, কিন্তু আমরা অবাক হয়ে যাই যে সরকার তাদের সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁদের সমস্যা সমাধানের পথ না বের করে এক তরফাভাবে সরকার সেই শিক্ষক, শ্রমিক'এর উপর ব্যাপক আক্রমণ হেনেছে আমি একটা কথা বলতে পারি যে গত দুই বছর ধরে সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকদের উপর যে ধারায়, যেভাবে আক্রমণ হচ্ছে সেটা কর্ম্মচারী এবং শিক্ষকদের উপর আমার মনে হচ্ছে যে সরকার একটা অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরা দেখেছি সরকার সমস্যা তাঁদের যে অভাব, তাঁদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন নি, কিন্তু গত দুই বছর ধরে একটার পর একটা বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা দেখলাম যে সমন্বয় কমিটির সভাপতি ভবেশ দাশকে ২৩ বছর চাকুরী করার পর তাঁকে ছাঁটাই করা হল এবং কখন করা হল, মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি অবাক হয়ে যাবেন একটা গণতান্ত্রিক সরকার তাঁদের যে সভাপতি সেই সমিতির সভাপতিকে ছাঁটাই করেছেন যখন বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধ চলছে, সেই মুক্তি যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য শুধু ত্রিপুরায় নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষ সবকিছু দিয়ে সাহায্য করছে, যখন ত্রিপুরার কর্ম্মচারীরা, শিক্ষকরা তাঁদের আন্দোলন বন্ধ রেখেছিল, সেই সময়ে, সেই সুযোগে, যখন জানেন যে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা একটা প্রতিবাদ করতে পারবেনা এর বিরুদ্ধে, সেই ২৩ বছর চাকুরী করার পর ভবেশ দাশকে ছাঁটাই করে দেওয়া হল। শুধু ভবেশ দাশ নয়, প্রেসের পাঁচজন কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করা হল, এবং ব্যাপকভাবে কর্ম্মচারী-দের সাসপেণ্ড করা হয়েছে একমাত্র প্রেসেই ৯ জনকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং প্রেসে যে ছাঁটাই করা হয়েছে, তার মধ্যে জগদীশ দেবনাথকে ছাঁটাই করতে গিয়ে যে নিয়ম কানুন মানতে হয়, সেই সাধারণ নিয়ম কানুনটুকুও মানা হয়নি, কোন্ রুলে ছাঁটাই করা হল তারও কোন উল্লেখ নেই। তাঁকে বলা হয়েছে রুল ৫'এ কিন্তু চিঠিতে তার কোন উল্লেখ নাই।

এতে মনে হয় প্রতিহিংসামূলক মনোভাব নিয়ে, ছাঁটাই করতে হবে, ছাঁটাই করেছেন যার জন্য রুল উধৃত করতে পারেন নি। আমরা দেখেছি শুধু প্রেসেই নয়, সেক্রেটারীয়েটে—মন্ত্রীরা যেখানে দপ্তরে বসে থাকেন, সেই সেক্রেটারীয়েটে পনের জন কর্ম্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হল, আর অবাক ব্যাপার এই পনের জন কর্ম্মচারীদের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা এবং কেন সেই মহিলাদের সাসপেণ্ড করা হল, তার উত্তর সরকার দিতে পারেন নি আমি চ্যালেঞ্জ করি তার উত্তর দিতে পারেন নি। সেই তারাপদ ব্যানার্জীকে সাসপেণ্ড করা হল, তার এ কোয়েরী করা হল, তার বিরুদ্ধে চার্জ্জ আনা হল এবং পুলিশ অফিসারকে সাক্ষী মানা হল, কিন্তু পুলিশ অফিসার বললেন যে আমি এই সম্পর্কে কিছু জানিনা, কি ব্যাপার আমি কিছুই জানিনা, যে চার্জ্জে তারাপদ ব্যানার্জীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল, সেই চার্জ্জ যখন যে পুলিশ অফিসারকে সাক্ষী মানা হল, সেই পুলিশ-অফিসার অস্বীকার করল তখন সেই চার্জ্জের আর দাম নেই, তারাপদ ব্যানার্জীকে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। এই ঘটনা থেকে ঐ সরকার যে ১৫ জন সেক্রেটারীয়েট কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সাসপেনসান করে-ছিলেন, একই চার্জ, যে চার্জে সানপেনসান করা হয়েছিল তারাপদ ব্যানর্জীকে, তারই কার্বন কপি। একই সাক্ষী, যে পুলিশ অফিসার তারাপদ ব্যানার্জীর ক্ষেত্রে বলেছিলেন যে না আমি কিছু জানি না, সেও সাক্ষী ছিল সেক্রেটারীয়েট ১৫ জন কর্ম্মচারীদের কেসের ক্ষেত্রে। সরকার ভয় পেলেন যে তারাপদ ব্যানার্জীর ক্ষেত্রে এনকোয়ারী করতে গিয়ে আমরা যখন হেরে গেলাম তখন সেক্রেটারীয়েটের কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রেও হেরে যাব। তারা এদের ক্ষেত্রে এনকোয়ারী করলেন না। গণতন্ত্রের কথা তারা বলেন। তারাপদ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে যে চার্জ সেই চার্জে আবার যদি এনকোয়ারী হয় তাহলে ঐ ১৫ জন কর্ম্মচারীরাও বেকসুর খালাস পাবে। তারপর কি হল? একতরফা ভাবে ঐ ১৫ জন সরকারী কর্মচারীর এক বছর ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দিলেন এবং এক বছরের জন্য প্রমোশানও বন্ধ করে দিলেন এক বছরের জন্য এবং বেআইনীভাবে সেক্রেটারীয়েটের ৫ জন মহিলা সহ কর্মচারীদের উপর আক্রমণ হানা হল। কেবল সাসপেন-সান নয়, আমরা দেখলাম যে ২৬শে আগষ্ট কর্ম্মচারীরা অর্ধদিবস কর্মবিরত পালন করলেন। তার ফলে শত শত কর্ম্মচারীর ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দেওয়া হল। তারা কি করেছিল? বছরের পর বছর সরকারের কাছে ধর্ণা দিয়েছিল, আবেদন করেছিল, সেই আবেদনে সাড়া না দেওয়ার পর গণতান্ত্রিক অধিকার তারা প্রয়োগ করেছিল, অর্ধদিবস কর্ম্মবিরতি পালন করেছিল। প্রতিদানে তারা সরকারের কাছ থেকে কি পেল? ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দেওয়া হল। আমরা দেখলাম, শুধু ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করেই সেই সরকার ক্ষান্ত হন নি, কয়েক হাজার কর্ম্মচারীর সেই ৩রা জুলাই এবং ২৬শে আগষ্টের বেতন কেটে নেওয়া হল। এছাড়াও ট্রান্সফার। আমরা বার বার দাবী করেছি যে একটা ট্রান্সফারের নীতি করা হোক। আমরা দেখলাম কর্ম্মচারী আন্দো-লনকে দুর্ব্বল করার জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করার জন্য এই ট্রান্সফারের নীতিটা প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি শচীন বাবুর আমলে শচীনবাবু অগণতান্ত্রিক ছিলেন, ঐ ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা চীৎকার করছেন। কিন্তু শচীন বাবুর আমল তো শেষ হয়ে গেছে, নূতনভাবে রাজত্ব তো সুরু হয়েছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শচীন বাবু এখানে উপস্থিত নাই। তাঁর নাম বলবেন না।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। হাউসের মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, যে ব্যক্তি উপস্থিত নাই তার সম্পর্কে বলা যায় না। মাননীয় স্পীকারও বার বার রুলিং দিচ্ছেন। তারপরেও তারা হাউসের সময় নষ্ট করছেন। এটা আমার মনে হয় উচিত নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :– মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখলাম ঐ চার মাসের রাজত্বে কি হয়েছে। সরকারী কর্ম্মচারী সমিতির একটা শাখা আছে, নার্স ইউনিট। সেখানে তাদের সম্পাদিকা চারু পুরকায়স্থ, তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে বিলোনীয়ায়। পরে দেখলাম টি. জি, ই. এ, এর যে কার্য্যকরী সদস্য আভা দত্ত, তাকেও ট্রান্সফার করা হয়েছে কয়েকদিন পরে। তার যে সভাপতি উষা ভট্টাচার্য, তাকেও ট্রান্সফার করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাতে কি হয়েছে ? যদি কোন সমিতির কোন সম্পাদক অথবা কমিটিতে যদি সে কোন পোষ্ট হোলড করে তাকে ট্রান্সফার করা যায় না। ঐ তিনটি ট্রন্সফার করা হয়েছে সমিতিকে দুর্ব্বল করার জন্য। আপনারা শুনেছেন ঐ নার্সরা ১০ বছর ধরে ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছে না। তারা যখন ইনক্রিমেণ্টের জন্য দাবী করছে, তাদের ইনক্রিমেন্ট না দিয়ে ঐ সমিতিকে দুর্ব্বল করার জন্য তার যারা নেতা আছে তাদের ট্রেন্সফার করা হচ্ছে। এছাড়া আমরা দেখেছি বিশালগড়ে টি.জি,ই,এ এবং সমন্বয় কমিটির সম্পাদক এবং সভাপতিকে ট্রানস্ফার করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা আরও খবর পেলাম যে ঐ বিশালগড়ে ৮ জন যারা বিভিন্ন সমিতির বিভিন্ন পদ হোলড করছেন সেই ৮ জনকে সেখানে ট্রেন্সফার করা হয়েছে। ধর্ম্মনগরে টি, জি, ই, এ, এর সম্পাদককে ট্রান্সফার করা হল। কতখানি নিম্নস্তরে নাম ত পারে। শুধু তাকে ট্রান্সফার করেই ক্ষান্ত হয় নাই। তার যে ছোট ভাই তাকে ট্রান্সফার করেছে ধর্ম্মনগর থেকে। আর তাদের বুড়ো বাপ মা একা পড়ে আছে, তাঁদের ভাতে মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রান্সফারের বিরুদ্ধে আমরা নই। কিন্তু ঐ ট্রান্সফার হচ্ছে শ্রমিক কর্ম্মচারীর যে ঐক্য সেই ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য। শ্রমিক কর্ম্মচারীদের দাবী দাওয়াকে নস্যাৎ করার জন্য এবং সেজন্যই তাদের সমিতির যে নেতা আছেন তাদের ট্রান্সফার করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখেছি আজও যারা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে, শিকড় গেড়ে আছে, ২৯ বছরেও তারা ট্রন্সফার হয় নি। কিন্তু ট্রান্সফার যখন গণ-তান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব্ব করার জন্য তারা তা করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি এইভাবে গত দুই বছর ধরে এই সরকার কর্ম্মচারী এবং শ্রমিকদের সংগে একটা অঘোষিত যুদ্ধ সুরু করেছেন। তাদের রাগ হচ্ছে ৩রা জুলাই তারা গণছুটি নিয়েছিলেন এবং ২৬শে আগষ্ট তারা অর্দ্ধদিবস কর্ম্মবিরতি পালন করেছিলেন। তাকে কেন্দ্র করে করে এবং প্রেসের কর্ম্মচারী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তারা কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এই ব্যাপক আক্রমণ সুরু করেছেন। সেখানে আমরা বলতে চাই যে ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুরা যে আক্রমণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের দাবীগুলি একটাও তো আপনারা অস্বীকার করতে পারেন নি। আপনারা বলতে পারেন নি যে সরকারী কর্ম্মচারীরা যে দাবী রেখেছে একটাও অনায্য দাবী। প্রেসের কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে ১০ জনকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। সেজন্য তাদের দাবী নিয়ে তো ট্রাই-

বুন্যাল করা হল, ট্রাইবুন্যালের রায় ঐ কর্মচারীদের পক্ষে চলে যায়। অথচ এই ১০জন কর্ম-চারীকে তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার জন্য বলি দেওয়া হল। আমরা দেখলাম ১৯৫৯, ১৯৬১ সনে পশ্চিম বঙ্গের যে অ্যানোমেলি করা হয়েছে, পশ্চিম বঙ্গের বেতন দেওয়া হয় নি, ঠিকভাবে দেওয়া হয় নি। তার জন্য তারা ১০ বছর ১২ বছর অপেক্ষা করছে। বার বার ধর্ণা দিচ্ছেন সরকারের কাছে। তারপর যখন সরকার মানলেন না তখন তারা আন্দোলনের পথ গ্রহণ করেছে। তাহলে শাসকগোষ্টিকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আন্দোলন করতে পারবে না, ১০ বছর ১২ বছর অপেক্ষা করার পর মিটিং মিছিল করতে পারবে না কর্মচারীরা তাহলে কত বছর অপেক্ষা করতে বলেন তারা, কর্মচারী শিক্ষককে এটা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই। আমরা দেখেছি যে ১২ বছর অপেক্ষা করার পর অ্যানোমেলি দূর হল না। কিন্তু কর্মচারীর '৭০ সালে থার্ড জুলাই গণছুটি গ্রহণ করার পর '৭২, ৭১ সালে সেই অ্যানো-মেলী সুর সুর করে দূর হয়েছে আন্দোলন না করলে হয় না। এই সরকারের কাছ থেকে আমরা জানি লড়াই করা ছাড়া কেউ কিছু আদায় করতে পারবে না। তার কাছে নতজানু হয়ে আদায় করতে পারে না। এটা বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি যে অনেক কর্মচারী আছে যারা বছরের পর বছর ধরে পার্মানেন্ট হচ্ছে না। একটা প্রশ্ন আমি করেছিলাম এগ্রিকালচারের উপর; সেখানে সরকারী কর্মচারী সমিতির দিগবিজয় ভট্টাচার্য ১৮ বছর কাজ করার পর তাকে পার্মানেন্ট করা হয় নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ১৮ বছর, ২০ বছর কাজ করে রিটায়ার করে যাচ্ছে। তখনও তাদের পার্মানেন্ট করা হয় না। তারা বলেন, না, এইসব করো না, আন্দোলন করো না মিছিল মিটিং করোনা। তোমরা আমাদের কথা মেনে নাও। আমরা দেখেছি ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীরা, তারা রিটায়ার করে গেছে, রিটায়ার করে যাওয়ার পরও তারা পেনসান পায় নি। একটা সরকারের অধীনে ২৫ বছর কাজ করার পরও তারা পেনসন পায় না, গ্র্যাচুয়িটি পায় না, কোন্ সভ্য দেশে এইরকম ঘটনা ঘটে?

কিছু দিন আগে একটা অর্ডারের মাধ্যমে তাদের বেতন ১৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা করা হয়েছে। আমরা আরও দেখেছি যে ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ীদের যে দাবী দাওয়া, যে সমস্যা সেটা বছরের পর বছর সমস্যা হয়ে রয়ে গেছে এটা স্বাধীনতা যখন শুরু সেখান থেকেই এই সমস্যাগুলি রয়ে গিয়েছে, আর আন্দোলনের কথা বলছেন, সারা ভারতবর্ষের ইতিহাস জানেন, কিন্তু আমি জানি তাই আমি বলব যে সেটার তুলনায় আমাদের ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা অনেক শান্ত। দেখুন অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে, সেখানকার রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা ৬৫ দিন ধর্মঘট করেছে, হিমাচল প্রদেশের কর্মচারীরা ৩৫ দিন ধর্মঘট করেছে, বিহারের কর্মচারীরা ১২ দিন ধর্মঘট করেছে এবং অন্যান্য প্রতিটি রাজ্যে কর্মচারীরা দিনের পর দিন ধর্মঘট করেছে, তাদের দাবী দাওয়া আদায় করার জন্য, সেখানেও অত্যাচার হয়েছে এবং সেখানেও ঐ একই শাসক গোষ্টির লোক আছে কিন্তু এত অত্যাচার এর পরও সেই শাসক গোষ্টি সেখানে কর্মচারী-দের উপর যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল, প্রত্যাহার করে নিয়েছে ৬ মাস, ৭ মাস অথবা ১ বছর পরে। আমরা দেখছি যে এই সমস্ত অত্যাচার এবং অবিচার দিনের পর দিন ঐ সব কর্মচারীদের উপর করা হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম নূতন মন্ত্রীসভা এসেছে, পুরানো মন্ত্রী

সভার বদলে নূতন মন্ত্রী সভা এসেছে নিশ্চয় তাদের থেকে একটা নুতন দৃষ্টিভংগী পাব। আমরা আরও দেখছি যে কর্ম্মচারীদের সমিতিগুলো, আমি নিজেও জানি কর্ম্মচারীদের সমিতি-গুলো নুতন মন্ত্রী সভা আসবার পর একটা বিবৃতি দিয়েছে যে হ্যাঁ। আসুন আমরা সহযোগিতা করব। তারা আজকে সহযোগিতার কথা বলবে তাই কর্ম্মচারী সমিতিগুলোও একটা বিবৃতি দিয়ে বলেছে যে আমরাও সহযোগিতা করব। কিন্তু সহযোগীতা তো আর এক তরফ থেকে হয় না। সহযোগিতার অর্থ এই নয় যে হাড়ি কাটে গলাটা ঢুকিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করব। সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে এই যে আমাদের নিজেদের যে সব দাবী দাওয়া আছে এবং আমাদের উপর যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আছে, সেগুলি উইড্র করুন তারপর আমরা ও নিশ্চয় সহযোগিতা করব এবং সেজন্য পত্রিকাতে একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সমন্বয় কমিটি একটা চিঠি দিয়েছে চীফ মিনিষ্টারের কাছে যে আমরা আপনার সংগে দেখা করতে চাই, আলাপ করতে চাই আপনি সময় দিন এবং আরও দেখছি যে তারা মিছিল এনেছে, প্রগ্রাম এনেছে ঐ চীফ মিনিষ্টারের সংগে দেখা করবার জন্য, আলাপ আলোচনা করবার জন্য। আজকে ৪ মাস হয়ে গিয়েছে এই যে মন্ত্রী সভা হল, আর এই যে সমন্বয় কমিটি, এই যে সংগঠনগুলি তারা হাজার হাজার কর্ম্মচারী এবং শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু মুখ্য মন্ত্রী সময় পান না, তাদের সঙ্গে দেখা করবার। এই তো গণতন্ত্র করছেন তারা? এরপর আর একটা দেখেছি, দেখেছি যে এই মন্ত্রীসভা আসার পর সেই কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তারা যে লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে এবং এই সব করে আদায় করেছে সিনিয়রিটি অনুযায়ী প্রমোশান দিতে হবে, তারা এসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সিনিয়রিটি হবে না, সেটা হবে এফেসিয়েন্সী এবং এফেসিয়েন্সির ভিত্তিতে প্রমোশান হবে। এখানে মাননীয় সদস্যগণ যারা আছে, মাননীয় মন্ত্রীগণ যারা আছেন তারা না জানতে পারেন, আলাপ বললে দোষ কি? সরকারী দপ্তরের অফিসার যারা আছে তাদের কাছে এই এফেসিয়েন্সির অর্থটা কি? এফিসিয়েন্সির অর্থ হচ্ছে যে তেল দিতে পারে, যে ৩৬৫ দিনই ঐ সব অফিসারকে সন্তুষ্ট করতে পারে, সেখানে তাদের সি, আর আছে, সেই সি, আরে এই এফিসিয়েন্সি কথাটা লেখা হয়। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই এফিসিয়েন্সীর মানে হল একটা দুর্নীতির ডিপো তৈরী করবার জন্য প্রমোশনের ক্ষেত্রে যে সিনিয়রিটি ভিত্তি হবে সেটাকে খারিজ করে দিয়ে নূতন করে বলা হল যে না সেটা এফিসিয়েন্সী হবে। তারপরে আমরা দেখছি যে পে-কমিশনের কথাও তারা বলছেন, যখনই সরকার কর্ম্মচারীদের কথা বলে. তখনই বলা হয় নূতন পে-কমিশনের কথা। নূতন পে-কমিশন এর কথা বলে সরকারী কর্ম্মচারীদের এবং শিক্ষকদের ভাল করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই যে এই কমিশন করে আপনারা ত্রিপুরা সরকারী কর্ম্মচারী এবং শিক্ষকদের এত বড় সর্বনাশ করবেন, যে সর্বনাশ অন্য কোন সরকারই আজ অবধি করেন নাই ১৯৭০ সালে পশ্চিম বঙ্গে নূতন পে-স্কেল চালু হয়েছে। পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর আপনারা লেজ কাটুন আর না কাটুন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, আপনাদের যেটা খুসী, সেটা করুন। কিন্তু পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর থেকে পশ্চিম বঙ্গে যদি কর্ম্মচারীদের এক টাকাও বাড়ে, তাহলে সেখানকার পে-কমিশন অনুযায়ী সেই বেতন এখানে দিতে আপনারা বাধ্য। সেখানে আপনারা কি করছেন, ১৯৭০ সালে যেখানে নূতন

একটা পে-স্কেল চালু হয়েছে. তাতে দেখি একটা ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী, তার যে পে-স্কেল সেটা হচ্ছে ১৩৫-২২ টাকা। তাই আমরা বলছি, এই সমন্বয় কমিটি বলছে যে এই ১৯৭০ সালের পে-স্কেল চালু করে তারপর আপনারা এখানে পে-কমিশন বসান। তাতে কি হবে? এই ১৩৫-২২০ টাকা পে-স্কেল চালু করার পর পে-কমিশন যদি বসে, তাহলে সে এই ১৩৫-২২০ টাকার উপর তার সিদ্ধান্ত নিবেন। কিন্তু আপনারা যে সেই পে-স্কেল না দিয়ে সেটা বসাবার চেষ্টা করছেন। এখানে এখন ক্লাশ ফোরের যে বেতন ৬৫-৭৫ টাকা তার উপরই ঐ প্রস্তাবিত পে-কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে। এবং এতে আমরা দেখছি যে প্রতিটি কেটগরীর এ্যাম্প্লয়ী যদি তাদের জন্য ১৯৭০ সালে পে-স্কেল চালু না করে এই পে-কমিশন বসাতে চান, তাহলে তারা হাজার হাজার টাকা লুজার হবেন এবং হাজার হাজার টাকা তাদের ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আমরা তো আলোচনা করতে চাইছি, সমন্বয় কমিটি আলোচনা করতে চাইছে এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুন, আমরা তো সব সময়ে আফোসের কথা বলি। কিন্তু গত ৪ মাসের ইতিহাসে আপনাদের একটা উদাহরণ দেখাতে পারি যে সহযোগিতার হাত আপনারা প্রসারিত করেছেন, তাতে নূতন কায়দায় আক্রমণ করেছেন, সেজন্য আমি এই সব কর্ম্মচারী এবং শিক্ষকদের তরফ থেকে বলতে চাই, বন্ধু এখনও সময় আছে ১৯৬৯ সালে তৎকালীন সরকার যে ভুল করেছিল, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ১৯৭০-৭১ সালে এই সরকারকে দিতে হয়েছিল। কাজেই সেই ভুল আপনারা এই কমিশন করার মাধ্যমে করতে যাবেন না। আমরা সহযোগিতা করব, আমরা ১০০ বার বলেছি, কিন্তু সেই সহযোগিতা এই নয় যেটা আমি আগেই বলেছি যে হাড়ি কেটে মাথাটা লুকিয়ে সহযোগিতা করব, এটা হতে পারেনা। সেজন্য আমি বলব এই পে-কমিশনের নামে যদি কর্ম্মচারী এবং শিক্ষকদের সর্বনাশ করেন, ১৯৭০ সালের পে-স্কেল এখানে চালু না করে যদি এখানে পে-কমিশন বসান, তাহলে সেটা এক তরফা মনোভাবই আপনারা দেখাবেন এবং কর্ম্মচারীরা নিশ্চয় সেটা মেনে নিতে পারে না। আপনারা প্রসাসনের যে শৃঙ্খলা, প্রশাসনে যে সচ্ছলতার প্রগ্রাম নিয়েছেন, তাতে এই যে ৩০ হাজার কর্ম্মচারী থাকবে। আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তার চেহারা আজকে আমরা এখানে দেখছি না এবং আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তিনি কালকে বা ৫ বছর পরে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না, কিন্তু ত্রিপুরার কর্ম্মচারীরা সেখানে থাকবে। ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের দিয়েই এখানকার উন্নতি এবং ডেভেলাপ-মেন্ট করতে হবে তাদের মনে তিক্ততা সঞ্চার করে, তাদেরকে বঞ্চিত করে ত্রিপুরার কোন উন্নতিই করা যাবে না। সেজন্য আমি আবার এখানে আহ্বান রাখব যে নিশ্চয় আমরা হাত প্রসার করছি গত ৪ মাস ধরে আমরা বারবার চেষ্টা করছি আসুন মীমাংসা করি এবং কোন ব্যাপারেই এক ঘুয়েমী ভাব দেখবার চেষ্টা করবেন না, এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে এবং তার সম্পর্কে এই সভায় যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে তাতে কর্ম্মচারীরা বিভিন্ন দিক থেকে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকুক এটা কোন সরকারের কাম্য হতে পারে না। তবে অনেক সময়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের নেতা বলে যারা দাবী করেন, তারা অনেক সময়ে মহাভার-তের ধৃতরাষ্ট্রের মত পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে এমন সব কাণ্ড কির্ত্তন করেন, যার গর্জ্জন যেটা নাকি

সাধারণতঃ অন্যান্য কর্মচারীদের মনোপূতঃ হয় না। আর সেটা যে হয় না, তার একটা উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি যেমন উনি যখনই কর্মচারীদের সম্পর্কে বক্তৃতা রাখতে চান, তখনই দেখা যায় যে তিনি ভবেশ বাবুর কথা প্রায় বলে থাকেন। তারপরে আমরা দেখতে পাই যে সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের যে সমস্ত কর্মচারীর সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলে চাকুরী গিয়েছে, তাদের সম্পর্কে উনার কোন বক্তব্য নেই। অর্থাৎ যদি কোন কর্মচারী তাদের পতাকা তলে গিয়ে ইন্দ ক্লাব জিন্দাবাদ বলতে পারেন এবং সেই কর্মচারী যদি কোন কারণে ছাঁটাই হন, তাহলে তাদের কোন প্রয়োজন পড়বে না। তার প্রমান আমি নিজেই। আমি যখন রাম ঠাকুর স্কুলে চাকুরী করি, তখন আমাকে এড হক কমিটি একটা ছাটায়ের নোটিশ দিলেন এবং সেই সংগে আরও ৭ জনকে ছাঁটায়ের নোটিশ দিলেন। সাত জনের মধ্যে ৪ জনকে কো-অর্ডিনেশান কমিটি অনেক চেষ্টা চরিত্র করে তাদের আবার চাকুরী পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি আরও অন্যান্য ২ জন শিক্ষক যারা নাকি তাদের সংগে ইন্দক্লাব জিন্দাবাদ বলতে নারাজ এবং কোন তাবেদার গোষ্টিতে আমরা যেতে নারাজ, কেন না আমরা জানি এই যে ইন্দক্লাব ধ্বনিটা, এটা একটা বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহৃত হত তাদের জন্য তারা কিছু করতে রাজী নয়। তার প্রমান শুধু আমি একাই নয়, আরও কয়েক জন আছেন যেমন কড়াইয়ামুড়া স্কুলের শিক্ষক যোগেশ দেবনাথ, উনি দীর্ঘদীন যাবত তাদের পিছনে ঘুরলেন এবং ঘুরার পর এই যে কো-অর্ডিনেশান কমিটি যার দুইটা চোখই অন্ধ, তাকে বারবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু তারা তার জন্য কিছু করতে রাজী হল না। পরে অবশ্য আমাদের এ, টি, টি, এ যেটা বে সরকারী শিক্ষক সমিতি, তাকে ৫০০ টাকা সাহায্য দিলেন এবং সেই সংগে স্কুলের কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করে, আলাপ আলোচনা করে ..

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার, পয়েণ্ট অব অর্ডার। উনি এমন ভাবে কথা বলছেন যে সমন্বয় কমিটি যেন চাকুরী দিতে পারে, কিন্তু চাকুরী দিবে সরকার।

শ্রীমধুসুদন দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু তাই নয়, তাদের কোন লোককে যদি বদলী করা হয়, তখনই একটা চীৎকার করে উঠবে যে সে আমাদের সংগঠনের কর্মকর্তা তাকে বদলী করলে আমাদের সংগঠনের পক্ষে অসুবিধা হয়। কাজেই তাকে বদলী করা চলবে না। কিন্তু এই বদলীর ব্যাপারে সরকারের একটা সুনির্দিষ্ট নীতি আছে, সেটা হচ্ছে এই যে যারা সরকারী কর্মচারী তারা অনেকে শহরে থাকেন এবং বাড়ীঘরে থেকে বছরের পর বছর চাকুরী করে যান আবার এমন কর্মচারী আছে যারা মফস্বলে বছরের পর বছর চাকুরী করে যান, তাদের, কিন্তু শহরে বদলী হয়ে আসার সুবিধা নেই। তাই সরকার নীতি নিধারণ করেছেন যে যারা বাইরে থাকবে তাদের কয়েক বছর অন্তর অন্তর শহরে বদলী করা হবে যাতে করে তারা শহরের সুখ সুবিধা পান, আর যারা শহরে আছেন তাদেরকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর বাইরে বদলী করবেন যাতে বাইরে যেসব অসুবিধা আছে, সেগুলি তারা ভোগ করতে পারেন। কিন্তু এটা কোন কথা নয় যে একজন সারা জীবন শহরে চাকুরী করে যাবে, আর শহরের সুখ সুবিধা ভোগ করবে আর বাকীরা গ্রামে থেকে থেকে শহরের কোন সুখ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না। কাজেই তারা যে এখানে বদলীর ব্যাপারে চীৎকার করছে, এটা মোটেই ঠিক

নয়, কেননা কর্ম্মচারীদের সমিতি তো ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বত্রই আছে এবং সমিতি করার কারো যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে সে যেখানে বদলী হবে, সেখানে গিয়েও সমিতি করতে পারবে। এতে কারো কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে আমি পশ্চিমবঙ্গের একটা উদাহরণ দিতে পারি, সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কর্ম্মচারীরা যখন মিছিল করে বিধান সভায় আসল তখন সুবোধ দত্ত সেই মিছিলে ছিলেন না, তিনি তো ছিলেন পুলিশ কর্ম্মচারী সমিতির একজন সেক্রেটারী মাত্র। সেখানে পুলিশ না হয়ে, অন্য কোন লোক বিধান সভায় ঢুকতে পারে, আর যদি বা পুলিশ বিধান সভার মধ্যে ঢুকে তাহলে সেখানে আইন ভঙ্গ করা হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল জ্যোতিবাবু সেখানে ঐ সুবোধ দত্তকে শাস্তি দিলেন শুধু তাই নয় স্যার উনি বলেছেন আর একটি কথা যেটি আমি মনে করি অযৌক্তিক এবং এটা প্ররোচনামূলক কথা যে সরকার কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। আমি মনে করি সরকার এবং সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে যে কথাটা হচ্ছে সেই সরকারের উপর কর্ম্মচারীদের অধিকার রয়েছে কারণ এই সরকারকে সরকারী কর্ম্মচারীরাও ভোট দিয়েছে এবং নির্বাচিত করেছেন। কাজেই সেই কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণার প্রশ্ন উঠে না। সরকার যদি মনে করে যে এই কর্ম্মচারী সরকারের স্বার্থে কাজ করছে না তাহলে তাকে ছাঁটাই করতে পারে সেখানে অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণার কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। এই কথা বলার অর্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা প্ররোচনা সৃষ্টি করা এবং কর্ম্মচারীদের বুঝিয়ে দেওয়া যে সরকার তোমাদের জন্য কিছু করছে না। আজকে আমাদের এখানে এই ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হয়েছে এবং এখানে পে কমিশান করা হচ্ছে সরকার তাঁর কর্ম্মচারীদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কথা আমাদের চিন্তা করলে সেখানে সরকারের চেষ্টাকে ব্যাহত করা হবে মাত্র। যেখানে কর্ম্মচারীদের পে কমিশানের রিপোর্ট অপেক্ষা করা দরকার। সেখানে তারা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে না তা যদি করতো তাহলে আজকে এই গরমের মধ্যে এই অজয়বাবু বিধানসভার অধিবেশনে পীচের রাস্তা দিয়ে তাদের নিয়ে না আসলেও পারতেন। সেখানে ৫ জন লোকের একটি ডেপুটেশান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসতে পারতেন এবং মুখ্যমন্ত্রী বসেছিলেন ১২টা পর্য্যন্ত কিন্তু সেখানে একজন এলেন অজয় বিশ্বাস কোর্ডিনেশান কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল (গণ্ডগোল) তারা আজকে ভয়ে আসছে যদি সমন্বয় কমিটি থেকে তাদের শাস্তি দেওয়া হয় সেই ভয়ে এসেছে। এই বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই হাউসের মাননীয় অজয় বিশ্বাস যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব যে আকারে এই হাউসে এসেছে এবং সেই প্রস্তাবের পক্ষে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি সমগ্রভাবে কর্ম্মচারীদের কল্যানের জন্য এই রকম কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা রাখতে পারেন নাই। কাজেই এই প্রস্তাব এই আকারে না এসে যদি তাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আসতো তাহলে আমরাও দেখতাম কারণ আমরাও কর্ম্মচারী-দের বিরুদ্ধে নই তাদের সুষ্ঠু ট্রেন্সফার হউক তাদের সিনিউরিটি ঠিক ভাবে রক্ষা করা হউক তাদের ঠিকভাবে প্রমোশান দেওয়া হউক এইগুলির বিরুদ্ধে আমরা নই। কাজেই এইভাবে

না এসে যদি সেই প্রস্তাবটি অন্য ভাবে আসতো তাহলে গ্রহণ করতে পারতাম। সেজন্য এই প্রস্তাবটির বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি আরও বিভিন্ন কারণে এই প্রস্তাবের মধ্যে আছে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক কেন প্রত্যাহার করা হউক—প্রশাসনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য। যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ভাবে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে সেটি প্রত্যাহারের কোন যুক্তি কোন রেস্পন্সিবল সদস্য রাখতে পারেন না কেউই পারেন না তাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের সদস্য মধুসূদন দাশ কোন ভনিতা না করে, অতি রঞ্জিত না করে, হাউসে কারও নাম বলা হয় না, বলে কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন, সেইগুলি যদি হয়ে থাকে, যদি সেটা সমন্বয় কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের ইচ্ছায় আরম্ভ হয়ে থাকে, তাহলে এই আমরা সমর্থন করতে পারি না। আজকে অজয়বাবু, তিনি একজন জনপ্রতিনিধি, তিনি সমন্বয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারীও বটে, তিনি কতকগুলি উদাহরণ এখানে রেখেছেন, যে ত্রিপুরার কর্ম্মচারীরা আন্দোলন করেছেন ১৯৬৫ সালে ধর্ম্মঘট করেছেন, মিছিল করেছেন, এবং তাদের দাবী দাওয়া পূরণ করা না হলে পরে তারা বৃহত্তম আন্দোলন করবেন, কিন্তু তিনি একজন প্রতিনিধি হয়ে একথা কি বলতে পারেন, যে কর্ম্মচারীরা বছরের পর বছর ধর্ম্মঘট করুক, কোন কর্ম্মচারী, কোন সৎ মানুষ. কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, যার ভারতবর্ষের তথা ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নের সদিচ্ছা আছে, সে এইরকম ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন না। তাদের কি এই ইচ্ছা, যে সরকার বিপদগ্রস্থ হউক, প্রশাসনের কাজকর্ম্ম সব ভেঙ্গে পড়ুক? তাঁদের নীতি হচ্ছে লণ্ডভণ্ড করে দে মা লুটেপুটে খাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই প্রস্তাব আমাদের হাউসে যে আকারে আসা উচিত ছিল, সেই আকারে আসে নাই, সেইজন্য সমর্থন করতে পারি না। তিনি যে কথাটা বলেছেন যে বৈষম্যমূলক ভাবে ট্রান্সফার করা হয়, সমন্বয় কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের ট্রান্সফার করা হয়, অন্যদের করা হয় না, এ কথাটা তিনি বলেছেন. কিন্তু আজকে একজন লোক সদরে বসে বছরের পর বছর চাকুরী করছেন, তারা সমন্বয় কমিটির লোক কিনা আমি জানি না, কারণ আমার অনুমান হয় তারা সমন্বয় কমিটির লোক কারণ তাদের আমি মিছিলে দেখতে পাই, তাদের যদি বদলী করা হয়, তাহলে কি দোষের হতে পারে আমি বুঝি না। কারণ কার ইচ্ছা হয় না যে আমি সদরে বসে, আগরতলা শহরে বসে কাজ করি। কিন্তু তাদের দেখতে হবে যে, যেসমস্ত কর্ম্মচারী আজকে মাঠে ঘাটে অমরপুর, সাব্রুম কাজ করছেন, যেসমস্ত জায়গাকে ডিফিকাল্ট এরীয়া বলে ডিক্লেয়ার করতে চাচ্ছেন, সেই সমস্ত কর্ম্মচারীদের বাড়ীঘর এবং পরিবার বর্গের কথা চিন্তা করে তাদের বছরের পর বছর সেখানে রাখা কি ঠিক হবে? কিন্তু তারাতো সদরে আসতে পারে না, কারণ তারা তাদের কথা বলতে পারে না। (রেড লাইট)। কাজেই এই বলতে চাই না। এইভাবে প্রস্তাব রাখলে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা। পাঁচ মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে কর্মচারী, শিক্ষক ও শ্রমিকদের ছাঁটাই, সাময়িক বরখাস্ত, বেতন কর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রশাসনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার যে প্রস্তাব অজয় বিশ্বাস মহাশয় এখানে এনেছেন, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দেখুন তত্ত্বগতভাবে যদি জব সেটিসফেকশানেরকথা বলা হয়, সেই জব সেটিসফেকশানের পেছনে কতকগুলি কনডিশান বিরাজমান থাকে যেমন সুষ্ঠু বেতন নীতি, চাকুরী ক্ষেত্রে নানাধরনের সুযোগ সুবিধা, চাকুরীর নিরাপত্তা, এর সংগে সংগে রুচীর প্রাধান্যতা, এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রবেশের যথার্থ সুযোগ। আমরা দেখছি যে রুচা প্রবণতার যথার্থ সুযোগ এখানে নেই, সুতরাং জব সেটিসফেকশানের কথা যে বলা হচ্ছে, সেই জব সেটিস-ফেকশান আসবে না কিন্তু জব জাজমেন্ট আসতে পারে, সেই জব জাজমেন্ট আসতে গেলে যে কণ্ডিশানগুলির কথা বলেছি, সেগুলি একজিষ্ট করতে হবে তা না হলে জব জাজমেন্ট হয় না। জব জাজমেন্ট একপক্ষ থেকে কোন কিছু করা হয় না দুই পক্ষের চেষ্টার এবং সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে জোর করে নিজের ইচ্ছাটাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যদি তাই করা হয়, তাহলে পরে নানারকমের বাধার সৃষ্টি হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারীরা আজকে আন্দোলনের পথে নেমেছেন, হঠাৎ করে তাঁরা নেমে আসেন নি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা জাজমেণ্ট চেয়েছিল, দিনের পর দিন বঞ্চনার স্বীকার হয়ে, তার বিরুদ্ধে আজকে তাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছেন, আজকে সভা হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে, আজকে তাঁরা বিধান সভা অভিযান করেছেন, সেই সম্পর্কে অনেক কথা শুনছি কিন্তু আমরা দেখছি সরকারের বিবেচনার যে দীর্ঘ সুত্রতা এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, এর পেছনে রয়ে গেছে শ্রমিক কর্ম্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন, তাদের সেই মিছিল করার, ধর্ম্মঘট করার অধিকার রয়ে গেছে, কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে তাদের সেই অধিকার রক্ষিত হচ্ছে কি? সর্বক্ষেত্রে রক্ষিত হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে তা খর্ব্ব করা হচ্ছে। কর্মচারীদের প্রবলেমগুলি সলিউশানের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা, সেটা ঠিকভাবে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কর্ম্মচারীদের রাজনীতি করা সম্পর্কে একজন সদস্য বলেছেন কর্মচারীরা রাজনীতি করতে পারেন কি না, সঙ্গত প্রশ্ন। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে দেখছি সমস্ত নাগরিকের জন্য রাজনীতিক অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে, কর্ম্ম-চারীরা ভোট দিতে পারে, তাদের একটা চিন্তাধারা নিশ্চয়ই থাকবে, কাকে ভোট দেবে সেটা তারা ঠিক করবে, কিন্তু সেই চিন্তাধারাকে তাঁরা প্রকাশ পারবেনা, এটাকি ফ্রিডম অব স্পীচ খর্ব্ব করার কথা নয়. ফ্রীডম অব স্পীচ. কার্টেল করা হল না, ফণ্ডামেন্টাল রাইট কি কার্টেল করা হল না? মটর ষ্ট্যাণ্ড দাঁড়িয়ে যখন কংগ্রেসের পক্ষ নিয়ে কোন কর্ম্মচারী বক্তৃতা করলেন তখন এটা রাজনীতি করা হল না, কিন্তু অন্যপক্ষ থেকে যদি বক্তৃতা করা হয়, তাহলে রাজ-নীতি করা হল, এবং সেটা শাস্তির উপযুক্ত হল, এটা কেমন ধারার রাজনীতি সেটা আমি বুঝিনা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা ভোট দেয়, তাদের মধ্যে কর্ম্মচারীও থাকে, তারা কংগ্রেসকেও ভোট দিতে পারে, অকংগ্রেসকেও ভোট দিতে পারে, কিন্তু তারা তাদের পলিটিক্যাল মত

প্রকাশ করতে পারবে না, এটা বিবরণের কথা আমি সেটা বুঝিনা। আমরা দেখলাম কর্ম্মচারী অনেক সাসপেণ্ড হয়েছে, মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস সাসপেনশানের কথা বলেছেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, সেই সাসপেনশানের পিছনে কি ছিল, তাদের সেটা জাননো হল না, তাদের কোন চার্জ্জ সীট দেওয়া হল না, হঠাৎ সাসপেনশান করা হল, কি কারণে তাদের দোষ ঘটল সেটা তাদের বলা হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় নির্বিচারে তাদের সাসপেণ্ড করা হল। অমরপুর পি, ডব্লিও,র হেডক্লারককে সাসপেণ্ড করা হল, তার কোন কারণ সে জানেনা এই রকম অনেক আছে, খোয়াই সেটেলমেন্ট কর্ম্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হল, বেশ কিছু দিন সে সাসপেনশানে ছিল, অর্ধাহারে অনশনে তার দিন কেটেছে, তাকে সাসপেনশান পিরিয়ডে যে বেতন দেওয়ার রীতি আছে, বেতনের একটা অংশ পাবে, সেটাই হেল্ড আপ করে রাখা হয়েছে, যখন দেখা গেল নির্ব্বাচন শেষে সেই সাসপেনশান তার উইদ ড্র করে নেওয়া হল, তাকে তখন সেখান থেকে আরবিট্রারী ট্রান্সফার করা হল,এই ট্রান্সফারের কোন সুষ্ঠু নীতি নেই (রেড লাইট)। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আর কয়েকটা মিনিট সময় দিন।

নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি অনেক ট্রান্সফার হয়ে গেছে। হোম ফ্যাসিলিটি বলে আমরা একটা কথা শুনি, কিন্তু স্বজন ছাড়া নৈব নৈব চ।

মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস একটা ট্রান্সফারের কথা উল্লেখ করেছেন। তার নাম আমি বলছি—কন্দর্প ভট্টাচার্য এবং তার পরেও তার ছোটভাইকে ট্রান্সফার করা হয়। একটা পরিবারের উপর নির্ম্মমভাবে আঘাত হানা হয়েছে। কে তাদের বৃদ্ধ বাবা মাকে দেখবে এই বয়সে ? সেই ব্যবস্থার কথা কি সরকারের চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। ট্রেড ইউনিয়ন যারা করেন তারা কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। এই রকম রীতি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টেরও আছে। কিন্তু এখানে আমরা একটা ডিসক্রিমিনেটরী অ্যাটিচিউড দেখতে পেলাম। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের একজন লোক তার নাম মনিময় দেববর্ম্মা। তিনি ইউনিয়ন করেন। কিন্তু তিনি এর মধ্যে কয়বার ট্রান্সফার হয়েছেন। স্বজন পোষণ এটাও ঘটে থাকে। ঘটে থাকে এজন্য বলছি যে এম, বি, বি, কলেজের হেড লাইব্রেরিয়ান শ্রী চক্রবর্তী তিনি কোয়ালিফায়েড এবং সিনিয়ার মোষ্ট। তাঁকে ট্রান্সফার করে দিয়ে আনা হল কাকে ? শ্রীকামনা ভট্টাচার্যকে। উনি কে ? আমি জানি না মাননীয় পানীয় জল বিভাগের উপমন্ত্রী মহোদয়ের আত্মীয় কিনা। নির্বাচনের আগে জানুয়ারী মাসে একবার শ্রীচক্রবর্তীর ট্রান্সফারের অর্ডার হয়েছিল। কিন্তু তখনকার শিক্ষা অধিকর্ত্তা তা বাতিল করেন। কে জানে ডাঃ জি, এন, চ্যাটার্জীর নাটকীয় ভাবে বিদায় নেওয়ার পিছনে এটাও একটা factor হিসাবে কাজ করছে কি না ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন বিভাগে কি চলছে। ১৯৭২ইং ১২ই জুলাই এর জাগরণ পত্রিকা খুলে দেখুন ষ্ট্যাটিসষ্টিকসে কি চলছে ? সেটা জাগরণ পত্রিকার ইতি কথায় বেড়িয়েছে। অন্য দিকে সুষ্ঠু নীতি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি ১২৪১৪(১)৭১ ডেটেড ২৭।১১।৭১এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল কোন ধরণের ইন্টারভিউ ছাড়া। এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিরুদ্ধে বেকার সমিতির যুবকরা ডিরেক্টার অব ম্যানপাওয়ারকে লিখল। কিন্তু তার তদন্ত কোথায় ? আমি ঐ সঙ্গে আর একটা কথা বলছি যে কিভাবে এমপ্লয়ীজদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এম, বি. বি, কলেজের একজন অধ্যাপক তিনি

রেগুলারলী অ্যাপয়েন্টেড এবং কনফার্মড। কোন কারণ না দর্শিয়েই তার ডেট অব কন্‌ফার্মেশন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনটা ঘটেছে। কিন্তু আমি বলছি যে ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে পে স্কেল রিভিশান করা হয়েছিল ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে না এবং এটাও কর্ম্মচারীর প্রতি একটা আঘাত। আঘাত এই জন্য বলছি যে আগে ইনট্রডিউস করুন। ইনট্রডিউস করার পর পে কমিশন বসান। তাহলে কর্ম্মচারীদের পক্ষে এটা মঙ্গল হবে। আর আসল কথা কর্ম-কর্ম্মচারীদের উপর থেকে শাস্তিমূলক যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করতে হবে এবং মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস যে প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করার আগে বলতে চাই যে সত্যিকারের যে দুর্নীতিবাজ তাদের বিরোদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কর্ম্মচারীদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য যে আন্দোলন করেছে তার জন্য যে দমন পীড়ন করার ব্যবস্থা সেগুলি প্রত্যাহার করতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে কয়েকটা কথা বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করছি যে এই কর্ম্মচারীদের যে গ্রিভেন্‌স রয়েছে সেই গ্রিভেনসগুলি অবিলম্বে দূরিভূত করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যে সমস্ত কর্ম্মচারী দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয় তার পক্ষে কেউ বলবে না এই কথা আমি বিশ্বাস করি। তাই সাধারণতঃ যে কর্মচারীদের মধ্যে যে গ্রিভেনস আছে সে সমস্ত গ্রিভেনস যেন তাড়াতাড়ি দূর করা হয়। আমি একটা ঘটনার কথা বলব। আমাকে বিলোনীয়ার কোন এস, ডি, ও, কোন এক সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অনেক দুর্নীতির কথা রিলিফের ব্যাপারে শুনি। আপনারা কি কিছু শোনেন? আমি বললাম অনেকের নাম শুনেছি, একদম শুনি না এই কথা বললে ভুল হবে। তবে যাই হয়ে থাকুক যারা প্রকৃত উদ্বাস্তু তাদের একটা লিষ্ট দিতে পারি যারা ঠিকভাবে উদ্বাস্তু হিসাবে আছে অথচ এখনও উপযুক্ত পরিমানে সাহায্য পায় নাই। কাজেই আমি জিনিষটাকে এই ভাবে বিবেচনা করার জন্য বলব। সমস্ত জায়গাতে দুর্নীতি পরায়ণের মেজরিটি কোথাও নেই। দুনিয়ার সব জায়গাতেই শান্তিপ্রিয়দের মেজরিটি। কাজেই এই দিক থেকে জেনারেল গ্রিভেনসগুলিকে দুর করা উচিত। একটা গণতান্ত্রিক দেশের সমস্ত মানুষেরই রাজনীতি করার অধিকার আছে এবং থাকা উচিত এবং সেই অধিকার না থাকলে কোন অধিকারই তাদের থাকে না। কাজেই তাদেরও রাজনীতি করার অধিকার সহ এই দাবীকে আমি সমর্থন করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি। এই প্রস্তাবটা সরকারকে একটা ঢালাও হুকুম দেওয়া হয়েছে যে ত্রিপুরা সরকার তার কর্ম্মচারী শিক্ষক ও শ্রমিকদের ছাটাই, সাময়িক বরখাস্ত, বেতন কর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে প্রশাসনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হউক। এটা একটা ঢালাও হুকুমের মত। অর্থাৎ তার মতে আমাদের প্রশাসনে এখন কোন স্বাভাবিক অবস্থা নেই। কিন্তু তার এই কথাটা সত্য নয়। তবে কিছু সংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারী যে

প্রশাসনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল সেটা আমাদের জানা আছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার সেটাকে ক্রমশঃ স্বাভাবিক করে এনেছে। আমরা দেখেছি যে গত ২ | ৩ বছর কিছু সরকারী কর্ম্মচারী বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রশাসনের মধ্যে যে একটা উশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করেছিল, সেটা শুধু আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার বলেই সহ্য করেছে। চীনে বা রাশিয়াতে যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরণের আচরণ করত, তাহলে সেখানে তাদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত। আমাদের সরকারী কর্ম্মচারীদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে কিন্তু তাদের রাজনীতি করার কোন অধিকার আছে কি না সেটা আমার জানা নেই। আমরা যেটা জানি সেটা হচেছ যখন সরকারী চাকুরী নেন, তখন তারা সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত থাকবেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ভাল কর্ম্মচারী আছে, এটা আমি স্বীকার করি কিন্তু কিছু এমন কর্ম্মচারী আছে যাদের সংখ্যা খুবই নগন্য, তারা আমাদের সমস্ত কর্ম্মচারী সমাজকে বিপদে ফেলবার জন্য চেষ্টা করছেন। গত নির্ব্বাচনে প্রমানিত হয়েছে যে সরকারী কর্মচারীদের একটা বিরাট অংশ আমাদের সাথে আছে। আমরা জানি যে শুধু সরকারী কর্ম্মচারীই নয়, অন্যান্য কর্মচারীদেরও কিছু না কিছু একটা দাবী দাওয়া আছে, এবং তারা সেগুলি স্বাভাবিক ভাবে সরকারের কাছে দাবী করতে পারেন এবং সেজন্য তাদের সমিতিও রয়েছে, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা হচেছ সরকারী চাকুরীও করব আবার রাজনীতিও করব, এটা হয় না, এক সংগে এই দুটি কাজ করা সম্ভব নয়। এখানে যে নৃপেন বাবু আছেন, তিনি প্রাক স্বাধীনতা যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে জড়িত আবার আমাদের এইদিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছেন এবং আরও অন্যান্য অনেক আছেন যারা প্রাক স্বাধীনতা যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে জড়িত ছিলেন। তারা প্রত্যেকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতি করে আসছেন এবং এটাই তাদের পেশা। কিন্তু সরকারী চাকুরীও করব, আবার রাজনীতিও করব আর জনসাধারণ অফিসে গেলে তাদের সঙ্গে কথা বলব না, আবার কোন কর্ম্মচারী ১০টা ৫টা হাজিরা দিয়ে অতিরিক্ত ওভার টাইম নেবেন, এই সমস্ত কর্ম্মচারী যারা, তারাই এই প্রশাসনকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। সরকার তাদের সমস্ত দাবী দাওয়া মেনে নিবেন এবং তাদের পে স্কেলে যে এনামলী রয়ে গিয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র, সেগুলিও সরকার পূরণ করে দেবে, অথচ সরকার তাদের থেকে প্রয়োজনীয় কাজ আদায় করতে পারবে না, এটা তো আর হতে পারে না। আগে ১৯৫০-৫১ সালে ত্রিপুরাতে কর্মচারীদের যে বেতন ছিল, সেটা আজকে অনেক বেড়ে গিয়েছে অন্ততঃ কয়েক গুণ বেড়েছে, আর সেই সঙ্গে জিনিষপত্রের যে দাম বাড়েনি সেটাও আমি অস্বীকার করছিনা। কাজেই যারা বেতন ভোগ সরকারী কর্ম্মচারী তাদেরকে উস্কানী দেওয়াটা আমরা বিরোধী দলের থেকে কখনও আশা করতে পারি না। সরকারী কর্মচারীকে সরকারী কাজের সুবন্দোবস্তের জন্যই এখানে সেখানে ট্রেন্সফার করা হয়ে থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে একজন বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে ট্রেনসফার করা চলবে না, যেহেতু সেই সংগঠনের কাজের সঙ্গে জড়িত। আবার কর্ম্মচারীদের সমিতির কাছ থেকেই দাবী আসছে

যে যারা এক জায়গায় বেশী দিন চাকুরী করছে, তাদেরকে অন্যত্র বদলী করতে হবে, বিশেষ করে যারা অনেকদিন ধরে মফঃস্বলে আছে তাদেরকে শহরাঞ্চলে বদলী করতে হবে। তারপরে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রমোশনের দাবী উঠেছে। কিন্তু আমি বলব এর কোন অর্থ হয় না। কারণ এফিসিয়েনসী না থাকলে প্রমোশন হতে পারে না। কাজেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একটা মাত্র রাজনৈতিক দল এই কর্ম্মচারীদের নিয়ে খেলা করছে এবং তারা কর্ম্মচারীদের বিপথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা জানি যে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী যারা আছেন, তাদের অধিকাংশই সরকারের অনুগত কাজেই তারা যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাদেরকে বিপথে চালানো যাবে না। তারপরে মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্ম্মা আর একটা কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে জব সিকিউরিটির কথা। কিন্তু জব সিকিউরিটির প্রশ্নে কর্ম্মচারীদের যদি সেই মানসিকতা না থাকে, যেমন বেতন নেব অথচ কাজ করব না, জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় সার্ভিস দেব না, যেটা বিভিন্ন অফিসে এবং সেক্রেটারিয়েটে দেখছি এই যদি চলতে থাকে, তাহলে তাদের জবের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করলেও সরকারী কাজের কোন উন্নতি হবে না। কাজেই সরকারী কর্ম্মচারীদের আগে কাজ করতে হবে, সরকারী কর্ম্মচারীরা নিজেদের পাবলিক সার্ভেন্ট মনে করে তাদের সহযোগিতা এগিয়ে যেতে হবে এবং তারপরই সরকার ঠিক করবেন তাদের জব সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেটার বিরোধীতা করছি। কেন না, সরকারী কর্ম্মচারীরা রাজনীতি করবে এবং তাদের রাজনীতি করার অধিকারের যে দাবী সেটা আমরা মানি না। কারণ আমরা নির্ব্বাচনের সময়ে দেখেছি যে সরকারী কর্ম্মচারীরা কোন এক রাজনৈতিক দলের হয়ে বিভিন্ন ভাবে সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করে। কিন্তু আমরা জানি যে যারা সরকারী কর্ম্মচারী তারা শুধু সরকারের কাজই করবে। সরকারী কর্ম্মচারীরা যদি রাজনীতি করতে গিয়ে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের অনুগত হয়ে কাজ করে, তাহলে সরকার যে রাজনৈতিক দলেরই হউক না কেন, সেই সরকারের কার্য্যক্রমকে বাঞ্চাল করবার জন্য তারা চেষ্টা করতে বাধ্য। কেন না আমরা দেখেছি বিভিন্ন সাব-ডিভিশান শহরগুলিতে সরকারের যে সব কর্ম্মচারী আছে, যাদের উপর সরকারের নীতি বিভিন্ন কার্য্যক্রম ইমপ্লিমেন্টেশানের ভার থাকে, তারা যদি রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হন তাহলে সেগুলি বাস্তবে রূপায়ন করা কোন মতেই সম্ভব হয় না। এখানে সেই রকম একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি, সেটা হচ্ছে লোনের ব্যাপারে, এই লোনের ব্যাপারে সাধারণ একজন কৃষক যখন অফিসে যান, তখন সেখানে যে কর্ম্মচারী থাকেন, তার দ্বারা তারা নানাভাবে হেস্তনেস্ত হয়। এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে হয়ে থাকে এবং ত্রিপুরাতেও এই ধরনের কাজের উদাহরণ দেওয়া খুব একটা অসুবিধা হবে না। কাজেই রাজনৈতিক চরিত্র চরিতার্থ করার জন্য একটা হীন চক্রান্ত আজকে কোন কোন মহলে চলছে, এবং এটা রোধ করা যে কোন গণতান্ত্রিক সরকারেরই কাম্য। তারপরে বিরোধী দলের একজন বন্ধু বলেছেন যে বিলোনীয়া স্কুলের হেড মিসট্রেজ কংগ্রেসী দলের হয়ে দিনের পর

দিন সেখানে নির্ব্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন। কাজেই কংগ্রেসের দিকে যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে আপনাদের তো অনেক আছে। কর্ম্মচারীরা তাদের বেতনের ব্যাপারে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবে দাবী করতে পারে, তার জন্য তাদেরকে অফিসের কাজের ব্যাঘাত করে তাদেরকে রাস্তায় নামিয়ে এনে মিছিল করা উচিত নয়। কিন্তু তা সত্বেও আমরা অনেক সময়ে দেখতে পাচ্ছি যে সেই রকম অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে। তার কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু সংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারী নিজেদের একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত করে সেই দলের রাজনৈতিক চরিত্রকে চরিতার্থ করবার জন্য সরকারের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকে বানচাল করবার চেষ্টা করছে এবং সেই সংখ্যাটা যদিও নগন্য তাহলেও সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই এবং সরকার সেটা করতে বাধ্য। আজকে সমন্বয় কমিটি যে ভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে লড়াই করতে চাইছে, সেই রকম গ্রামের মধ্যে যারা দিনের পর দিন কষ্ট করছে তাদের কথা তারা একবারও চিন্তা করছেন না। এছাড়া যারা ফিলড ওয়ার্কাস এবং অন্যান্য শ্রেণীর কর্ম্মচারী, তাদের কথাও তারা চিন্তা করেন না। তারা শুধু যারা বিভিন্ন হেড কোয়ার্টারে থাকেন, তাদের কথাই সব সময়ে চিন্তা করে থাকেন এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। তাই সরকারী কর্মচারীদের যদি রাজনীতি করার সুযোগ থাকে তাহলে সরকারী পরিকল্পনাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে হতে পারে না সেজন্য আমি এর বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে সরকার কর্মচারীদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করার জন্য সচেষ্ট নয়, সরকার জনসাধারণের অভাব অভি-যোগগুলি দূর করার জন্য চিন্তা করছেন এইসব বলে তারা কর্মচারীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা এবং অভাব অভিযোগগুলি সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং সচেতন বলেই সরকার জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন এবং জনসাধারণও আজ তাদের এইসব ভাওতায় না ভুলে সরকারের সঙ্গে সংযোগিতা করছেন। গত নির্ব্বাচনের মাধ্যমেই জনসাধারণ তার স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। উনারা বলেছেন ভিলেজ মাদারদের কথা তাদের বেতনের কথা উনারা বোধ হয় জানেন না গ্রামে যারা ভিলেজ মাদার আছেন তাদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আর এমন যদি কেউ থাকে যে ৬ বা ১০ বছর যাবত ট্রানসফার হতে পারছে না এমন লোক যদি থাকে তাহলে তার ব্যবস্থা করতে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাব সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। আলোচনার মধ্যে কাজের কথাও আছে আবার আক্রমণও আছে। আমাদের কর্ম্ম-চারী সম্পর্কে আমাদের পলিসি কি সেটি মোটামুটি বলতে পারি। গণতান্ত্রিক দেশে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ স্বীকার করেছেন যে মন্ত্রী আসবেন এবং যাবেন কিন্তু সরকারী কর্ম্ম-চারীরা থাকবেন এটা গণতান্ত্রিক দেশের লক্ষণ। কাজেই কর্ম্মচারীদের প্রস্তুত থাকতে হয়

গণতান্ত্রিক দেশের যে শাসন ব্যবস্থা মন্ত্রী সভার যে পলিসি, যে প্রোগ্রাম থাকে সেটি যাতে কার্যকরী হয় কতগুলি প্রোগ্রামের উপর দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে। জনসাধারণ সেটি জানে এবং সেটি জানে বলেই জনসাধারণ কোনটা গ্রহণ করবে কোনটা করবে না সেটি তারা বুঝে নিয়েছে এবং সেই ভাবে তারা রায় দিয়েছে। যখন রায় দিয়ে দিল এই ৫ বছরের জন্য তখন এই সরকার তার যে প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রাম সে কার্যকরী করবে। এই প্রোগ্রামকে বিশেষ দলকে নয় এই প্রোগ্রামের উপর বেইস করেই জনসাধারণ তাদের রায় দেয়। এই রায় অনুযায়ী যেহেতু এই মন্ত্রী পরিষদ একটি পলিসি জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করে তাদের আশ্বাস নিয়ে এসেছে স্বাভাবিক কারণেই তারা চায় সেই প্রোগ্রামটা কার্যকরী করার জন্য। এটা তারা জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। এবং সেই প্রোগ্রামটাকে ইমিপ্লিমেণ্ট করার জন্য গভর্ণমেন্ট হল একটা মেসিনারী এবং গণতান্ত্রিক দেশে তাদের প্রস্তুত থাকতে হয় সেজন্য। আজকে ৫ বছরের জন্য আমরা এসেছি আমরা জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি আমাদের যে পলিসি তা আমাদের কার্যকরী করতে হবে। গভর্ণমেন্ট মেসিনারী একটা আছে, যে মেসিনারীটা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এটা পার্মানেন্ট, ওরা থাকে। যতক্ষণ গণতান্ত্রিক দেশ আছে, তাদের প্রস্তুত থাকতে হয় যে যারা পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় এসেছে, ওদের যে পলিসি সেটাকে কার্যকরী করতে হবে। এই পলিসি যদি জনসাধারণের পছন্দ না হয়, পাঁচ বছর পরে তারা সেটা পালটে দেবেন, তখন কর্ম্মচারীরা নূতন ভাবে চিন্তা করবে, নুতন যারা এসেছে তাঁদের পলিসীটাকে কার্যকরী করতে হবে। কোন সরকার যারা জনসাধারণের আস্থা নিয়ে এসেছেন, তাঁরা কি এ্যালাউ করতে পারেন জনসাধারণের কাছে তাঁরা যে প্রতিশ্রুতি রেখে এসেছেন, সেই প্রতিশ্রুতি যদি কেউ কোন জায়গায় কার্যকরী করতে না দেয় বা সেখানে বাঁধার কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ? এখানে আজকে কংগ্রেস সরকার আছেন। অন্য জায়গায় সরকারও হয়েছে, সেখানে আমরা কি দেখেছি, আমরা যেটা জানতাম না, সেই ৩১১ ধারা আছে যার উপর কোন এ্যাপিল নেই, আজকে বিধান সভায় বক্তৃতা করা যাচ্ছে, আজকে মিছিল করা যাচ্ছে, কোর্টে কেস করা যাচ্ছে কিন্তু আজকে ৩১১ ধারার বিরুদ্ধে কোন ঔষধ নেই। সেটা অন্য কোন সরকারের আমলে হয় না। একমাত্র যারা বিপ্লবী, যারা কর্ম্মচারীর পক্ষ নিয়ে লড়াই করে থাকেন, তারাই সেটা এ্যাপ্লাই করেছেন সেই ৩১১ ধারা যাতে কোন প্রতিকার কোন কথা না আসে, সেইজন্য তারা বুঝতে পারেন যে কর্ম্মচারীর মধ্যে কোন পলিসী বানচাল করার অধিকার তাদের থাকে না। রাজনীতি করা যায়, কর্ম্মচারীরা চিন্তা করতে পারেন, বক্তব্য রাখতে পারেন, বলতে পারেন, কিন্তু পলিসী যদি ইমপ্লীমেনটেড না হয়, সেখানে গভর্ণমেন্টের অধিকার আছে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেওয়ার। কারণ তাঁদের জনসাধারণের কাছে কমিটমেন্ট রয়েছে, জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, দুই চারজন কর্ম্মচারীদের জন্য সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারেন না, সেখানে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে যদি কর্ম্মচারী—দুই চারজন বেসামাল কর্ম্মচারীর কথা আমি বলছি, যদি অন্যায় করে প্রোগ্রাম এবং পলিসী বানচাল করতে চায় সরকারের, তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আগেও গ্রহণ

করা হয়েছে, এখনও হবে। আজকে খাতিরের প্রশ্ন নয়, এখানে একটা প্রোগ্রামের প্রশ্ন, জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য আমরা এখানে এসেছি আমরা চাই আমাদের যে প্রোগ্রাম, নীতি সেই নীতি আমরা প্রয়োগ করব এবং কর্ম্মচারীদের ডিউটি সেটা করা, তাদের সাস্পেনশান সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলসে সেটা বলা হয়েছে, যে সেটা ইন্‌প্লীমেন্ট করতে হবে, আর যদি না করেন, আজকে যে প্রশ্ন উঠেছে, সাস্পেশান কিংবা ছাঁটাই যে কোন প্রশ্ন আসতে পারে, আজকে গণতান্ত্রিক দেশে তাদের অধিকার রয়েছে বলেই তার কারণ তাতে দেখাতে হচ্ছে। আজকে যারা গণতন্ত্র, এই ধরণের পার্লামেণ্টারী ডেমক্রেসীকে বিশ্বাস করেন না. যদি কোন দেশ থাকে, পৃথিবীতে দেখুন, সেখানে যান, সেখানে কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করতে পারে কিংবা শ্রমিকরা কোন কথা বলতে পারে, কোন অন্যায় যদি তাদের উপর করা হয়. তাহলে কোন বক্তব্য রাখতে পারে? আজকে যেহেতু এটা কংগ্রেস সরকার, যেহেতু সে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে, সেইজন্য তাদের বলার অধিকার দেওয়া হয়েছে, সে যত উপরেই থাকুকনা কেন, যদি কোন অন্যায় করে, তার এক্‌সপ্ল্যানেশান আসা উচিত, তাকে জানাতে হবে কোথায় কোথায় তার দোষ ঘটেছে, জনসাধারণের কোথায় অসুবিধা হচ্ছে, তার জন্য এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এইজন্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে বেশী, সেই ব্রিটিশ সিষ্টেম অব এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এখানে ফলো করা হচ্ছে যেখানে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এই গণতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে আরেকটা কথা রয়েছে ফ্রীডম অব স্পীচ—মাননীয় বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য বলেছে ফ্রীডম অব স্পীচের কথা, এর অর্থ এই নয় যে আমার যা খুশি তাই বলতে পারব, এই রকম অধিকার কোন দেশে নেই। গণতান্ত্রিক দেশেও তা থাকতে পারে না, ফ্রীডম একেবারে লাগামছাড়া ফ্রীডমের কোন মীনিং হয় না, কাজেই এটা বক্তৃতায় বলা যায়, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। ফ্রীডম অব স্পীচের লিমিট আছে ফ্রীডম অব স্পীচের স্বাধীনতা ততক্ষণই থাকছে যতক্ষণ না আরেকজনের অধিকার'এ হস্তক্ষেপ না করছেন। আপনার বাক্যের দ্বারা অন্য একজন যদি অসন্তুষ্ট হয়, বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সেই অধিকার স্বীকার করা হবে না, সেটা কোন দেশেই নাই, গণতান্ত্রিক দেশেও হতে পারে না। রাজনীতির খাতিরেও সেটা মানা যায় না। কর্মচারীদের জন্য যতটুকু করার আছে, সেটা করতে চেষ্টা করছি। আমরা বলছি না যে সব জায়গায় ঠিকমত চলছে, কর্ম্মচারীর কোন অভাব নেই, আমাদের কাছে যেসমস্ত অসুবিধার কথা আসছে, আমরা চেষ্টা করছি সেগুলি বিমুক্ত করতে। যেগুলি ন্যায্য কারণে ঘটেছে, কিন্তু তাদের কাছে যেটা এক্‌সপেক্ট করা হয়, আমাদের এক্‌সপেক্টেশান নয়, জনসাধারণের কাছে যেসমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম, সেইসব কাজগুলি পাচ্ছি কিনা, তার মাপকাঠিতে বিচার করতে হবে, উপরের কর্ম্মচারীই হউক আর নীচের কর্মচারীই হউক, এবং সে যত ক্ষুদ্রই হউক। আপনারা জনসাধারণের কাছ থেকে ভোট নিয়ে দেখুন, তারা কাদের কথা বলে, তারা কাদের বিরুদ্ধে বলে, তাদের অভিযোগ সেই কর্মচারীদের বিরুদ্ধে, যাদের নিয়ে দল পাকান, যাদের নিয়ে এ্যাসোসিয়েশান করেন, যাদের নিয়ে ইউনিয়ন করেন। তাদের যদি কিছু বলতে যায়, তাহলে কি অন্যায় কিছু করা হবে, তারা যদি অন্যায় করে

তাহলে কি এ্যাসোসিয়েশান দেখবে না, তাহলে কি ইউনিয়ন দেখবে না? কাজেই আমরা সেই দিকটা অন্ধকারে রেখে বাকী দিকটার কথা বলি। উপরের কর্মচারীরা নীচের কর্মচারীদের দোষ দেখছে, নীচের কর্মচারীরা উপরের কর্মচারীদের দোষ দেখছে, কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে কেউ দেখেনা যে তারও নীচে যে মানুষ রয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে দেখা দরকার। কাজেই আজকে এই প্রশ্নটা সামগ্রিকভাবে বিচার যদি করতে হয়, তাহলে সরকারকে সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের কথা বারবার শুনছি। সারা ভারতবর্ষের ষ্টেটে ষ্টেটে ক্রাই উঠেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব বেতন হার আছে, তাতা আছে তা ত্রিপুরায় দেওয়া হউক। আজকে সেই জায়গাতে বলতে পারি যে মেজরিটি কর্মচারীরাই বলতে পারবে তাদের থেকে ভোট নেওয়া হয়নি যে আমরা কি পশ্চিমবঙ্গের পে-স্কেল নেব না কেন্দ্রীয় সরকারের পে-স্কেল নেব। কোথায় সমন্বয় কমিটি কোথায় এ্যাসোসিয়েশান ছিল, তারা একবারও তো বলেন নি যে কর্মচারীদের ওপিনিয়ন নেওয়া হউক। কর্মচারীদের ডিপার্টমেণ্ট ওয়াইজতো বলা হল না, আমরা আরও শুনেছি যে কোন কোন কর্মচারী তাদের বক্তব্য রেখেছেন যে আমরা কেন্দ্রীয় হারে বেতন নেব, হয়তো সেখানে বেতনের স্কেল ভাল, সেই কারণে ওদের স্কেল আমাদের এখানে আনা হউক তারা বলেছেন। কাজেই প্রশ্নটা কেবল ত্রিপুরায় বসে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ করলেই চলবে না, আজকে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করতে হবে। যে কারণে তৃতীয় পে-কমিশন করতে হয়েছে। যদি কর্মচারীদের কোন পার্টিকুলার কেস থাকে, অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করে দেখব, কিন্তু কোন কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হবেনা, তার কোন গ্যারেন্টি দেওয়া চলেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে রেসপন্সিবল থাকবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তার উত্তর আমি দিতে চাই।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—না, রিপ্লাই স্যুড বি গিভন বাই দি মিনিষ্টার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যিনি প্রস্তাবক, তাঁর অধিকার আছে রিপ্লাই দেবার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁকে রিপ্লাই এর সুযোগ না দিতে পারেন, কিন্তু প্রস্তাবকের অধিকার আছে রিপ্লাই দেবার। আপনি রিপ্লাই দেবার সুযোগ তাঁকে দেবেন কি দেবেন না, সেটা আপনি ঠিক করুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—রিপ্লাই যদি উনি দিতে চান, সে রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব হতে পারে কিন্তু সেই রিপ্লাই দেওয়ার সংগে সংগে গভর্ণমেণ্টেরও কথা বলার অধিকার থাকবে। কাজেই এটা কন্টিনিউ করা ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় না।

Mr. Deputy Speaker :—Now the discussion is over. I am putting the Resolution to vote.

The question before the House is the Resolution moved by Shri Ajoy Biswas that—

"এই বিধান সভা সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, ত্রিপুরা সরকার তার কমচারী, শিক্ষক ও শ্রমিকদের ছাঁটাই, সাময়িক বরখাস্ত, বেতন কর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে যে সমস্ত শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন।'

The Resolution was negatived by voice vote.

Mr. Deputy Speaker :—Next Resolution is of Shri Anil Sarker. I would call on Shri Sarker to move his Resolution.

Shri Anil Sarker :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, হাউসের সামনে যে রিজল্যুশানটা আমি মোভ করতে চাই, সেটা হচ্ছে—

'এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, ত্রিপুরার তপশীলি জাতি উপজাতি ও নিম্ন আয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ডের হার দৈনিক তিন টাকা করা হোক এবং সমস্ত নিম্ন সিনিয়র বেসিক, হায়ার সেকেণ্ডারী ও হাই স্কুলে তপশীল জাতি-উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস করা হোক ও বর্তমান ছাত্রাবাসগুলির সংস্কার সাধন করে আরো প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীট বাড়ানো হোক।'

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার প্রথম কথাটি হল তপশিলী জাতি উপজাতি এবং নিম্ন আয়ের যারা ছাত্রছাত্রী তাদের যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় সেই স্টাইপেণ্ডের হার যথেষ্ট নয়। যখন স্কুল বোর্ডিং এ দেওয়া হয় ৪৫ টাকা দৈনিক দেড় টাকা করে, কলেজে যারা আবাসিক তাহাদিগকে দেওয়া হয় ৪০ টাকা করে এবং অন্যান্য বাইরে যারা থাকে তাদের ২৭ টাকা করে। আমি যতটুকু জানি যারা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে পড়ে তারা হোষ্টেলে থাকলে ৫০ টাকা এবং বাইরে থাকলে ৩৫ টাকা। এই স্টাইপেণ্ডের হারটা নির্ধারিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে। আমি ১৯৫৬ সালে কলেজে পড়তাম এবং হোষ্টেলে থাকতাম এবং একদিকে স্টাইপেণ্ড পেতাম আর এক দিকে রেশনের চাউল পেতাম। তখন যে বাজার দরটা ছিল তখন রেশনে চাল ছিল ১৮ টাকা, বাজারে চাল ছিল ২৫ টাকা। আজকে ১৯৭২ সালে সেই বাজার দর অনেক বাড়ানো হয়েছে। সেটা আমরা দেখছি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে প্রতি বছর শতকরা ৩০ ভাগ। ১৯৪৯ সালে যেখানে মূল্য সূচী ছিল ১০০ টাকা সেটা ২২৮ টাকা হয়ে গেছে। কাজেই আজকে ছাত্রাবাসে স্টাইপেণ্ড যারা পায় তাদের সম্পর্কে বিশেষত তপশিলী জাতি উপজাতি এবং নিম্ন আয়ের যারা মানুষ তাদের ঘর থেকে পড়া শোনা করতে আসে তারা বিশেষ সংকটের মধ্যে থাকে এবং স্টাইপেণ্ড নিত্য প্রয়োজনীয়

দ্রব্যের মূল্যসূচী অনুসারে বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে বিশেষত তপশীল জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে। ১৯২৪ সালে গান্ধীজী বলেছিলেন হিন্দুদের স্বাধীনতা দাবী করার অধিকার নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজের নীচ তলার মানুষগুলি সত্যি সত্যি স্বাধীনতা না পায় এবং হিন্দুরা তাদের স্বাধীনতা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, কি সংস্কারের ক্ষেত্রে, কি শিক্ষার ক্ষেত্রে একদল লোক অন্ধকারে থাকবে আর একদল লোক স্বাধীনতা ভোগ করবে, এটা হয় না। এই দিক থেকে কথাটা বলা হয়েছে। আর ১৯৬১ থেকে কংগ্রেসের যে কর্মসূচী সেটা দেখেছি যে সেখানে বলা হয়েছে আমাদের দেশের বিরাট জনসংখ্যা তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ ভুক্ত যারা এখনও চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে এরা জীবন ধারণের নুন্যতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ১৯৭২ সালে আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আজকে যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, এদের জীবন ধারণের নুন্যতম সুযোগ সুবিধা ওরা কি পেয়েছে? ১৯৭২ সালে যদি এই কথা বলি যে তাদের জীবনের সংকট আরও বেড়েছে তাহলে আপনাদের যে সমাজতন্ত্রের রথ চালাচ্ছেন সেই সমাজতন্ত্রের রথের উপরে থাকে সেইসব মানুষ যারা কাজ করে না পরিশ্রমজীবি তারাই বসে আছে সেই রথে। আর যারা রথ টানছে, যাদের ট্যাক্সে, যাদের জীবনের সংকটের উপর দিয়ে আপনাদের রথ চলছে বিশেষত তপশীল সম্প্রদায়ের লোক ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ১২ কোটীরও বেশী হবে, সংগে সংগে নিম্ন আয়ের মানুষ যারা, যাদের বলা যায় ভারতবর্ষের মেজরিটী। সেই নীচু তলার মানুষগুলি, যাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় তারা ভারতবর্ষের পিলসুজ, সভ্যতার আলো মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আলো পাচ্ছে না, তাদের গা বেয়ে তেল পড়ছে তাদের জন্য কি করেছেন? যারা এতদূর থেকে স্কুলে কলেজে আলোর সন্ধানে আসে তাদের স্টাইপেণ্ড বাড়ানোর জন্য, তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আপনারা কি করেছেন? অথচ এই মানুষগুলির জন্য, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষত তপশীলি জাতি উপজাতিদের জন্য কমিশন ফর সিডিউলড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউলড ট্রাইব হয়েছিল। তারা ১৯৬২-৬৩ সালে রিকমেণ্ড করেছিল আজকে দিনের মূল্যসূচী বেড়ে গেছে, সেজন্য তাদের ষ্টাইপেণ্ডের হার বদলাতে হবে। ১৯৬৩ সনে এসে চতুর্থ লোকসভা কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউলড ট্রাইব তারা মন্তব্য করলেন যে আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কমিশনার ফর সিডিউলড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউলড ট্রাইব মূল্যমান অনুসারে ষ্টাইপেণ্ড বাড়াবার জন্য যে রিকমেণ্ড করেছিলেন সেটাকে কার্যকরী করা হচ্ছে না। তারা থার্ড রিপোর্টের মধ্যে বলেছেন। ১৯৭০ সালে চতুর্থ লোকসভার মধ্যে সেই কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব দি সিডিউলড কাস্ট অ্যাণ্ড সিডিউলড ট্রাইব, তারা মন্তব্য করলেন যে জীবন ধারণের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কমিটি মন্তব্য করলেন যে তপশীলি জাতি উপজাতিদের ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানো দরকার। কমিটি আশা করে যে যতশীঘ্র সম্ভব এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তাহলে যে কমিটি গঠিত হয়েছে তারা বলছে এদের স্টাইপেণ্ড বাড়ানো হোক। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন এদের হরিজন। তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীতে

আপনাদের একজন কংগ্রেস সভাপতি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি একজন তপশীল ভুক্ত লোককে করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন, বিতর্ক করেছেন, আলোচনা করেছেন। কিন্তু ১৯৭২ সনেও দুই দশক আগে যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হত সেই হার কেন বাড়ানো হল না। মূল্যসূচী বেড়ে গেছে। যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় সেইটা দেওয়া হয় নিশ্চয়ই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনার জন্য। মূল্যমান বেড়ে গেছে। আমি যদি স্ট্যাটিসটিক্স দিই তাহলে খাদ্য শস্যের দাম ১৯৬০ সনে যেখানে ছিল ১০০ ১৯৭১ সনে নভেম্বর মাসে সেটা হয়ে গেছে ২১৯। মাছ মাংস ডিম যেটা ছিল ১৯৬০ সনে ১০০ সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ২৪৭ টাকায়। সরসের তেল যেটা ছিল ১৬২ এটা ২৩৫ এ এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০ সনে যেটা ছিল ১০০, ১৯৬৫ সনে সেটা হয়েছে ১০৬ এবং এখন এটা দাঁড়িয়েছে ২৩৫এ। কাপড়, যেটা ১৯৬০ সনে ছিল ১০০ আজকে দাঁড়িয়েছে ২৬৮ টাকা। ১৯৪৯ সনে যেটা ছিল ১০০ এটা ২২৮এ দাঁড়িয়েছে। দ্বিগুণ হয়ে গেছে। প্রতি বছর মূল্যমান বেড়ে গেছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদেরকে দুই দশক আগে ২৭ টাকা স্টাইপেণ্ড ৪০ টাকা করে দিয়ে মূল্যমান বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে আপনারা সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করছেন এবং তপশীল সম্প্রদায়, হরিজন, নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের লেখাপড়া শেখবার পয়সা নাই। ১৯৭০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যে পার্লামেন্টারী টিম এখানে এসেছিল তারা বলছেন তপশীলি জাতি উপজাতি এবং নিম্ন আয়ের বলেছেন, তপশীলি জাতির শিক্ষার হার হল ১৩ আর উপজাতির মাত্র ১০ এবং যারা নিম্ন আয়ের তাদের হল শতকরা ২০। কিন্তু দেখা যায় তপশীলি জাতির যারা ছাত্র প্রাইমারী স্কুলে ভাল রেজাল্ট করে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে গিয়ে তারা খারাপ হয়ে যায়। কমলপুরে পাইলট প্রজেক্ট স্কীম করা হয়েছিল। তারা শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন যে অর্থ-নৈতিক কারণে তারা লেখাপড়া শিখতে পারে না। সেজন্য আজকে আমি বলছি যে আপনারা হরিজন এবং নিম্ন আয়ের লোকদের প্রতি একটু সদয় হোন এবং নীচুতলার মানুষগুলোকে উপরে উঠতে সাহায্য করুন। সেজন্য আজকে বলছি আপনারা হরিজনদের, নিম্ন আয়ের মানুষগুলিকে যাদের সম্পর্কে আপনারা গত সেসানেও বলেছেন যে তারা ডাউন ট্রডেন পিপল, আমি আসন্ত হয়েছিলাম যে এবারের বাজেটে তাদের জন্য আপনারা কিছু করবেন। কিন্তু এখানে গ্রেন্ট দেখছি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এর জন্য অন্য হেড থেকেও টাকা আনতে পারেন অথবা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট করেও সেটা বাড়িয়ে নিতে পারেন। এখানে আজকে আরও দেখছি যে ১৯৫৬ সালে যারা টি, টি, সির মেম্বার ছিলেন, তারা তখন ১০০ টাকা করে বেতন পেতেন আর এখন দেখছি সেটা ৫৫০ টাকা পর্য্যন্ত বাড়ানো হয়েছে কাজেই আপনাদের বেতন বাড়ছে, কণ্ট্রাক্টারদের কমিশন বাড়ছে, কিন্তু ঐ যে নিম্ন আয়ের লোক যারা শিক্ষা নিতে আসে যারা তপশীলি জাতি, উপজাতি তাদের আয় কেন বাড়বে না, তাদের স্টাইপেণ্ড কেন বাড়বে না ? আমি এই বিধান সভা অনেক তপশীলি এবং উপজাতি মেম্বারদের দেখতে পাচ্ছি, তারা নানা রকমের কথা বলে থাকেন, তারা ত্রিপুরাতে এই তপশীলি জাতি উপজাতির সংখ্যা ৮ লক্ষ বলে থাকেন, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্দ্ধেক জনসংখ্যার জন্য এ । করবেন না কেন। কাজেই বাইরে গিয়ে তাদের সামনে আপনারা যে কথা বলে থাকেন, সেটা এখানে করবেন

কিনা, না তাদের সাথে বেইমানী করবেন। তাই আমি আপনাদের বিবেকের কাছে অনুরোধ করছি যে আপনারা যেন এটাকে সমর্থন করেন। তারপরে আমি যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে তপশীলি ছাত্রাবাস সম্পর্কে। এই ছাত্রাবাসের জন্য ভারতের মধ্যে যে সমস্ত কমিশন হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে যে সব ওয়েলফেয়ার কমিটি হয়েছে, সেগুলি তাদের রিপোর্টে বলেছেন যে তপশীলি ছাত্রাবাসগুলিতে প্রি মেট্রিক ষ্টেজ যাতে ওয়েষ্টেজ না হয় সেজন্য তপশীল ছাত্রাবাসগুলিতে কোচিং এর ফেসিলিটিজ দিতে হবে এবং আমরা দেখছি কেরালাতে, অন্ধ্র-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে, তামিলনাড়ুতে এমন কি দাদরা হাভেলীতে পর্যন্ত এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সেখানে মন্তব্য করেছে যে যারা এই ফেসিলিটিজ না দেবে, তাদের যেন কেন্দ্রীয় সরকার কোন গ্রেণ্ট না দেয়। কিন্তু আজকে আমরা ত্রিপুরাতে দেখতে পাচ্ছি এক হাজার স্কুলের বোর্ডিংএ কোন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নেই, তাদের কুকের কোন ব্যবস্থা নেই অথচ অ-উন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্ররা সেখানে পড়াশুনার জন্য আসে, আমাদের সরকার কি বলবেন যে দাদরা হাভেলীতে যেটা করা হল, সেটা তারা এখানেও করতে পেরেছেন কিনা? তাছাড়া দেখা যায় যে ৩৫টি ছাত্রাবাসে কোন মেডিক্যাল এটেন্ডেন্স নেই এবং এতে মনে হচ্ছে সেখানে যে সব ছাত্র পড়াশুনা করে, তাদের কোন রোগ নেই। এক একটা ছাত্রাবাসে দেখা যায় যে ৩০ থেকে ৩৫ জন ছাত্র এক সঙ্গে পড়াশুনা করছে। কিন্তু পড়াশুনা করার জন্য যে পরিবেশ গড়ে তোলার দরকার, সেখানে সেই ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া স্টাইপেণ্ডের জন্য ২।৩ মাস অপেক্ষা করতে হয়, সেজন্য দেখা যায় ভর্তি হলেও তাদের কিছুটা সুযোগ সুবিধা ওয়েষ্টেজ হয়ে যায় এবং তার জন্য রীতিমত পড়াশুনা করতে পারেন না। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সেখানে তাস খেলার আড্ডা হয়ে গেছে। তারপরে আমরা দাবী করছি প্রত্যেকটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, হাই স্কুল এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে বোর্ডিং করা হউক। ত্রিপুরা সরকার এখন পর্য্যন্ত আমাকে বলতে পারবেন না যে তারা প্রত্যেকটি গ্রামের মধ্যে স্কুল করতে পেরেছে, যদিও এখানে মাননীয় উপমন্ত্রী বলেছেন যে তারা ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবেন এবং তাহলে দেখা যাবে যে সেটা যদি চালু হয়, তবে সেই অনুসারে হাই স্কুল, হায়ার সেকাণ্ডারী স্কুল এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলের অনেক দাবী হবে। তার কারণ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে যে সব স্কুল স্থাপিত হয়েছে, সেগুলিতে দুরবর্ত্তী এলাকা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে পড়াশুনা করতে পারে না। এমন সব হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, যেগুলির কথা আমি এখানে বলতে পারি, যেমন প্রাচ্য ভারতী স্কুল যেটা নাকি শহরের উপরেই আছে, সেখানে সিডিউল্ড কাস্টদের জন্য কোন হোষ্টেলের ব্যবস্থা নেই, এই রকম আরও অনেকগুলি স্কুল আছে যেখানে ছাত্রাবাসের কোন ব্যবস্থা নেই, আবার এমনও দেখা যায় যে স্কুল আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে যে একটা গার্লস স্কুলের দরকার, সেটা করা হয়নি। কাজেই আমি বলব ত্রিপুরাতে ৪½ লক্ষ তপশীলি জাতি এবং ৪ লক্ষ তপশীলি উপজাতির জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দরকার, অর্থাৎ অর্দ্ধেক জনসাধারণ যাতে তাদের সেই সব সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা আপনারা করুন। গান্ধীজী এই তপশীলি জাতির মুক্তির জন্য অনেক কথা বলে গিয়েছেন, আপনারাও এখানে সেই গান্ধীজীর ট্রেডিশান বয়ে চলেছেন, কাজেই আপনাদের কাছে এই গ্যারান্টি চাই যে আপনারাও ত্রিপুরাতে তপশীলী

জাতি, উপজাতি এবং নিম্ন আয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে, আজকে যেখানে মূল্যবৃদ্ধি হয়ে গেছে, এটা সবাই স্বীকার করে, তাই সেই অনুসারে রিকমেণ্ডেশান যেটা আছে, সেই অনুসারে তাদের স্টাইপেণ্ড বাড়াবেন কিনা এবং আপনারা সেই জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের উপর চাপ দিবেন কিনা যে তোমাদের এই এই কমিটিগুলি এই ব্যাপারে বলেছেন এবং আমাদের ত্রিপুরা থেকে রিপ্রেজেন্টেশন পাচ্ছি যে ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়াও তাহলেই দেখব যে আপনারা সত্যিই দেশ-প্রেমিক এবং এই তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আপনাদের সত্যিই ভালবাসা আছে। কাজেই এটা আপনাদের কাছে একটা পরীক্ষা। তাই আমি আমার ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের এটাকে সিরিয়াস্‌লী গ্রহণ করবার জন্য এবং এটাকে সমর্থন করবার জন্য অনুরোধ করব। আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, এখানে এই তপশীলি জাতি এবং উপ-জাতিরাই সবচেয়ে বেশী এফেক্টেড হয়ে থাকে, তাই তাদের মধ্যে স্কুলের সুযোগ সুবিধাকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের শিক্ষা যাতে আরও প্রসারিত হয় অর্থাৎ তাদের আরও সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমি এখানে যে রিজলিউশানটা এনেছি আশা করব এটাকে এই হাউসের সকলেই সমর্থন করবেন এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য অনিল বাবু যে রিজলিউশানটা এখানে এনেছেন, এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা কথাই বলতে হয় সেটা হচ্ছে উনি এখানে গান্ধীজীর কথা বার বার স্মরণ করছেন এবং তাঁর কথা উল্লেখ করে উনি বলেছেন যে তপশীলদের সম্পর্কে উপজাতিদের সম্পর্কে যে ভার্ডিক্ট যে বক্তব্য তিনি রেখে গিয়েছেন, সেটাকে সম্মুখে রেখে তিনি আমাদেরকে কিছু বক্তৃতা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন তপশীল এবং উপজাতিদের জন্য যে গ্রেন্ট অর্থাৎ স্টাইপেণ্ড কম দেওয়া হয়, তাঁর এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। এই সম্পর্কে এই হাউসে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তিনি সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। তবে একটা বক্তব্য তার যুক্তিগুলির মধ্যে যেটা এসেছে, উনি বলেছেন এবং অনুরোধ করেছেন আমাদের এই কংগ্রেস সরকারকে যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে চাপ দেওয়ার জন্য, তার এই কথাই হচ্ছে আসল কথা। এবং আমাদের কংগ্রেস সরকার এই সম্পর্কে চেষ্টা করবে। কিন্তু তিনি এখানে একটা প্রস্তাব আনতে গিয়ে তার মধ্যে যে বক্তব্য রেখেছেন সিনিয়র বেসিক থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্কুলের মধ্যে বোর্ডিং করে দিতে হবে। কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে বোর্ডিংয়ে থাকার সম্পর্কে, কারা বোর্ডিংএ থাকবে ? এবং কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডিংএ থাকা যায়। আমরা জানি সাধারণতঃ যারা ৫ কিলোমিটারের মধ্যে নেই, অর্থাৎ তার বাইরে যারা থাকে, তাদেরকেই বোর্ডিংয়ে জায়গা দেওয়া হয়। কিন্তু সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং হাই স্কুল সব মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে সেই সব স্কুলগুলিতে ৫ কিলোমিটারের বাইর থেকে কোন ছেলে আসে না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বোর্ডিংয়ের কি প্রয়োজনীয়তা আছে ? এই দিক দিয়ে দেখলে পর তিনি হয়তো বাইরে কথা বলার সুযোগ নেওয়ার জন্যই, সাধারণ মানুষকে বুঝবার জন্যই এমন একটা প্রস্তাব এখানে এনেছেন যেটা একটা জগাখিচুরীর মত হয়েছে এবং এটা শুধু সস্তায় বাহবা পাওয়ার জন্যই আনা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর

সমাধান কিছু হবে কিনা, সেই সম্পর্কে কোন মনোযোগ না দিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটি সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে বোর্ডিং করে দিতে হবে। আর একটা কথা হচ্ছে এই বোর্ডিং সম্পর্কে যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বিশেষ করে নন-গভর্ণমেন্ট স্কুল যেগুলি আছে, সেগুলির মধ্যে বোর্ডিং এর ব্যাপারে একটা অন্তরায় ঘটে গিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে বোর্ডিং করার জন্য টাকা দেয় ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আর বোর্ডিং করে নেয় এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট। সেই সমস্যাটা কোথায়? সেটা হচ্ছে গভর্ণমেন্ট স্কুলে যখন বোর্ডিং করা হয়, তখন এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সমস্ত টাকাটাই খরচ করতে পারে, তাতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যখন নাকি নন-গভর্ণমেন্ট স্কুল এলো, তখন এইড রুলস অনুযায়ী সেই সমস্ত স্কুলকে টাকা দেওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রত্যেকটা নন-গভর্ণমেন্ট স্কুলে একটা করে ম্যানেজিং কমিটি আছে এবং সেই ম্যানেজিং কমিটি যদি সাব-সিডি না নেয়, তাহলে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের কোন হাত নেই যে সেখানে বোর্ডিং করে। এই যে একটা অন্তরায় আছে, সেটা থাকার জন্যই ম্যানেজিং কমিটিগুলি সেটা করতে পারে না এবং মেনেজিং কমিটি যদি সাবসিডি দিতে স্বাকার না করেন তাহলে সেখানে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের কোন হাত নাই বোর্ডিং করার। সরকার চেষ্টা করলেও যে রুলস আছে তাতে সরকার কিছুই করতে পারছে না। কাজেই সেগুলি দূর করার জন্য আমি মাননীয় ট্রাইবেল মিনিষ্টার এবং এডুকেশান মিনিষ্টারের কাছে অনুরোধ রাখবো বে-সরকারী স্কুলের এই সব অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য। তাহলে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা সুযোগ পাবে না অভিযোগ করার যে কোন স্কুলে বোর্ডিংয়ের সংখ্যা কম আছে বোর্ডিং আরও বাড়ানো দরকার। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এক হেড থেকে টাকা এনে অন্য হেডে দেওয়া যায় সেখানে আমিও এক মত যদি অন্য হেড থেকে টাকা আনা যায় এবং মন্ত্রী সভা তাদের উন্নতি চান আমি আশা করি নিশ্চয়ই চান তাহলে আমার মনে হয় তাঁরা এটা করবেনই। কাজেই ঐ টাকার হার বাড়িয়ে ট্রাইবেলদের স্টাই-পেণ্ডের টাকা যাতে বেশী হয় সেই সম্পর্কে আমি এই সাজেশান রাখব। তবে মাননীয় বিরোধী পক্ষের যে প্রস্তাব এনেছেন এবং প্রস্তাবে যে সাজেশানগুলি রেখেছেন সেগুলি সরকারেরই পলিসি এই কংগ্রেস সরকারেরই পলিসি এবং এই পলিসিগুলি নিয়ে নূতন করে বাহাবা নেওয়ার কোন যুক্তি নাই। এটা আমাদের পলিসি। এইগুলি আমরা করব সেখানে আমরা চেষ্টা করছি যাতে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবেলদের এই সব অসুবিধাগুলি দূর করা যায়। এবং আমি আশা করি আমার সরকার সেই দিকে নজর দেবেন। এখানে আর একটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবদের যে স্কীমটা সেটা ১০ বছরের পুরানো স্কীম আজকে ত্রিপুরার পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার কিছু কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধন করে সেই স্কীমটাকে সংশোধন করলে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব ছাত্ররা বেশী উপকৃত হবে। তাই মাননীয় সদস্য অনিল বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের মধ্যে কিছু কিছু আছে ঠিকই কিন্তু সবগুলি ঠিক নয় তাই আমি এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা। মাননীয় সদস্য আমাদের মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে কাজেই ২/৩ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করলে ভাল হয়।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের এই অধিবেশনে শাসক পার্টির অনেক মাননীয় সদস্যের মুখেই শুনেছি এই তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য অনেক মায়া কান্না হয়েছে। আজকে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন তপশীলি জাতি এবং উপজাতি ছাত্রদের পড়াশুনা সুষ্ঠু ভাবে যাতে হয় সেদিন বিবেচনা করে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের পক্ষে শাসক পার্টি'র মাননীয় সদস্যরা ভোট দেবেন কি না সেই প্রশ্ন আছে। তাঁরা অনেকবার বলেছেন আপনারা কনষ্ট্রাকটিভ প্রোপোজল আনুন আমরা সমর্থন করব। এটা কি কনষ্ট্রাকটিভ না ডেষ্ট্রাকটিভ কোন পক্ষে ভোট দেবেন আজকে সেটি পরীক্ষা হয়ে যাবে। তাঁরা কি আঁাতু বলবেন না নোজ বলবেন (গণ্ডগোল) উমাকান্ত একাডেমীর বোর্ডিং, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীনতম বোর্ডিং আমি নিজে ও সেই বোর্ডিংয়ে ছাত্র ছিলাম। আমি সেই বোর্ডিংয়ে গিয়ে দেখেছি তাদের কি দুরবস্থা। সেখানে ৫৬ জন ছাত্র বর্তমানে আছে। তাদের প্রতিদিন ১৫০ পয়সা করে দেওয়া হয় তাহলে প্রতিবেলায় পরে ১২ আনা। মন্ত্রী মহোদয়রাতো বাজারে যান না তাহলে বুঝতেন ১২ আনায় কি ভাবে এক বেলা খাওয়া দাওয়া হতে পারে। বর্ত্তমান দিনে সেটি কল্পনাও করা যায় না। আমি দেখেছি তাদের রান্না ঘরে গিয়ে ঐ ৫৬ জন ছাত্র এবং তাদের সাথে পাচক ইত্যাদিও আছে সব মিলিয়ে ৬০ জন। ঐ ৬০ জনের জন্য দৈনিক এক কে, জি, মাছ কিনা হয়। ঐ ৬০ জনের জন্য ১ কে, জি, মাছ কয় টুকরা হবে মাছের গন্ধও থাকবে কি না সন্দেহ সেই তরকারীতে। এই হল তাদের খাওয়ার অবস্থা এই খাওয়ার পরে সারাদিন স্কুলে থাকবে তারা। স্কুল শেষ করে ৪টার পরে এসে তারা কি খাবে। টিফিনের কোন ব্যবস্থা নাই। রাত্রের খাওয়া হবে ৮ টার সময়। সকালে টিফিনের কোন ব্যবস্থা নাই। এই খাওয়ার উপর পরিশ্রম করে তাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না। লেখাপড়া শিক্ষার মধ্যে একটা পরিশ্রম তাদের করতে হয়।

এই ছাত্ররা বয়স্ক যুবক তাদের স্বাস্থ এই খাওয়ার ভিতর দিয়ে পরিশ্রম করে লেখাপড়া শেখা সোজা নয়, কি রকম পরিশ্রম, এই রকম খাদ্য দিয়ে যদি বলা হয়, যে ভাল রেজাল্ট কর, তা—কি সম্ভব, তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হতে পারে এর ভিতর দিয়ে—অসম্ভব। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, দেখা যাবে এই যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, এই প্রস্তাবের পক্ষে উনারা থাকেন না বিপক্ষে তা আমরা আজকে দেখতে পাব। তাছাড়া আমি বলব যে ঘরে তাদের রাখা হয়েছে, (রেড লাইট) আপনারা যেয়ে দেখুন, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় একবার গিয়ে দেখুন সেই বোর্ডিং এর অবস্থা কি, সেই বোর্ডিং এর বেড়া নাই, ছাত্রদের সমস্ত জিনিস--কাপড় চোপড় বই, ইত্যাদি চুরি যায়, বিছানাপত্র চুরি যায়,। ব্রজলাল দেববর্ম্মা বলে একজন ছাত্র আছেন, তার সব বিছানা পত্র চুরি হয়ে যায়, কাপড়চোপড় সব চুরি হয়ে যায়, তারপর সে বাড়ী নিয়ে আসতে হয় সব কিছু নতুন করে এইভাবে সেখানে চলছে, ভেন্টিলেটার ভাঙ্গা, এইভাবে দুর্ব্বল, গরীব অনেক ছাত্রের অনেক কিছু হারানি গেছে,

বোর্ডিং এ যে কোন সময় চোর ঢুকতে পারে. এইভাবে কি পড়াশোনা হতে পারে, অসম্ভব। আমি আরও খবর পেয়েছি যে ২২-৬-৭২ তারিখে সেই বোর্ডিং এর ছাত্ররা চোর ধরেছে এবং চোর পুলিশের হাতে দিয়েছে এই ঘটনা ঘটেছে, এবং হামেশা ঘটেছে, এই বোর্ডিং যেয়ে দেখুন কি অবস্থা এই উমাকান্ত বোর্ডিং এ এই ঘটনা হামেশা চলছে। শুধু তাই নয়, এই যে বই, বিছানা পত্র চুরি যায়, তাই নয়, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদিও চুরি যায়, অথচ আজ পর্য্যন্ত সেদিকে কোন নজর নেই, বার বার শিক্ষা বিভাগের কাছে জানিয়েছে, হেড মাষ্টারের কাছে জানিয়েছে, কোন প্রতিকার নাই, সেখানে মোমবাতি জালিয়ে পড়াশোনা করতে হয়, ইলেক্ট্রিকের ব্যবস্থা নাই, কেরোসীন কিনতে হয়, কিন্তু কেরোসিনের দাম কি আপনারা সকলেই জানেন এবং মাঝে মাঝে পাওয়াও যায় না, এই অবস্থায় তাদের পড়াশুনা করতে হয়। কিন্তু এখানে এসে শুনি দংদের কথা, তাঁদের মুখে তপশীল জাতি এবং উপজাতির কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের মুখ থেকে শুনি ......

মিঃ স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দেওয়া হউক।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলব যে আমি নিজে জানি, কতগুলি ছেলে এসেছে যারা ভর্তির জন্য গ্রাম দেশে থেকে, আমি তাদের নাম বলছি—সারদা দেববর্ম্মা, সে একজন অরফেন বয়, মা, বাবা কেউ নেই, প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। আজকে তার স্থান সেই বোর্ডিংএ নাই, তার পড়াশুনা এখানেই শেষ। তার পড়াশুনা করার আর সুযোগ পেলনা, ঘরের ছেলেকে আবার ঘরেই ফিরে যেতে হল। তারপর আরও আছে, উৎপল দেববর্ম্মা, কমলাকান্ত, নরেশ দেববর্ম্মা, কেউ এই বোর্ডিং এ সীট পায় নাই, তাদের আবার সীট না পেয়ে ঘরেই ফিরে যেতে হয়েছে, পড়াশুনা করার সুযোগ তারা পেল না। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি একথা বলছি এবং আশা করব যারা আজকে তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতির জন্য বারবার কথা বলছেন, তাদের জন্য দরদ দেখাচ্ছেন, তারা আজকে নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবের পক্ষে থাকবেন। আজকে তারা আইজ বলেন না. নোজ বলবেন, তা থেকেই প্রমাণিত হবে প্রকৃতপক্ষে উনারা কি চান।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমি হাউসের সেন্স নিতে চাই। আমাদের আর মিনিট ৬ | ৭ বাকী আছে, যদি আপনারা চান, আমি সময় বাড়াতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— নেক্সট সেশান পর্য্যন্ত কন্টিনিউ করুন না......

মিঃ স্পীকার :— না সেটা সম্ভব নয়, নেক্সট সেশান পর্য্যন্ত কেরিড আউট করতে পারিনা। কারণ হাউসতো প্ররোগেড হয়ে যাচ্ছে। তবে হাউস যদি চান, তাহলে সময় বাড়িয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— তাহলে সময় বাড়িয়ে দিন।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সভায় একটা প্রস্তাব এসেছে, যে যে তপশীল জাতী এবং তপশীল উপজাতি এবং নিম্ন আয়ের যে লোকেরা, তাদের আরও বেশী বোর্ডিং এ থাকার বন্দোবস্ত করা হউক। ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানো হউক, তাঁরা এমনভাবে, এমন ভংগীতে কথাগুলি বলেছেন যেমন এই সমস্ত লোকদের জন্য দরদ :একমাত্র তাঁদেরই আছে, এবং তাঁদের কথা তাঁরাই চিন্তা করছেন আর অন্য কেউ তাঁদের কথা চিন্তা করছেননা এমনভাবে কথা-গুলি বলেছেন, এই গুলি তাঁদের চেঁচামেচি এবং মতলববাজীর মধ্য দিয়ে হাউসে একথাটা তুলে ধরেছেন শস্তায় বাজীমাত করার জন্য। (গণ্ডগোল) আসল কথা বললে তাঁদের ঘা লাগে, কারণ ওরা তাদের সত্যিকারের উপকার চায়না, সেইজন্যই সমাজের দুর্বলতম মানুষ যারা, অবহেলিত মানুষ যারা, লাঞ্ছিত মানুষ যারা' বঞ্চিত মানুষ যারা তাদের মণুষ্যত্বের অধিকার দেওয়ার জন্য মানুষের অধিকারের কথা যখন বলা হচ্ছে, তখন তাঁরা চেঁচামেচি করছেন, স'ত্যকারের ভাল তাঁরা চাননা, এটা এই চেঁচামেচির দ্বারাই বুঝা যায়। আজকে সরকার সে কথা চিন্তা করছেন, আরও বোর্ডিং নুতন নুতন বোর্ডিং তৈরী করা হচ্ছে এবং বিগত তিন বছরে ১০টি বোর্ডিং হাউস নূতন করে তৈরী করা হয়েছে যেখানে দুইশত জন ছাত্র ছাত্রীর সংস্থান করা হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে যখন এই বোর্ডিং হাউস তৈরীর কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে তখন তাঁরা এই সভায় রাজনীতির উদ্দেশ্য নিয়ে, মতলববাজীর উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যেমূলক *** একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, যারা দেশের দুর্বল মানুষ তাদের সত্যিকারের উপকারের জন্য নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এই হাউসে কোন প্রস্তাব হতে পারে কিনা আমি জানতে চাই। ইজ ইট পার্লামেন্টারী? আমি মাননীয় স্পীকারের কাছ থেকে জানতে চাই।

Mr. Speaker :—No this expression is not desirable. This very word should be expunged from the proceeding

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সুতরাং তাঁরা একটা উদ্দেমূশ্যলকভাবে এটা এনেছেন, সরকার যখন এই সমস্ত মানুষ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল এবং তাদের জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করছেন, তখন শুধু শস্তায় বাজীমাত করার জন্য যে প্রস্তাব আসে, সেই প্রস্তাব সমর্থন করার পিছনে কোন যুক্তি নাই, এই প্রস্তাব বাতিল হউক এই আবেদন রাখি।

Mr. Speaker:—The discussion is over. Now I am putting the Resolution to vote.

The question before the House is the Resolution moved by Shri Anil Sarker that—

"এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে, যে ত্রিপুরার তপশীলী জাতি—উপজাতি ও নিম্ন আয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ডের হার দৈনিক তিন টাকা করা হোক এবং সমস্ত সিনিয়র বেসিক, হায়ার সেকেণ্ডারী ও হাইস্কুলে তপশীলি জাতি—উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস করা হোক ও বর্তমান ছাত্রাবাসগুলির সংস্কার সাধন করে আরো প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীট বাড়োনো হোক"।

The Resolution was negatived by voice vote.

Mr. Speaker :—Next Resolution is of Shri Ananta Hari Jamatia.

I would call on Shri Jamatia to move his Resolution that—

'এই বিধানসভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে যেসব অ-উপজাতি বে-আইনিভাবে বসবাস করিতেছে তাহাদিগকে বিকল্প জমি দিয়া, ঐ জমিতে ভূমিহীন জুমিয়াদিগকে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হউক'।

The Member is absent so his resolution falls through,

There is another resolution of Shri Naresh Roy. I would call on Shri Roy to move his resolution that—

'এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, যে সমস্ত দখলীয় খাস জমিতে ভূমিহীন কৃষক ও তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি সহ ঘরবাড়ী করিয়া চাষাবাদ করিয়া আসিতেছে, অবিলম্বে তাহাদের নামে ঐসকল খাস জমি

মিঃ স্পীকার :— (ক্রমশঃ) ......

বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক'।

The Member is absent, so his resolution falls through.

Then "I have it in command from the Governor that the Assembly do now stand prorogued."

THANK YOU.

STARRED QUESTION NO, 641,

By Shri Tapash Dey

Question

1) Whether the Government has any scheme for development of local Newspapers ?

Answer

1) Not as such, Govt, has no particular scheme under consideration,

2) If not do the Government feel any necessity in this regard ',

2) Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 657.
By Shri Jadu Prasanna Bhattacherjee

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৬৯ ইংরাজীতে খোয়াইর :চেবরী ও খোয়াই চা বাগান ফেরীর ইজারাদারগণ তাঁদের ঐ বৎসরের ইজারার রাজস্ব পরিশোধ করেন নাই ?

২। এবং ইহা কি সত্য এভাবে রাজস্ব ফাঁকি দিয়াও ঐ ইজারাদারগণই তাঁদের পরিবারস্থ অন্য ব্যক্তির নামে (যাদের নামে কোন জমি সম্পত্তি নাই) বেনামীতে ১৯৭০ ইংরেজীতে ঐ দুটি ফেরীর ইজারা পুনরুবন্দোবস্ত নিয়াছেন ? এবং

৩) সরকার তাদের থেকে উক্ত বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। না।

২। বকয়া ইজারার টাকা আদায়ের জন্য ত্রুটিকারী ইজারাদারের বিরুদ্ধে সংশিত মোকদ্দমা জারী করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION No. 705
By Shri Niranjan Deb

প্রশ্ন

১) চড়িলাম বাজার স্থানান্তর সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন কি ? এবং

২) অবগত থাকলে ঐ বাজার স্থানান্তরের কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) গত ৫/৫/৭০ ইং তারিখে চড়িলাম বাজারস্থিত সমস্ত দোকান পুড়িয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ীগণ নিজেরা একটি নূতন স্থান নির্বাচনক্রমে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত তথায় দোকান দিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 714
By Shri Usha Ranjan Sen.

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমায় Town Hall টি সরকার কর্তৃক সংস্কার ও তাহার রক্ষার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২) উদয়পুর Town Hall মাঠটি সরকার কর্তৃক Children Park করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১) টাউন হল নামে পরিচিত বর্ত্তমান গৃহটি পি, ডব্লিউ, ডি, বুকে লিপিবদ্ধ নাই কিম্বা ইহা সরকার কর্তৃকও নির্মিত হয় নাই। সুতরাং ইহার সংস্কার ও রক্ষার প্রশ্ন উঠেনা।

২) আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

STARRED QUESTION No. 715

By Shri Usha Ranjan Sen.
Shri Tapash Dey

প্রশ্ন

১) উদয়পুর ধ্বজনগর Industry তে কি কি ধরণের কাজের ব্যবস্থা আছে?

২) কতজন কর্মী বর্ত্তমানে উক্ত Industryতে কর্ম্মরত অবস্থায় আছেন? বিভাগ অনুযায়ী সংখ্যাগত হিসাব;

৩) ঐ Industry তে সারা বৎসর ব্যাপী কর্মীদের কাজের ব্যবস্থা আছে কিনা?

উত্তর

১) ধ্বজনগর শিল্পনগরীতে নিম্নলিখিত Unit গুলি সংগঠিত হইয়াছে :—
সরকারী মালিকানাধীনে :— Model Carpentry Unit এবং Model Black Smithy Unit.

বেসরকারী মালিকানাধীনে :—(i) Tea Chest Corner Fitting. (ii) Corrugated Ply-wood sheet এর উৎপাদন, (iii) হস্ত চালিত তাঁতের বস্ত্রাদি উৎপাদন।

২) Model Blocksmithy unit এ ১৩ জন কর্মী কর্ম্মরত অবস্থায় আছেন, Model Carpentry Unit তালাবদ্ধ করণের দরুণ ১৫ জন কর্মী কর্ম্মহীন অবস্থায় আছেন। বেসরকারী মালিকানাধীনে কেহই কার্য্যে রত নাই।

৩) হঁ্যা।

STARRED QUESTION NO. 716

By Shri Usha Ranjan Sen,

প্রশ্ন

১) ১৯৭১ ইং সনের মার্চে উদয়পুর বাজার অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হওয়ার খবর সরকার অবগত আছেন কি ?

২) জেনে থাকলে ঐ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত ?

৩) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের বিজনেস লোন এবং অন্নানাদের হাউজিং লোন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন ?

৪) ঐ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কতকগুলি Government Stall ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল ; উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ Government Stallগুলি মেরামত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) প্রায় ৫০,০০,০০০ টাকা।

৩) লোন দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪) ১২টি সরকারী ষ্টল ক্ষতিগ্রস্থ হইযাছে। ঐগুলি মেরামত করার ব্যবস্থা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 722

By Shri Pakhi Tripura,

প্রশ্ন

১) বাংলাদেশ সীমান্তবর্ত্তী হরিছড়া, নারীছড়া, আশুতুইছা, পমাছড়া প্রভৃতি জায়গার ১৭টি উপজাতি পাড়া ত্রিপুরা প্রশাসনের আওতায় পরে কি ?

উত্তর

১) যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানাভুক্ত যে কোন ভূমি ত্রিপুরা সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীন, ও তদ্ধেতু প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 725.
By—Shri Pakhi Tripura.

প্রশ্ন

১। ডুম্বুর প্রকল্পের ফলে জলমগ্ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত খাস দখলকারীদের সরকার চাষযোগ্য জায়গাতে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করবেন কি ?

২। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করা বন্ধ রাখিবেন কি ?

উত্তর

১। এইরূপ ব্যক্তিদের টিলাভূমিতে পুনর্ব্বাসনের জন্য একটা স্কীম সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে ডুম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রকল্পের কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করিতে হইবে বিধায় খাসভূমি দখলকারদের উচ্ছেদ বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। যথাসময়ে ক্ষতিগ্রস্ত দখলকারীদের পুনর্ব্বাসনের কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 742.
By—Shri Abhiram Deb Barma,

প্রশ্ন

১। চম্পকনগর শিল্প কেন্দ্রে কতজন শ্রমিক আছে ;

২। তাহারা কত বৎসর যাবৎ কাজ করিতেছে ; এবং

৩। তাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। চম্পকনগর রেশম শিল্পকেন্দ্রে বর্ত্তমানে সর্ব্বমোট ৮ জন শ্রমিক দৈনিক হাজিরা হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

২। কে কত বৎসর যাবৎ কাজ করিতেছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

	শ্রমিকদের নাম	নিবুক্তির তারিখ
১।	শ্রীগনেশ চন্দ্র মজুমদার	৫-৯-৬০ ইং
২।	,, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস	২৪-১০-৬১ ইং
৩।	,, বলরাম মজুমদার	১৫-৯-৬৩ ইং
৪।	,, নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী	১-৪-৬৫ ইং
৫।	,, গুরুচরণ নাথ ভৌমিক	২৩-৮-৬৫ ইং
৬।	,, ননীগোপাল দেবনাথ	১-১০-৬৫ ইং
৭।	শ্রীমতি বীণাপ্রভা চক্রবর্ত্তী	১৯-১০-৬৯ ইং
৮।	,, শুক্লা চৌধুরী	৩-৩-৭২ ইং

ANNEXURE—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 573.

By Shri Ananta Hari Jamatia.

প্রশ্ন

১) গত আর্থিক বৎসরে তেলিয়ামুড়া ব্লকে উপজাতি উন্নয়ন, পানীয় জল, টেষ্ট রিলিফ ও অন্যান্য খাতে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

২) ঐ সমস্ত পরিকল্পনার টাকা কোন কোন জায়গায় উপজাতি উন্নয়ন, ও টেষ্ট রিলিফের জন্য খরচ করা হইয়াছে।

উত্তর

১) গত আর্থিক বৎসরে তেলিয়ামুড়া ব্লকে নিম্নলিখিত টাকা উপজাতি উন্নয়ন, পানীয় জল, টেষ্ট রিলিফ ও অন্যান্য খাতে দেওয়া হইয়াছে।

ক)	সমষ্টি উন্নয়ন—	৫৭,০০০ টাকা
খ)	উপজাতি উন্নয়ন—	৩৯,১২৬ টাকা
গ)	ক্র্যাশ নিউট্রিশান প্রোগ্রাম—	১২,৩০০ টাকা
ঘ)	পানীয়জল—	৩৫,৩৭০ টাকা
ঙ)	ক্র্যাশ স্কীম গ্রামীন কর্ম্ম সংস্থান—	৫০,২০০ টাকা
চ)	টেষ্ট রিলিফ—	৬১,০৭৮ টাকা

২) উপজাতি উন্নয়ন ও টেষ্ট রিলিফের জন্য যে যে জায়গায় টাকা খরচ হইয়াছে তাহার নাম নিম্নে দেওয়া গেল—

ক) উপজাতি উন্নয়ন পরিকল্পনা—রাস্তা

১) মধ্য কল্যাণপুর, রজনী সর্দ্দার পাড়া হইতে গগন চৌধুরী পাড়া প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত। মোহর বাড়ী, অমর কলোনী ব্রহ্মছড়া, ননীরায় পাড়া, বরচুয়া রিংওয়েল দেওয়া হইয়াছে ও মহারাণীপুর, আদর্শ জুমিয়া কলোনী, পশ্চিম রামকৃষ্ণপুর আদর্শ কলোনীতে রাস্তা।

খ) টেষ্ট রিলিফের কাজ :—

১) তাতাবাড়ী কুঞ্জবন ভূমিহীন কলোনী, রামদয়াল বাড়ী উত্তর ঘিলাতলী, প্রমোদ নগর চাকমা ঘাট, রামকৃষ্ণপুর, নায়েক বাড়ী চাপলাই এলাকা, নিরঞ্জনপুর গিলাধর পাড়া মধুটা পাড়া, আক্রাবাড়ী ভূমিহীন কলোনী, মুরামোহন মরস্থম পাড়া, মসুরাই পাড়া কপালী পাড়া, দক্ষিণ তুই চন্দ্রাই মঙ্গল দেববর্ম্মা পাড়া, কৃষ্ণমণি দেববর্মা পাড়া, চন্দ্রমণি দেববর্মা পাড়া, মনিপুর ভূমিহীন কলোনী, অমৃত রোয়াজা পাড়া মহারাণীপুর, নারায়ণপুর, মুক্তিজয় পাড়া, সক্রাই বাড়ী ভূমিহীন কলোনী, সোনারাই রিয়াং চৌধুরী পাড়া, কোনারাই চৌধুরী পাড়া, রাইমা শরমা বলদা বাড়ী, সাংগোয়াছড়া তোলিয়ামুড়া, বসুরাই পাড়া, খসিধন পাড়া, বিলিধন পাড়া এবং অমৃত রোয়াজা পাড়া।

UNSTARRED QUESTION NO. 717.

By Shri Ashoke Kumar Bhattacharjee.

QUESTION

1. Total Number of Ring-wells and Tub-wells allotted to each Assembly Constituency (Constituency wise figure) after the Ministry has been formed.
2. How the necessity of those was felt, and
3. On what basis the allotment was made,

ANSWER

1. Allotment of Ring-wells and Tube-wells are not made Assembly constituency-wise.
2. Does not arise.
3. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION No. 726

By Shri Pakhi Tripura.

প্রশ্ন :

১। গণ্ডাছড়া ও বুলংবাসা বাজারে কোন সালে মিজো সেক্রাক আক্রমন করিয়াছিল ?

২। আক্রান্ত পরিবারের সংখ্যা ও প্রত্যেক পরিবারের ক্ষতির পরিমান ;

৩। ক্ষতিগ্রস্থদের সরকার তরফ হইতে কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৬৯ ইং সনের জুলাই মাসের ২২শে ও ২৩শে তারিখ।

৬। গণ্ডাছড়ার ৫৫টি পরিবার এবং বুলংবাসার ১৩টি পরিবার প্রত্যেক পরিবারের ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

গণ্ডাছড়া

পরিবারের কর্তার নাম	ক্ষতির পরিমাণ
১। সুশীল চন্দ্র বিশ্বাস	৩০০ টাকা
২। নেপাল ভৌমিক	১৭০৩০ ,,
৩। গিরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫০ ,,
৪। মনীন্দ্র চন্দ্র দাস	২৫০০ ,,
৫। বৃন্দাবন দাস	৭১০০ ,,
৬। বনমালী শীল	২০০ ,,
৭। চিত্ত সরকার	৩৫০ ,,
৮। রবীন্দ্র চন্দ্র রায়	৩৩০০ ,,

৯।	রথীন্দ্র রায়	১২৫০	টাকা
১০।	ধনঞ্জয় দাস	[illegible]	,,
১১।	যতীন্দ্র মোহন সাহা	২০০	,,
১২।	শম্ভু সাহা	৫০০০	,,
১৩।	সুরেশ	৫০০০	,,
১৪।	ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী	৮০০	,,
১৫।	মহেন্দ্র সরকার	২৫০	,,
১৬।	কমল সরকার	৩০০	,,
১৭।	নিত্যহরি সরকার	২০০	,,
১৮।	রঘুনাথ সরকার	৩০০	,,
১৯।	ধীরেন্দ্র সরকার	৪০০	,,
২০।	নিখিল সরকার	২৫০	,,
২১।	কৃষ্ণ কারবারী	১৫০	,,
২২।	রমেশ চন্দ্র চন্দ	২০০	,,
২৩।	সুরেন্দ্র দাস	১[illegible]০০	,,
২৪।	রাধারাণী দাস	১২৬০	,,
২৫।	সোমোহরণ দাস	৪০০	,,
২৬।	মনীন্দ্র চক্রবর্তী	২৫০	,,
২৭।	মহাম্বরী দাস	৩০০০	,,
২৮।	ক্ষীতিশ দাস	২৫০০	,,
২৯।	নারায়ণ সাহা	৬০০	,,
৩০।	কুলেশ্বর দাস	১৫০	,,
৩১।	পরেশ এবং নরেশ দাস	৮৫০	,,
৩২।	ধীরেনলা দেব	১২৫	,,
৩৩।	রবীন্দ্র সাহা	১০,৭৫০	,,
৩৪।	ব্রজেন্দ্র সরকার	২৭০০	,,
৩৫।	প্রফুল্ল দেব	৪০০	,,
৩৬।	নগেন্দ্র সরকার	৩০০	,,
৩৭।	রাজ ত্রিহরী রানী ভা পাউল	৬০	,,
৩৮।	অনিল চক্রবর্তী	৩০০	,,
৩৯।	সন্তোষ সরকার	১১০০	,,
৪০।	নিশিকান্ত সরকার	৫০০০	,,

৪১।	বিশ্বাম্ভর দাশ	১৮০০ টাকা
৪২।	নারায়ণ আচার্য্য	৩০০ ,,
৪৩।	বিধুভূষণ সাহা	৫৭৫ ,,
৪৪।	প্রাণেশ চন্দ্র রায়	২৭০০ ,,
৪৫।	অরুণ চন্দ্র সাহা	৩০০ ,,
৪৬।	হরলাল ভূলা	২০০ ,,
৪৭।	সতীশ মজুমদার	২৫০ ,,
৪৮।	কবীরনাথ ছেত্রী	১০০ ,,
৪৯।	ধন বাহাদুর ছেত্রী	৪৫০ ,,
৫০।	রামপ্রসাদ নেপালী	৩৫০ ,,
৫১।	কাশীম বিশ্বাস	২০০ ,,
৫২।	মনীন্দ্র আচার্য্য	৩০০ ,,
৫৩।	রামধন মালাকার	৩০০ ,,
৫৪।	সত্যেন্দ্র রায়	১০০ ,,
৫৫।	রমনী দাশ	১০০ ,,

বুলংবাস।

১।	ভক্ত রিয়াং	৫০০ টাকা
২।	বীরেন্দ্র কিশোর ভৌমিক	৭৫০ ,,
৩।	নগেন্দ্র কুমার সাহা	১১১০০ ,,
৪।	হরলাল সাহা	১০০০ ,,
৫।	রমেশ সাহা	১২০০০ ,,
৬।	যতীন্দ্র গিরি	৭৩৫·৭০ ,,
৭।	সন্তোষ সাহা	১৮০০ ,,
৮।	কিরণময় দত্ত	২৬০ ,,
৯।	যোগেশ মজুমদার	২৫ ,,
১০।	চিত্ত সাহা	১১০০০ ,,
১১।	সুখময় চৌধুরী	৫০০ ,,
১২।	বন বিহারী সাহা	৫৩৫ ,,
১৩।	গিতিরা বাহাদুর মরতম	২৫ ,,

গ। হ্যাঁ।

UNSTARRED QUESTION NO. 729
By Shri Purna Mohan Tripura.

প্রশ্ন

১) ছামনু T. D. ব্লকে বর্তমান বৎসরে Test Relief এর জন্য কত টাকা খরচ করা হইয়াছে।

২) কোথায় কোথায় Test Relief এর কাজ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক জায়গায় কতটাকা খরচ হইয়াছে তার পৃথক পৃথক হিসাব ?

উত্তর

১) ৯,০০০ টাকা।

২)

জায়গার নাম	টাকার পরিমাণ
মধ্য চৈলেংটা	১০০০ টাকা
সাকান হইতে শোভারাম পাড়া রাস্তা	৫০০ ,,
মাণিকপুর	১৫০০ ,,
তারাবন ছড়া	৫০০ ,,
জয়চন্দ্র পাড়া হইতে সোনারাই রাস্তা	১০০০ ,,
হারাধন পাড়া	৫০০ ,,
ক্ষেত্রিছড়া হইতে যোগেন্দ্র রোয়াজা পাড়া রাস্তা	১০০০ ,,
কুকিছড়া হইতে কুকিছড়া প্রাঃ স্কুল রাস্তা	৫০০ ,,
ডুমাছড়া হইতে কাঠালছড়া রাস্তা	১০০০ ,,
পশ্চিম করমছড়া হইতে হরিদাস বৈষ্ণব পাড়া রাস্তা	১০০০ ,,
করমছড়া কলোনী রাস্তা	৫০০ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 735.
By Shri Niranjan Deb

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে বিশালগড় ব্লকে টিউবওয়েল ও রিংওয়েল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তার সংখ্যা (গাঁও সভা ভিত্তিক)

উত্তর

১। হাঁ।

২। ৩৫টা টিউবওয়েল ও ১১টি রিংওয়েল বসান হইবে। জরুরী অবস্থা বিবেচনায় ও জনসাধারণের সুবিধার্থে ব্লকওয়ারী মঞ্জুর দেওয়া হইয়াছে। কাজ শেষ হইলে গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব দেওয়ার সুবিধা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 740

By Shri Niranjan Deb

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকে serviceable এবং Un-serviceable রিংরয়েল ও টিউবওয়েলের সংখ্যা কত?

২) এবং তাহার হিসাব (গাঁও সভা ভিত্তিক)

উত্তর

১। বিশালগড় ব্লকে মোট ৫৫৪টি টিউবওয়েল ও ২৬০টী রিংওয়েলের মধ্যে ৩৪৮টী টিউবওয়েল ও ১৯০টি রিংওয়েল চালু আছে। ২০৬টী টিউবওয়েল ও ৭০টি রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে।

২। গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব এতৎসহ নিম্নে দেওয়া গেল।

গাঁওসভার নাম	টিউবওয়েলের সংখ্যা		রিংওয়েলের সংখ্যা	
	চালু	অকেজো	চালু	অকেজো
১। বিশালগড়	৩৬	২৩	১২	৮
২। লক্ষীবিল	২৪	৮	৬	২
৩। গোলাঘাটি	১৫	৭	৬	২
৪। পেকুয়ার জলা	১	২	৪	১
৫। রাঙ্গাপানিয়া	১৭	৭	৩	২
৬। উত্তর চড়িলাম	৬	৬	৬	২
৭। দক্ষিণ চড়িলাম	১৮	১০	১২	২
৮। রামনগর	৩	২	৩	২
৯। কৃষ্ণকিশোর নগর	২০	১০	১০	২
১০। কমলাসাগর	২০	১২	৩	৫
১১। বড়জলা	৪	৫	৪	১
১২। আমতলী (বিশ্রামগঞ্জ)	৬	৪	৬	৩
১৩। অমরেন্দ্রনগর	৩	২	২	৩
১৪। প্রভাপুর	৫	৫	৪	১
১৫। বিক্রমনগর	১৮	১০	১২	৩
১৬। টাকারজলা	৫	৬	৩	২
১৭। যোগেন্দ্রনগর	১২	৪	১১	৪
১৮। মধুবন	১২	৮	১৩	২

১৯।	জম্পইজলা	৫	৫	৮	১
২০।	বাধারঘাট	২৬	১৩	১৭	৫
২১।	গকুলনগর	২২	১০	৮	২
২২।	প্রতাপগড়	২৪	১৫	১৫	২
২৩।	গণিয়ামুড়া	১৪	৮	২	৩
২৪।	মধুপুর	১০	৯	৮	২
২৫।	ঈশানচন্দ্রনগর	১৬	১২	৮	৩
২৬।	মধ্য গণিয়ামুড়া	৬	৩	৪	২
		৩৪৮	২০৬	১৯০	৭০

UNSTARRED QUESTION NO. 743.

By Shri Tapash Dey

প্রশ্ন

১। উদয়পুর ব্লকের কয়টি টিউব ওয়েল ও রিংওয়েল আছে। তন্মধ্যে কয়টি অকেজো তার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব ?

২। উদয়পুর ব্লকে গত পাঁচ বৎসরে R, W. S. হেডে মোট কত টাকা ব্যায়িত হয়েছে ?

৩। যে টাকা খরচ হইয়াছে এতে কাজ সন্তোষজনক কি না ?

১। উদয়পুর ব্লকে মোট ৩৭৫টি টিউবওয়েল ও ৯৯টি রিংওয়েল আছে। তন্মধ্যে ৭৩টি টিউবওয়েল এবং ৮টি রিংওয়েল অকেজো আছে। গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব এতৎসহ দেওয়া গেল।

২। উদয়পুর ব্লকে গত পাঁচ বৎসরে R. W. S. হেডে মোট ১,৯৬,৬৩৫ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

৩। কাজ সন্তোষজনক।

Name of Gaon Sabha	No. of existing tube-wells.	No. of tube wells unserviceable.	Total No. of existing R. C. C. Wells.	No. of unserviceable R. C. C. Wells.
1. Matarbari	10	3	—	—
2. Fulkumari	15	4	7	—
3. Chandrapur Village	2	1	2	—
4. Chandrapur R. F.	20	1	1	—
5. Garjee	16	4	6	1
6. Khilpara	18	2	2	—
7. Jamjuri	25	5	3	—
8 Mogpuskarini	9	2	6	—
9. Uttar Maharani	11	2	4	—
10. Gakulpur	37	9	6	—
11. Uttar Briendranagar	6	1	—	—
12. South Brajendranagar	5	2	—	—
13. Killa	11	5	3	—
14. Pitra	12	4	5	—
15 Gangacherra	5	—	2	—
16. Uttar Barmura	1	—	5	—
17. South Barmura	1	—	—	—
18. Duptali	8	4	3	—
19. Laxmipati	11	2	3	—
20. Bagma	9	1	1	—
21. Bagabasa	10	2	1	—
22. Kupilong	7	2	3	—
23. Salghara	20	3	1	1
24. Amtali	13	3	2	—
25. Palatana	13	1	2	—
26. Shilghati	8	2	3	—
27. Kakraban	28	3	5	1
28. Mirza	30	2	7	—
29. Rani	8	3	1	3
30. Baisabari	—	—	10	3
31. Kachigang R. F.	—	—	—	—
32. Chagaria	1	—	5	—
33. South Maharani	5	—	—	1
34. R. K. Pur	—	—	—	—
	375	73	99	8

——————